হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্,

প্রফেসার অফ মেটিরিয়া মেডিকা, হানিমান মেডিকেল কলেজ

ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্, এ,

৪নং, বিডন রো, কলিকাতা।

১৯২০

Price Rs. 6-0-0



দ্বিতীয়বারের নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও এই দুই খণ্ড প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র, তবে প্রথম সংস্করণের মুদ্রাকর প্রমাদ ও অন্যান্য দোষ সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টাকরা হইয়াছে। বিষয়গত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের বিশেষ কোন চেষ্টাকরা হয় নাই। জগদীশ্বর জীবিত রাখিলে তদ্বিধ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

মুদ্রাকরের অপ্রণিধানবশতঃ পূয়মেহ রোগে ৪৫ পৃষ্ঠায় সালফার, এবং ১১০ পৃষ্ঠার ফুটনোটে আর্ণিকা সংস্পৃষ্ট নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যকীয় দুইটী প্যারা বাদ গিয়াছে।

* ডাঃ কাফ্‌কার মতে পূয়মেহের যে কোন অবস্থায় অবিলম্বে সালফারের প্রয়োগ করা উচিত, কেননা ইহার ক্রিয়ায় অন্ততঃ রোগ সম্পূর্ণ প্রবলতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অন্যান্য চিকিৎসক নিম্নলিখিত লক্ষণে সালফার প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, যথা—কখন ঘন এবং পূয়ময়, কখন বা পাতলা এবং জলবৎ স্রাব, মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা ও চন্‌চনি এবং মূত্রদ্বারের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, মুদা বা ফাইমসিস্, বিশেষতঃ লিঙ্গত্বকের প্রদাহিত ও ঘনীভূত অবস্থা।

* ডাঃ রিচার্ডস—২৫ বৎসরের বালিকা; ভারি বস্তু তুলিতে হঠাৎ বাম বৃক্কে বেদনা পায়; কিছু পরেই প্রচুর রক্তময় মূত্রস্রাব; তিন দিনের পর আর্ণিতে, আরোগ্য। ডাঃ গ্রিণলিক্—রক্তসঞ্চয়ী শীতকম্প; গ্রাবাকশেরুকাস্থি চাপে বেদনাযুক্ত; তাপ, চৈতন্য ও স্পর্শজ্ঞানের অভাব, ২ সপ্তাহে টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন হয়; ২০০, এক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা পরে উপশম। রোগ-চিহ্নও ক্রমে আরোগ্য।

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল।

নিবেদক,
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

তৃতীয় খণ্ড

নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও ৩য় খণ্ড মুদ্রণ ও প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। সেজন্য গ্রাহকগণের নিকট আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে ২৫ ফর্ম্মা করিয়া অর্থাৎ ৪০০ পৃষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে, এই খণ্ডে ২৫ ফর্ম্মার স্থলে ৩০ ফর্ম্মা দেওয়া হইল এবং ৯টি ঔষধের স্থলে ইহাতে ১৬টি ঔষধের আলোচনা করা হইয়াছে, ইহাও বিলম্বের অন্যতম কারণ। ফর্ম্মা বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এই খণ্ডও অনন্যসাপেক্ষ ও স্বাধীন। পূর্ব্ব দুই খণ্ডের ন্যায় ইহাতেও ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের সহিত আলোচ্য ঔষধের তুলনা দ্বারা পরস্পরের কার্য্য-ক্ষেত্র বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আলোচিত ঔষধের উপযোগী ধাতু, প্রদর্শক লক্ষণ, শরীরযন্ত্রবিশেষে ও রোগবিশেষে তাহাদের ক্রিয়া ও প্রয়োগের উপযোগিতা সম্বন্ধে পাঠকগণ যাহাতে সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন সে চেষ্টারও কোন অংশে ত্রুটি করি নাই। চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা কেবল পাঠকগণই বলিতে পারিবেন।

এই খণ্ডেও বহু খ্যাতনামা গ্রন্থকারের বহুদিনের বহুদর্শিতালব্ধ উপদেশের অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকলেবর পুষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। বলা বাহুল্য এবারও আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গুঁই মহাশয়দ্বয়ের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি; তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

৪র্থ খণ্ড সত্বর প্রকাশ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
২৫ আষাঢ় ১৩২০ সাল।

নিবেদক,
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

সূচিপত্র।

লেক্‌চার ১৯ (LECTURE XIX)

সাল্‌ফার (Sulphur)

প্রতিনাম।—ফ্লরেস্ সালফুরিস্।

সাধারণ নাম।—ব্রিম্‌ষ্টোন, ফ্লাউয়ার্স অব্ সাল্‌ফার।

প্রয়োগরূপ।—সাব্লাইম্‌ড সাল্‌ফারের ট্রিটুরেষণ; আল্‌কোহল সহ সাল্‌ফারের টিংচার বা অরিষ্ট, শক্তি ২ X ক্রমের সমান।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে পাঁচ অথবা ছয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ২ X ক্রম হইতে ২০০ ও ১০০০ (m), অবস্থাবিশেষে ১০০০০০ (c m) ক্রমও ব্যবহৃত হয়। *

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে অথবা মধ্য রজনীর পরে; শয্যার তাপে; বিশ্রাম কালে; দণ্ডায়মানাবস্থায়; স্পর্শে; শরীর প্রক্ষালন অথবা স্নান কবিলে; মুক্ত বায়ুর মধ্যে এবং পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ায়।

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে নিম্নলিখিত ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন;—ডাং ডুলাক—পুত্রের কোন অবস্থা বশতঃ একটি ভদ্রমহিলা বিশাদগ্রস্ত ছিল, পুত্র কোনরূপ কষ্ট জানাইলে ক্রন্দন করিত, নিদ্রা হইত না, জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাহার পরকালে দুঃখকষ্ট ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইত না, সেজন্য ভীত থাকিত, ৬০০, ১ মাত্রায় আরোগ্য। ডাং ষ্ট্যান্‌কিভেল—৯ বৎসরের বালক, ২ বৎসরের অনিদ্রা ও ভীতি, নিদ্রার ১ ঘণ্টার মধ্যেই হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিত, চীৎকার করিত, লাফাইয়া পড়িত, এবং উন্মাদের ন্যায় শয্যা হইতে চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইত; এইরূপ প্রতি রাত্রে ২।৩ বার হইত; ভীতি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে হাত চাপড়াইত, প্রচুর ঘর্ম্ম হইত ও কাঁপিত ৩, আরোগ্য। ডাং কাশিং—কোন ব্যক্তির নিদ্রাকালে মস্তকোপরি ও,

উপশম।—শরীর চালনা কালে; ভ্রমণ কালে; শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (ষ্টেনাম)।

সম্বন্ধ।—সাল্‌ফারের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম্ফর, ক্যাম, সিঙ্ক, মার্ক্, পাল্‌স্, রাস্ ও সিপি।

সাল্‌ফার যাহার কার্য্যের-প্রতিষেধক—সিঙ্ক, আয়ড, মার্ক্, নাই এসি, রাস্, সিপি; সাধারণতঃ ধাতুপদার্থনিচয়ের; আর্সেনিকের কম্পের।

যদি বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত কোন ঔষধ প্রয়োগে ফল না হয়, তাহাতে, বিশেষতঃ তরুণ রোগে, সাল্‌ফার প্রয়োগ করিলে জৈবপ্রতিক্রিয়াশক্তি উত্তেজিত হইয়া ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করে।

সম্মুখে মৃদু বেদনা হইয়া রাত্রি ৪ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইত, ও অপরাহ্ন হইবার পর বেদনা কথঞ্চিৎ কমিত, ক্ষুধা ভাল ছিল না ও কোষ্ঠবদ্ধ ছিল, ২০০, আরোগ্য। ডাং হেরিং—কোন ব্যক্তির পুরাতন উদরাময়ে সন্ধ্যাকাল অপেক্ষা প্রাতঃকালে অধিকবার মলত্যাগ হইত, এই অবস্থায় তাহার শিরঃশূল হইয়া মস্তকের উপরিভাগে চাপের ন্যায় ও সমস্ত মস্তক গরম হওয়ার ন্যায় অনুভূতিপ্রযুক্ত রজনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইত ও ব্যথা সমস্ত দিন থাকিত, ৪০০, আরোগ্য। ডাং উস্‌সার—কর্ণিয়ার আঘাতিক ক্ষত হইয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে রক্তস্রাব ও ক্ষতপথে আইরিস্ বাহির (Prolapse of Iris) হয়; বেল ৩, দ্বারা বেদনা দূর হয়, কিন্তু ক্ষত থাকিয়া যায়, প্রথমে একন ১০, পরে সাল্‌ফার মূল আরক অবশেষে সাল্‌ফার ২০ প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্য ও দৃষ্টিশক্তি পুনস্থাপিত হয়। ডাং হল—আজন্ম চক্ষুপ্রদাহ (Opthalmia), এবং বয়স ১৮ বৎসর, ১৫ মাসের চক্ষুর প্রদাহ—দুই চক্ষুই আক্রান্ত, কিন্তু বাম চক্ষুই অধিকতর, চক্ষু চক্ষুর ন্যায় দেখাইত না, এক খণ্ড কাঁচা ও টাট্‌কা মাংসের ন্যায় প্রতিয়মান হইত, এবং চক্ষু এতাদৃশ বৃহৎ যে কোটরের বাহিরে আসিয়া পড়িত, দিবসের আলোকে বাম চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাইত না, রজনীতে কেবল প্রদীপ দেখিতে পাইত, দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টি ভাল ছিল, কিন্তু আলোকের চতুর্দ্দিকে সবুজবর্ণ মণ্ডল দেখিতে পাইত, ৬০০০, আরোগ্য। ডাং হইন—রোগীর বয়স ৪৯, দক্ষিণ কর্ণ ২০

সাল্‌ফার, ক্যাল্কে কা এবং লাইক, অথবা সাল্‌ফার, সার্সা এবং সিপিয়া যথাক্রমে পর পর প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

সাল্‌ফারের পূর্ব্বে ক্যাল্কেরিয়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

যে রোগের তরুণাবস্থায় একন, তাহারই পুরাতনাবস্থায় সাল্‌ফার উপযোগী। নিউমনিয়া প্রভৃতি রোগের তরুণাবস্থায় একন এবং পুরাতনাবস্থায় সাল্‌ফার কার্য্য করিয়া থাকে।

কার্য্যপূরক।—এলোজ ও সোরিনাম।

তুলনীয় ঔষধ।—এলোজ, আর্স, বেল, ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, কল্‌চি, হিপার, আয়ডি, লাইক, মার্ক, নেট্রাম মি, নাই এসি, নাক্স ভ, ফস্, সোরি, পাল্‌স, রাস্, সিপি ও সিলিক।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে সকল ব্যক্তি গণ্ডমালাদোষনিবন্ধন রোগপ্রবণ; যাহাদিগের শরীরস্থ শিরামণ্ডলে, বিশেষতঃ পোর্টাল (যকৃৎ শিরা) শিরামণ্ডলে সহজে রক্তাধিক্য জন্মে; যাহারা বাতপ্রকৃতি ও সহসা বিচলিত হয়; যাহারা ক্রোধনস্বভাব

বৎসর ও বাম কর্ণ ৫ বৎসর হইতে বধির, চেঁচাইয়া কথা না বলিলে শুনিতে পায় না, মূর্দ্ধাদেশে প্রবল চাপ ও তাপের অনুভূতি, তাহা উভয় কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মস্তিষ্কে ক্ষতবৎ বেদনা, রাত্রে পদের তলদেশের জ্বালা, তাপোচ্ছ্বাস অন্তে মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম, কোষ্ঠবদ্ধ, পূর্ব্বাহ্নে ১০।১১ টার সময় মূর্চ্ছার ভাব, ৩০০ ক্রমে কিছুই ফল হয় নাই, ৬০০০, আরোগ্য। ডাং হলকুম্ব—পল্লীগ্রামের ভদ্রমহিলা, স্বরবদ্ধ, গলাভাঙ্গাকাসিতে শ্বাসরোধের উপক্রমের ন্যায় হয় ও বক্ষমধ্যে চন্‌চনি—নিউমনিয়ার শেষ ফল, ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী, ১০০০০, দুই দিনে আরোগ্য। ডাং লিপি—উদরাময় রোগ, রোগীর বয়স ৩৫ বৎসর, রজনীতে বেদনাহীন উদরাময়, বিষ্ঠা তরল, ঘোর কটাবর্ণ পরিমাণে অল্প, কিন্তু বারে অধিকতর ৪৫০০০, আরোগ্য। ডাং হেরিং—উদারাময়, দুই প্রহর রজনীর পর, দিবসে কখনই হয় না, ২০০০০, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—স্ত্রী রোগী, বয়স ৩০, পুরাতন আভ্যন্তরীণ অর্শ, মলত্যাগ করিবার সময় ও তাহার পর দপদপানি ও জ্বালাযুক্ত চনচনি

ও রক্তপ্রধান; যাহাদিগের ত্বক্ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে অসহিষ্ণু; যাহারা কৃশ ও অবনতস্কন্ধ; যাহারা নত শরীরে উপবেশন করে ও বৃদ্ধদিগের ন্যায় নত হইয়া ভ্রমণ করে।

সাল্‌ফাররোগীর পক্ষে দণ্ডায়মানাবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর, ইহারা দণ্ডায়মান হইতে পারে না; যে কোন প্রকারে দণ্ডায়মান হউক না কেন, ইহারা সোয়াস্তি পায় না।

সমল, অপরিষ্কার এবং ত্বক্‌রোগপ্রবণ ব্যক্তি (সোরি); গাত্র ধৌত করণে অনিচ্ছুক; স্নান করিলেই রোগের বৃদ্ধি।

শিশু গাত্র ধৌত করা অথবা **স্নান করা সহ্য** করিতে পারে না (এণ্টি ক্রু—ঠাণ্ডাজলে পারে না)। শীর্ণশরীর, তথাপি বৃহদুদরবিশিষ্ট শিশু; অস্থির, তপ্তদেহ শিশু, যাহারা রজনীতে পদ দ্বারা শয্যাবস্ত্র ঠেলিয়া ফেলে (হিপার, সেনিকু); যাহাদের কৃমি আছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগের সহিত স্থিরীকৃত ঔষধেও ফল হয় না।

তরুণ রোগে সাল্‌ফার প্রয়োগে রোগ-লক্ষণ পরিষ্কার ভাব ধারণ করিলে অন্যৌষধের উপযোগিতা স্পষ্টতর হয় (পুরাতন রোগে সোরি)।

উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া যে সকল গণ্ডমালাঘটিত পুরাতন রোগ জন্মে, তাহার পক্ষে সালফার উপযোগী (কষ্টি, সোরি)।

হইয়া তীর বেগে ঊর্দ্ধে যায় ও শ্বাসরোধ করে, মলত্যাগান্তে কক্‌সিক্‌স এবং ত্রিকাস্থি বা সেক্রাম মধ্যে ও বস্তির চতুঃপার্শ্বে মৃদু বেদনা ৬ ঘণ্টা স্থায়ী, ১০০০, আরোগ্য। ডাঃ গুডনো—২ বৎসর যাবৎ রজনিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ, রোগীর বয়স ১৫ বৎসর, পূর্ব্বাহ্ন ১১ টার সময় কষ্টকর ক্ষুধার অনুভূতি ও তাপোচ্ছ্বাস, ১০০০০০ (cm) আরোগ্য। ডাঃ সিক্রাইষ্ট—একজন চাষার গ্লীট রোগ; দুই সপ্তাহ থুজা ৬ প্রয়োগের পর মূত্রনালীর অভ্যন্তরে চুলকনা ও সামান্য স্রাব উপস্থিত, ৯ আরোগ্য।

যে সকল রোগ ক্রমাগত প্রত্যাবর্ত্তন করে (ঋতু-বিশৃঙ্খলা, শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া প্রভৃতি); রোগী প্রায় আরোগ্য হওয়ার ন্যায় হয় কিন্তু রোগ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে; চক্ষু, নাসিকা, বক্ষঃ উদর, অণ্ডাধার বা ওভারি, ও হস্ত প্রভৃতি শরীরাংশ বিশেষে রক্তাধিক্য; স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধি (Climacteric) কালীন রক্তাধিক্য; এবং কোন দূষিত অর্ব্বুদাদির (Tumour and malignant growth) আক্রমণচিহ্নযুক্ত যন্ত্রের রক্তাধিক্য।

মূর্দ্ধাদেশে, চনচনি সহ চক্ষুতে, মুখ লোহিত বর্ণ না হইয়া মুখমণ্ডলে, মুখগহ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্বাকার ফোস্কায়, শুষ্ক গলাভ্যন্তরের প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম পার্শ্বে, আমাশয়ে, সরলান্ত্রে, মলদ্বারে, চুলকনাযুক্ত অর্শে ও তীব্র মূত্রের উত্তেজনায় মূত্রপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিতরঙ্গবৎ জ্বালার (আস) অনুভূতি; মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত ধাবমান বক্ষের তাপোচ্ছাস সহ সর্ব্বশরীরে এবং উভয় স্ক্যাপুলাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানবিশেষে জ্বালার অনুভূতি।

প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি দ্বিতীয় সপ্তাহে, মূর্দ্ধার তাপ ও পদের শীতলতা সহ দুর্ব্বলকর এবং শয্যাগতকারী (স্যাঙ্গু) সবমন শিরঃশূল (Sickheadache)।

মূর্দ্ধাদেশের অবিশ্রান্ত তাপ; দিবসে পদ শীতল থাকিয়া রজনীতে পদতলের জ্বালা হইলে পদ রাখিবার জন্য শীতল স্থানের আবশ্যকতা (স্যাঙ্গু, স্যানিক); শীতল করিবার জন্য রোগী পদ শয্যার বাহিরে লয় (মেডো); রজনীতে পায়ের ডিমের ও পায়ের তলদেশের খল্লী।

দিবসে তাপোচ্ছাস বশতঃ বারম্বার দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছার ন্যায় আক্রমণ, কিঞ্চিৎ ঘর্ম্ম হইয়া বিদূরিত।

ওষ্ঠের উজ্জ্বল রক্তিমায় বোধ হয় যেন তাহা কাটিয়া রক্ত বাহির হইবে।

পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ১১টার সময় আমাশয়মধ্যে দুর্ব্বলতা, খালি বা কিছু না

থাকা অথবা মূর্চ্ছাভাবের অনুভূতিতে (পূর্ব্বাহ্ণ ১০ অথবা ১১ টার সময় নেট্রাম কার্ব্বনিকামের, আহারে তাহার উপশম) রোগী আহারের উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না ; দিবসে বারম্বার দুর্ব্বলতার অনুভূতি ও মূর্চ্ছার ন্যায় আক্রমণ।

মধ্য রজনীর পরের বেদনাহীন উদরাময়ে ভোর রাত্রে মলত্যাগের বেগ হইলে রোগীর পাইখানায় দৌড়াইতে হয় (এলোজ, সোরি); বোধ হয় যেন দুর্ব্বলতা বশতঃ অন্ত্র মল ধারণে অক্ষম।

কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন, গিট গিট ও দগ্ধবৎ শুষ্ক (ব্রায়), বিষ্ঠার ন্যাড় অত্যন্ত স্থূল ও ত্যাগ বেদনাযুক্ত ; বেদনা বশতঃ শিশু মলত্যাগ করিতে ভীত, অথবা প্রথমে মলত্যাগে বিরত থাকিতে বাধ্য ; পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

মল মূত্র ত্যাগকালে যে শরীরস্থানের সংশ্রবে আইসে তাহা বেদনাযুক্ত হয় ; অধিক পরিমাণ বর্ণহীন মূত্রের ত্যাগ ; মলদ্বারের চতুঃপার্শ্ব লোহিতবর্ণ ও ছালওঠা থাকে ; সমুদয় শরীর-বহিঃদ্বারই অত্যন্ত লোহিতাভ ; শরীরের সমুদয় স্রাবই তীব্র ও ক্ষতকর।

ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র শীঘ্র, পরিমাণে প্রচুর ও অধিক কাল স্থায়ী। গর্ভস্রাবের পর হইতে জরায়ুর রক্তস্রাবের হ্রাস হয় না। "পূর্ণিমার দিন এক মাত্রা সাল্‌ফার প্রয়োগে আরোগ্য" (ডাং লিপি।)

শরীরের নানা স্থানে দলবদ্ধ স্ফোটকের উৎপত্তি ; অথবা একটি আরোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটির উৎপত্তি (টুবাকু´)।

গাত্রে সুখভাবোত্তেজক চুলকনা, চুলকাইলে সোয়াস্তি বোধ, "চুলকাইলে ভাল বোধ করে ;" চুলকাইলে জ্বালার উদ্রেক হয় ; শয্যাতাপে

চূলকনার বৃদ্ধি, ত্বকের ভাঁজের মধ্যে ক্ষতের স্থায় বেদনা (লাইক, স্থানিকু)।

যে সকল ত্বক্‌রোগ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত সাবান ও ঔষধদ্রব দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে এবং যে অর্শরোগ মলম দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে তাহার দোষ-নিবারণে ইহা উপযোগী।

মস্তিষ্ক, প্লুরা, ফুসফুস এবং সন্ধিস্থল হইতে নিঃসৃত রস (serum) অথবা প্রদাহিক স্রাব যখন ব্রায়, কেলি মিউ অথবা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত অপর ঔষধ দ্বারাও প্রশমিত না হয়, তখন সাল্‌ফার তাহার সাহায্যকারী।

মদ্যপান নিবন্ধন পুরাতন রোগ, মদ্যপায়িদিগের শোথ এবং অন্যান্য রোগ, যাহা মদ্যত্যাগ করিলেও পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে থাকে (সোরি, টিউবার্কু)।

রজনীতে শ্বাসরোধের ভীতিপ্রযুক্ত গৃহদ্বার ও বাতায়নাদি মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা; রজনীতে হঠাৎ সম্পূর্ণ নিদ্রাহীনতা; সূর্য্যাস্তের পর নিদ্রাকর্ষণ কিন্তু সম্পূর্ণ রজনী নিদ্রাহীনতা।

সুখপ্রদ স্বপ্ন দেখিয়া গীত গাইতে গাইতে নিদ্রোত্থিত।

যাহা কিছুর উপর খেয়াল হয় রোগী তাহা সুন্দর দেখে।

উদর মধ্যে ভ্রূণের স্থায় নড়িতে থাকে (ক্রোকাস, থুজা)।

রোগকারণ।—অধিকাংশ রোগেরই কোন না কোন অবস্থায় সাল্‌ফারের প্রয়োগ আছে, এজন্য ইহার রোগকারণ বহু বিস্তৃত বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

সোরাবিষবাষ্পের দমনকারী ঔষধের মধ্যে ইহা প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এজন্য সোরাবিষ যে সাল্‌ফার রোগের একটী প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য তাহা বলাই বাহুল্য।

স্নান, গাত্রধৌতকরণ, বর্ষণ-জলে সিক্ত হওয়া, হিম লাগান; বহুদিনের

অভ্যাসগত স্রাবরোধ ও উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া এবং আমাশয়ের ক্রিয়াবিকার প্রভৃতি ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

অনিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবা, অযথা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, মদ্য এবং অন্যান্য মদকর পদার্থের কুব্যবহার এবং শারীরিক রস রক্তাদি জৈবপদার্থের অপচয় ইহার সাধারণ রোগকারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—সাল্‌ফার শরীরের নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া শারীরিক রস, রক্তাদির অপকর্ষ জন্মায় ও যাবতীয় শরীরোপাদান বা টিস্যুর পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং পুনরুৎপাদিকাশক্তি বিধ্বস্ত করে। গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে (Ganglionic nervous system) ইহার আদি আক্রমণ হইয়া কৈশিক শিরামণ্ডলী ও শিরাশোণিতের অস্বাভাবিকতা বা রোগজ পরিবর্ত্তন ঘটায়। এইরূপে রস, রক্ত এবং অন্যান্য উপাদানের পূর্ব্বকথিতরূপ বিকার জন্মিলে ধমনীশোনিতের পোষণক্রিয়ার দুর্ব্বলতা ও দূষিত শিরাশোণিতের প্রাধান্য ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অস্বাভাবিক উদ্দীপনা এবং রক্তসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সাল্‌ফারক্রিয়ার মূল তত্ত্বের নিরূপণ সহজ না হইলেও ইহার ক্রিয়ার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহা বিশেষ একরূপ পুরাতন ধাতুদোষ উৎপন্ন করে এবং এই ধাতুদোষ সহ কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতির ত্বগুদ্‌ভেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। এই সকল চর্ম্মপীড়কার প্রকৃতির সহিত দদ্রু ও কচ্ছু বা পাঁচড়া জাতীয় ত্বগুদ্‌ভেদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। সাল্‌ফারের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াবিষয়ে ইহারা অতি স্পষ্ট ও নিশ্চয়াত্মক নিদর্শন। শুষ্ক, জলপূর্ণ, আর্দ্র, পচ্যমান এবং অপচ্যমানভেদে এই সকল ত্বগুদ্ভেদ নানা প্রকারে বিভক্ত। পুরাতন রোগের বিশেষ কারণ সোরাবিষবাষ্পের ক্রিয়া ও লক্ষণ সহ সাল্‌ফারের ক্রিয়া ও লক্ষণের যে অতি নিকট সম্বন্ধ এবং সাদৃশ্য আছে তাহা প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত।

সাল্‌ফার বিশেষরূপে রসগ্রাহমণ্ডল(Lymphatic glands), সমগ্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ চক্ষু, শ্বাসনালী, মূত্রনালী ও সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং যকৃৎশিরামণ্ডল, বিশেষতঃ তাহার সরলান্ত্রের অধঃ সীমার অর্শরোগোৎপাদক শিরাংশ বিশেষরূপে আক্রমণ করে।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—সাল্‌ফারের ঔষধগুণ পরীক্ষায় ন্যূনাধিক ২০০০ লক্ষণের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় এরূপ শরীরোপাদন বা শরীরযন্ত্র এবং জৈবক্রিয়া নাই, যাহা কোন না কোন প্রকারে সাল্‌ফার দ্বারা বিধ্বস্ত বা বিচলিত হয় না। রোগচিকিৎসাতেও ইহার তদনুরূপ ব্যাপকতাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এমন রোগ নাই বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না, যাহার অবস্থা বিশেষে সাল্‌ফারের প্রয়োগ হয় না। এই কারণে প্রায় প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসারম্ভের পূর্ব্বে লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া, অন্ততঃ একমাত্রা, কখন বা আবশ্যকানুসারে ততোধিকমাত্রা সাল্‌ফার প্রয়োগ করিতে ডাং জার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এইরূপ প্রয়োগেই অনেক রোগী আরোগ্যলাভ করে, অথবা রোগের আগন্তুক লক্ষণরূপ আবর্জ্জনা দূরীকৃত ও প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা আনিত করিয়া অন্য ঔষধের ক্রিয়ার ও আরোগ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়"। এই জন্য অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও যে রোগে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না, অথবা রোগ পুনরাবর্ত্তন করে, এবং যে সকল ত্বক্‌রোগ ও অর্শ ঔষধ-বিশেষের বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য হইলেও অন্যবিধ অভ্যন্তরীণ রোগোৎপন্ন করে, তাহাতে আমরা সাল্‌ফার ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

মহাত্মা হানিমান "পুরাতন রোগ বা ক্রনিক ডিজিজ্‌কে" মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার যে তিন প্রকার মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই তিন কারণের মধ্যে

সোরা বা কুষ্ঠ এবং তদুৎপন্ন রোগনিচয়ের কারণীভূত সোরারোগবিষবাষ্পের সহিত সাল্‌ফার বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট, এজন্য আমরা এস্থলে কেবল তাহারই বর্ণনা করিব।

হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পর হানিমান দেখিলেন যে, তাঁহার নবাবিষ্কৃত চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা অনেক তরুণ রোগ অতি সহজে ও অতি শীঘ্র সমূলে আরোগ্য হইলেও বহুতর পুরাতন রোগ সেরূপ আরোগ্য হয় না। পরে কতিপয় বৎসরের গবেষণা ও ভূয়োদর্শনের ফলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সিফিলিস ও গণরিয়ারোগবিষ মনুষ্যের বহিঃ শরীরাংশ বিশেষের সংস্পর্শে আসিয়া স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে স্থানিক রোগ জন্মায়। উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ঐ সকল রোগ সত্বর ও সমূলে আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু এলিওপ্যাথি মতে বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিলে তাহা অন্তর্ম্মুখী হইয়া বা বসিয়া যাইয়া যথাক্রমে নানাবিধ কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য ধাতুগত উপদংশজ ও পূয-মেহ-জনিত ক্ষত, অস্থিরোগ, বাত ও কণ্ডিলমাটা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। তিনি এই সকল রোগ চিকিৎসার ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ও তদ্দ্বারা চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, পুরাতন রোগ সকলকে আট ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার প্রায় সাত ভাগ তখনও অচিকিৎস্য পর্য্যায় মধ্যে থাকিয়া যায়। তখন তিনি পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিম্বাকার ত্বগুদ্ভেদগুলি ক্রমে কচ্ছু বা পাঁচড়া রোগে (Itch) পরিণত হয়; বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসিত হইলে এই কচ্ছু রোগ প্রকৃত পক্ষে আরোগ্য না হইয়া আক্রান্ত স্থান হইতে অদৃশ্য ও অন্তর্ম্মুখী হয় বা বসিয়া যায়; এবং শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি আক্রমণ করে। এই অন্তর্ম্মুখী কচ্ছু রোগই শ্বাস, কাস, প্রভৃতি বহুবিধ ও অগণ্য পুরাতন রোগের কারণ।

এবিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হইয়া তখন তিনি তাঁহার এই মত সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন এবং হোমিওপ্যাথিশক্তির সাল্‌ফার দ্বারা বহুতর পুরাতন রোগের চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল পাইতে লাগিলেন। সোরা এবং সোরাবিষজনিত বহুসংখ্যক রোগের পক্ষে সাল্‌ফার যে একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা তাঁহার বিশেষ উপলব্ধি হইল। তিনি আরও বুঝিলেন, সোরাবিষজ সকল প্রকার পুরাতন রোগের এতদ্বারা চিকিৎসা হইতে পারে না। তদনুসারে অধ্যবসায় সহকারে পরীক্ষা দ্বারা ক্রমে সোরাবিষ প্রশমনকারী অন্যান্য ঔষধও আবিষ্কার করিলেন; তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে ও হইবে। এস্থলে জ্ঞাত থাকা উচিত যে, সাল্‌ফার কচ্ছু রোগের প্রাথমিক ক্ষুদ্র জলবিম্বাকার ও তাহার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন অন্যান্য অবয়বের ত্বগুদ্ভেদ উৎপন্ন করিতে সক্ষম।

সাল্‌ফারের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ প্রয়োগে কচ্ছুরোগ যে অতি সহজে আরোগ্য অথবা অন্তর্হিত হয় তাহা তৎকালের ও তৎপূর্ব্বকালের চিকিৎসক মণ্ডলীতে এবং সাধারণ জনসমাজেও বিদিত ছিল।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষার্থীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

সোরা-রোগ-বিষ-বাষ্প বহুব্যাপক। মনুষ্য মাত্রেই প্রায় সোরা-বিষদূষিত বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। সোরা-রোগ-বিষ মনুষ্যের জীবনী বা নিরাময়িক শক্তির সম্যক স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে বা তাহাকে অভিভূত রাখে।

মনুষ্যবিশেষের সাধারণ স্বাস্থ্যের স্ফূর্ত্তি থাকিলে উহা শরীরে যাপ্য ভাবে থাকে, বিশেষ অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হয় না। কিন্তু অন্যের পক্ষে তরুণ রোগ হইলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ যাপ্য সোরা ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান রোগ কঠিনতর করিয়া তুলে ও নির্ব্বাচিত ঔষধের সহজে ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। আমাদিগের ধারণা এই যে, সোরাবিষদূষিত দুর্ব্বল শরীরই কলেরা, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগের কার্য্যক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে সাল্‌ফার সোরা-বিষের প্রতিষেধক রূপে রোগের প্রশমনকারী,

সেক্ষেত্রে লক্ষণসাদৃশ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখার প্রয়োজন হয় না। যে স্থলে সাল্‌ফার প্রকৃত হোমিওপ্যাথি প্রণালীর সাক্ষাৎ অনুসরণে রোগারোগ্য করে, তথায় প্রচলিত নিয়মে লক্ষণ-সাদৃশ্য দেখিবার প্রয়োজন। সোরা-দোষ-দূষিত ব্যক্তিদিগের শরীরে জীবনের কোন না কোন অবস্থায়, কখন কচ্ছু বা তাহার বিকৃতিপ্রাপ্ত কোন ত্বক্‌রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা তাহা জানিতে হইবে। বর্ত্তমান লক্ষণ ও রোগীর পূর্ব্ব রোগবিবরণ দ্বারা সোরা দোষ নষ্টকারী ঔষধাদি পরম্পর প্রভেদিত করিতে হইবে। গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা সোরার প্রকারভেদ মাত্র।

সোরা এবং সাল্‌ফারের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধেরও ক্রিয়া না হইলে, অথবা ক্রিয়া হইয়া রোগ আরোগ্যোন্মুখ হইয়াও পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিলে, সাল্‌ফার সোরাদোষ প্রশমিত করিয়া নিরাময়িক শক্তির বা জীবনীশক্তির উত্তেজনা দ্বারা নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া রোগ আরোগ্য করে। বহিঃপ্রয়োগের ঔষধ দ্বারা কচ্ছু প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদ ও অর্শরোগ বসাইয়া দিলে যে সকল রোগ জন্মে, সাল্‌ফার ঐসকল উদ্ভেদাদি পুনরানয়ন করিয়া তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে। টাইফয়েড জ্বর, কলেরা প্রভৃতি কঠিন রোগে সাল্‌ফার সোরাদোষ প্রশমন করিয়া রোগারোগ্যের সাহায্য করে।

যে যে শরীরযন্ত্র ও শরীরোপাদানে সাল্‌ফারের ক্রিয়ায় যে প্রণালীতে যে যে বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণাদি উৎপন্ন হয়, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল—

শরীরে সাল্‌ফারের ক্রিয়া সর্ব্বব্যাপী। শরীরের এরূপ স্থান নাই, কি এমন যন্ত্র নাই, যাহাতে সাল্‌ফারের ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। মূলতঃ সাল্‌ফার টাইফয়েডপরিবর্ত্তক বা পচনশীল নহে। ইহার

প্রাথমিক ক্রিয়ায় গ্রন্থিল বা সিম্প্যাথিটিক স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া বৈষম্য-নিবন্ধন সাক্ষাৎভাবে শিরামণ্ডলীর সূক্ষ্মতম অংশ পর্য্যন্ত বিকারগ্রস্ত ও শরীরবিধানের নিগূঢ়তম জীবকোষ (Protoplasm cells) পর্য্যন্ত রোগবিচলিত হয়। ইহার ফলেই সুপরিপাক ও সমীকরণের বিভ্রাট বশতঃ দেহোপাদান মাত্রেরই পুনরুৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া যায়,—শরীর-বিধানের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও উৎকর্ষের বাধা জন্মে, রোগীর শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ই খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়।

সালফার কর্তৃক শোণিতসঞ্চালন ক্রিয়া বিশেষরূপে বিকারগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়ায় ধমনীমণ্ডল নিস্তেজ এবং শিরামণ্ডল সতেজ দেখা যায়। শিরার ক্ষুদ্রতম শাখা প্রশাখা পর্য্যন্ত রক্তপূর্ণ, স্থূল ও প্রবল হইয়া শরীরস্থ যন্ত্রমণ্ডলের শিরায় রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে। শরীরগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তাধিক্য বশতঃ শরীরের বহির্দ্বার সকল ঘোর লোহিতবর্ণ হয়। ফলতঃ সাল্‌ফারের ক্রিয়া শরীরস্থ শোণিতের পরিমাণের বৃদ্ধি করে না। অধিকাংশ সময়ে কোন প্রকার অভ্যাসগত স্রাবের, (যেমন অর্শের রক্তস্রাবের) রোধই এইরূপ রক্তাধিক্যের কারণ। যকৃচ্ছিরায় রক্তগতির ব্যাঘাত নিবন্ধন যকৃতের ক্রিয়ার জড়ত্ব প্রভৃতি উদররোগ বশতঃ অসমান বা অসমঞ্জসীভূত শোণিত সঞ্চলনে শরীরাংশ বা শরীরযন্ত্র বিশেষে অনিয়মিত রক্তগতিই এই প্রকার রক্তাধিক্যের হেতু। পরিপাক-বিভ্রাট নিবন্ধন অপকৃষ্ট রসের সৃষ্টি ও শোণিতসহ সংমিশ্রণ, যকৃৎ-ক্রিয়ার জড়ত্ববশতঃ রক্তে দূষিত পিত্তের বর্ত্তমানতা এবং শিরাশোণিতের নিয়মিত অপকৃষ্টতা ও উত্তেজনাপ্রবণতা প্রভৃতির সমবায় ফল স্বরূপ, অসমঞ্জসীভূত শোণিতসঞ্চলনে মস্তিষ্কে শোণিতোচ্ছ্বাস ঘটে এবং মূর্দ্ধাদেশে এবং বিশেষ করিয়া হস্ত পদতলে ও শরীরে জ্বালা উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কের পুষ্টিহানি ও দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইলে উগ্রগুণ অপকৃষ্ট শোণিত মানসিক ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য সহ ক্রোধাদি দুর্ব্বলের সবলতা উপস্থিত হয়। স্রাব,

নিঃসরণাদি তীব্রতাবিশিষ্ট ও ক্ষতকর হয়। ত্বকের অপ্রবল প্রদাহ বা উপদাহবশতঃ কচ্ছু ও দদ্রু সদৃশ্য উদ্ভেদ ও তাহাদিগের রূপান্তরিক বিবিধ প্রকারের পীড়কা উপস্থিত হয়।

বিশেষ লক্ষণগুলি এই—স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, বিশেষতঃ নাম স্মরণ থাকে না; মস্তিষ্কের জড়ভাব; কোন বিষয় চিন্তা করা কঠিন; কথা বলিতে অথবা লিখিতে উপযুক্ত কথা স্মরণ হয় না, অথবা স্মরণ হইলেও যথাস্থানে তাহা সন্নিবেশিত করা যায় না।

নির্ব্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক আনন্দ ও দেমাক, মনে করে (স্ত্রীলোক) তাহার সুন্দর সুন্দর বস্তু আছে; তাহার নিকট ছেঁড়া নেকড়া সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় (আক্ষেপযুক্ত)।

সন্ধ্যাকালে কার্য্য, আমোদ, গল্প অথবা ভ্রমণ প্রভৃতি কিছু-তেই প্রবৃত্তি থাকে না। দিবসে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ও সন্ধ্যাকালে আনন্দিত।

নিজের শরীরোত্থিত বাষ্পের ঘ্রাণের ঘৃণায় বিবমিষার উদ্রেক।

বিষন্নভাব; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অথবা দার্শনিক কল্পনারত; আপন আত্মার সৎগতি বিষয়ে উৎকণ্ঠা; অন্যের অদৃষ্ট বিষয়ে উদাসীন।

রোগী বিরক্ত; উত্তেজনাপ্রবণ; ক্রোধনশীল; উত্তেজনাপ্রবণ মানষিক ভাব; সহজে ক্রোধান্ধ রোগী তখনই অনুতপ্ত; অত্যন্ত একগুঁয়ে, তাহার নিকটে কাহারও যাওয়া ভাল বাসে না।

মস্তিষ্কের অনুভূতিবিকারে প্রাতঃকালে উপবেশন অথবা দণ্ডায়মানা-বস্থায়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কালে, মস্তক নত করিলে শিরোঘুর্ণন; মুক্ত বায়ু মধ্যে ভ্রমণ কালে শিরোঘুর্ণন; বিবমিষা কালে শিরোঘুর্ণন; দৃষ্টিলোপসহ শিরোঘুর্ণন; শিরোঘুর্ণন কালে বাম পার্শ্বেপতনের উপক্রম; আহারান্তে, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৃদ্ধি।

মস্তক মধ্যে রক্ত ধাবিত হওয়ায় মস্তক নত করিলে, কথা কহিলে এবং

মুক্ত বায়ু মধ্যে থাকিলে কর্ণ মধ্যে উচ্চশব্দ ও মুখমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি, উষ্ণ গৃহে উপবেশনে হ্রাস।

উপবেশনাবস্থায় মস্তক উচ্চ করিলে, নিদ্রোত্থিত হইলে এবং কথা কহিলে ললাটদেশের ভারি ও পূর্ণ বোধের বৃদ্ধি; উপবেশনাবস্থায় এবং মস্তক উচ্চে রাখিয়া শয়ন করিলে তাহার উপশম।

আহার করিলে এবং মস্তক নত করিলে মস্তকাভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত ছিন্ন করার ন্যায় অথবা সূচিবেধবৎ বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু মস্তকে চাপ দিলে ও মস্তক চালনা করিলে তাহার উপশম; বহির্দ্দেশ হইতে ললাট মধ্যে তীর বেধবৎ বেদনা, মস্তক নত করিলে ও আহারে বৃদ্ধি এবং দন্তে দন্ত চাপিলে ও মস্তকচালনায় হ্রাস।

কোন বিষয়ের চিন্তায় অথবা মানসিক শ্রমে ললাটপার্শ্বে চাপ ও মস্তিষ্কমধ্যে আটাভাবের অনুভূতি এবং মূর্দ্ধাদেশে ও ললাটপার্শ্বে বেদনাযুক্ত চনচনি।

মস্তক পশ্চাতে শূন্যবোধ, মুক্তবায়ুমধ্যে ও কথা কহিলে বৃদ্ধি এবং গৃহ মধ্যে হ্রাস. মস্তক মধ্যে টানিয়া ধরা ও ছিন্ন করার ন্যায় অনুভূতি; প্রতিদিন মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বেদনা; রজনীতে দপদপানি শিরঃশূল; সপ্তাহিক অথবা দ্বিসপ্তাহিক দুর্ব্বলক রবমনযুক্ত শিরঃশূল; বেদনার প্রকৃতি ছিন্ন ভিন্ন করার ন্যায়, অজ্ঞানকর এবং অসাড়তাবোধক। প্রত্যেক পদক্ষেপ মস্তকের বেদনাদায়ক।

মস্তকাবরক ত্বগাদির লক্ষণ—শুস্ক শিরোদদ্রু, কেশের অত্যধিক স্খলন; স্পর্শে কেশমূলে বেদনা; মস্তকের অত্যধিক কণ্ডুয়ন; মস্তকের ত্বকে ও ললাটে বেদনা ও তাহা প্রদাহযুক্ত এবং কণ্ডুয়নশীল; পীড়কা; আর্দ্র ও দুর্গন্ধযুক্ত পীড়কা; গাঢ় পূয়পূর্ণ ও হরিদ্রাভ মামড়ি রক্তস্রাবযুক্ত থাকে এবং জ্বালা করে; দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শিশুদিগের ব্রহ্মরন্ধ্রের অস্থি অসম্পূর্ণাবস্থায় থাকে।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকারে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে পতর অথবা ব্যাণ্ডেজ জড়ান থাকার ন্যায় বোধ।

গতিদ স্নায়ুরোগে শিশু লম্ফ প্রদান করে, চমকিয়া উঠে এবং ভয়ানক ক্রন্দন করে। সর্ব্বশরীরে পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ সহ ঝাঁকি; কম্প ও অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কথা কহিলেও ক্লান্তি; পথ্য করিবার পর অথবা রাত্রিজাগরণে দিবসের মধ্যে বারম্বার দুর্ব্বলকর মূর্চ্ছার ন্যায় আক্রমণ ও অত্যন্ত নিদ্রালুতা; অসংযত পদবিক্ষেপ ও হস্তের কম্পন; ঋজু ভাবে চলিতে পারে না, ঘাড় নত করিয়া চলে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাটে দর্শনেন্দ্রিয়ের দৃষ্টির অভাব; গ্যাসের আলোকের অথবা প্রদীপশিখার চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট; ঘর্ম্ম হইবার সময় আলোক সহ্য করিতে পারে না; গুমসা আবহাওয়ায় সূচিবেধের ন্যায় বেদনা সহ আলোকাসহিষ্ণুতা; কর্ণ মধ্যে গুন গুন অথবা শোঁ শোঁ শব্দ, কর্ণ মধ্যে জল থাকার ন্যায় টল টল ভাব; নাসিকার সম্মুখে পুরাতন সর্দ্দির স্রাবের ন্যায় ঘ্রাণ; প্রাতঃকালে জিহ্বার আস্বাদ অম্ল, তিক্ত, মিষ্ট, কখন বা মন্দ বা ঘৃণাজনক।

শান্তিহীন গাঢ় নিদ্রা; কুন্থনের বিরতি হইলে শিশু নিদ্রিত; অপরাহ্ন এবং সূর্য্যাস্তের পরে শিশু নিদ্রালু, কিন্তু রজনীতে নিদ্রা হয় না; সহজেই নিদ্রাভঙ্গ, অল্প অল্প করিয়া ঘুমায়, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে নিদ্রা যায়; নিদ্রাকালে উচ্চ স্বরে কথা বলে; নিদ্রাকালে শরীরের ঝাঁকি ও পেশীর আনর্ত্তন, শিশু চমকাইয়া অথবা চীৎকার সহ জাগিয়া উঠে, স্পষ্ট এবং উৎকণ্ঠাময় স্বপ্ন দেখে।

রোগীর মুখাবয়ব পাণ্ডুর এবং জরাগ্রস্ত; মুখ পাণ্ডুর, চক্ষু বসা এবং তাহার চতুপার্শ্ব নীলবর্ণরেখাযুক্ত; মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ও কলঙ্কময়; গণ্ডের সীমাবদ্ধ স্থান লোহিতাভ; মুখমণ্ডল নানা বর্ণে চিত্রবিচিত্র; চিবুকে বেদনাযুক্ত চিপিটিকা।

চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহারে চিত্রপত্রের বা রেটিনার (Retina) প্রদাহ ও অপ্টিক্ স্নায়ুর রক্তাধিক্য ; কর্ণিয়ার উপরে এবং চতুঃপার্শ্বে সপূয়ফুসকুড়িযুক্ত প্রদাহে চক্ষু হইতে জলস্রাব ; কর্ণিয়াতে সমতল ও গভীর ক্ষত, প্রগাঢ় রক্তিমা এবং অত্যন্ত আলোকা-সহিষ্ণুতা ; প্রদাহ বশতঃ চক্ষুর অথবা চক্ষুপুটের কণ্ডুয়ন, চনচনি, জ্বালা এবং বালি পড়ার অনুভূতি ; চক্ষুপুটের কিনারায় ক্ষত, চক্ষুপুটের স্ফীতি, বেদনা ও চনচনি ; চক্ষু ধৌত করিলে তাহার বৃদ্ধি ; গৃহমধ্যে চক্ষু শুষ্ক থাকে, মুক্ত বায়ুমধ্যে চক্ষু হইতে জল পড়ে ; রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে ; প্রাতঃকালে আক্ষেপ সহ চক্ষুপুটদ্বয়ের পরস্পর আকৃষ্টতা।

বাম কর্ণে হুলবেধবৎ বেদনা ; বাম কর্ণে অধিকতর দুর্গন্ধময় পূয় জন্মে ; প্রত্যেক অষ্টম দিবসে কর্ণ হইতে শ্লেষ্মাস্রাব ; শিশুদিগের কর্ণ অত্যন্ত লালবর্ণ।

প্রত্যেক দিন অপরাহ্ণ ৩ টার সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও শিরো-ঘূর্ণনের পরে স্পর্শে নাসিকা বেদনাযুক্ত ; নাক ঝাড়িলে রক্ত পড়ে ; সর্দ্দিজন্য নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে জ্বালাকর জলস্রাব ; মুক্তস্থানে সর্দ্দি জ্বালাকরস্রাবযুক্ত, গৃহমধ্যে শুষ্ক ; বহুদিন হইতে এক অথবা দুই নাসিকাই রুদ্ধ ; নাসিকাভ্যন্তরে শুষ্ক ক্ষত অথবা মামড়ি ; নাসিকার স্ফীতি ও রক্তিমা ; লোহিত বর্ণ নাসিকোপরি চিত্র-বিচিত্র কলঙ্ক ও কৃষ্ণ-বর্ণ লোমকূপ।

মুখের কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোস্কাকার উদ্ভেদ্ (Herpes) ; ওষ্ঠের, বিশেষতঃ শিশুদিগের ওষ্ঠের উজ্জ্বল রক্তিমা ; উর্দ্ধৌষ্ঠের বিশেষ প্রকারের স্ফীতি ; ওষ্ঠ শুষ্ক, কর্কশ ও ফাটা ; ওষ্ঠের জ্বালা, আনর্ত্তন ও কম্প।

স্পর্শে দন্তে অসহ্য বেদনা ; দন্ত অতি দীর্ঘ থাকার অনুভূতি ; বাম পার্শ্বের দন্তে ছিন্নবৎ বেদনা ; দন্তাভ্যন্তরে দপদপানি ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা, তাপে বৃদ্ধি ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য এবং কর্ণে সূচিবেধবৎ

বেদনাসহ মুক্তবায়ুতে, সামান্য দমকাবায়ু সংস্পর্শে, রজনীতে শয্যায়, অথবা শীতল জলে ধৌত করণে দন্তের বেদনা; শিথিল দন্তে বেদনার অনুভূতি। স্ফীত দন্তমাড়িতে আঘাতিতবৎ বেদনা; দন্তমাড়ির রক্তস্রাব।

বিশেষতঃ তরুণ রোগে, শুভ্র জিহ্বার অগ্রভাগ ও কিনারা লোহিত বর্ণ; জিহ্বার মধ্যভাগ শুভ্র অথবা হরিদ্রাভ কটা ও শুষ্ক; জিহ্বা প্রাতঃকালে লেপযুক্ত থাকে, কিন্তু দিবসে পরিষ্কার হইয়া যায়।

প্রচুর লালাস্রাবে মুখের বমনোদ্রেককর আস্বাদ, রোগী "মনে করে (স্ত্রীলোকে) এই বিবমিষাকর মুখলালাই তাহার সকল কষ্টের কারণ" অধিকাংশ সময়ে আহারান্তে মুখের দুর্গন্ধ; মুখাভ্যন্তরে ফোস্কা জন্মে।

গলমধ্যে কোন বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতি। গলমধ্যের শুষ্কতা। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় গলমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা। গলাধঃকরণের সময় গলদেশের বেদনাযুক্ত সঙ্কোচন। অম্লোদ্গারে গলদেশের জ্বালা; গলমধ্যে এক গাছি কেশ থাকার অনুভূতি। প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম পার্শ্বের গলক্ষতে অত্যন্ত জ্বালা এবং শুষ্কবোধ। তালুর পশ্চাৎ পার্শ্ব ঝুলিয়া পড়ে; তালু ও টন্‌সিল স্ফীত, গলাভ্যন্তর শুষ্ক দেখায়। তালুর অর্দ্ধ-গোলাকার কিনারার পশ্চাদ্ভাগ ক্ষতযুক্ত অথবা খসিয়া পড়ার অবস্থা।

ক্ষুধার বিকারাবস্থায় শিশুদিগের খাদ্যে অত্যন্ত লালসা জন্মে; অধিক জলপান ও অম্ল আহার; বিয়ার ও ব্র্যাণ্ডি মদ্যে লালসা; মিষ্টান্ন ভোজনে ইচ্ছা, কিন্তু ভোজন করিলে রোগ জন্মে; দুগ্ধ সহ্য হয় না, তাহাতে মুখে অম্লাস্বাদ ও অম্লের উদ্গার; মাংসে ঘৃণা; অল্লাহারেই আমাশয়ে পূর্ণ বোধ।

আমাশয়োপরি চাপ দিলেই উদ্গার উঠে; উদ্গার কখন শূন্য কখন ভুক্ত বস্তুর আস্বাদযুক্ত ও অম্ল; আহারান্তে উদ্গার ও হিক্কা; অম্ল,

ভুক্ত এবং পীত বস্তুর উদ্গীরণ। সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ভুক্তবস্তুর বমন; বমনে প্রথমে জলীয় পদার্থ, পরে ভুক্তবস্তু ও অম্ল এবং অবশেষে রক্ত উঠে; প্রত্যেক বার আহারের পর এবং প্রাতঃকালে বিবমিষা।

আমাশয়প্রদেশ চাপে বেদনাযুক্ত। পূর্ব্বাহ্ন ১১ টার সময় আমাশয়ের স্পষ্ট দুর্ব্বলতা, আমাশয়ে শূন্যতার বা তথায় কিছু না থাকার এবং মূর্চ্ছাভাবের অনুভূতি। সর্ব্বদাই, বিশেষতঃ আহারান্তে, আমাশয়োপরি চাপবোধ।

যকৃৎপ্রদেশে সূচিবেধবৎ অথবা চাপ পাওয়ার ন্যায় বেদনা; যকৃৎ স্ফীত ও কঠিনস্পর্শ; প্লীহায় সূচিবেধবৎ বেদনা, গভীর শ্বাসগ্রহণে ও ভ্রমণে বৃদ্ধি; কাসিলে উদরের বামপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

বোধ হয় যেন অন্ত্র গিটে গিটে আবদ্ধ আছে, সম্মুখে নত হইলে তাহার বৃদ্ধি; অন্ত্র খালি থাকার ন্যায় গড় গড় করে; উদরের বাম পার্শ্বে বায়ু জন্মিয়া তথায় ভারি ও পূর্ণ বোধ; কোষ্ঠবদ্ধ; আহার ও পানান্তে উদরশূল নিবন্ধন রোগী বক্র হইতে বাধ্য, মিষ্টবস্তু আহারে তাহার বৃদ্ধি; উদর স্পর্শজনিত বেদনায় উদরমধ্যে "কাঁচাঘায়ের" ও ক্ষতবৎ বেদনার অনুভূতি; কুচকীদেশের গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীতি; শিশুদিগের উদর বৃহৎ ও অঙ্গাদি শীর্ণ।

সাল্ফারের বিষ্ঠা এতই পরিবর্ত্তনশীল যে অধিকাংশ ঔষধের বিষ্ঠা সহই ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়। বিষ্ঠা কটা, জলবৎ, মলসংযুক্ত; সবুজ আমময়; রক্ত ও আমযুক্ত; অজীর্ণভুক্তবস্তুযুক্ত; বুদবুদযুক্ত; অম্ল; পরিবর্ত্তনশীল এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট—এইরূপ বহুপ্রকারের বিষ্ঠা। রজনীতে উদরশূল ও কুন্থন সহ জলবৎ শুভ্র আমযুক্ত ও অম্লঘ্রাণ মলত্যাগ; প্রত্যুষে বেদনাহীন অদম্য বেগ বশতঃ রোগী শয্যা হইতে দৌড়াইয়া মলত্যাগ করিতে যায়; দুর্গন্ধ জলবৎ মলের অসাড়ে নিঃসরণ; মলত্যাগের

প্রকৃতিতে কখন কখন অনুমান হয়, যেন দুর্ব্বলতাবশতঃ অন্ত্র বিষ্ঠা ধারণে অক্ষম।

রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠার গন্ধ লাগিয়া থাকায় বোধকরে যেন সে পরিহিত বস্ত্রে মলত্যাগ করিয়াছে।

রজনীতে উদরশূল এবং অতি প্রবল কুন্থনসহ আমরক্ত রোগের ন্যায় মলত্যাগ, বিষ্ঠা মিশ্রিত আম সূত্রাকার ও রক্তকলঙ্কযুক্ত; পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ; পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়; কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন, গিঁট গিঁট ও অপ্রচুর; মলত্যাগের পর ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা মলদ্বার হইতে উর্দ্ধাভিমুখীন হয়; সমস্ত দিনই মলদ্বারে দপদপানি বেদনা; মলদ্বারে কণ্ডুয়ন, জ্বালা এবং হুলবেধবৎ বেদনা; স্ফীত মলদ্বার ক্ষতবৎ ও সূঁচিবেধবৎ বেদনা করে; মল তীব্র ও ক্ষতকর।

মূত্ররোধ; রজনীতে বারম্বার অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব; গুল্মবায়ু রোগের আক্ষেপান্তর প্রভূত পরিমাণ বর্ণহীন মূত্রত্যাগ; রজনীতে শয্যায় মূত্রত্যাগ; পুতিগন্ধবিশিষ্ট মূত্রের উপরিভাগে বসার ন্যায় সর; মূত্রত্যাগ করিতে মূত্রনালীর বহিঃদ্বার জ্বালা করে; মূত্রদ্বারের রক্তিমা ও প্রদাহ। বেদনাযুক্ত মূত্রবেগে অত্যন্ত কুন্থনসহ রক্তময় মূত্রত্যাগ; মূত্রনালী হইতে শ্লেষ্মার নিঃসরণ।

পুংজননেন্দ্রিয়রোগে মূত্রনালীর জ্বালাসহ জননেন্দ্রিয় হইতে অনৈচ্ছিক বীর্য্যস্খলন, লিঙ্গ শীতল; সঙ্গমশক্তির দুর্ব্বলতা এবং ধ্বজভঙ্গ।

লিঙ্গাগ্রত্বগের স্ফীতি, প্রদাহ, গভীর ফাটা, জ্বালা ও রক্তিমাসহ মুদা রোগ (Phymosis); গভীর, পূয়স্রাবী ক্ষতে লিঙ্গমুণ্ড ও চর্ম্মের কিনারা শোথযুক্ত; মুদা হইতে দুর্গন্ধ পূয়স্রাব; অণ্ডকোষ শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। জননেন্দ্রিয় প্রদেশে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; অণ্ডকোষচর্ম্মের ক্ষতবৎ বেদনা ও

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে ঋতু বিলম্বে হয় ও অল্প সময় থাকে, অথবা ঋতুরোধ

ঘটে ; ঋতুশোণিত ঘন, কৃষ্ণবর্ণ, তীব্রগুণবিশিষ্ট ও অম্লঘ্রাণ এবং উরুদেশে লাগিলে হাজাকর ; ঋতুর পূর্ব্বে শিরঃশূল, সন্ধ্যাকালে কাসি এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ঋতুসময়ে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; মস্তকে রক্তধাবন এবং দুর্ব্বলকর মূর্চ্ছা ভাবের আক্রমণ ; বস্তিকোটরের যন্ত্রনিচয় জননেন্দ্রিয়াভিমুখে ঠেল মারে ; শ্বেত প্রদরে উদরের বেদনা হইয়া বিদাহী হরিদ্রাভ শ্লেষ্মার স্রাব। রোগিণী যোনির জ্বালায় কচিৎ স্থির থাকিতে পারে ; সঙ্গমকালে যোনিমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনার অনুভূতি ; যোনিকপাটোপরি ফুস্কুড়ি জন্মিলে অতি বিরক্তিকর চুলকনা ; বস্তিমধ্যে প্রসববেদনায় ন্যায় বেদনা ও জননেন্দ্রিয়াভ্যন্তরে দুর্ব্বলতা বোধ।

স্বরযন্ত্র বিকারে বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মাসহ কর্কশ ও গলাভাঙ্গা স্বর ; স্বরবদ্ধ হইয়া যায়, কথা কহিলে ক্লান্তি জন্মে ও বেদনা হয় ; বাম বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তীরবেধবৎ বেদনা ; সর্দ্দি জন্য নাসিকাস্রাব, শীত, বক্ষাভ্যন্তরে ক্ষতভাব এবং কাসি।

বাহু পশ্চাদ্দিকে বক্র করিলে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষের পীড়িতভাব ; প্রতিরাত্রে শ্বাসরোধাবেশ হওয়ায় গৃহদ্বার ও বাতায়ন মুক্ত করার আবশ্যকতা। শ্বাসকষ্টসহ প্রত্যক্ষ হৃদস্পন্দন হইতে থাকে ; শ্লেষ্মানিষ্ঠীবনের পরে বক্ষাভ্যন্তরের ঘড়ঘড়ির বৃদ্ধি।

শুষ্ক, শ্বাসরোধকর কাসি ; বক্ষ অথবা বাম স্ক্যাপুলাস্থির অধঃদেশে সূচি-বেধবৎ বেদনা ও খুকখুক এবং ক্ষুদ্র শুষ্ক কাসি ; স্বরভঙ্গ, গলদেশের শুষ্কতা ও জলবৎ সর্দ্দিসহ শুষ্ক কাসি ; বক্ষমধ্যে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি ও কাসি ; বক্ষের ক্ষতবৎ বেদনা ও চাপসহ কাসি ; ঘন শ্লেষ্মানিষ্ঠী-বনসহ কাসি ; ট্রেকিয়া বা শ্বাসনালী মধ্যে ঘড়ঘড়ি ও স্বরভঙ্গ হইলে চাপ চাপ, সবুজাভ ও মিষ্টাস্বাদ শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন, কাসিতে রক্তযুক্ত পূযের নিঃসরণ।

কাসিলে পিষ্ট অথবা ছিন্নবৎ মাথাব্যথা, কখন বমন এবং উদরশূল; একসময়ে পরপর দুইবার করিয়া হুপ-শব্দকর আক্ষেপিক কাসি; কাসির আরম্ভ হইলে অতি ঘন ঘন কাসি।

স্বরযন্ত্রমধ্যে যেন কেশ বা ক্ষুদ্র ও কোমল পালকের শুড়শুড়ি; কাসিলে সাধারণতঃ অম্লাস্বাদ, কখন বা পচা, স্বাদহীন অথবা লবণাক্ত কিম্বা পচাক্ষতের বা পুরাতন সর্দ্দির স্রাবের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ রক্তময়, পীতাভ, সবুজ অথবা পূযাকার কিম্বা দুগ্ধবৎ শুভ্র এবং জলবৎ তরল শ্লেষ্মা প্রাতঃকালে এবং দিবসে নিষ্ঠুত, সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে কিছুই উঠে না।

ফুসফুসের রক্তাধিক্য; বোধ যেন দক্ষিণবক্ষাভ্যন্তরে একখণ্ড বরফ রহিয়াছে; সূচিবেধবৎ বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া বাম অংসফলকাস্থি পর্য্যন্ত যায় এবং চিতভাবে শয়নে ও সামান্য শরীরচালনায় বৃদ্ধি; বক্ষ অধিক উচ্চ করিলে অথবা ফুসফুসের প্রদাহের পর বক্ষে বেদনা; বক্ষের জ্বালা মুখমণ্ডলে যায়; কাসিলে অথবা গভীর শ্বাসগ্রহণে বক্ষবেদনা হওয়ায় বোধ যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে।

সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায় ও কথা কহিতে বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

সিঁড়ি বাহিয়া উপরতলায় যাইতে অথবা পাহাড়ে উঠিতে হৃদ্বেপন (Palpitation of the heart); বোধ যেন হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি জন্মিয়াছে।

নাড়ী পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ এবং দ্রুত, কখন কখন ক্ষণলোপবিশিষ্ট।

শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে বোধ যেন কশেরুকাস্থিগুলি পরস্পর পরস্পরের উপর দিয়া মৃদুভাবে যাতায়াত করিতেছে; বিশেষতঃ পশ্চাতে বক্র হইলে, গ্রীবাকশেরুকামধ্যে বিদারণবৎ কড়কড় শব্দ; গ্রীবা অথবা পৃষ্ঠের কঠিনতা; শয্যা হইতে উত্থিত হইতে কটিদেশে বেদনা; কটিদেশের চর্ব্বণবৎ বেদনা; অংশফলকাস্থিতে সূচিবেধবৎ বেদনা; গুরু বস্তু

উত্তোলনকালে শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন কটিদেশের বেদনা; মেরুদণ্ডের বক্রতা ও কশেরুকার কোমলতা।

বাম স্কন্ধে মোচড় লাগা অথবা পিষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা; স্কন্ধে, বিশেষতঃ বাম স্কন্ধে রসবাতের ন্যায় বেদনা; বিশেষতঃ রজনীতে স্কন্ধে ও স্কন্ধসন্ধিতে ছিন্নভিন্নবৎ বেদনা; বাহু ও হস্তের আকৃষ্টতা এবং ছিন্নবৎ বেদনা; কক্ষতলে লশুনের ন্যায় ঘ্রাণবিশিষ্ট ঘর্ম্ম; হস্তে, বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে, অঙ্গুলির সন্ধির উপরে এবং করতলে গভীর বিদারণ; অঙ্গুলিতে স্থূল ও লোহিতবর্ণ পাঁকুই বা শীত-স্ফোটক; প্রাতঃকালে অঙ্গুলির অসাড়তা; নখমূলের উল্টাচর্ম্ম; হস্ত পদের শীতলতা।

ভ্রমণকালে নিম্নাঙ্গে গুরুত্বানুভূতি; জানুদেশের শুভ্র অথবা লোহিত-বর্ণ স্ফীতি; জানুসন্ধিমধ্যে রসসঞ্চয়; জানু এবং গুলফ-সন্ধির কাঠিন্য; রজনীতে পায়ের ডিমের খল্লীসহ কখন কখন উদরাময়; প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে পদতলের খল্লী; পদতলের জ্বালা হওয়ায় রোগী পদ অনাবৃত করিতে চাহে; পদতল শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত।

অঙ্গাদির সন্ধিস্থানে পাঁকুই (Chilblain) হওয়ায় সন্ধির উপরিভাগ ফাটিয়া যায়; অঙ্গাদিতে কড়া বা কীণ জন্মিয়া কনকনানি ও হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা; অঙ্গাদিতে ঝিন্‌ঝিনি; শরীরের উৰ্দ্ধ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশী এবং সন্ধির ছিন্নবৎ বেদনা; সন্ধির দুর্ব্বলতা, করকরানি এবং স্ফীতি; সন্ধিতে গাউট অথবা রসবাতের ন্যায় বেদনা এবং কখন স্ফীতি থাকে কখন থাকে না। পালকপূর্ণ গাত্রবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে অঙ্গাদির বেদনার বৃদ্ধি।

সাল্‌ফারের ত্বগুদ্ভেদ বিশেষরূপে শিক্ষিতব্য বিষয়, কেননা তদ্দ্বারা ইহাকে অনেকাংশে অন্যান্য সোরিক ঔষধ হইতে প্রভেদিত করা যাইতে পারে। শরীরের মৃদুকম্পভাবসহ সুখবোধক কণ্ডূয়ন ও শুড়শুড়ি উপস্থিত হয়,

কিন্তু চুলকাইলে জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা করে (কার্ব্বো এ,)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিম্বাকার ও ফোস্কার ন্যায় উদ্‌ভেদ অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে (ক্রোটন টি, মার্ক্, রাস্)। শয্যাতাপে চুলকানির বৃদ্ধি (এলাম, মার্ক, মেজি, পাল্‌স)। শরীরোপরি পিপীলিকা বিচরণের অনুভূতি। শরীর সামান্যরূপে কর্ত্তিত হইলে অথবা আঘাত পাইলে আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ ও পূয়সঞ্চার (বোরাক্‌স, ক্যাম, গ্র্যাফা, হিপার, সিলিক)। ত্বকের ভাঁজের মধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা (গ্র্যাফা, হাইড্রাষ্টি্‌স্, ইগ্নে, লাইক, মার্ক)। ক্ষতের কিনারা বিবর্দ্ধিত মাংসবিশিষ্ট, সহজেই তাহা হইতে রক্তস্রাব (এসাফি, মার্ক, মেজি); ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি ও ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ পূয়ের নিঃসরণ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

রোগলক্ষণ উৎপাদান এবং রোগচিকিৎসায় সাল্‌ফারের ক্ষমতা যেরূপ বহুবিস্তৃত, ইহার অধিকাংশ রোগজ লক্ষণ, রোগীর ধাতু-প্রকৃতি এবং শারীরিক গঠনাদিরও অসাধারণ বিশেষতা থাকায় ইহার প্রদর্শক লক্ষণের সংখ্যাও তদ্রূপ বিস্তর। ফলতঃ সালফারের লক্ষণসমষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত রোগচিকিৎসায় ইহাদ্বারা সম্যক ফললাভের আশা সুদূরপরাহত।

ধূলামাটি প্রভৃতি ময়লা বস্তু দ্বারা শরীর অপরিষ্কার রাখা ও ত্বক্‌রোগপ্রবণতা।—স্বভাবতঃই কোন কোন লোকের দেহ পরিষ্কার রাখিবার অভ্যাস থাকে না, এবং তাহারা সর্ব্বদাই পাঁচড়া প্রভৃতি ত্বক্‌রোগগ্রস্ত থাকে। তাহাদিগকে দেখিলেই আমাদিগের সাল্‌ফারের বিষয় স্মরণ হয়। সোরিনাম এস্থলে ও অন্যান্য অনেক স্থলেই সাল্‌ফারের সমকক্ষ বলিয়া বোধ হইলেও সাল্‌ফারের জ্বালা, শোণিতোচ্ছ্বাস, শরীর-গহ্বরদ্বারের রক্তিমা প্রভৃতি সোরিতে নাই। অপরন্ত, চিন্তা করিয়া

দেখিলে সাল্‌ফার ও সোরিনের ত্বক্‌রোগমধ্যেও বিশেষ প্রভেদ দৃষ্টি-গোচর হইবে। ইহাদিগের অন্যান্য প্রভেদক লক্ষণাদি নিম্নে লিখিত হইল।

শিশুর স্নানে ও গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা বা অসহিষ্ণুতা। —সাল্‌ফাররোগী উষ্ণ কি শীতল কোন প্রকার জলেই স্নানাদি করিতে অশক্ত। ইহা সাল্‌ফারের অনন্যসাধারণ লক্ষণ বলিলেও চলে। এণ্টিম ক্রুড রোগীর শীতল জলে স্নানাদি অসহ্য।

শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ গৃহদ্বার এবং বাতায়ন-পথ মুক্ত রাখিবার আবশ্যকতা।—এই লক্ষণবশতঃ রোগীর এতাদৃশ কষ্টানুভূতি যে তীক্ষ্ণ শীতের সময়ও রোগী রুদ্ধদ্বার গৃহে থাকিতে পারে না। সাল্‌ফারের পুরাতন রোগীতে ইহা সর্ব্বদা লক্ষিত। ফলতঃ এই সকল রোগীর অধিকতর গাত্রদাহ থাকিলেও বক্ষমধ্যে শোনিতোচ্ছ্বাস প্রধানতঃ এই শ্বাসকষ্ট ও হৃদ্‌কম্প লক্ষণের কারণ বলিয়া অনুমিত।

কণ্ডুয়নে শরীরের মৃদু কম্পভাববিশিষ্ট সুখানুভূতি; চুলকাইলে স্বস্তি, পরে জ্বালা।—ইহাই সাল্‌ফারকণ্ডুর সাধারণ প্রকৃতি। সোরিণাম কণ্ডুর আগে এইরূপ সুখবোধক অনুভূতি ও পরে জ্বালার কোন প্রাধান্য নাই। কিন্তু তাহাতে চুলকাইবার প্রবৃত্তি অধিকতর, চুলকাইয়া রক্ত নির্গত করিলেও সহজে তাহার নিবৃত্তি হয় না।

যত্নপূর্ব্বক উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগেও রোগের উপশম অথবা স্থায়ী উপকার না হওয়া।—নিঃসন্দিগ্ধ রূপে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও যখন বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি না হয় তখনই, বিশেষতঃ পুরাতন রোগে, সাল্‌ফার ও সোরিনাম্ আমাদিগের স্মরণপথারূঢ় হয়। শিক্ষার্থীদিগের জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে সাধারণ

ঔষধনির্ব্বাচনবিষয়ে যেরূপ রোগীর লক্ষণসাদৃশ্য ও ধাতুপ্রভৃতির প্রতি নির্ভর করা সফলতার মূল, সোরিক ঔষধ সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম তদ্রূপই নিষ্ফলতার মূল। তথাপি সন্দেহস্থলে সচরাচর সাল্‌ফারই অগ্রগণ্য, কেননা ইহার কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। সাল্‌ফার নিষ্ফল হইলে সোরি প্রযোজ্য।

রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন।—যে সকল রোগ স্পষ্ট কারণ ব্যতীত, অতি উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও স্থায়ীরূপে আরোগ্য না হয় এবং বারম্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে অথবা আরোগ্য হইবার উপক্রম হইয়াও পুনঃ বৃদ্ধির ভাব ধারণ করে, তাহাদিগের পক্ষে সাল্‌ফার একমাত্র মহৌষধ। সাল্‌ফার দ্বারা সোরাদোষ দমনানন্তর উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগ সহজে আরোগ্য হয়, কখন বা অন্য ঔষধের প্রয়োজনও হয় না।

শরীরগহ্বরের বহির্দ্বারসকলের রক্তিমা।—ওষ্ঠ, কর্ণ, চক্ষুপুট, মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার সকলই প্রায় সিন্দুরবৎ লোহিত বর্ণ। একযোগে এতগুলি বহির্দ্বারের রক্তিমা অন্য ঔষধে বিরল।

নিঃসরণমাত্রেই তীব্র এবং হাজাকর গুণবিশিষ্ট।—মল, মূত্র, ঋতুশোণিত, প্রদর এবং পুয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নিঃসরণই নিকটস্থ শরীরস্থানের সংস্পর্শে আসিলে জ্বালা উপস্থিত করে ও ঐ স্থান হাজিয়া যায়। অন্যান্য ঔষধেও নিঃসারণের ন্যূনাধিক জ্বালা ও হাজাকর শক্তি আছে, কিন্তু একই কালে সর্ব্ববিধ নিঃসরণের এরূপ গুণ ও বাহির্দ্বারসকলের রক্তিমার যুগপৎ উপস্থিতি অন্য ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না।

জ্বালার অনুভূতি।—নিঃসারণমাত্রেরই তীব্রতাবশতঃ তৎ-সংস্পৃষ্ট বহিশরীরাংশ ও শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রমণ্ডলের দাহকর জ্বালা এবং ক্ষত ও গলিত উদ্ভেদাদির জ্বালা সাল্‌ফারের মর্ম্মগত প্রদর্শক। জ্বালা অনেক ঔষধেই আছে কিন্তু এরূপ সর্ব্বব্যাপী দাহ অন্য ঔষধে বিরল।

আর্সেনিক ও ফস্‌ফরাসের জ্বালার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে, তাহা ফস্‌ফরাসে বিবৃত হইবে। তরুণ, পুরাতন উভয়বিধ রোগেই এই জ্বালা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু পুরাতন রোগের জ্বালায় সাল্‌ফারের এবং তরুণের পক্ষে আর্সের প্রাধান্য দেখা যায়।

শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে সাল্‌ফার্‌জ্বালার বিশেষতা লক্ষিত হয়, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। মূর্দ্ধাদেশের অবিশ্রান্ত জ্বালা, মস্তকের বহিরভ্যন্তরের জ্বালা, বেদনা ও চিড়চিড়ি ভাব সহ চক্ষুর জ্বালা, মুখগহ্বরের রসপূর্ণ ফুসকুড়ির জ্বালা। শুষ্কতাসহ দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বামে ধাবিত গলাভ্যন্তরের জ্বালা; মুখমণ্ডলে ধাবিত বক্ষের জ্বালা; তাপোচ্ছ্বাস সহ সর্ব্বশরীরের ত্বকের জ্বালা; উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানের জ্বালা (ফস্, লাইক), হস্তপদের অত্যধিক জ্বালাবশতঃ রোগী তাহা বস্ত্রাবৃত রাখিতে পারে না, শয্যার বাহিরে আনিয়া শীতল স্থান ও বস্তুসহ সংলগ্ন করে; ক্যামর হস্তপদের জ্বালা রজনীতে; মেডর্হাইনামের হস্তপদের জ্বালায় রোগী তাহা অনাবৃত করে ও পাখার বাতাস চাহে।

পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় আমাশয়ের দুর্ব্বলতা, শূন্যভাব ও তথা হইতে মূর্চ্ছাভাবের অনুভূতি।—রোগী নিয়মিত আহারের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না; দিবসে বারম্বার দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছাভাবের আক্রমণ হইতে থাকে। মধ্যরজনীতে সোরিনাম-রোগী অতি ক্ষুধাবশতঃ আহার করিতে বাধ্য হয় (দ্বিঃ খঃ সিপিয়া পৃঃ ২৮৭—২৮৯)।

তাপোচ্ছ্বাস সহ মূর্চ্ছার ভাবের অথবা দুর্ব্বলতার আক্রমণের, অল্প ঘর্ম্মান্তে তিরোধান। এরূপ ভাব দিবসে হইয়া থাকে (দ্বিঃ খঃ সিপিয়া পৃঃ ২৮৪—২৮৬)।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—উন্মাদ রোগ, বিষাদোন্মত্ততা, অবসাদবায়ু (Hypochondriasis)।—মানসিক বিকারের পুরাতন অবস্থায় সাল্‌ফার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার বহুবিস্তৃত প্রয়োগ থাকিলেও ইহা দ্বারা স্বাধীনভাবে রোগচিকিৎসার সংখ্যা অধিকতর নহে। ধাতু-সংশোধন ও অস্পষ্ট রোগ লক্ষণ পরিস্ফুট করিয়া অন্য ঔষধের নির্ব্বাচন এবং ক্রিয়ার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই ইহার প্রধান কার্য্য।

উগ্রতা ও প্রবলতাবিশিষ্ট ভয়াবহ উন্মত্ততায় ইহা কার্য্যকরী নহে। ইহা মৃদুভাবাপন্ন রোগের ঔষধ। মানসিক নিস্তেজ ভাব, দুঃখ, নৈরাশ্য এবং কৌতুকজনক আনন্দানুভূতি প্রভৃতি ইহার লক্ষণের প্রকৃতি। পুরাতন রোগে সাল্‌ফার একনাইটের প্রতিনিধিস্বরূপ, অর্থাৎ উন্মাদ রোগে উৎকণ্ঠা, মৃত্যুভীতি প্রভৃতি যখন দুঃখ-নৈরাশ্যাদিরূপ শান্ত ও মৃদুভাবাত্মক হয় তখন সাল্‌ফারই ঔষধ, রোগী ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ ও ব্যবহার করিলে একন প্রযোজ্য।

মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীতেই সাল্‌ফারের ধাতুগত ও শারীরিক প্রকৃত্যাদি অতি স্পষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। একহারা, অসহিষ্ণু এবং কাসরোগপ্রবণ ব্যক্তিগণ সাল্‌ফারের ক্রিয়াক্ষেত্র। এই সকল ব্যক্তি নিতান্ত অপরিষ্কার ও অপবিত্র থাকে। প্রচলিত কথায় যাহাকে "নোঙ্গরা" বলে, ইহারা তাহার জীবন্ত প্রতিকৃতি। সর্ব্বদা ধুলা, মাটি, ময়লা জড়িত থাকে, স্নানাদি দূরের কথা, জল দেখিলে ভয় পায়, হয়ত একবার যে বস্ত্র পরিধান করে তাহা যতই অপরিষ্কার ও ছিন্নভিন্ন হউক না কেন, কেহ তাহা পরিবর্ত্তন করাইয়া না দিলে তাহা ত্যাগ করে না। বয়স্ক শিশুগণও নাসিকাচ্যুত শ্লেষ্মা ভক্ষণ করে, তথাপি সাল্‌ফার রোগীর দুর্গন্ধে বড়ই ঘৃণা, কারণাভাবে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ পায়, দুর্গন্ধ যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে

বিচরণ করে, যেন তাহার পরিধেয় বস্ত্রে অসাড়ে মলত্যাগ হইয়া সংলগ্ন রহিয়াছে। এস্থলে সাল্ফার রোগীর প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা ইহার সাধারণ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

ইহার সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকারেই রোগী উত্তেজনাপ্রবণ ও অসন্তুষ্ট থাকে, সর্ব্বদা অস্পষ্টশব্দ এবং খিন খিন করে। উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থাই ইহার প্রয়োগস্থল। রোগী অতি অকিঞ্চৎকর বস্তু বহু মূল্যবান বলিয়া মনে করে, ছেঁড়া নেকড়া পরিধান করিয়া ও কাগজের টুপি পরিয়া আপনাকে রাজাধিরাজ বলিয়া বিশ্বাস করে। ধর্ম্মোন্মাদে রোগী বড় আত্মম্ভরী হয়। নিজের কিসে সদগতি ও উদ্ধার হইবে তজ্জন্যই উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত থাকে, অন্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। আপনার হিতাহিত বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ রোগী ক্রন্দন করে। বড় আলস্যপরতন্ত্র নিষ্কর্ম্মার ন্যায় সময় কাটায়। লাভালাভ জ্ঞান-বিরহিত। জীবনে বীতরাগ ঘটে। যকৃতের ক্রিয়াজড়ত্বজন্য উদরযন্ত্রের শিরাশোণিতাধিক্য। ইহার অবসাদবায়ুলক্ষণাদিও উপরিউক্ত রোগের লক্ষণ সদৃশ। প্রভেদ এই যে, বিষণ্নবায়ুরোগে ধর্ম্মোন্মাদপ্রকৃতির প্রাধান্য থাকে; অপরে তাহা দৃষ্ট হয় না।

গুল্মবায়ু বা অপস্মার।—সাল্ফারের সাধারণ লক্ষণ ও ধাতুবিশিষ্ট গুল্মবায়ু-রোগী আপনাকে অতি ধনবান বলিয়া বিশ্বাস করে; পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিন্ন করে; পুরাতন ছিন্নবস্ত্র প্রভৃতি নাড়া চাড়া করে ও তাহা মূল্যবান ও সুদৃশ্য মনে করিয়া আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করে। এ রোগেও পূর্ব্ববর্ণিত উন্মাদাদি রোগলক্ষণের পরিবর্ত্তিত আকারেরই কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ মূত্রনিঃসরণ হইয়া দৌর্ব্বল্যের, মূর্চ্ছা ভাবের এবং আক্ষেপের শেষ হয়।

মৃগীরোগ।—অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা, তগুদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া এবং হঠাৎ ভীতি এই রোগের কারণমধ্যে গণ্য। ইহার "অরা"য় ইন্দুরবিচরণবৎ

অনুভূতি বাহু বাহিয়া উর্দ্ধাভিমুখে যায়। ইহার আক্ষেপে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। সাল্‌ফারধাতুবিশিষ্ট পুরাতন শিশুরোগিদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। রোগী বামপার্শ্বে পতনোন্মুখ হয়। অন্যান্য ঔষধের রোগেও মধ্যগামী (intercurrent) ঔষধরূপে ইহা এবং সোরিনাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনেটও সাল্‌ফারের ন্যায় গণ্ডমালা বা সোরাধাতুর পক্ষে উপযোগী। দুই ঔষধেরই রোগকারণ ও "অরা" সমপ্রকৃতির। সাল্‌ফার প্রয়োগে উপকার না হইলে অথবা ইহা দ্বারা চক্ষুতারকার বিস্তৃতি সাধিত না হইলে ক্যালকে প্রযোজ্য।

অনিদ্রা (Sleeplessness)।—স্নায়বিক উত্তেজনা, অবিশ্রান্ত গাত্রচুলকনা এবং গ্রীষ্মতাপ প্রভৃতি সাল্‌ফার রোগীর অনিদ্রার কারণ। রোগী সমস্ত দিন নিদ্রালু থাকে, কিন্তু রজনীতে নিদ্রা হয় না। রোগীর গভীর অথবা স্থায়ী নিদ্রা হয় না; অল্পক্ষণের জন্য নিদ্রা হইয়া বারম্বার অথবা সামান্য কারণে নিদ্রাভঙ্গ হয়, শীঘ্র নিদ্রা হয় না।

সিলিনিয়াম্‌—ইহারও নিদ্রা প্রায় সাল্‌ফারের ন্যায়। প্রভেদ এই যে, প্রতি রজনীতেই নিয়মিত নিদ্রাভঙ্গের সময়ের পূর্ব্বে, রোগের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং এই সময়ই তাহার রোগের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সময় হওয়ায় রোগী বিশেষ কষ্টানুভব করে। সাল্‌ফারে এরূপ হয় না।

পাল্‌স—অশান্তিপ্রদ নিদ্রা। রোগী কষ্টকর স্বপ্ন দেখে ও পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হয়।

ককুলাস—মানসিক উত্তেজনাজন্য নিদ্রা হয় না। সামান্য অনিদ্রা ঘটিলেই রোগী পীড়িত হয়।

শিরঃশূল।—যকৃতের ক্রিয়াজড়ত্ব ও শোণিতগতির বাধাবশতঃ উদরের রক্তাধিক্য সাল্‌ফারের শোণিতসঞ্চয়ী পুরাতন গাউট ও রস-

বাত ইহার রসবাতের, এবং তগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়া ইহার সোরিক শিরঃ-শূলের কারণ। মানসিক শ্রম, মস্তকচালনা, কাসি এবং হাঁচি ইহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। এই শিরঃশূলের উপসর্গরূপে মূর্দ্ধাদেশের তাপ, মুখমণ্ডলের তাপোচ্ছ্বাস, পদের শীতলতা এবং উপরতলায় উঠিতে শিরোঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকে। ইহার শিরঃশূল কখন সাময়িকরূপে প্রত্যেক সপ্তম দিবসে আক্রমণ করে; কখন বা প্রত্যেক দিবসে প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে বৃদ্ধি ও পরে হ্রাস হয়; কখন বা বমনসহ শিরঃশূল হয়। রক্তসঞ্চয়ী শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন তাহার ললাট বেড়িয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। এ লক্ষণে ইহা এর্ণিট টা, জেল্‌স, মার্ক এবং কার্ব্বলিক্ এসিড সহ তুলনীয়।

এর্ণিট টা—পর্য্যায়ক্রমে শিরোঘূর্ণন ও নিদ্রালুতা, এবং শীতল জলে মস্তক প্রক্ষালনে উপশম হওয়া প্রভৃতি অনেক সময় পরস্পরের প্রভেদক।

জেল্‌স—শিরঃশূলের পূর্ব্বে অন্ধত্বের আক্রমণ এবং বেদনার সময় কাহারও কথা শুনিতে কি কাহাকে কিছু বলিতে অনিচ্ছা, ইহার প্রভেদক। বারম্বার মূত্রস্রাব হইয়া বাতজ শিরঃশূলের উপশম।

মার্কুরিয়াস্—মুখের দুর্গন্ধ এবং জিহ্বার আর্দ্রতা সত্বেও অত্যন্ত তৃষ্ণা ও প্রচুর ঘর্ম্ম প্রভেদক।

কার্ব্ব এসি—মস্তকে রবারের ব্যাণ্ডেজ আঁটা থাকা ভাবের সহিত গুরুত্বানুভূতি প্রভেদক।

মেনিঞ্জাইটিস্ (Meningitis) বা মস্তিষ্কাবরণীপ্রদাহ।—টিউবাকুলার মেনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কাবরণীর গুটিকাসংস্পৃষ্ট প্রদাহে ইহা বিশেষ উপকারী। রোগের প্রাথমিক প্রবলাবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয় না। প্রবলাক্রমণের পরিণামে যখন মস্তিষ্কের জলশোথ উপস্থিত হয়, তখন রোগের প্রদাহিক স্রাবের দূরীকরণ, গুটিকার শোষণ ও

দূরীকরণ এবং ধাতুসংস্করণ জন্য সালফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে (প্রঃ খ :— একন পৃঃ ৩১ ; বেল পৃঃ ৮২—৮৫ ; ব্রায় পৃঃ ১৩৬-১৩৮)।

ত্বগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়া (Retrocession) সাল্‌ফার রোগের সাধারণ-কারণমধ্যে গণ্য। শিশুর অজ্ঞানাবস্থা, ললাটপ্রদেশে শীতল ঘর্ম্ম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝাঁকি, আক্ষেপ এবং মূত্রাঘাত (Suppression of urine) প্রভৃতি ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

সোরিকধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে লক্ষণানুসারে টুবার্কুলিনাম্ এবং ক্যাল্কে কার্ব্বও উপকারী ঔষধ।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—সোরা-দোষযুক্ত ধাতুর লোকের মধ্যে অনেক সময়েই এই রোগ বংশপরম্পরাগত হইয়া থাকে। শিশুদিগের মধ্যেই সাধারণতঃ এই রোগ অধিকতর দেখা যায়। রোগী অজ্ঞান থাকে, সর্ব্বশরীর, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশ শীতলঘর্ম্মাবৃত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝাঁকি এবং অঙ্গুষ্ঠের আক্ষেপ ও মূত্রাঘাত। ত্বগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাইয়া রোগ জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকারী। চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত থাকে এবং মস্তক পশ্চাৎপার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে। শিশুদিগের কলেরারোগের পরিণামফল স্বরূপ এই রোগ হইলে ইহা প্রায় অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে বেলাডনার ন্যায় শিরোলুণ্ঠন, মুখমণ্ডলের রক্তিমা অথবা মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন এবং এপিসের ন্যায় ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক চীৎকার থাকে না।

স্পাইন্যাল ইরিটেসন (Spinal Irritation) পৃষ্ঠবেদনা।— ইহাতে কশেরুকাস্থি উপরি চাপ দিলে রোগী বেদনায় চমকিয়া উঠে। অনেক সময়ে ঋতু ও অর্শের স্রাবরোধজনিত মেরুমজ্জার রক্তাধিক্যই ইহার কারণ। সাধারণতঃ কটিদেশই এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হয়। পৃষ্ঠ অতিশয় স্পর্শাসহিষ্ণু ও বেদনাযুক্ত থাকে, সামান্য ঝাঁকিতেও মেরুদণ্ড বাহিয়া বেদনা হয়। মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ অনেক সময়ে কটিদেশের শুষ্কতাপ সহ পদ শীতল থাকে।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—সাল্‌ফারের ক্রিয়ায় প্যারাপ্লেজিয়া বা নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা ফলের আশা করা যায়। কিন্তু সৌত্রিক উপাদানের উপদাহ ও সঙ্কোচন এবং আবরক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ জন্য মেরুমজ্জা ঘনীভূত ও ক্ষয়প্রাপ্ত (Meningitis) হইলে অথবা তাহার কোমলতা জন্মিলে এবং রোগ শেষাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহা দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা থাকে না। শৈত্যসংস্পর্শাদি কারণ নিবন্ধন রোগে মেরুমজ্জা ক্ষয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে বহুদিন ধরিয়া সাল্‌ফারের ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও মূত্রের ও মলরোধ (Retention) প্রভৃতি কতিপয় কষ্টকর উপসর্গের ন্যূনাধিক উপশম হইতে পারে।

রসবাতজ পক্ষাঘাতে রাস্‌টক্‌সের পর সাল্‌ফার প্রয়োগে আরোগ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা (Spinal weakness)।—মেরুদণ্ডের সাধারণ দুর্ব্বলতা, যাহাতে রোগী গ্রীবা নত করিয়া বা কুব্জাবস্থায় ভ্রমণ করে, যাহাতে বক্ষঃ দুর্ব্বল ও শূন্য বোধ ও কথা কহিতে ক্লান্তি হয় এবং পূর্ব্বাহ্নে আমাশয়ের দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে, তাহাতে সাল্‌ফার উপকারী। প্রবল তরুণ রোগান্তিক দুর্ব্বলতায়ও ইহা

স্নায়ুশূল—কটিবাত (সাইটিকা), মুখমণ্ডল-শূল।— ম্যালেরিয়া বিষঘটিত সাধারণ স্নায়ুশূলরোগের আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় সাল্‌ফারেও উপকার হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হইলে এবং কোন ঔষধে উপকার না করিলে অবস্থাবিশেষে স্বাধীনভাবে, কখন বা অন্যান্য ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্যকারীরূপে কটিশূলের ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলের ইহাই একমাত্র ভরসাস্থল। জরায়ুরোগ ও অর্শের রক্তবন্ধ বশতঃ সাইটিকা জন্মিলে সাল্‌ফার উপকার করে।

প্রদাহ, পূয়শোথ (Abscess)।—পূয়সঞ্চার এবং পূয়কোষ রোগে অবস্থাবিশেষে **সাল্‌ফার** বিশেষ সাহায্য করে। পূয় নিঃসরণের পুরাতন অবস্থায় যখন প্রচুর, তীব্র ও বিদাহী পূয়স্রাবপ্রযুক্ত রোগী শীর্ণ ও বিলেপক বা হেক্‌টিক জ্বরগ্রস্ত হয়, তখন ইহা উপকারী। গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পূয়শোথ ও গুচ্ছাকারে স্ফোটক জান্মলে তাহার আরোগ্যে এবং ধাতুসংশোধনে **সাল্‌ফার** ক্ষমবান। **সিলিসিয়ায়** কার্য্য না হইলে মধ্যগামীরূপে ইহা সাহায্যকারী। তরল ও ঘন বা কঠিন প্রদাহিক স্রাব, সিরাম বা রক্ত-রস এবং তন্তুজান পদার্থ বা ফাইব্রিণ অপসারিত করিতেও **সাল্‌ফার** বিশেষ পারদর্শী।

কাণপাকা (Ottorrhœa)।—দুর্গন্ধ, তীব্র ও হাজাকর পূয়যুক্ত শ্লেষ্মাস্রাবে কর্ণাভ্যন্তর ও স্রাবসংস্পৃষ্ট বহিষ্কর্ণ প্রদেশের লোহিত বর্ণ, কাঁচাভাব ও হাজা দূরীকরণে **সাল্‌ফার** উপকারী। অধিকতর পূতিগন্ধ স্রাব এবং শোণিতের অপকৃষ্টতা বশতঃ রোগীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া মুখমণ্ডলে, নাসিকার চতুঃপার্শ্বে, মুখাভ্যন্তরে এবং কর্ণে পূয়গুটিকা জন্মিলে **সোরিণাম্** **সাল্‌ফারের** স্থলাভিষিক্ত হয়।

চক্ষুরোগ—কঞ্জাংটিভাইটিস্, কিরাটাইটিস্ বা কর্ণিয়াই-টিস্।—কোন আগন্তুক বস্তু (Foreign body) চক্ষুতে পড়িয়া তাহার প্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস্ হইলে অবস্থানুসারে একন অথবা **ফেরাম্ ফস্** প্রথমে প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে **সাল্‌ফার** উপযোগী। চক্ষুর পুরাতন গণ্ডমালীয় বা স্ক্রফুলাস্ প্রদাহ রোগেও **সাল্‌ফার** বিশেষ উপকারী। শীতকালে নিরোগ, গ্রীষ্মের আগমনেই ক্রমে রক্তাধিক্য উৎপন্ন হইয়া চক্ষু লাল হয় এবং তন্মধ্যে ভগ্ন কাচখণ্ড থাকার ন্যায় বেদনার অনুভূতি জন্মে। অগ্নিতাপে বেদনার বৃদ্ধি। **সাব-একিউট কিরাটাইটিস্** (চক্ষুর কালক্ষেত্রের নাতি প্রবল প্রদাহ), বিশেষতঃ ইহার **গণ্ডমালীয় রোগে** তীব্র স্রাব থাকিলে এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলেই উষ্ণ জল স্রাবে

সাল্‌ফার উপকারী। ইহার অন্য ঔষধ রাস্‌-টাক্‌স্‌। এই রোগে কর্ণিয়ার অতীব বিকারগ্রস্ত অবস্থায় অস্বচ্ছতা ও ক্ষত জন্মিলে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব তুলনীয় ঔষধ। রোগী স্পষ্ট গণ্ডমালালক্ষণযুক্ত ও চক্ষুর স্রাব অনুগ্র।

নাসিকাসর্দ্দিরোগ বা করাইজা।—গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের পুরাতন সর্দ্দিরোগে সাল্‌ফার উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসিকা গহ্বরে মামড়ি বা ছাল জন্মে, স্ফীত নাসিকা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়, এবং নাসিকার পক্ষদ্বয়ই (Alœnasi) বিশেষ ভাবে লোহিতবর্ণ ও মামড়িযুক্ত থাকে। নাসিকারন্ধ্র গৃহমধ্যে রুদ্ধ থাকে, মুক্ত বায়ু মধ্যে উন্মুক্ত হয় এবং নির্ব্বাধ শ্বাস প্রশ্বাস বহে।

স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ (Aphonia)।—পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগে কষ্টিকাম্‌ নিষ্ফল হইলে সাল্‌ফার প্রযোজ্য। ত্বগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাইয়া স্বর প্রাতঃকালে ভঙ্গ, কর্কশ ও স্থূল অথবা তাহার এক কালীন লোপ হইলে, পুরাতন অবস্থায় সাল্‌ফার উপকার করে।

ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য।—ইতিপূর্ব্বে সাল্‌ফারের অনিয়মিত বা অসামঞ্জস্যীভূত শোণিতসঞ্চালনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সাল্‌ফার-রোগ-জীর্ণ রোগী সময়ে সময়ে এই বিপর্য্যস্ত শোণিত স্রোতনিবন্ধন বিশেষ কষ্টানুভব করে। ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য বশতঃ সামান্য শীতল আবহাওয়ায় অথবা শীতকালেও শ্বাস কষ্টে রোগী গৃহের বাতায়নাদি মুক্ত করিতে বাধ্য হয়। প্রবল বেগে হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে, কখন বা শোণিত নিষ্ঠুত হয়।

ব্রঙ্কাইটিস্‌ বা নলৌষ।—পুরাতন এবং অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ও কঠিন কাসরোগে সাল্‌ফার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্বাসনলীর প্রতিশ্যায়নিবন্ধন প্রভূত পরিমাণ ঘন পূয়যুক্ত শ্লেষ্মার স্রাব হইয়া বক্ষঃ মধ্যে উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দ ও অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ মধ্যে মধ্যে শ্বাস রোধ হইবার

উপক্রম হয়। রোগী তাহাতে বাতায়ন পথ উন্মুক্ত করে। শয়নাবস্থায় কাসির বৃদ্ধি হইয়া বিবমিষা ও বমন পর্য্যন্ত হইতে পারে।

বাল্সাম পেরু—ইহার শ্বাসনলীর প্রতিশ্যায় রোগে উচ্চ শব্দের ঘড় ঘড়ি ও প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়। ইহা এবং পিক্স লিকুইডা, উভয় ঔষধেই পুয়যুক্ত শ্লেষ্মাদির গয়ার উঠে।

প্লুরাইটিস্, প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ।—সিরাম-রস, ফাইব্রিণ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার স্রাবের শোষণ ও দূরীকরণে সাল্ফার সমর্থ। ইহা একন ও ব্রায়নির পরে প্রদর্শিত। চিৎভাবে শয়নে ও সামান্য শরীর চালনায় বাম ফুস্ফুস ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনার বৃদ্ধি ইহার প্রকৃষ্ট নির্ব্বাচক লক্ষণ। প্লুরামধ্যে স্রাব সঞ্চিত হইলে ইহা এপিস্ সহ তুলনীয়। ফলতঃ অধিকাংশ স্থলে এই দুই ঔষধই আমাদিগের প্রধান ভরসাস্থল। অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধেও আশানুরূপ ফল না হইলে সাল্ফার দেওয়া কর্ত্তব্য।

নিউমনিয়া বা ফুস্ফুসপ্রদাহ।—এ রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই আমরা সাল্ফার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সাল্ফারের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা ফুস্ফুসের নিরেট বা ঘন অবস্থা প্রাপ্তিতে (Hepatization)—যকৃৎবৎ নিরেট ভাব ও বর্ণ প্রাপ্তি) বাধা জন্মাইয়া রোগ অঙ্কুরে বিনাশ করিতে সক্ষম। শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা নিরাময়িক শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রদাহিক স্রাব সহজে শোষিত ও নিরাকৃত না হইলে, সালফার প্রতিক্রিয়া শক্তির পুনরুত্তেজনা দ্বারা তাহার ও রোগারোগ্যের সাহায্য করে। রোগ সহজেই টাইফয়েড অবস্থা প্রবণ, এরূপ স্থলে ফুস্ফুসের ধ্বংসের উপক্রম হইয়া যদি পুয়াকার শ্লেষ্মার নিঃসরণ, বাক্যের ধীরতা, জিহ্বার শুষ্কতা এবং প্রলেপক বা হেক্‌টিক্ জ্বরের লক্ষণাদি উপস্থিত হয়, তদবস্থায়

সালফারই এক মাত্র সহায় বলিলে অত্যুক্তি ঘটে না। ফলতঃ সোরা-দোষযুক্ত ধাতুর ব্যক্তিদিগের উপেক্ষিত নিউমনিয়া যখন গুটিকাসংসৃষ্ট যক্ষ্মারোগে পরিণতির উপক্রম হয় তখন সাল্‌ফারই এক মাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—পূয়াকার গয়ার, বিশেষতঃ তাহাতে যদি এরূপ দুর্গন্ধ থাকে যে রোগী নিজেই কষ্ট বোধ করে, সে স্থলে ইহাই ঔষধ। কিন্তু যদি ফুস্‌ফুসের নিরেট অবস্থা, রজনীতে রোগীর জ্বরভাব ও অস্থিরতা, ফুস্‌ফুসের ক্ষত হইবার উপক্রম এবং রোগ অসাধ্য চিহ্ন বিরহিত হয় তাহাতে সাল্‌ফারই অবলম্বনীয়।

লাইকপোডিয়াম্‌—যে স্থলে রোগের নিরাকরণের বিলম্ব ঘটে অথবা তাহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, সে স্থলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বক্ষের উপরে কশা বা আঁটা বোধ, ফুস্‌ফুসোপরি বেদনা এবং সাধারণ দুর্ব্বলতা ইহার লক্ষণ। ডাঃ হিউজ্‌ বলেন, রোগের থাইসিসে পরিণতির উপক্রমে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

টুবার্কুলসিস্‌ বা গুটিকোৎপত্তি রোগ।—মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লী, সন্ধি, ফুস্‌ফুস প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রে গুটিকোৎপত্তি হইয়া রোগাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও ইহার ক্রিয়ার মূল প্রকৃতি সর্ব্বত্রই ধ্বংসাত্মিকা।

সোরাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই গুটিকোৎপত্তি রোগের কার্য্যক্ষেত্র; সোরাদোষ প্রশমনকারী ঔষধ মধ্যে সাল্‌ফারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। যে কোন যন্ত্রেই এই রোগের অঙ্কুর হউক না কেন, তাহার বৃদ্ধি অবয়বগ্রহণ ও উৎকর্ষ প্রাপ্তির পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় সাল্‌ফারের প্রয়োগ বিধেয়; কেননা রোগের অবয়ব গ্রহণ ও বৃদ্ধির অবস্থায় ইহা তাহার ধ্বংসকার্য্যের সাহায্য করিয়া ত্বরিতগতিতে সাংঘাতিক ফলোৎপাদন করে। ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ

সাবধানতার সহিত উচ্চ ক্রমেই ঔষধ এক বা দুই মাত্রা সেবন করাইয়া তাহার ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করাই নিরাপদ বলিয়া জানিতে হইবে।

রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত সাল্‌ফার লক্ষণের অনুসরণ করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে—শরীরে অত্যধিক তাপের অনুভূতি; আবদ্ধ হাওয়া যতই শীতল হউক না কেন গৃহদ্বার ও বাতায়ন মুক্ত রাখিবার আবশ্যকতা; পুনঃ পুনঃ তাপোচ্ছ্বাস, আমাশয়ে শূন্য বোধ, মূর্দ্ধাদেশের তাপ, পদের শীতলতা প্রভৃতি; উচ্চে উঠিতে হৃৎবেপন (palpitation); বামপার্শ্বের স্তনাগ্র হইতে বক্ষঃ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বক্ষে যে রক্তাধিক্য জন্মে, তাহাই সাল্‌ফার প্রয়োগের নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা। উপরি লিখিত অভ্যন্তরীণ লক্ষণসমূহ এবং বিঘাতনে (Percussion) ফুস্‌ফুসচূড়ায় (Apices) নিরেট শব্দ (Dulness) ও দর্শনে বক্ষ গতির হ্রাস প্রভৃতি বহির্লক্ষণ এই সময়েই প্রাপ্তব্য। ইহাই গুটিকাসংস্থানের পূর্ব্বাবস্থা। এ অবস্থায় ক্বচিৎ শোণিত নিষ্ঠুত হয়। বঙ্ক্ষণসন্ধি-রোগ বা হিপ্‌ ডিজিজ্‌ এবং হোয়াইট সোয়েলিং, এই উভয় রোগই গণ্ডমালাশিশুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত রোগের প্রথমাবস্থায় সাল্‌ফার ফলপ্রদ।

ষ্টেনাম্—ইহা উপেক্ষিত প্রতিশ্যায়ের যক্ষ্মায় পরিণতি নিবারণ পক্ষে উপযুক্ত।

অজীর্ণ রোগ (Dyspepsia)।—সালফার নানা প্রকার অজীর্ণ রোগের পক্ষে উপকারী। ইহার রোগের কারণও সাধারণ। বিসর্প, কাউর বা পামা এবং কচ্ছু প্রভৃতি ত্বক্‌রোগ বসিয়া যাইয়া স্বাধীন অথবা অন্য কোন কঠিন রোগের আনুসঙ্গিক বা উপসর্গরূপে রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্যপায়ী, বিশেষতঃ বিয়ার অথবা ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উগ্রবীর্য্য মদ্যপায়ীদিগের মধ্যে সালফার অজীর্ণ অতি সাধারণ; তথাপি এইরূপ মদ্যে বিষম লালসা জন্মে, পান করিলে

অম্লের বৃদ্ধি ও বমন। ক্ষীণবীর্য্য ওয়াইন মদ্য তাদৃশ অনুপকারী নহে। সাল্ফার রোগীর পক্ষে শ্বেতসারময় বস্তু অজীর্ণোৎপাদক, কেননা এই সকল রোগীর তৎপরিপাকোপযুক্ত আমাশয় রস, পিত্ত এবং ক্লোম রসের অপ্রাচুর্য্য থাকে। রোগী দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না। দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ অথবা কিঞ্চিৎ বিলম্বে অম্ল বমন হয়। মদ্য-পায়িদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগীর মিষ্ট বস্তুতে অস্বাভাবিক স্পৃহা জন্মে কিন্তু তাহা সহ্য করিতে পারে না। আমাশয়ে অম্লোৎপন্ন হইয়া বুক জ্বালা করে।

সাল্ফার রোগীর অজীর্ণের সাক্ষাৎ কারণ যকৃতের ক্রিয়াজড়ত্ব ও যকৃৎশিরায় শোণিতগতির বাধাজনিত উদরের রক্তাধিক্য। রোগী উদর কসিয়া ধরার ন্যায় ও পূর্ণ বোধ করে; অল্পাহারেই পূর্ণ ভোজনের অনুভূতি। যকৃতের রক্তাধিক্য বশতঃ তাহার বিবৃদ্ধি এবং স্পর্শে ক্ষতের ন্যায় বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধে নাক্সের ন্যায় নিষ্ফল মলবেগ ও অর্শ; অনেক সময় পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

পূর্ব্বাহ্ন ১০।১১টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধায় আহারের নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত রোগী অপেক্ষা করিতে পারে না, আহার করিলে সাময়িক তৃপ্তির পরই উদর স্ফীত, রোগী ক্লিষ্ট, অলস, জড়প্রায় ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া জীবন ভার বোধ করে। ইহা পুরাতন অজীর্ণ রোগে নাক্সের কার্য্য পূরক।

"অধিক জল পান করা" এবং "অল্প আহার" সাল্ফার অজীর্ণ রোগের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ।

কার্ব্বভেজ—অত্যধিক মদ্যপান প্রযুক্ত গ্যাস উৎপাদক অজীর্ণ। গ্যাস ঊর্দ্ধদিকে চাপ দেওয়ায় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, রোগী পাখার বাতাস চাহে। অল্পাহারেই উদরের পূর্ণ ভাব।

লাইকপোডিয়ম্—অল্পাহারে রোগীর পূর্ণ ভোজনের অনুভূতি। রোগকাল অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা।

নেট্রাম্ কার্ব্ব, নেট্রাম্ সাল্‌ফ—শ্বেতসারময় বস্তু আহারে অজীর্ণ। প্রথমে মানসিক অবসাদ অধিক, দ্বিতীয়ে প্রায়শঃ উদারাময় থাকে ও তৎসহ প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ হয়।

আর্জেণ্টাম্ নাই—উভয়ের রোগীই অত্যধিক মিষ্ট আহার করিয়া পীড়িত হয়। আর্জেণ্টামে উদরাময়, সালফারে আমাশয়ে অম্ল থাকে ও বুক জ্বালা হয়।

যকৃৎ রোগ—যকৃতের পুরাতন রোগ সাল্‌ফারের উপযুক্ত ক্রিয়াস্থান। ইহা পিত্তস্রাবের বৃদ্ধি করে এবং যকৃতের বেদনা ও টাটানি জন্মায়। যকৃৎ রোগে অনেক সময় সালফার নাক্‌সের পর ব্যবহৃত হইয়া কার্য্যপূরকরূপে আরোগ্যের সম্পূর্ণতা সম্পাদন করে। মার্কারির অপব্যবহার বশতঃ যকৃতরোগে অনেক সময় সাল্‌ফার উপকারী। বিষ্ঠা পিত্তহীন সাদা হইলে এবং ন্যাবা রোগের প্রাবল্য অথবা উদরী থাকিলে সাল্‌ফার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মদ্যপায়িদিগের বিবৃদ্ধ যকৃৎ চাপে বেদনাযুক্ত এবং তাহার দক্ষিণাংশে দপদপানি থাকিয়া ন্যাবা রোগ জন্মিলে ল্যাকেসিস্ উপকারী। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবাজনিত ন্যাবা রোগের ঔষধ সিংকনা। ডাঃ থেয়ারের মতে সিঙ্কনা, এবং ডাং অগষ্টার মতে ইপিকাক্ পিত্তজাত পাথরির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাং বার্ণেট পিত্তশিলার (Gallstone) উদরশূল নিবারণে হাইড্র্যাষ্টিস্‌কে উচ্চস্থান প্রদান করেন। এ রোগে বার্ব্বেরিস ভল্গারিসও প্রশংসনীয়।

সিলিনিয়াম্—ইহাও সাল্‌ফারের ন্যায় পুরাতন যকৃৎ রোগের ঔষধ। ইহার বিশেষ লক্ষণ "সকালে ক্ষুধার অভাব ও জিহ্বায় শুভ্রলেপ" সাল্‌ফারে নাই। অপরঞ্চ সাল্‌ফারের ক্ষুধাহীনতা সহ তৃষ্ণার বৃদ্ধিও সিলিতে অভাব।

উদরাময়—সাল্‌ফারের বিষ্ঠা বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। বর্ণ, উপাদান এবং ঘনত্ব কিছুরই স্থিরতা থাকে না। বিষ্ঠা কখন পীতবর্ণ, জলবৎ, ক্লেদযুক্ত এবং গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের বিষ্ঠা অজীর্ণভুক্ত-বস্তুমিশ্রিত। ইহার উদরাময় ভোরে ৪।৫টার সময় বৃদ্ধি হয়, এবং রোগী মলত্যাগের বেগে তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া পায়খানায় যায়। সালফারের বিষ্ঠা অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, অনেক সময়ে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে হয়। অর্শের বর্ত্তমানতা সালফারের উৎকৃষ্ট প্রদর্শক। কখন কখন উদরশূল সহ রক্তচিহ্নিত আমের উদরাময় হয়।

শেষ রজনীর বা প্রাত্যূষিক উদরাময়ের ব্রায়নিয়া, নেট্রাম্ সাল্‌ফ, রুমেকস্ ক্র, পড, ফস্, ডায়স্ক, পেট্রলি, ক্যালি বাই প্রভৃতি ঔষধও অবস্থাবিশেষে খ্যাতির যোগ্য।

নিদ্রাভঙ্গে শরীর চালনায় ব্রায়র মলত্যাগ; নেট্রাম্ মলত্যাগের সহিত প্রচুর বায়ুনিঃসরণ ও পূর্ব্বাহ্ণের কোন সময়ে কখন কখন বিরেচন; রিউমেক্সের উদরাময় সহ কাসি থাকে; পডর উদরাময়ে তাড়াতাড়ি মলত্যাগে যায় এবং বিষ্ঠার পরিবর্ত্তনশীলতা প্রভৃতি লক্ষণ সালফার সদৃশ হইলেও ইহাতে সমস্ত দিবসই মলত্যাগ হয়। বিশেষ বিশেষ ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ইহাদিগের উদরাময়কে সালফার-উদরাময় হইতে প্রভেদ করে।

ফস্‌ফরাসের উদরাময়ে সাগুর ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত থাকায় এবং ডায়স্কোর উদরাময়ে নাভিশূল সর্ব্বশরীরময় বিকীর্ণ হওয়ায় সালফার হইতে প্রভেদিত। পেট্রলিয়ামের প্রাত্যূষিক উদরাময়ে রোগী শীর্ণ হইয়া যায় এবং ক্যালি বাইয়ের হড়হড়ে মলত্যাগের পর কুন্থন উপস্থিত হয়।

এলোজ উদরাময়েও সালফারের ন্যায় মলত্যাগের তাড়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগী তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যায়; কিন্তু ইহার সর্ব্বদা মলত্যাগের

লগ্ন বেগ, সরলান্ত্রের অশান্তি, দুর্ব্বলতা এবং অসামালের ভাব প্রভেদক। রোগী অসামালে মলত্যাগ হওয়ার ভয়ে বায়ুত্যাগ করিতেও ভীত।

আম-রক্ত রোগ বা ডিসেণ্টারি।—কিছুতেই আরোগ্য পথে আইসে না এরূপ পুরাতন রোগে সালফার উপকারী। কুন্থন সর্ব্বদা লগ্ন থাকে ও মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বেগ হইয়া ক্লেদযুক্ত মলত্যাগ হয়। নাক্সের পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ, রক্ত ও ক্লেদযুক্ত, জলবৎ অল্প মল এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি সালফারের তুল্য। ইহার মলত্যাগান্তে কিছুক্ষণের জন্য কুন্থন ও বেদনার অন্তর্দ্ধান ইহাকে সালফার হইতে প্রভেদ করে। রাস্‌টাক্সের আমরক্ত সহ ছিন্নকর বেদনা উরু বাহিয়া নিম্নাভিমুখে যায়। বিষ্ঠার অত্যধিক দুর্গন্ধ ও মলদ্বারের সঙ্কোচন ল্যাকেসিসের প্রদর্শক। ব্যাপ্টিসিয়ার মলে দুর্গন্ধ ও মলত্যাগে কুন্থন থাকে, কিন্তু জীবনীশক্তির অবসন্নতা বশতঃই বোধ হয় বেদনা বুঝিতে পারে না। এলোজের আমরক্ত রোগে জিউলির আটার ন্যায় আমময় বিষ্ঠা শোণিতাবৃত থাকে, আমাশয় প্রদেশে কামড়ানি হইয়া প্রভূত পরিমাণ আম নির্গত হয়। অত্যধিক পরিমাণ আমের মলত্যাগ হইলে ইপিকাক্ ঔষধ। অর্শ ও অর্শ-শিরা প্রদাহ বশতঃ আমরক্তবৎ রোগে এলোজ ও হেমামিলিস ঔষধ।

কলেরা বা ওলাউঠা রোগ।—ইহার প্রারম্ভ অবস্থায়, অর্থাৎ যতক্ষণ উদরাময়, বমন প্রভৃতি সম্পূর্ণ কলেরা লক্ষণ উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ অনেক লক্ষণই সালফার লক্ষণ সদৃশ থাকে। এজন্য অনেক চিকিৎসকই দেশব্যাপক কলেরার সময় তত্রস্থ সাধারণ লোককে ষ্টকিঙ্গের মধ্যে সালফার গুড়িকা ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন।

কোষ্ঠবদ্ধ।—নিষ্ফল মল-বেগ সহ সমুদয় অন্ত্রপথের অসোয়াস্তিভাব এবং সরলান্ত্র মধ্যে গরম ও অশান্তির অনুভূতি সালফার কোষ্ঠবদ্ধের অভ্যন্তরীণ আন্ত্রিক লক্ষণ। যকৃৎক্রিয়ার জড়ত্ব বশতঃ

যকৃচ্ছিরা মধ্যে শোণিতগতির বাধা নিবন্ধন উদরের রক্তাধিক্য ইহার কারণ। ইহার বিষ্ঠা কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ; অত্যন্ত বেগ দিয়া কষ্টের সহিত মলত্যাগ করিতে হয়। নাকৃসেয় ন্যায় পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় সালফারেরও বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। সালফার এবং নাকৃস, পরস্পরের কার্য্যপূরক। সাধারণ শারীরিক, মানসিক ও কোষ্ঠবদ্ধের লক্ষণের প্রতি লক্ষ রাখিয়া, ইহাদিগের মধ্যে যাহা উপযোগী বিবেচিত হয় প্রথমে তাহার প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ ফল না পাইলে অপর ঔষধ প্রযোজ্য। এই আরোগ্য সম্পূর্ণ করণার্থ একাধিক বার উপরোক্ত পর্য্যায়ানুসারে ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক উভয় ঔষধ যুগপৎ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সুব্যবস্থা বলিয়া অনুমিত হয় না।

সালফার কোষ্ঠবদ্ধে মলদ্বারের বারম্বার সঙ্কোচন ও জ্বালা হয়। মলত্যাগে সন্তুষ্টি জন্মে না, এবং নাকৃসের ন্যায় সরলান্ত্র মধ্যে মলাংশ থাকিয়া যাওয়ার অনুভূতি জন্মে। রক্তসঞ্চলন ক্রিয়ার উত্তেজনা ও সামঞ্জস্যের সাহায্য জন্য সালফার রোগীর পক্ষে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, নিয়মিত পরিশ্রম ও শৈত্যব্যবহারাদি ফলপ্রদ।

অন্ত্রাবরণী প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্‌।—শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত রোগে একনাইটের এবং সাধারণ রোগে ব্রায়নিয়ার পর সালফার প্রযোজ্য। কিন্তু ক্ষত উৎপন্ন হইলে সালফার কার্য্যকারী হয় না।

অর্শরোগ।—অর্শোৎপত্তির অনুকুল রোগ লক্ষণ সহ সালফার লক্ষণের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। উপরিউক্ত অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান করিয়া সালফার অর্শোৎপত্তির বাধা দিতে পারে। অর্শের শোণিতস্রাব বন্ধ হইয়া মস্তকে পূর্ণতার অনুভূতি, যকৃতে অসোয়াস্তি বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগেচ্ছা এবং মলদ্বারের

কণ্ডু প্রভৃতি ক্লেশ ও লক্ষণ উৎপন্ন হইলে সালফার মহৌষধের ন্যায় কার্য্য করে।

শুক্রমেহ রোগ (Spermatorrhœa)।—দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ রোগ, বিশেষতঃ তাপোচ্ছ্বাস, মূর্চ্ছার ভাব, পদের শীতলতা এবং মূর্দ্ধাদেশের তাপ প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ সালফার প্রয়োগের উপযোগী। রজনীতে পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক বীর্য্যস্খলনে প্রাতঃকালে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। বীর্য্য পাতলা, জলবৎ, প্রায় স্বাভাবিক ঘ্রাণহীন এবং অপক্বক্ষ উপাদাননির্ম্মিত থাকে। জননেন্দ্রিয় শিথিল, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ-ত্বক কোমলতর ও প্রলম্বিত হয় বা ঝুলিয়া পড়ে; লিঙ্গ শীতল থাকে এবং ক্বচিৎ উত্থান হয়। সঙ্গম চেষ্টা করিলে, অতি শীঘ্র, এমন কি যোনি স্পর্শ মাত্র বীর্য্য স্খলন হয়। অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে পৃষ্ঠবেদনা, অঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ ভ্রমণে প্রায় অপারকতা, মানসিক অবসাদ, সন্দেহবাতিক ও বিষণ্ণতা প্রধান। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন ও ইন্দ্রিয়সেবা এ রোগের কারণ। জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ শিথিলতা ও সঙ্গমেচ্ছার অন্তর্দ্ধান সাল্‌ফারের বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

হস্তমৈথুন ও অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবাপ্রযুক্ত শুক্রমেহরোগে নাক্স, সাল্‌ফার ও কাল্কেরিয়া এই তিন ঔষধ বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। প্রথমে নাক্স প্রয়োগে কিয়ৎপরিমাণে উপকার হইয়া সাল্‌ফার সদৃশ কতিপয় লক্ষণ অবশিষ্ট থাকে। তখন সালফার প্রয়োগেও যদি কথঞ্চিত উপশম হইয়া আরোগ্য অসম্পূর্ণ থাকে ক্যাল্কেরিয়া তাহার পূর্ণতা সাধনে সমর্থ।

জেলসিমিয়াম্—হস্তমৈথুনপ্রযুক্ত শুক্রমেহের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রজনীতে বারম্বার স্বপ্নহীন, অনৈচ্ছিক বীর্য্যস্খলন, জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা এবং অণ্ডকোষত্বকের ঘর্ম্ম ইহার লক্ষণ।

ডায়স্করিয়া—জননেন্দ্রিয়ের উত্থান বা উত্তেজনাবিহীন বীর্য্য স্খলন। রজনীতে দুই তিন বার কাম বিষয়ক স্বপ্ন হইয়া বীর্য্য পাত হয়,

পরদিবস রোগী জানু-সন্ধির বিশেষ রূপ দুর্ব্বলতা বোধ করে। ডাঃ ফ্যারিংটন এরূপ রোগের ইহাই এক মাত্র ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি প্রথমে ১২, পরে ৩০ ক্রমের ব্যবস্থা করেন।

ক্যালাডিয়াম্ সিগুইনাম্—কামবিষয়ক অমিতাচার ঘটিত রোগে কোন প্রকার কামোদ্দীপনা অথবা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ব্যতীত স্বপ্নদোষের কুফল নিবারণে উপযোগী।

এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্—বহুকাল ব্যাপী কামবিষয়ক অত্যাচারকারীর ঔষধ।

লাইকপডিয়াম্—যখন অতি ক্ষীণ লিঙ্গোত্থান হয় অথবা এককালীন হয় না এবং জননেন্দ্রিয় শীতল থাকে ও কথঞ্চিৎ তুবড়াইয়া যায়, রোগের এইরূপ কঠিনতর অবস্থার ইহা ঔষধ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—হস্তমৈথুনের কুফল সংশোধনকারী ঔষধ। শরীরের শীর্ণতাসহ চক্ষুর নিম্নে কৃষ্ণবর্ণ রেখা, রক্তশূন্য মুখ এবং স্পষ্ট খিট-খিটে ভাব ও ভীরুতা বর্ত্তমান থাকে।

সিলিনিয়াম্ ও সাল্ফার—অনেক বিষয়েই উভয় ঔষধের ক্রিয়ার ঐক্য আছে, উভয়েই জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, দুর্ব্বলতা অথবা ধ্বজভঙ্গ লক্ষণ উৎপাদনে সক্ষম। প্রভেদ এই যে, সিলিনিয়াম্ রোগীর জননেন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপ শিথিল বা শক্তিহীন হইয়া যায় ও অনৈচ্ছিক বীর্য্যস্খলন হয়, অথবা তাহা ফোঁটায় ফোঁটায় ক্ষরিত হয়।

পূয়মেহ বা গণরিয়া।—গণ্ডমালা অথবা সোরিকধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের রোগেই লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিয়া অনেকেই ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গ্লিট বা পুরাতন মেহ।—ভগ্নস্বাস্থ্য ও শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির ব্যক্তির তরুণ গণরিয়া রোগের অপচিকিৎসা নিবন্ধন মূত্রনালীর উদ্দীপিত ভাব, টাটানি এবং জ্বালা থাকিলে সালফারের প্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

সিপিয়া—কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ; সাধারণতঃ কেবল প্রাতঃকালে অল্প পরিমাণ এবং দুগ্ধবৎ, সবুজাভ স্রাব। ডাঃ জার এ রোগে সিপিয়ার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

মার্কুরিয়াস—সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ স্রাবের রজনীতে বৃদ্ধি।

পাল্‌সেটিলা—শ্লৈষ্মিক ও গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের ঘন পীতবর্ণ অথবা পীতাভ সবুজ এবং স্নিগ্ধ বা অনুগ্র স্রাবের পক্ষে উপকারী।

হাইড্রাষ্টিস্—মূত্রনালী ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্বাভাবিক শক্তি (Tone) হীন হওয়ায় অবিশ্রান্ত স্রাব, কিন্তু বেদনাদি থাকে না। স্রাব ঘন এবং কথঞ্চিৎ আটাল।

কেলি আইওডেটাম্—ডাঃ ফ্র্যাংক্লিন ৩+ক্রমে এই ঔষধের প্রশংসা করিয়াছেন।

নাক্‌স্‌ভমিকা—আহার এবং পানের অত্যাচার নিবন্ধন গ্লিট রোগে নাকস্ প্রকৃতিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে ইহা উপকারী।

থুজা—অধিক দিনের গ্লিট রোগে মূত্রনালীর প্রষ্টেট গ্রন্থি অংশের পাতলা, পীত অথবা সবুজাভ স্রাব এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

নাইট্রিক এসিড—চিড়িক মারা বেদনা থাকিলে ও শ্লেষ্মাগুটিকা বা ক্ষণ্ডিলমেটা জন্মিলে থুজার পর প্রযোজ্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—আর্ত্তবাভাব, শ্বেতপ্রদর।—যকৃতের ক্রিয়া জড়ত্ব বশতঃ বস্তিকোটর যন্ত্রাদির রক্তাধিক্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগের সাক্ষাৎ কারণ। ইহার সাধারণ লক্ষণ মধ্যে উদরের রক্তাধিক্য; তাপোচ্ছাস, জরায়ুর গুরুত্ব ও নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা, জরায়ু প্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্বের অনুভূতি; দণ্ডায়মানাবস্থায় অসোয়াস্তি বোধ; যোনি মধ্যে জ্বালা এবং উপরিউক্ত লক্ষণ সহ বহিঃ জননেন্দ্রিয়ের কেশযুক্ত স্থানে কণ্ডুয়ন ও তথায় ফুসকুড়ির উৎপত্তি প্রধান।

অনেক সময়েই সিপিয়ার ক্রিয়ার সাহায্যার্থ সলাফারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উভয় ঔষধই উদরের রক্তাধিক্য এবং শোণিতসঞ্চলনের অসামঞ্জস্য সংশোধনে ক্ষমবান, এই জন্যই ইহারা এস্থলে পরস্পরের কার্য্য-পূরকরূপে ব্যবহারে ফলপ্রদ।

আর্ত্তবাভাব রোগে ডাঃ জার সালফার এবং পালসেটিলাকে সম গৌরব প্রদান করিয়াছেন। গণ্ডমালাধাতুর ত্বক্‌রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, যাহাদিগের বস্তিযন্ত্রের রক্তাধিক্য বশতঃ ঋতুর স্বল্পতা অথবা অভাব জন্মে, তাপোচ্ছাস এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ঘটে,তাহাদিগের পক্ষে সালফার এবং পরিশ্রম-কাতর, ক্ষুধাহীন, অম্লে লালসাযুক্ত ব্যক্তি, যাহাদিগের সহজে মূর্চ্ছা ও আভ্যন্তরীণ গুরু গুরু ভাব সহ উৎকণ্ঠা এবং মধ্যে মধ্যে শিরঃশূল হয়, তাহাদিগের পক্ষে পাল্‌স উপযোগী। পদে শৈত্য সংস্রব পাল্‌স রোগের কারণ।

গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের লুকরিয়া বা শ্বেতপ্রদর রোগে সালফার উপকারী। ইহার স্রাব তীব্রগুণ বিশিষ্ট ও হাজাকর। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বও গণ্ডমালাধাতুর রোগীর ঔষধ; রোগীর গ্রীবা-দেশের গ্রন্থি স্ফীত। স্রাব প্রচুর, দুগ্ধবৎ ও বদ্ধমূল অথবা পীতবর্ণ চুলকনাযুক্ত ও জ্বালাকর। ক্যাল্‌কে ফসও এই পর্য্যায়ের ঔষধ, কিন্তু ইহার স্রাব প্রচুর, দুগ্ধবৎ ও অনুগ্র।

গণ্ডমালা রোগ বা স্ক্রুফুলা।—সাল্‌ফার ও ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব গণ্ডমালা রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। সালফার চিকিৎস্য গণ্ডমালা-গ্রস্ত শিশু রোগী বিলক্ষণ চটপটে, বাতপ্রকৃতি এবং খরকর্ম্মা। তাহাদিগের মস্তকে ঘর্ম্ম হয়; ত্বক্ শুষ্ক থাকে এবং তাহাতে সহজেই উদ্ভেদ জন্মে। মস্তক বৃহত্তর, ব্রহ্মরন্ধ্র উন্মুক্ত এবং অস্থিসাধারণের জনন সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না, মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষত জন্মে। পেটুকের ন্যায় ক্ষুধায় খাই খাই করে এবং ভুরি ভোজন করে তথাপি শিশু শীর্ণ হইয়া যায় ও রুগ্ন

গ্রন্থিনিচয় বর্দ্ধিত দৃষ্টিগোচর হয়। শিশুর গাত্রচর্ম্ম পীতাভ, সমল, লোল, শুষ্কীকৃত এবং কোঁকড়াযুক্ত হওয়ায় শিশু অকাল বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়।

উপরি উক্ত লক্ষণসমূহ দ্বারা সাল্‌ফার-স্ক্রফূলা রোগের অতি বর্দ্ধিত অবস্থা প্রকটিত হয়। ফলতঃ স্ক্রফুলা রোগ লসীকা গ্রন্থিমণ্ডল বা লিম্ফ্যাটিক্ সিষ্টেম্ আক্রমণ করিলে, পূর্ব্ববর্ণিত সাল্‌ফার প্রকৃতি-বিশিষ্ট রোগীকে রোগাক্রমণের সূচনা হইতেই ইহা প্রয়োগ করা সঙ্গত, কেন না রোগের পূর্ব্বকথিত কঠিনতর অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহা কৃচ্ছ্র সাধ্য অথবা অবস্থাবিশেষে অসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে। ইহার রোগে কুচকির ও চুয়ালাধঃ দেশের এবং ত্বগধঃদেশের লসীকাগ্রন্থি বিশেষরূপে আক্রান্ত ও বর্দ্ধিত হয়। সালফারের পর ক্যাল্কে কার্ব্ব সুফলপ্রদ।

ক্ষয়রোগ বা শারীরিক শীর্ণতা।—উপরি লিখিত গণ্ডমালা রোগলক্ষণ এ রোগেরও সাধারণ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। ফলতঃ মূলে উভয় রোগই কার্য্যকারণে সমজাতীয়। রোগী কাকের ন্যায় অস্বাভাবিক ক্ষুধাবিশিষ্ট হয়, খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না, শিশু যাহা পায় আগ্রহাতিশয় সহ তাহা ভোজন করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ ক্ষুধা পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় অস্বাভাবিক ক্ষুধা, মূর্দ্ধাদেশের তাপ এবং পদের শীতলতা, এই লক্ষণত্রয় উপস্থিত থাকিলে সাল্‌ফার নিশ্চিত উপকার করে। যদি কেবল মূর্দ্ধাদেশের তাপমাত্র উপস্থিত থাকিয়া অন্য দুইটী লক্ষণের অভাব থাকে তথায় ক্যালকেরিয়া অথবা ফস্‌ফরাস্ প্রযোজ্য। ওপিয়ামসেবী বয়স্থ ব্যক্তির ক্ষয়রোগে সাল্‌ফার প্রতিষেধক রূপে উপকার করে।

রসবাত রোগ বা রিউম্যাটিজম্।—তরুণ ও পুরাতন, বিশেষতঃ পুরাতন রসবাতের চিকিৎসায় সালফার [illegible] খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

প্রদাহ ও স্ফীতি শরীরাধঃ হইতে ঊর্দ্ধগামী হয়, অর্থাৎ পদ হইতে শরীরোর্দ্ধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে। বেদনার রজনীতে ও শয্যায় বৃদ্ধি। পদের অত্যন্ত জ্বালা হওয়ায় রোগী পদ অনাবৃত করিয়া শয্যার বাহিরে লয়। তরুণ রসবাত রোগে নিদ্রাকর্ষণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঝাঁকি হওয়া সাল্‌ফারের বিশেষ প্রদর্শক।

সাইনভাইটিস্ রোগে সাল্‌ফার সন্ধির অভ্যন্তরে সঞ্চিত রস নিরাকরণে সমর্থ। এ বিষয়ে জানুসন্ধির উপরেই ইহার বিশেষ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়।

জ্বর রোগ।—অধিকাংশ সময়েই বাত-পৈত্তিক জ্বরাদিতে একনাইটের পর সাল্‌ফারের প্রয়োগ কাল উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাল্‌ফার লক্ষণে শুষ্ক তাপে রোগী বোধ করে যেন সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হইতেছে, ঘর্ম্ম হয় না, জিহ্বা শুষ্ক ও লোহিত বর্ণ এবং তীক্ষ্ণ পিপাসা থাকে, রোগী প্রথমে নিদ্রাহীন ও অস্থির থাকে, পরে আবিল্যগ্রস্ত হয়। ইহাতে শোণিত অথবা টিস্থর বিশ্লেষণ ঘটে না। ফলতঃ তরুণ জ্বরাদি রোগ সহ একনাইটের যেরূপ সম্বন্ধ, পুরাতনে সাল্‌ফারের সম্বন্ধও তৎ সদৃশ; একনাইট ধমনীমণ্ডলের এবং সাল্‌ফার শিরামণ্ডলের শোণিত সঞ্চলন ক্রিয়ার সামঞ্জস্যকারী।

কিছুদিন পুর্ব্বে প্রায় ২৫ বৎসর বয়সের একটি পুরুষ জ্বররোগীর আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। লক্ষণ মধ্যে গাত্র, বিশেষতঃ পদতলে ভয়ঙ্কর জ্বালা ও ছটফটানিতে রোগীকে কিছুতেই শয্যায় রাখা যাইত না, সর্ব্বদা মেজের উপর গড়াগড়ি দিত, অত্যন্ত তৃষ্ণায় বরফ এবং ঠাণ্ডা রসাল ফলে আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার ব্যবহার, অতিশয় ক্ষুধায় চুরি কি জোর করিয়া তরকারী প্রভৃতি কুপথ্যের আহার, জিহ্বা পরিষ্কার, লোহিতবর্ণ, সম্পূর্ণ শুষ্ক নহে, কিয়ৎ পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত লালাসিক্ত, বিষ্ঠা কোমল

এবং কাল্‌চে, নরম, রোগী অবাধ্য ও ক্রোধপ্রবণ। গৃহের সমুদয় দ্বার এবং বাতায়ন সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে এবং অবিশ্রান্ত পাখার বাতাস করিতে হইত। জ্বরের প্রকোপ পূর্ব্বাহ্নের কোন অনিশ্চিতকাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত। ঘর্ম্ম ছিল না, কোন ঔষধে ফল না হওয়ায় শরীর, বিশেষতঃ পদদ্বয় জ্বালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রাতঃকালে একমাত্রা সাল্‌ফার ৩০ প্রয়োগ করার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি যাইয়া দেখি রোগী বাহিরে বসিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সহিত গল্প করিতেছে; ইতিপূর্ব্বে কাহাকে কি বলিয়াছিল তাহার ঠিক ছিল না। বাহিরে বসার জন্য অনুযোগ করিলে রোগী বলিল "আমি ভাল হইয়া গিয়াছি, আর কিছুই হইবে না"।

বিসর্পরোগ বা ইরিসিপেলাস্।—স্থানপরিবর্ত্তনশীল নাছোড়-বান্দা রোগ। রুগ্নস্থান দেখিতে "দগ্ধ গল্দা চিংড়ি মৎস্যের ন্যায়"। অনেক স্থলেই অন্য প্রদর্শিত ঔষধ দ্বারা আশানুরূপ উপকার না হইলে মধ্যগরূপে সাল্‌ফারের প্রয়োগ আরোগ্যের সাহায্য করে।

হাম এবং বসন্ত রোগ।—হাম রোগের অবস্থাবিশেষে সাল্‌ফার অতি উপকারী ঔষধ। উদ্ভেদ বহিষ্কৃত না হওয়ায় গাত্রবর্ণ কাল্‌চে লোহিত হইলে অথবা বহিষ্কৃত উদ্ভেদ যখন নীল-লোহিতবর্ণ ধারণ করে তাহাতে ইহা উপকারী। সোরাদুষিত ধাতুর ব্যক্তিদিগের উভয় প্রকার রোগেই সাল্‌ফার প্রযোজ্য। বসন্ত পাকিলে অথবা অন্তর্হিত হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপন্ন করিলে সাল্‌ফার ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়।

ত্বক্‌রোগ।—সাল্‌ফার ত্বক্‌রোগে ত্বক্ স্থূল, শুষ্ক, কর্কশ এবং হামের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদযুক্ত। ঘর্ম্ম প্রায় হয় না, হইলেও শরীরাংশ বিশেষের অল্প অল্প স্থানে দুর্গন্ধ, অম্ল এবং সমল ঘর্ম্ম হয়। অনেক সময়ে ত্বগুপরি, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে বয়স ফোড়া জন্মে। শরীরের স্থানে স্থানে কৃচ্ছ্রসাধ্য পূয়গুটিকা দেখা দেয়। মুখমণ্ডল, হস্ত এবং বাহুর উপর

চিত্র বিচিত্র, বিশেষতঃ হরিদ্রা বর্ণের কলঙ্ক উপস্থিত হয়। মলদ্বার, কুচকি, স্তন, কক্ষতল এবং চর্ম্মের ভাঁজে টাটানি বেদনা, অবদারণ ও হাজা।

সোরাদোষের সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় চর্ম্মরোগ, কচ্ছু বা পাঁচড়ার আকার ধারণ করে না। সোরাবিষ দূষিত অসুস্থ ও সমল ত্বক্ "সার্কপ্টিস্ হমিলিস্ বা "একেরাস্" নামক কীটাণুর বাসোপযুক্ত হওয়ায় তাহারা স্থানবিশেষ খুঁড়িয়া আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ ও বংশবৃদ্ধি করিয়া ক্রমে পাঁচড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সন্ধি-বাঁক বা অঙ্গাদির বাঁক ও অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান ইহার বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী। শয্যাতাপে চুলকানির অত্যন্ত বৃদ্ধি। ত্বক্ প্রথমে কর্কশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্কাবৃত হয়, স্থানে স্থানে রসপূর্ণ গুটিকা জন্মে ত্রবং ক্রমশঃ তাহা পূয় গুটিকায় পরিণত হইয়া সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট কচ্ছু রোগে পর্য্যবসিত হয়।

রোগ-বিষ অন্তর্প্রবিষ্ট না হইতে পারে এরূপ কোন ঔষধের বহিপ্রয়োগ দ্বারা পাঁচড়ার কীট নষ্ট করিয়া রোগারোগ্য করা অসঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে রোগীকে বহুতর যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করা হয়। সব্ব শরীর, অভাব পক্ষে আক্রান্ত শরীরাংশ উষ্ণজল ও সাবান দ্বারা বিলক্ষণরূপে পরিষ্কার করিবে, এবং শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নীরস করিয়া পাঁচড়ায় একাধিকবার লাভেণ্ডার অইল লাগাইলেই একেরাস্ কীট মৃত ও পাঁচরা আরোগ্য হয়। এইরূপে গাঁজার তৈল বা সরিষার তৈলে গাঁজা ভর্জিত করিয়া লাগাইলেও লাভেণ্ডার তৈলের সমান ফল দেয়। উভয় প্রকার বহিঃচিকিৎসাতেই কোন কুফল লক্ষিত হয় নাই। হোমিওপ্যাথি ক্রমের সাল্‌ফার সেবন দ্বারা মূল ব্যাধির আরোগ্য করা বিধেয়।

মার্কুরিয়াস্—পাঁচড়াসহ শরীরের নানা স্থানে পূয়গুটিকা ও কাউর।

সিপিয়া—শরীরের স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পূয়গুটিকা জন্মিয়া তাহা

ইম্পেটিগ রোগে পরিণত হইলে এবং সিপিয়ার ধাতুগত লক্ষণ ও অবয়ব থাকিলে।

কষ্টিকাম্—বিশেষতঃ সাল্‌ফার অথবা মার্কারির মলম প্রয়োগে পাঁচড়া বসাইয়া দিলে।

লেক্চার ২০ (LECTURE XX.)

কল্‌চিকাম্ (Colchicum)।

প্রতিনাম্।—কলচিকাম্ অটম্‌নেল।

সাধারণ নাম।—মেডো স্যাফ্রণ।

জাতি।—মেলান্থাসি।

জন্মস্থান।—জর্ম্মনি, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ ইউরোপের তৃণময় ভূমির বর্ষাকালস্থায়ী গুল্ম।

প্রয়োগ রূপ।—ফুল বিকসিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের টাট্‌কা কন্দের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—প্রায়শঃ মূল আরক হইতে ২০০ শত ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা এই- ডাঃ হইন্—রোগীর পুনঃ পুনঃ গাউটের আক্রমণ হইত; পরে ললাটদেশে বেদনা, কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেই তাহার বৃদ্ধি হইত; স্বভাব বড়ই খিট খিটে, সামান্য কারণে রাগান্ধ হইত; ১২, আরোগ্য। ব্রিটিস জর্ণাল—গাউটি প্লুরডাইনিয়া। ভদ্রমহিলা, বয়স ৬০। বক্ষের নিম্ন ও দক্ষিণ পার্শ্বে তীক্ষ্ণ তীরবেধবৎ বেদনা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ পার্শ্বে যায় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। নাড়ী অনিয়ম গতি ও কঠিনস্পর্শ, এবং অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে। বহুকাল গাউট রোগে ভুগিয়াছিল, ১, ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়ায় আরোগ্য। ডাঃ হ্যাস—রক্ত-বমন, স্ত্রীলোক, বয়স ৭৪, প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল লোহিত রক্তবমন; ইপিকাক ৩ প্রয়োগে ক্রমে রক্ত-বমন বন্ধ হয়, পরে প্রথমে প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্ত মলদ্বার পথে নির্গত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহার পরিমাণ কম হয় ও তাহার সহিত উদর শূল এবং কুন্থন আরম্ভ হয়, কুন্থন সহ কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ রক্ত নিঃসারিত হইতে থাকে; নাক্স, মার্ক, ইপিকা, কলসি,

উপচয়।—রজনীতে; মানসিক শ্রমে; গাত্রোত্থান করিয়া শয্যায় উপবেশন করিলে; শরীর চালনায় (ব্রাই)।

উপশম।—বিশ্রাম কালে এবং মুক্ত বায়ু মধ্যে।

সম্বন্ধ।—কল্‌চিকামের কার্য্য প্রতিষেধক—বেল, ক্যাম্ফর, ককুলাস্‌, নাক্‌স ভ; স্পাইজি ও পালস্‌। প্রবল ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া আসন্ন মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে, স্পাইজি; প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল ধৌত জল

হেমা ও সাল্‌ফার প্রভৃতি কোন ঔষধেই উপকার হয় নাই; ক্রমে নিম্ন লিখিত লক্ষণ উপস্থিত হয়—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উপাধান হইতে মস্তক চালনা করিবার শক্তির অভাব; অতিশয় তৃষ্ণা; খাদ্য বস্তুর দিকে তাকাইলে, বিশেষতঃ তাহার ঘ্রাণে ঘৃণার উদয়, রোগির গৃহ হইতে চতুর্থ গৃহে ব্রথ প্রস্তুতের ঘ্রাণে বিবমিষায় মূর্চ্ছার ন্যায় হইয়াছিল; বেদনা না থাকার সময়ে অদম্য নিদ্রালুতা, সন্ধ্যাকালে বেদনা আরম্ভ হইয়া সমস্ত রজনী থাকিত, বর্ষা ও শরতের আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া কালে রোগ জন্মে; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ম্যাক্‌ জর্জ—ভদ্রমহিলা, বয়স ৮৫, উদরী রোগ, শ্বাসকৃচ্ছ জন্য কষ্টে শয়ন করিতে পারিত, সম্মুখে বক্র হইলে কিছু আরাম বোধ করিত, মূত্র অত্যল্প পরিমাণ, ২৪ ঘণ্টায় এক টেবলস্পুন মাত্র এবং তাহা পচা দুর্গন্ধ যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তচাপের ন্যায়; উদর অত্যন্ত স্ফীত ও নাভির অধঃদেশে পাশাপাশি ভাবে ত্বকুর্ভাজে দাগ; ২০০ আরোগ্য। ডাঃ হফ্‌মান—অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, বয়স ৪৭।৪৮ বৎসর; মধ্যে মধ্যে রসবাতের আক্রমণ হইত; দক্ষিণ স্কন্ধ, কনুই ও হস্তাঙ্গুলির সন্ধিনিচয় বেদনাযুক্ত ও কঠিন; উভয় গুল্‌ফসন্ধি ও পদাঙ্গুলি এবং উভয় পদতল বেদনাযুক্ত ও কঠিন; বেদনা কখন কর্ত্তনবৎ এবং চিমৃটি কাটার ন্যায়, কখনও বা টাটানিযুক্ত, ৩, আরোগ্য। ডাঃ গুসন—বালিকা, বয়স ১৩, তখনও ঋতু হয় নাই; বর্ষা এবং শরতের কতিপয় দিবস ও রজনী বেদনাহীন উদরাময়ে কষ্ট পাইয়াছিল; উদরাভ্যন্তরে গড়গড় করিয়া ডাকিত; ক্ষুধা ভাল ছিল, কিন্তু দুই প্রহর রজনীর পূর্ব্বে কিছুতেই নিদ্রা হইত না, হস্ত, পদ বরফের ন্যায় শীতল থাকিত; আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইলেও হস্তাদি তপ্ত হইত না; মুক্তবায়ু মধ্যে হস্ত ধৌত করিলে হস্ত শীতল এবং কঠিন হইয়া যাইত, শীতকালে গাত্র ফাটিয়া যাইত ও গাত্রে ফোস্কা উঠিত; ৪, আরোগ্য।

সেবনে অন্ত্রে প্রবল ক্রিয়ার বাধা জন্মে। চিনিরপানা সহ কতিপয় ফোটা এমন কষ্টি ইহার দিষ-ক্রিয়ায় উপকারী। নাক্‌স ভমিকা অথবা লাইক পোডিয়াম যে রোগ কথঞ্চিৎ উপশম করিয়াছে তাহাতে কল্‌চির প্রয়োগ শুভ ফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন., আর্ণি., বেল, ব্রায়., সিমিসি., সিঙ্ক., ককুলাস., মার্ক. কর., নাক্‌স ভ., ওপি, পাল্‌স., রাস্‌., সিপিয়া., ভিরেট. এ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগ-পরিচারক লক্ষণ।—সবল ও সতেজ ধাতুর রসবাত এবং গাউট রোগপ্রবণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী। বৃদ্ধদিগের রোগে ইহা সাধারণতঃ কার্য্যকারী।

যে সকল ব্যক্তি আগন্তুক উত্তেজনায়, যেমন উজ্জ্বল আলোক, উগ্র ঘ্রাণ, স্পর্শ, দুঃখ, অন্য ব্যক্তির কুকার্য্য প্রভৃতিতে আত্মহারা (নাক্‌স্‌, ষ্ট্যাফি) তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

বেদনার প্রকৃতি আকর্ষণ, ছেদন ও চাপনবৎ; উষ্ণ আবহাওয়াকালে বহিঃ শরীর, শীতল বায়ুর সময় অস্থি এবং অন্যান্য গভীর উপাদান বা টিস্থ আক্রান্ত হয়। বেদনা শরীরের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায়।

ঘ্রাণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ, খাদ্য রন্ধনের ঘ্রাণে বিবমিষা জন্মে (আর্স, সিপিয়া)। ভক্ষ্য বস্তুতে, তাহার দর্শনে, ততোধিক তাহার ঘ্রাণে ঘৃণা জন্মে।

উদরে প্রভূত পরিমাণ গ্যাস জন্মিয়া স্ফীত হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা বিদীর্ণ হইবে। আমাশয় এবং উদরাভ্যন্তরে জ্বালা অথবা বরফের ন্যায় শীতলতা।

বর্ষা ও শরতের আমরক্ত রোগের বিষ্ঠায় প্রভূত পরিমাণে ছিবড়া ছিবড়া শুভ্র পদার্থ। বিষ্ঠায় যেন অন্ত্র চাঁছা পদার্থ (ক্যান্থা, কার্ব্ব)।

চালনায় ও স্পর্শে আক্রান্ত শরীরাংশের অসহিষ্ণুতা।

রোগ কারণ।—অতি তীক্ষ্ণ শৈত্যসংস্পর্শ (যাহাতে শরীর জমিয়া যাওয়ায় ন্যায় বোধ); বৃষ্টিধারায় শরীরের সিক্ততা; শকটারোহণ প্রভৃতি (যাহাতে শরীর ঝাকি সহ আন্দোলিত), এবং মানসিক শ্রম, সাধারণতঃ কল্‌চিকাম্‌ রোগের সাক্ষাৎ কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা ও গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে কল্‌চিকামের আদি ও মূল ক্রিয়া। এই সকল স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা জন্মাইয়া ইহা সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, খল্লী, স্নায়ুশূল এবং শারীরিক অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে। এই আদি স্নায়বিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ অস্থিবেষ্ট (Periosteum), সাইনভিয়াল মেম্ব্রেণ (বিশেষতঃ ক্ষুদ্র সন্ধির), পরিপাক-যন্ত্র, মূত্রযন্ত্র এবং ন্যুনাধিক পরিমাণে শ্বাসযন্ত্রমণ্ডল রোগাক্রান্ত হয়। কল্‌চিকাম্‌ শরীরস্থ যাবতীয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবের বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন করে। এই ক্রিয়া ফলে যে শারীরিক অবস্থা সংঘটিত হয় তাহা প্রবল ও তরুণ সন্ধিবাত সদৃশ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ইতর জন্তুতে কল্‌চিকামের বিষক্রিয়ার বিশেষ তারতম্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতি সামান্য পরিমাণ কল্‌চিকাম্‌ সেবন করাইলে বিষক্রিয়ায় অতি সাংঘাতিক উদরাময় জন্মিয়া কুকুরের মৃত্যু হয়; গো জাতির উদরাময় হয় না, উদরের ভয়ঙ্কর স্ফীতি ও মূত্রাল্পতা জন্মিয়া মৃত্যু ঘটে; খরগোসের মূত্র-বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন বিপজ্জনক লক্ষণ উৎপন্ন হয় না। কুকুরের পক্ষে যাহা বিষ মাত্রা, ভেক তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে। এলপ্যাথগণ ইতর জন্তুতে দ্রব্যবিশেষের ক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা যে মনুষ্য জাতির ঔষধ নিরূপণ করেন, তাহা যে কতদুর ভ্রমসঙ্কুল তাহা ইহা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

কল্‌চিকাম্‌ অতিশয় তীক্ষ্ণ, উদ্দীপনাকারী ও পেশীর ভয়াবহ শক্তি-অপহারক বিষ। ইহার এই উত্তেজক ও প্রদাহিক ক্রিয়া পরিপাক

যন্ত্রপথে বিশেষরূপে প্রকাশের ফলস্বরূপ ভয়ঙ্কর বমন ও উদরাময় জন্মে ; এই বমন ও উদরাময় এবং পেশীর পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ানাশই বিষাক্ত রোগীর মৃত্যুর আশু কারণ।

মানবদেহে কল্‌চিকামের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, বিশেষতঃ ব্যারণ ষ্টর্ক বিষক্রিয়া উৎপাদনোপযোগী মাত্রায় স্বশরীরে স্থানিক ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষায় যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা হইতে ইহার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় এবং তাহা স্থূলতঃ এই :—

(১) স্থানিক প্রয়োগে হস্তাঙ্গুলির অসাড়তা ; ৬ ঘণ্টা কালের জন্য জিহ্বাগ্রে কাঠিন্য ও সম্পূর্ণ বোধশক্তিহীনতা ; ইহার কর্ত্তিত খণ্ডের বাষ্পাঘ্রাণে তাহা শোষিত হইবার পূর্ব্বেই স্থানিক সংস্পর্শে নাসিকা, গলদেশ ও স্বরযন্ত্র প্রভৃতির উদ্দীপনা।

(২) অভ্যন্তরীণ প্রয়োগে আমাশয়ের জ্বালাময় তাপ ও বেদনা, তৃষ্ণা, ক্ষুধাহীনতা, উদরস্ফীতি, সরলান্ত্রাংশে কুন্থন, কলেরার অনুরূপ ভয়াবহ বিবমিষা, বমন, সবেগে শ্লেষ্মামিশ্রিত জলবৎ মলত্যাগ ; উদর এবং হস্ত ও পদের আকুঞ্চন বা ফ্লেক্সর পেশীর খল্লী, সর্ব্বশরীর, জিহ্বা এবং প্রশ্বাস বায়ুর শীতলতা এবং মুখাবয়বের যন্ত্রণাব্যঞ্জক বিকটাকৃতি ; কলঙ্কময় ত্বক্‌ ; নীলাভ নখর ; কোটরপ্রবিষ্ট, জলপূর্ণ চক্ষু ; এবং সঙ্কুচিত চক্ষুতারকা। মূত্রযন্ত্রে ক্রিয়ায় জ্বালা ও কুন্থন সহ রক্তমিশ্রিত মূত্রত্যাগ ; অন্য রোগীর মূত্রযন্ত্রপথের তাপ ও প্রচুর পরিমাণ ফেকাসে বর্ণের মূত্রস্রাব। শ্বাসযন্ত্রক্রিয়ায় নাসিকাদির উত্তেজনা ও স্বরযন্ত্রে শুড়শুড়ি হইয়া শুষ্ক কাসি।

লণ্ডন মেডিক্যাল গেজেটে (১০ম খণ্ড) বর্ণিত একটি বিষাক্ত রোগীর বিবরণে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—হস্ত ও পদে আরম্ভ হইয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তীক্ষ্ণ চর্ব্বণবৎ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, অসাড়তা, চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতি, যুগপৎ প্রভূত অম্লাক্ত ঘর্ম্ম এবং

মস্তক পশ্চাদ্দেশ এবং গ্রীবার কাঠিন্য ও বেদনা। কোন রোগীরই জ্ঞানশক্তির বিপর্য্যয় হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ কল্‌চিকাম্‌ মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থান আক্রমণ করে না। প্রবল বিষক্রিয়ায় ও টাইফয়েড জ্বরাদিতে যে অজ্ঞানভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রকৃত অজ্ঞানতা নহে, প্রভূত স্নায়বিক ও পেশীদুর্ব্বলতা নিবন্ধন অভিভূতি মাত্র; কেননা কোন প্রশ্ন করিলে রোগী তাহার প্রকৃত উত্তর দেয় ও পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব ধারণ করে।

ইহার সাক্ষাৎ ও মৌলিক আক্রমণ মেরুমজ্জার গতি, অনুভূতি এবং গ্রন্থিল বা গ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ুতে। গতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ পেশীশক্তির অপচয়, তজ্জনিত শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ধীরগতি ও খল্লী প্রভৃতি; অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে অসাড়তা, বেদনা, কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং ঝিনঝিনি প্রভৃতি, গ্রন্থিল স্নায়ুরক্রিয়াবিপর্য্যয়ে পরিপাকবিকার, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রসবাতসদৃশ প্রদাহ, পরিপাক-পথের উত্তেজনা ও উদ্দীপনাঘটিত বমন এবং বিরেচন; মূত্রযন্ত্র পথের প্রদাহে কুন্থনসহ রক্তমিশ্রিত মূত্রত্যাগ এবং শ্বাসযন্ত্রের উদ্দীপনায় সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে আমরা কল্‌চিকামের স্থূল ক্রিয়ার আভাস পাইলাম। এসম্বন্ধে অন্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শরীরের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রে ইহার ক্রিয়া বস্তুগতনির্ব্বাচিতক্রিয়া-সম্বন্ধবশতঃ হইয়া থাকে, কেননা ইহার সামান্য অংশ শোণিত সংস্রবে আসিলেই ন্যূনাধিক উপরোক্ত রূপ ক্রিয়া হইতে দেখা যায়। সুস্থ দেহে কল্‌চিকামের সেবন দ্বারা পরীক্ষালব্ধ ভেষজলক্ষণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

মানসিক বিকারে রোগী সংজ্ঞাশূন্য; স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা; রোগী পাঠ করিতে পারে কিন্তু পঠিত বিষয় বুঝিতে পারে না। জ্ঞান শক্তি ম্লান হইলেও রোগী প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেয়। মস্তকের গোলমাল ভাব। কোন

রূপ শ্রমেই প্রবৃত্তি থাকে না! সাধারণতঃ মনভাব আনন্দিত; দুঃখিত; কদাচ উত্তেজনাপ্রবণ। আগন্তুক উত্তেজনা যেমন উজ্জ্বল আলোক, উগ্র ঘ্রাণ, স্পর্শ, অন্যের অন্যায় কার্য্য রোগীকে বিচলিত বা আত্মহারা করে।

খিটখিটে, বদ্‌মেজাজ, কিছুতেই রোগী সন্তুষ্ট হয় না।

মস্তিষ্কের অনুভূতি বিকারে ভ্রমণান্তর উপবেশনে এবং গাত্রোত্থানে শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়।

গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়া বিপর্য্যয়ে অতিশয় পরিশ্রম নিবন্ধন দুর্ব্বলতার ন্যায় বোধ। হঠাৎ শক্তির লোপ এবং অত্যধিক দুর্ব্বলতা। বেদনাসহ অবশতার অনুভূতি। শরীর সিক্ত হইলে ঘর্ম্ম বসিয়া যাইয়া পক্ষাঘাত।

আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত অনুভূতিদ স্নায়ু-বিকারে শরীরাংশ বিশেষে শীতানুভূতির ন্যায় কম্প ও গুরুগুরু ভাব। এক এক সময়ে শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে ছিন্ন করার ন্যায় আতত ভাবের বেদনা, দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তনশীল।

নিদ্রাবিকারে রোগী অজ্ঞানবৎ পড়িয়া থাকে, দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা বশতঃ আহার করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, রজনীতে নিদ্রার বাধা জন্মে অথবা বেদনা জন্য নিদ্রা হয় না। ভয়াবহ স্বপ্নে নিদ্রাভঙ্গ। নিদ্রাকালেও শরীরের চমক ও ঝাঁকি। উত্তান ভাবে শয়ন।

মস্তকের, বিশেষতঃ চক্ষুর ঊর্দ্ধ প্রদেশে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা; মানসিক শ্রমে মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাৎপার্শ্বে এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা সেরিবেলামের গভীরতর দেশে চাপানুভূতি। বামপার্শ্বের চক্ষু গোলক হইতে মস্তকের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিদীর্ণবৎ বেদনা। ললাটদেশে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি। মস্তক উত্থিত করিতে উপাধানোপরি পতিত হয় ও রোগী মুখব্যাদান করিয়া থাকে।

ইহার ইন্দ্রিয়ক্রিয়াবিপর্য্যয়ে শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা। কর্ণে উচ্চ শব্দ শ্রুত এবং কর্ণ আবদ্ধ থাকার অনুভূতি।

ঘ্রাণশক্তির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা; মাংসের যূষের (Broth) ঘ্রাণে বিবমিষা এবং টাটকা অণ্ডের ঘ্রাণে মূর্চ্ছার ভাব। রসনেন্দ্রিয় খাদ্যের আস্বাদ পায় না।

মুখমণ্ডলের বড়ই বিকটাকার। বিষাদব্যঞ্জক, এবং দুঃখপূর্ণ মুখ বসিয়া যায়; তাহাতে অস্বাভাবিক, বিকট হাস্যব্যঞ্জক ভাব প্রকটিত (Risus Sardonicus); মুখমণ্ডল পাণ্ডুর; হরিদ্রাবর্ণ কলঙ্কযুক্ত; গণ্ড লোহিতবর্ণ, তপ্ত ও ঘর্ম্মসিক্ত। মুখমণ্ডল শোথযুক্ত, মুখে বরফ লাগার ন্যায় চনচনি। মুখমণ্ডল পেশীর ও অস্থির ছিন্ন করার ন্যায় টান টান বেদনার স্থান পরিবর্ত্তনশীলতা।

ওষ্ঠ ফাটিয়া যায়। ওষ্ঠে, দন্তে ও জিহ্বায় কটা লেপ।

চক্ষুর প্রদাহ ও দৃষ্টিমালিন্য। চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুর কাল ক্ষেত্র বা কর্ণিয়ার উপর শুভ্র-কলঙ্ক।

কর্ণের কনকনানিসহ বিদারণবৎ বেদনা।

নাসিকাভাজক প্রাচীরে (Septum) টাটানি বেদনা। সন্ধ্যাকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মুখে প্রচুর লালাস্রাব সহ গলদেশের শুষ্কতা। মুখের ও গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ।

দন্তের কনকনানি সহ ছিন্নবৎ বেদনা এবং স্পর্শা সহিষ্ণুতা।

জিহ্বা শুভ্র লেপযুক্ত, উজ্জ্বল লোহিত এবং অবশ। বাকরোধ ঘটে; কষ্টে জিহ্বা বাহির করা যায়।

তালু (Palate) এবং গল-গহ্বর প্রদাহিত ও লোহিতবর্ণ।

আমাশয় লক্ষণে খাদ্যে ঘৃণা; খাদ্যের দর্শনে অত্যধিক ঘৃণা, বিশেষতঃ তাহার ঘ্রাণে তদপেক্ষাও অধিকতর। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু ক্ষুধা থাকে না। উদ্গারে আমাশয়ের জ্বালা। প্রত্যেক বার শরীর চালনাতেই বমন বা তাহার পুনরাবর্ত্তন। ঋজুভাবে উপবেশন করিতে

পারে না। ভুক্তবস্তুর অথবা পিত্তের বমন। চাপ দিলে আমাশয়ের অত্যন্ত বেদনা। আমাশয়ে বরফবৎ শীতলতার অনুভূতি। আমাশয় প্রদেশে ভয়ঙ্কর জ্বালা।

উদর অত্যন্ত স্ফীত বোধ, যেন অত্যধিক পরিমাণ আহার হইয়াছে। উদরে কামড়ানি; আহারে উদরশূলের বৃদ্ধি; বায়ুজনক খাদ্যের ভোজনে উদরশূল জন্মিলে যে পর্য্যন্ত উদরাময় না হয় উদর অত্যন্ত স্ফীত থাকে; সম্মুখে অত্যধিক বক্র হইলে উপশম।

সন্ধ্যাকালে অতীব দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণ। মলদ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচনের সহিত পৃষ্ঠোপরি কম্প হইতে থাকে। নিষ্ফল মলবেগ; বায়ু-নিঃসরণে মল-বেগের উপশম। ভয়ঙ্কর কুন্থন। বিষ্ঠা প্রথমে পিত্তসংযুক্ত; পরে ঝিল্লীর টুকরা মিশ্রিত, ক্লেদ ও রক্তময়, অনেক সময়ে কোমলা লেবুর বর্ণের ন্যায় হরিদ্রাভ, ক্লেদময়, উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ আঁইসের ন্যায় পদার্থযুক্ত; প্রভূত হরিদ্রা বর্ণ আবরণযুক্ত, স্বচ্ছ জিউলির আটা বা জিলেটিনের ন্যায় (হেলি, রাস) অনেক ঝিল্লীবৎ শ্লেষ্মার মল-ত্যাগে উদরশূলের উপশম; এবং অত্যন্ত পূতিগন্ধময় উদরাময়। বিষ্ঠায় অনেক পরিমাণ ক্ষুদ্র শুভ্র ছিবড়া।

মূত্রযন্ত্রবিকারে জ্বালা ও কুন্থন সহ অত্যল্প পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলাটে মূত্রত্যাগ। কৃষ্ণবর্ণ, প্রায় কালির ন্যায় রক্তময় মূত্রত্যাগে অত্যন্ত জ্বালা ও কুন্থন। মূত্রাধঃদেশে শুভ্র তলানি।

শ্বাস যন্ত্র লক্ষণে শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং বক্ষের কষ্টানুভূতি। রজনীর কাসিতে সবেগ অনৈচ্ছিক মূত্রনির্গমন। বক্ষে বিদারণবৎ ও ছিন্নকরার ন্যায় বেদনা।

হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড স্পন্দন সহ কষ্টানুভূতি। হৃৎপ্রদেশে কম্পের সহিত খোঁচান বেদনা। হৃৎপ্রদেশে উৎকণ্ঠা এবং চাপে দীর্ঘ নিশ্বাসের উদ্রেক;

চাপে অসহিষ্ণু। রজনীতে বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে পূর্ণ ভাবের সহিত পীড়িত অনুভূতি যেন শোণিত নিশ্চল হইয়াছে। মৃদু এবং অনিয়মিত হৃৎস্পন্দনের লোপ এবং তাহার সহিত অবর্ণনীয় অনুভূতি। উদ্‌ঘাত অনুভূত করা যায় না, কেবল শ্রুত হওয়া যায়, যেন অতি দুর হইতে অথবা প্রাচীর ভেদ করিয়া আইসে; নাড়ী দ্রুত ও কঠিন স্পর্শ অথবা পূর্ণ এবং ধীর; এবং ক্ষীণ, অনিয়মিত; ক্ষণলোপযুক্ত ত্বরিত এবং সূক্ষ্ম; ক্বচিত অনুভবযোগ্য।

কল্‌চিকাম্ ক্রিয়ায় অঙ্গাদির রসবাতিক বেদনা অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে ছিন্ন করা ও আকৃষ্টবৎ রসবাতিক বেদনা। ত্রিকাস্থির স্থানবিশেষে পিষ্টবৎ ও টাটানি বেদনায় ক্ষত হওয়ার অনুভূতি ও স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

বাহুতে অতি প্রবল ও অবশকর বেদনায় রোগী অতি ক্ষুদ্র বস্তুও সবলে ধারণ করিতে পারে না। বাহু হইতে অঙ্গুলি, বিশেষতঃ অঙ্গুলির সন্ধি পর্য্যন্ত রসবাতিক বেদনা।

জঙ্ঘা হইতে অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত রসবাতিক বেদনা। জঙ্ঘায় থল্লী (ক্যাল্কে কা ক্যাম্ফর, নাক্‌স ভ) সাল্‌ফার জঙ্ঘা এবং পদের জল শোথের স্ফীতি তুষার সংস্পর্শে পদাঙ্গুলির চন্‌চনি।

হস্ত ও পদের অসাড়তা সহ চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতিতে ঝিনঝিনি লাগায় ন্যায় অনুভব। স্কন্ধ এবং বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধি এবং অস্থিনিচয়ে বেদনা হইলে মস্তক ও জিহ্বার চালনায় কষ্টানুভব। পেশী এবং সন্ধিনিচয়ে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

ইহার রসবাতিক জ্বরে শৈত্যানুভূতি ও শীতভাব যেন দৌড়াইয়া সমস্ত অঙ্গের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠের অধঃদিকে যায়। স্থান বিশেষে কম্প ও কীট বিচরণবৎ অনুভূতি। রজনীতে শুষ্ক তাপ ও তৃষ্ণা। ঘর্ম্ম বসিয়া যায়। প্রচুর, অম্লগুণ ঘর্ম্ম হঠাৎই আইসে হঠাৎই যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পেশীর প্রভূত দুর্ব্বলতা।—ঔষধের ক্রিয়াবশতঃই হউক আর রোগপ্রযুক্তই হউক, উভয়বিধ ঘটনায়ই অবস্থাবিশেষে দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। রোগবশতঃ শারীরিক রস রক্তের অপচয় এবং বিকৃতি, এবং অনাহার নিবন্ধন পুষ্টিহানিই এই দুর্ব্বলতার কারণ। কল্‌চিকাম্ রস-রক্তের বিশেষ পচনকারী বস্তু নহে, তথাপি রোগের আক্রমণের আরম্ভ হইতেই রোগী ভয়াবহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। উদরাময়ের প্রথম হইতেই এতদূর দৌর্ব্বল্য ঘটে যে মলত্যাগান্তে রোগী সেই স্থানেই শয়নে বাধ্য হয় বা শয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করে; টাইফয়েড জ্বরে উত্তোলিত মস্তক উপাধানোপরি ঢলিয়া পড়ে, রোগী মুখব্যাদান করিয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহার প্রভেদক। আর্সেনিকও অত্যন্ত দুর্ব্বলকর ঔষধ, কিন্তু তাহার সাংঘাতিকতা ও মৃত্যু-ভয়াদি প্রভেদক লক্ষণ। (দ্বিঃ খঃ খঃ আর্স পৃঃ ৪১—৪২)

আমাশয়াভ্যন্তরে কখন ভয়ঙ্কর জ্বালা কখন বা বরফবৎ শীতলতার অনুভূতি।—একই রোগে সময় বিশেষে এইরূপ বিপরীত লক্ষণের উপস্থিতি অন্য কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না।

শরীর চালনায় রোগের বৃদ্ধি।—রোগী স্থিরভাবে থাকিলে বমন হয় না, নড়িলেই বমন হয় বা তাহার পুনরাবর্ত্তন ঘটে; রসবাতাদি বেদনাও কিঞ্চিৎ নড়িলেই বৃদ্ধি পায়। শরীরচালনায় বেদনার বৃদ্ধি অন্যান্য ঔষধে থাকিলেও কলচি এবং ব্রায় ভিন্ন অন্যে তাহার প্রাধান্য দেখা যায় না। অতএব ইহা ব্রায়নিয়া সহ তুলনীয়। ইহাদিগের প্রভেদ নিরূপণে পরস্পরের সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করার আবশ্যক। অপিচ ব্রায় কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান এবং কলচি উদরাময়প্রধান ঔষধ।

উদরের অত্যধিক স্ফীতি।—এ লক্ষণের **কল্‌চিকাম্‌** বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। গোজাতির উদর স্ফীতি তাহাদিগের অতীব সাংঘাতিক রোগ। হোমিওপ্যাথি ক্রমে **কল্‌চিকাম্‌** এ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বর্ত্তমান লক্ষণ দ্বারা **কল্‌চিকামের** নির্ব্বাচনে **বেল ও লাইক** ইত্যাদি ঔষধ সহ ইহার তুলনার আবশ্যক। (প্রঃ খঃ বেল পৃঃ ১০০; দ্বিঃ খঃ আর্স পৃঃ ৭২, ৭৩)।

ঘ্রাণশক্তির কষ্টদ তীক্ষ্ণতা, খাদ্য বস্তুর, বিশেষতঃ মৎস্য, অণ্ড অথবা চর্ব্বিযুক্ত মাংস রন্ধনের ঘ্রাণে বিবমিষা এবং মূর্চ্ছার ভাব।—এই লক্ষণ পরিপাকযন্ত্ররোগে বিশেষ পরিস্ফুট থাকিলেও **কল্‌চিকামের** অন্যান্য রোগেও ন্যূনাধিক দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ অরুচি এবং আহারে ঘৃণা ইহার সাধারণ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। **ককুলাস** ভিন্ন অন্য কোন ঔষধেই ইহা তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। প্রভেদ এই **কল্‌চিকামে ক্ষুধা থাকে না ও খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা হয়, এবং আমাশয়াভ্যন্তরে কখন জ্বালা কখন বা শৈত্যানুভূতি,** এই বিপরীত লক্ষণের উৎপত্তি দেখা যায়। **ককুলাসে** ক্ষুধা **থাকিয়া খাদ্যে** এবং তাহার ঘ্রাণে ঘৃণা জন্মে। এই ঘৃণা **কল্‌চিতে** অধিকতর, রোগীর প্রায় মূর্চ্ছা হয়, **ককুতে তদ্রূপ হয় না।**

এলোজ—ইহার সহিত **কল্‌চির** কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েরই উদরে বায়ুর গড়্‌গড়্‌ ডাক, মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা এবং উদরে বেদনা থাকে। **এলোজে** উদরের বামপার্শ্বে বায়ু গড়্‌গড়্‌ ডাকিয়া ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে আইসে, **কল্‌চির** বায়ু উদরের সর্ব্ব স্থানেই গড়্‌গড়্‌ ডাকিয়া বেড়ায়, মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা **এলোজ** অপেক্ষা **কল্‌চিতে** অধিকতর; **এলোজের** উদরশূল তীরবেধবৎ বা গর্ত্তকরার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, নাভিদেশে হয় এবং চাপে বৃদ্ধি পায়।

এই দুর্ব্বলতার কারণ। যে সকল ব্যক্তি যে কোন কারণেই হউক, বহুকাল পর্য্যন্ত অধিক রজনীতে নিদ্রা যায় ও নিদ্রা অসম্পূর্ণ থাকিতেই গাত্রোত্থান করে, তাহারাই ক্রমে এইরূপ দুর্ব্বলতাগ্রস্ত হয়; নিদ্রোত্থিত হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শ্রান্ত বোধ করে এবং চলিতে যেন পা টানিয়া লইতে হয়। অবশেষে এই দুর্ব্বলতাসহ অজীর্ণ যোগদান করিয়া ইহাদিগকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। রোগী তখন ক্ষুধাহীন হয়, মুখের বিস্বাদ ও বিবমিষা জন্মে এবং রন্ধন করা খাদ্যে আহার করা দূরের কথা তাহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। রোগী বড়ই অসন্তুষ্ট ও খিটখিটে স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে ইহা **নাক্স** সহ তুলনীয়।

স্নায়ুশূল (Neuralgia)—প্রসোপ্যাল্‌জিয়া (মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল); গৃধ্রসি (Sciatica)—**কল্‌চিকামের** মুখ-মণ্ডলের স্নায়ুশূল মুখের বামপার্শ্ব আক্রমণ করে। বেদনায় আক্রান্ত শরীর-স্থানের অবশতার ভারসহ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। **স্পাইজিলিয়াও** বামপার্শ্বের রোগেই উপকারী; কিন্তু ইহার বেদনার প্রখরতা কলচি অপেক্ষা অধিকতর। **কল্‌চিকামের** সাইয়াটিকা দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে। তীরবেধবৎ প্রখর বেদনা হাঁটু পর্য্যন্ত যায় এবং অঙ্গচালনায় তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী স্থিরভাবে থাকিতে বাধ্য হয়। বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করে, লগ্ন থাকে এবং অসহনীয় প্রখরতাবিশিষ্ট হয়।

অজীর্ণ রোগ (Indigestion)।—অনেক সময়েই গাউট রোগ বসিয়া যাইয়া বা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আমাশয় আক্রমণ করিলে **কল্‌চিকামের** অজীর্ণ রোগ জন্মে। অনেক বস্তু খাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু খাদ্য বস্তু দেখিলে, বিশেষতঃ তাহার আঘ্রাণে ভয়ঙ্কর বমনোদ্বেগ উপস্থিত হইয়া রোগী কাঁপিতে থাকে, কিছুই আহার করিতে পারে না। মৎস্য, ডিম্ব এবং চর্ব্বিযুক্ত মাংসের ঘ্রাণে রোগীর মূর্চ্ছার ভাব হয়। মধ্যে মধ্যে প্রভূত

পরিমাণে স্বাদহীন গ্যাসের উদ্গার উঠে, ঋজুভাবে উপবেশন করিলে আমাশয়মধ্যে বমনের ভাব উপস্থিত হইয়া বমনেচ্ছা জন্মে। ভয়ঙ্কর উকির সহিত প্রবল বেগে প্রথমে প্রভূত পরিমাণ ভুক্ত বস্তু, পরে পিত্ত বমন, সামান্য শরীর চালনা করিলে পুনরাগত হয়। আমাশয়মধ্যে কখন কখন জ্বালাময় বেদনা, কিন্তু অধিক সময়েই বরফবৎ শৈত্যানুভূতি হয় এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

রক্তামাশয় (Dysentery)।—বর্ষা এবং শরতের কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কল্‌চিকাম্-রক্তামাশয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। ফলতঃ আর্দ্রোষ্ণ আব হাওয়ার সময়ই ইহার যাবতীয় রোগোৎপত্তির উপযুক্ত কাল। মলদ্বারের বেদনা ও ভয়ঙ্কর কুন্থনসহ অতি কষ্টে রক্তময় অত্যল্প আম এবং পর্দ্দা বা ত্বক্‌বৎ পদার্থ বাহ্যে হয়। মলত্যাগের অবি-শ্রান্ত ও বিফল উদ্‌বেগ হইতে থাকে কখন বা জিউলির আঠা বা জেলির ন্যায়, কখন শোণিতকলঙ্কযুক্ত, আম নির্গত হয়। অন্ননালী বা ইসোফেগাসের সংকোচন, নিম্নোদরের স্ফীতি, পুনঃ পুনঃ পৃষ্ঠের উর্দ্ধ হইতে নিম্নগামী কম্পভাব, আমাশয়মধ্যে জ্বালা অথবা বরফবৎ শৈত্যানুভূতি, পায়ের ডিমের খল্লী এবং হারিস বাহির হওয়া প্রভৃতি আনুষঙ্গিক লক্ষণ উপস্থিত থাকে। খাদ্য বস্তুতে, এমন কি তাহার ঘ্রাণে রোগীর ঘৃণা জন্মে।

এলোজ—ইহার সহিত **কল্‌চির** কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েরই উদরে বায়ুর গড়গড় ডাক মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা এবং উদরে বেদনা থাকে। **এলোজে** উদরের বামপার্শ্বে বায়ু গড়গড় ডাকিয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে আইসে, **কল্‌চির** বায়ু উদরের সর্ব্ব স্থানেই গড়গড় ডাকিয়া বেড়ায়, মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা **এলোজ** অপেক্ষা **কল্‌চিতে** অধিকতর; **এলোজের** উদরশূল তীরবেধবৎ বা গর্ত্তকরার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, নাভিদেশে হয় এবং চাপে বৃদ্ধি পায়।

ক্যান্থ্যারিস্‌—ইহারও বিষ্ঠাসহ অন্ত্রচাঁছা বস্তুর ন্যায় আম থাকে ও কুন্থনাদিও অতি কষ্টপ্রদ; কিন্তু **অতীব যন্ত্রণাদায়ক কুন্থন ও জ্বালাযুক্ত অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ** ইহাকে **কল্‌চি** হইতে প্রভেদিত করে। ইহাতে **কল্‌চির** ন্যায় উদরে বায়ু জন্মে না।

কেলি বাইক্রমিকাম্‌—জিউলির আটা বা জিলেটিনের ন্যায় বিষ্ঠা থাকায় ইহা **কল্‌চি** সহ তুলনীয়; কিন্তু ইহার শুষ্ক, লোহিত-বর্ণ, উপত্বকহীন, মসৃণ এবং ফাটা জিহ্বা, গ্রীষ্মকালে রোগের প্রাদুর্ভাব, প্রাতঃকালে উপচয় এবং উদরে বায়ুর অভাব ইহাকে **কল্‌চি** হইতে প্রভেদিত করে।

কলেরা বা ওলাউঠা।—কলেরা রোগে **কল্‌চিকামের** উপকারিতা বিষয়ে অল্পদিন পূর্ব্বেও কৃতবিদ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে বিশেষ কোন খ্যাতি থাকার নিদর্শন পাওয়া যায় না। কলিকাতায় আহিরীটোলার কোন কলেরা রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী আমি **কল্‌চিকাম্‌** ব্যবস্থা করি, রোগীও ক্রমে সুস্থ হইতে থাকেন। পাড়ায় ডাং সাল্‌জার অন্য একটি রোগী দেখিতে আসিলে তাঁহাকে আমার এই রোগীকে দেখান হয়। তিনি কলেরায় কল্‌চিকামের প্রয়োগ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। যাহা হউক রোগী কল্‌চিকামই খাইতে থাকিলেন ও তাহাতেই আরোগ্য লাভ করিলেন। অল্পদিন পরে অন্য একটি কলেরা রোগীর জন্য ডাং সাল্‌জারকে ডাকা হয়। এবার দেখিলাম তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ রোগীকে তিনি স্বহস্তে কল্‌চিকামের ব্যবস্থা করিলেন। এক্ষণে দেখা যায় কল্‌চিকাম্‌ কলেরার প্রচলিত ঔষধের তালিকাভুক্ত।

জলবৎ তরল **বিষ্ঠায় প্রভূত পরিমাণ ছিবড়া ছিবড়া শুভ্র ও সূক্ষ্ম পদার্থের** (shreddy white particles) **অধঃক্ষেপ,** মলত্যাগবেগের সহিত বমন, উদরে বায়ুর

সঞ্চয়, **মলত্যাগ ও বমনের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতর দুর্ব্বলতা বশতঃ শরীরের শিথিলতায় ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়া** এবং অধিকাংশ স্থলেই **উদরশূলের অভাব** ইহার প্রদর্শক। খাদ্য, বিশেষতঃ তাহার ঘ্রাণে ঘৃণার উৎপত্তি, এবং শরীরচালনায় রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি **কল্‌চির** অন্যান্য লক্ষণ এবং শরীরের শীতলতা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি কলেরার সাধারণ লক্ষণ ন্যূনাধিক বর্ত্তমান থাকে।

পডফাইলাম—ইহা ও **কল্‌চিকাম্‌** উভয়ের কলেরা রোগেই উদরে বেদনা থাকে না। প্রভেদ এই যে, বিষ্ঠার প্রাচুর্য্য **কল্‌চি** অপেক্ষা **পডর** অধিকতর, **পডর** বিষ্ঠা অতি বেগে হড় হড় করিয়া নির্গত, **কল্‌চির তদ্রূপ** নহে, **পডর** প্রাতে, **কল্‌চির** সন্ধ্যায় ও রজনীতে রোগের বৃদ্ধি। **পডতে** বমন ও বিবমিষার প্রাধান্য নাই, **কল্‌চি** বমন এবং বিবমিষা প্রধান।

গাউট বা ক্ষুদ্রবাত, রিউম্যাটিজম্‌ বা রসবাত।—অঙ্গুলি, মণিবন্ধ এবং গুল্‌ফ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি **কল্‌চিকাম্‌** বাতরোগের বিশেষ আক্রমণ স্থান। এই রোগে সন্ধির গঠনোপাদান—বন্ধনী (Ligaments), সাইনভিয়াল মেম্ব্রেণ এবং সন্নিহিত কণ্ডরা (Tendon) এবং পেশীমধ্যস্থ তান্তব ঝিল্লী (Fascia) প্রভৃতি যাবতীয় তান্তবোপাদান বা ফাইব্রাস্‌ টিস্থ আক্রান্ত হয়। সন্ধি স্ফীত এবং কালচে লোহিত অথবা ফেকাসে বর্ণ। অতি তীক্ষ্ণ বেদনায় সন্ধি এতাদৃশ স্পর্শাসহিষ্ণু যে কোন ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেও রোগী সংস্পর্শের আশঙ্কায় ভীত; এবং আক্রান্ত শরীরাংশের সামান্য চালনাও বেদনার ভয়ঙ্কর বৃদ্ধিকর। **কল্‌চিকাম্‌রসবাত রোগের** একটি প্রধান প্রকৃতি এই যে, তাহা এক সন্ধিতে আবদ্ধ থাকে না, ক্রমাগত এক সন্ধি ছাড়িয়া অন্য সন্ধিতে যায় বা সন্ধিতে সন্ধিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন বা

সন্ধি ত্যাগ করিয়া হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে। ইহার গাউট রোগ অঙ্গুলিতে, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি বা অঙ্গুষ্ঠে স্থায়ী থাকে। বেদনা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীন পেশীশক্তির অত্যন্ত অবসাদ বা দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। রোগী অত্যন্ত উত্তেজন-প্রবণ ও খিটখিটে; উদরের স্ফীতি; খাদে, ও তাহার ঘ্রাণে ঘৃণা প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রবিকার উপস্থিত থাকিয়া নিশ্চিতরূপে কলচিকাম্‌ প্রদর্শিত করে। সাধারণ রসবাত রোগের মূত্রের ন্যায় মূত্র ঘোর লোহিত ও পরিমাণে অত্যল্প।

উপরে যে সকল লক্ষণ ও লক্ষণপ্রকৃতির বিষয় বিবৃত হইল তদনুসারে রসবাত ও গাউট রোগে **কল্‌চিকাম্‌** প্রয়োগ করিলে নিশ্চিত সুফলের প্রত্যাশা করা যায়। লক্ষণ ও লক্ষণপ্রকৃতির বিষয় মনোযোগ ব্যতীত রোগের নাম মাত্র অবলম্বনে ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে কোনই উপকার হয় না। অথবা রোগ যাপ্য হইয়া থাকে। এইরূপে রোগ যাপ্য করিলে অথবা বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ট করাইলে বা বসাইয়া দিলে অনেক সময়েই অচিরাৎ হৃৎপিণ্ড ও তদাবরণী পেরিকার্ডিয়াম্‌ আক্রান্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ এলপ্যাথিক ঔষধ সেবনে ও বহিঃপ্রয়োগে রোগ সন্ধি ত্যাগ করিয়া হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে হোমিওপ্যাথিমতে **কল্‌চি** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য।

লিডাম—এলপ্যাথি চিকিৎসাতে **কল্‌চিকামের** অপব্যবহার নিবন্ধন পেশীশক্তির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মিলে, কিম্বা রসবাত হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে হোমিওপ্যাথির নিয়মানুসারে **লিডাম** প্রয়োগে রোগের উপশম হয়। **লিডামরোগের শরীরোর্দ্ধ-বাহী গতি, আক্রান্ত ক্ষুদ্র সন্ধিস্থানে কঠিন কঠিন গুটলের** (nodes) **উৎপত্তি এবং শয্যার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি** ইহাকে **কল্‌চি** হইতে প্রভেদিত করে।

রসবাত ও গাউট রোগে **কল্‌চিকাম সহ** তুলনীয় অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **আর্ণিকা, ব্রায়নিয়া, পাল্‌সেটিলা, ক্যাল্মিয়া, এক্টিয়া স্পাইকেটা, কলফাইলাম** এবং **রডডেণ্ড্রণ** প্রধান। **আর্ণিকার** বেদনায় ও স্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তি নিকটস্থ হইলে রুগ্ন স্থানে স্পর্শ ঘটিবার আশঙ্কায় রোগী **কল্‌চিরোগীর** ন্যায়ই ভীত। প্রভেদ এই যে, **কল্‌চিকামে** সন্ধির কঠিনতর সৌত্রিক পদার্থ, **আর্ণিকায়** সন্ধির পেশী প্রভৃতি কোমল উপদান আক্রান্ত; দুর্ব্বল পেশীতে অস্বাভাবিক ও সবল প্রসারণাবস্থায় আর্দ্রতা এবং শৈত্যের একত্রীভূত ক্রিয়ায় **আর্ণির** রোগোৎপন্ন হয়।

ব্রায়নিয়া, লিডাম্‌ এবং **নাক্স—কল্‌চির** বেদনার ন্যায় এই তিন ঔষধের বেদনাও পীড়িত শরীরাংশ বা সন্ধি চালনায় বৃদ্ধি পায়। **ব্রায়নিয়ার** রোগ স্থানপরিবর্ত্তনশীল নহে, এবং শরীরচালনার বেদনায় বৃদ্ধি ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করে। ইহা দ্বারা মূল সন্ধি আক্রান্ত হয়, এবং ইহাতে সন্ধি অভ্যন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রসস্রাব ঘটে। **নাক্স ভমিকার** রোগীও **কল্‌চিকাম** রোগীর ন্যায় খিটখিট করে এবং তাহার বেদনাও রুগ্ন স্থান চালনায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু **নাক্স** প্রায়ই বক্ষ, পৃষ্ঠ প্রভৃতি শরীরের কাণ্ড ভাগের বৃহৎ পেশীর মধ্য অংশ, অপিচ বৃহৎ বৃহৎ সন্ধি আক্রমণ করে, ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে না।

পাল্‌সেটিলা এবং **ক্যাল্‌মিয়ার** রসবাতরোগের আক্রমণও পরিবর্ত্তনশীল। প্রভেদ এই যে, **পালস্‌ রোগ** পূয়ধাতু বা গনরিয়া হইতে জন্মে; তাপে বেদনার বৃদ্ধি এবং শৈত্যে হ্রাস। **পালস্‌** আক্রান্ত অঙ্গ স্থির রাখিতে পারে না, অল্প অল্প চালনায় সোয়াস্তি বোধ করে।

ক্যাল্‌মিয়ার বেদনাও চলনশীল। বহিপ্রয়োগে রসবাত অথবা গাউট বসিয়া যাইয়া বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। ইহাও **কল্‌চির** ন্যায় রসবাতগ্রস্ত দুর্ব্বল রোগীর ঔষধ। প্রভেদ এই যে **ক্যাল্‌মিয়া**-রোগীর বক্ষবেদনা তীব্র বেগে আমাশয় ও উদরাভ্যন্তরে যায়, অঙ্গবেদনা প্রগণ্ডের বা হস্তের উর্দ্ধাংশে এবং জঙ্ঘা বা পদের নিম্নাংশে হয় এবং নিদ্রাকর্ষণের উপক্রমে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

একটিয়া স্পাই, কলফা; লিডাম রডডে —কল্‌চির ন্যায় ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমন করে। প্রভেদ এই যে, **কলফা** সন্ধিস্থানে গুটিকা উৎপন্ন করে, বেদনা অধঃ হইতে উর্দ্ধে যায়, এবং শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়; **একটিয়া স্পাইকেটা** হস্ত ও পদের ক্ষুদ্র সন্ধির রোগ উৎপন্ন করে, ভ্রমণেয় অবস্থায় রোগীর বেদনা ও স্ফীতি উপস্থিত হয়; **রডডেণ্ড্রনের** গাউটরোগে সন্ধিতে গাইটের ন্যায় সলটের সঞ্চয় নিবন্ধন বেদনা হয় না এবং রোগী স্থির থাকিলে ও ঝড়ের সময়ে বেদনার বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড ও হৃৎবেষ্ট ঝিল্লী রোগ।—কথন কথন রসবাত ও গাউট রোগ অন্তর্প্রবিষ্ট হওয়ায় বা বসিয়া যাওয়ায় পেরিকার্ডিয়াম বা হৃদ্বহিৰ্ব্বেষ্ট-ঝিল্লী এবং হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লী বা এণ্ডোকার্ডিয়াম প্রদাহ এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটের রোগ (valvular disease) জন্মে। তাহার লক্ষণ মধ্যে বক্ষের, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড প্রদেশের তীক্ষ্ণ কর্ত্তন ও হুলবেধবৎ বেদনা, অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ড কঠিনরূপে ব্যাণ্ডেজ দ্বারা আবদ্ধ ভাবের অনুভূতি **কল্‌চিকাম্‌** ভিন্ন অন্য ঔষধে বিরল। **কল্‌চি** তাহার একমাত্র ঔষধ বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

শোথরোগ (Dropsy)।—বক্ষে জলসঞ্চয়ের (হাইড্রথোরাক্স্‌, Hydrothorax) অবস্থানুসারে **কল্‌চি** প্রয়োজ্য। কিডনির প্রদাহ প্রযুক্ত এলবুমিনুরিয়া বা লালামেহের ফলস্বরূপ এই রোগ জন্মে। অতি অল্প

পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ মূত্রত্যাগ হয় এবং তাহা রক্ত ও এলবুমেন পূর্ণ থাকে। কৃষ্ণবর্ণ মূত্র থাকায় ইহা ল্যাকেসিস্ সহ তুলনীয়।

টাইফয়েড বা পচনশীল সন্নিপাত জ্বরবিকার।—ভয়াবহ স্নায়বিক ও পৈশিক দুর্ব্বলতা কল্‌চিকাম-রোগীর অতি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করা যায়, রোগী এতদূর দুর্ব্বল যে, মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিলে অর্দ্ধোত্থিত মস্তক উপাধানোপরি পতিত হয় ও রোগী মুখব্যাদন করিয়া থাকে। রোগী মৃত ব্যক্তির ন্যায় মুখাবয়ববিশিষ্ট, অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হইয়া যায়। পার্শ্বপরিবর্ত্তনে অক্ষম রোগী চিত ভাবে থাকে। জ্ঞান শক্তি ম্লান, চক্ষু, অর্দ্ধমুদ্রিত, দেহের কাণ্ডভাগ উষ্ণ ও শাখানিচয়ের শেষভাগ শীতল। ত্বক্ কখন ঘর্ম্মাক্ত কখন বা শুষ্ক। ভেরেট্রামের ন্যায় ললাট শীতল ঘর্ম্মাবৃত। নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত, সূত্রবৎ অথবা লোপবিশিষ্ট। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় শয্যা হাতড়ায় অথবা যেন হস্ত দ্বারা শূন্যে কিছু ধরিতে কিম্বা অনুসন্ধান করিতে থাকে। কোন প্রশ্ন করিলে কখন প্রকৃত উত্তর দেয়, কখন বা অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং নিজের বিপজ্জনক অবস্থার উপলব্ধি থাকে না। বসিয়া যাওয়া চক্ষুর তাকান অবস্থা; মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত ও পাণ্ডুর, নাসারন্ধ্র শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ; ওষ্ঠ, দন্ত এবং জিহ্বা কটাবর্ণ, পুরু লেপাচ্ছাদিত; দন্ত কিড়িমিড়ি; জিহ্বার অবশভাব, অসাড়তা এবং কাঠিন্য; অতর্পণীয় তৃষ্ণা, আমাশয় দেশে চাপে বেদনা, উদরস্ফীতি ও অন্যান্য শরীরাংশ অপেক্ষা উদরপ্রদেশের অধিকতর উষ্ণতা; অসাড়ে তরল, দুর্গন্ধ ও আঁইসের ন্যায় খণ্ডাকার বস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠা অথবা অনেক বার তীক্ষ্ণ বেদনাসহ তরল কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ। মূত্রাঘাত অথবা অনৈচ্ছিকরূপে প্রচুর মূত্রত্যাগ। শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত অথবা ক্ষণলোপবিশিষ্ট (দ্বিঃ খঃ পৃঃ ৬৬—৭৪)।

---o---

লেক্‌চার ২১ (LECTURE XXI)।

সিঙ্কনা (Cinchona)।

প্রতিনাম।—সিঙ্কনা অফিসিনেলিস, সিঙ্কনা কেলিসেয়া।

সাধারণ নাম।—চায়না। ইয়েলো পেরুভিয়ান বার্ক।

জাতি।—রুবিয়েসি।

জন্মস্থান।—বলিভিয়া এবং দক্ষিণ পেরু। উচ্চ ও মহান্ বৃক্ষাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে বল্কলের গুঁড়িকা হইতে ট্রিটুরেষণ এবং অরিষ্ট; উচ্চক্রমে অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম।*

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং ষ্টেন্‌স—তিমির দৃষ্টি; মস্তকপশ্চাতের তীক্ষ্ণ বেদনা মস্তকোপরি হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত; মেরুমজ্জার সমগ্র স্থান অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ; প্লীহা স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; উদরাময়ে গড় গড় শব্দ; অম্ল বমন; কোষ্ঠবদ্ধ; দক্ষিণ চক্ষু দৃষ্টিহীন; ১, আরোগ্য। ডাং ভ্যাণ্ডিভিয়ার—লৌহকার, বয়স ৪৩, দীর্ঘকায় এবং কৃষ্ণকেশ; ১০ বৎসর পূর্ব্বে যক্ষ্মা রোগ হইয়াছিল; ৪ সপ্তাহ রক্তস্রাব—প্রথমবার দেড় পোয়া. দ্বিতীয়বার এক সের, শেষবার দুই সের এক পোয়া রক্ত পড়িয়াছিল; লক্ষণ—কাসিলে শিরোঘূর্ণন এবং চক্ষু বৃহৎ হওয়ার অনুভূতি; এক গ্রাস আহারেই ভূরিভোজনের অনুভূতি, ২০০. আরোগ্য। ডাং বেরিজ—কাসিলে, নিম্নোদরের বামপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা; কৃষ্ণবর্ণ গয়ারের নিষ্ঠীবনে কষ্ট; মস্তক উচ্চে রাখিয়া শয়নে কাশির উপশম; মস্তক অধঃ রাখিয়া শয়নে, বামপার্শ্বে শয়নে অথবা শরীর চালনায় বৃদ্ধি; কাসিলে শরীরের কম্প; ১৪০০, আরোগ্য। ডাং মর্গ্যান্—কর্ম্মঠ, ব্যবসায়ী

উপচয়।—সামান্যস্পর্শে; বায়ুপ্রবাহে; প্রাতঃকালে; রজনীতে; আহার ও পানান্তে; দুগ্ধপানে; ভ্রমণে; শরীর চালনায়; প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবসে; মানসিক উত্তেজনায়; শীতকম্পের পরে।

উপশম।—তাপে; বিশ্রামকালে; চাপ-প্রয়োগে; বক্র হইলে।

সম্বন্ধ।—সিঙ্কনার কার্য্যপ্রতিষেধক—এরানি; আর্ণি; আর্স; কার্ব্ব ভেজ; বেল্; ক্যাল্কে. কা., ইউপে. পার্ফ, ফেরাম, ইপিকা, ল্যাকে, মার্কু., নেট. মি., নাক্স্ ভ., পাল্স্, সিপিয়া, সাল্ফার ও ভেরেট. এ.।

সিঙ্কনা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স; ইপিকা, ফেরাম, কুপ্রাম।

সিঙ্কনা প্রায়শঃ আর্স, ক্যাল্কেরিয়া, কফিয়া, হেলিবো; আয়ডি; মার্কু; সাল্ফার এবং ভেরেট্রামঘটিত রোগে প্রয়োজ্য।

ক্যামমিলার অপব্যবহারনিবন্ধন রক্তস্রাবেও সিঙ্কনা প্রযোজ্য।

কার্য্যপূরক।—ফেরামের।

সিঙ্কনা ডিজিট্যালিসঘটিত উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি করে।

লোক; উদরাময়, শেষরজনী ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি; ১৫, আরোগ্য। ডাং উইসেলহিফ—৫০ বৎসরের বয়িয়সী রমণী, ঋতুকালে উদরশূল, উদরাময় এবং প্রবল জ্বর; কটা বর্ণ রক্তস্রাব; একন ও পাল্সে উপকার হয় নাই; পর দিবস রাত্রে চারি বার রক্তরঞ্জিত স্রাব ও থাকিয়া থাকিয়া প্রবল জ্বরবেগ; অতি সামান্য তৃষ্ণা; উদরশূল এবং দৌর্ব্বল্য; ৩০ আরোগ্য। ডাং হইন্—৩১ বৎসরের স্ত্রী রোগী; পিত্তশূল সহ পিত্তশিলার (Gall-stones) নিঃসরণ; এলপ্যাথি মতে পূর্ব্বে অনেকবার মার্কারি সেবন করিয়াছে। প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর আক্রমণ; ২০০, মাসে একবার, আরোগ্য; ৫ বৎসর ভাল আছে। ডাং স্প্নার—কোরিয়া—মাইনর (ক্ষুদ্র রোগী); গ্রীবাপেশীর প্রবল ঝাঁকি ও সঙ্কোচনে মস্তক বাম পার্শ্বে আকৃষ্ট; রজনীতেও সম্পূর্ণ নিদ্রাহীন; ১০, একমাত্রায় আরোগ্য। মেডিক্যাল ইন্‌ভেষ্টিগেটর—মৃগী; অনেককাল ব্যবধানে আরোগ্য, আক্ষেপকালে মৃতের ন্যায় পাণ্ডুরতা, পরে পেশীর শিথিলতা: ৩০ আরোগ্য। ডাং ষ্টো—সবিরাম জ্বর, পূর্ব্বাহ্ন ৮ আক্রমণ; প্রবল শীতকম্পের শেষে তৃষ্ণা, পরে তাপ ও তৃষ্ণাহীনতা; অবশেষে তৃষ্ণাসহ প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম; জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য; ২০০ আরোগ্য।

বিরুদ্ধকারী বা প্রতিযোগী।—সিলিনিয়ামের।

সিঙ্কনা মিউরিয়েট কখন কখন শীতকম্প সহ কর্ণিয়ার ক্ষতনিবন্ধন চক্ষুর অভ্যন্তরের অথবা উর্দ্ধের এবং আইরিসের সাময়িক বেদনায় সিঙ্কনা অপেক্ষা উপকারী।

গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের সবিরাম জ্বরে ইহা **টেরেণ্টুলা** সহ তুলনীয়।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্ণি; আর্স; বেল; ক্যাল্কে. কা; সিড্রন, কফিয়া, কেরাম, গ্র্যাফা; লাইক; মার্কু, নেট, মিউ; নাক্স ভ; ফস, এসি, পাল্স, সাল্ফার ও টেরেণ্টুলা।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণবর্ণ, বলবান ব্যক্তি; যাহাদিগের শরীর এক সময়ে সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিল, পরে দুর্ব্বল-কর স্রাবনিবন্ধন শক্তির অপচয় এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষরিত শক্তি হইয়াছে।

উদাসীন, অমনযোগী, মৌনাবলম্বী (ফস্ এসি), নিরাশ, বিষণ্ণ, জীবনধারণে ইচ্ছাশূন্য, কিন্তু আত্মহত্যা করিবার সাহসহীন ব্যক্তি।

জীবনীরসক্ষয়; বিশেষতঃ রক্তস্রাব; **অত্যধিক স্তন্যদান; উদরাময়;** পূয়ের স্রাব (সিঙ্ক সাল্ফ), এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবস সাময়িক আক্রমণশীল ম্যালেরিয়া।

বৃদ্ধ বয়সের ঋতুরোধকালীন (climacteric) প্রচুর রক্তস্রাব, তরুণ রোগের পরিণাম শোথ।

বেদনা:—আকৃষ্টবৎ, অথবা ছিন্ন করার ন্যায়—প্রত্যেক সন্ধিতে, সমস্ত অস্থিতে। হেঁচকা টানের ন্যায়—অস্থিবেষ্ট ঝিল্লীতে, সমগ্র শরীরে টাটানি; চালনায় উপশম হয় বলিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ চালনা করিতে বাধ্য (ইউপে, রাস); স্পর্শে বেদনা পুনরাগত ও ক্রমে অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত; সামান্য বা কোমল স্পর্শে বৃদ্ধি, প্রবল চাপে হ্রাস।

গভীর দৌর্ব্বল্য, কম্প ও পরিশ্রমে অনিচ্ছা, **স্পর্শে, বেদনায় এবং দমকা বায়ুতে অসহিষ্ণু** বায়ুপ্রধান ব্যক্তি।

নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয় না অথবা লগ্নিদ্রালুতা; রজনী ৩টার পর বৃদ্ধি এবং প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ।

এক হস্ত বরফবৎ শীতল অপর হস্ত উষ্ণ (ডিজি, ইপিকা, পালস্)।

রক্তস্রাব অথবা অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা-নিবন্ধন মস্তকের পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মস্তকে ও কেরটিড ধমনীতে তীক্ষ্ণ দপদপানি, উপবেশন অথবা শয়ন করিলে বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী দণ্ডায়মান হইতে অথবা ভ্রমণ করিতে বাধ্য। **মস্তকাস্থি বা মাথার খুলি বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বেদনা।**

মুখমণ্ডল ফেকাসে ও আকুঞ্চিত বা কুটিল (Hippocratic); কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলাভ রেখা; যেন অমিতাচারের ফলস্বরূপ মুখাবয়ব ফেকাসে ও রোগচিহ্নযুক্ত; স্তন্যদান করিবার সময় দন্তশূল।

ফলভক্ষণে আমাশয় ও অন্ত্রের অত্যন্ত আধ্মান, উদ্গারে শান্তি হয় না (লাইকো, পড—শান্তি হয়, কার্ব্ব ভেজ)।

উদরশূল :—প্রত্যেক দিবসের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিত; পিত্তশিলা-প্রযুক্ত সাময়িক (Periodical) (কার্ডাস মেরি·); রজনীতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি; বক্র হইলে উপশম।

রক্তস্রাবে প্রবল বেদনার নিবৃত্তি; রোগিণীকে স্পর্শ, এমন কি, তাহার হস্ত পর্য্যন্ত ও স্পর্শ অসহনীয়।

মুখ, নাসিকা, জরায়ু অথবা অন্ত্র হইতে কৃষ্ণ বর্ণ, অথবা কৃষ্ণ বর্ণ এবং চাপ চাপ রক্তস্রাব, অনেক সময় পর্য্যন্ত থাকে, তৎকালে অম্ল আহার করিতে চাহে; এবং কর্ণ মধ্যে ঘণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ, মূর্চ্ছা, দৃষ্টির লোপ, হিমাঙ্গ এবং কখন কখন কন্‌ভালসন (কেরাম, ফস্)।

সবিরাম জ্বর :—প্রত্যেক আক্রমণেই দুই হইতে তিন ঘণ্টা

অগ্রসর হয় (anticipates)—চাইনি সাল্‌ফ প্রত্যেক সাত অথবা চৌদ্দ দিবসে পুনরাক্রমণ ; কখনই রজনীতে নহে ; গাত্রাবৃত করিলে, অথবা নিদ্রাকালে (কণা) প্রচুর ঘর্ম্ম।

রোগ কারণ।—শোণিত ও রেতঃ প্রভৃতি জীবনী-রসাপচয় ; অজীর্ণ; অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা এবং অতিশয় পরিশ্রম প্রভৃতি জন্য বলক্ষয় ইহার রোগের সাধারণ কারণ। জলাভূমিতে বাস, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত মদ্যপান, ফলাহার, নিত্য অভ্যস্ত স্রাবের রোধ, উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—সিঙ্কনা গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল, বিশেষতঃ তাহার যে অংশ শরীরোপাদানের পোষণ, প্রজনন ও বর্দ্ধন প্রক্রিয়ার নিয়ামক তাহাতে কার্য্য প্রকাশ করিয়া শারীরিক অবসাদ ও বলক্ষয় উপস্থিত করে, এবং তাহাতে জৈব স্ফূর্ত্তির হ্রাস এবং পরিপাক প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটে। শোণিতের পরিমাণ ও গুণের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ইহা শোণিত তরলতর এবং জলবৎ করে এবং তাহাতে তাহার সঞ্চলন তেজোহীন হয়। এই সকলের সমবায় ফলস্বরূপ সাধারণ দুর্ব্বলতা ও রোগজ উত্তেজনার ভাব জন্মে। যাবতীয় যন্ত্রের ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া শোণিত স্রাব, প্রচুর ঘর্ম্ম ও মূত্রস্রাব এবং জলবৎ উদারাময় প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ পুনরুৎপাদিকা শক্তি যকৃৎ ও প্লীহা সহ বিশেষরূপে সম্বন্ধযুক্ত থাকায় ইহা তাহাদিগের আকারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়। যকৃতে শোণিতগতির বৃদ্ধি ও রক্তাধিক্য জন্মাইয়া ইহা তাহার ক্রিয়াজড়ত্ব উপস্থিত করায় যে সকল পিত্তলক্ষণ উপস্থিত হয় তন্মধ্যে গুরুত্বে ন্যাবারোগ (Jaundice) সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। ইহার ক্রিয়ায় প্লীহাতেও রক্তগতির বৃদ্ধি ও রক্তাধিক্য জন্মিয়া অবশেষে তাহার বিবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের (Glangliocnic nervous system) এবং উপরিলিখিত যন্ত্রাদির ক্রিয়াবৈষম্য ঘটাইয়া ইহা বিশেষ একরূপ জ্বরোৎপাদন করে। এই

জ্বরের সহিত ম্যালেরিয়াঘটিত জ্বরের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সাময়িকতা (Pereiodicity) ইহার একটি বিশেষ প্রকৃতিরূপে বর্ত্তমান থাকে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—সদৃশ মতাবলম্বী চিকিৎসকমণ্ডলীর নিকট **সিঙ্কনা** বড় শ্রদ্ধার বস্তু। কেননা, ইহারই সবিরাম জ্বরোৎপাদক ও জ্বরনাশক ক্ষমতা মহাত্মা হানিমানের উর্ব্বর মানসক্ষেত্রে শুভলগ্নে সদৃশচিকিৎসার বীজ রোপন করিয়াছিল। এই বীজ কালক্রমে অঙ্কুরিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া অদ্য মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; এবং অমৃতময় ও সুখসেব্য নিরাময়িক ফল স্বরূপ ঔষধ নিচয়ের আবিষ্কার দ্বারা মনুষ্য জাতিকে নিরুদ্বেগ চিকিৎসাপ্রণালীর মতে প্রকৃত রোগারোগ্যে শান্তি ও সুখসম্ভোগের অধিকার প্রদানে ভাগ্যবান করিয়াছে।

সিঙ্কনার রাসায়নিক বিশ্লেষণে আটটি ক্রিয়াবীজ আবিষ্কৃত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার কতিপয় সল্ট বা লবণ প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এস্থলে বিশেষ করিয়া মূল **সিঙ্কনা** এবং প্রসঙ্গক্রমে তাহার সল্ট **কুইনি সাল্‌ফের** বিষয়ই বর্ণনা করিব, কেননা ইহার ও ইহার ক্রিয়াবীজ এবং সল্টের ক্রিয়া বিষয়ে স্থূলতঃ কোন প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না।

এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কুইনাইনের অপব্যবহার করিয়া মনুষ্যশরীরে যে বিষলক্ষণ উৎপন্ন করেন তাহা হইতে **সিঙ্কনা** বা **কুইনাইনের** ক্রিয়ার বিশেষ আভাস পাওয়া যায় ও তাহা **সিঙ্কনার** শিক্ষা বিষয়ে সাহায্যকারী।

কুইনাইনের বিষক্রিয়ালক্ষণ, **সিঙ্কনিজম্** বা **কুইনিজম্** নামে অভিহিত। প্রথমে ইহা ক্ষুধা ও পরিপাক ক্রিয়ার উত্তেজনা করে। অব্যবহিত পরেই বিবমিষা, বমন এবং আমাশয় ক্রিয়ার বিকার জন্মিলে উদরাময় হয়। ক্রমে মস্তকের আক্রমণ দেখা দেয়; উচ্চ শব্দ ও উজ্জ্বল আলোক প্রভৃতি আগন্তুক বিষয়ে রোগী অসহিষ্ণু থাকে।

বিশেষ প্রকারের শিরশূলে মস্তকের মৃদু কন্‌কনানি, কখন বা দপ্‌দপানি উপস্থিত হয়। এবং **সিঙ্কনা** ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণস্বরূপ কর্ণমধ্যে ঘণ্টাবাদনবৎ ধ্বনি, ভনভন ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে; শিরোঘূর্ণন সহ এবং তখনও কুইনাইন প্রয়োগে নিরস্ত না হইলে বধিরতা জন্মে।

সিঙ্কনার ক্রিয়াবিশেষে কোন কোন রোগীর একরূপ মাদকতা জন্মে। চক্ষুকনীণিকা প্রসারিত ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া পরে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহানতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র আসে। বিষক্রিয়ার অতি বৃদ্ধিতে শোণিতহীন, দুর্ব্বল স্নায়ুকেন্দ্রের রোগজ উত্তেজনা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ দেখা দেয়, এবং পতন বা কলাপ্‌স্‌লক্ষণ এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত প্রযুক্ত অবশেষে রোগী মৃত্যু আলিঙ্গন করে।

গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল, বিশেষতঃ তাহার উপাদান প্রজননকারী বা ভেজিটেটিভ (vegitative) শক্তিপ্রদ অংশের উপর **সিঙ্কনার** মূল ও বিশেষ ক্রিয়া-নিবন্ধন পরিপাকযন্ত্র-পথের জড়ভাব উপস্থিত হওয়ায় ভুক্ত বস্তু অতীব বিলম্বে জীর্ণ হয় অথবা একেবারেই জীর্ণ না হইয়া উদরাময়ের বিষ্ঠা সহ সম্পূর্ণ অপক্কাবস্থায় নির্গত হইয়া যায়। এমন কি, আহারের দুই অথবা তিন দিবস, কিম্বা কখন কখন ততোধিক দিবসান্তেও ভুক্তবস্তু অজীর্ণাবস্থায় উদরাময়ে ও বমনে নির্গত হইতে দেখা যায়। এই সকল রোগীর কখন কখন ক্ষুধার অভাব দৃষ্ট হইলেও অতি ক্ষুধা বা কুকুরের ন্যায় ক্ষুধাই ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ। চায়না উদরে অত্যন্ত গ্যাস বা বায়ুজননকারী বস্তু এবং পূর্ব্বকথিত অজীর্ণ হইতে ইহা প্রভৃত দুর্ব্বলকর উদরাময় উপস্থিত করে।

ফলতঃ উপরিউক্ত দুর্ব্বলতা সিঙ্কনার একটী প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হইতেই এলপ্যাথিক চিকিৎসক মণ্ডলী সাধারণ দুর্ব্বলতায় ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রয়োগের উপযুক্ত স্থল জ্ঞাত না থাকায় এবং যথা তথা প্রয়োগ করায় অনেক স্থলে কুফল উৎপন্ন হইত।

মহাত্মা হানিমানের ঔষধগুণপরীক্ষায় পরিষ্কাররূপে নির্ণিত হইয়াছে যে, সদৃশচিকিৎসা-প্রণালীর মতে ইহা যে কোন প্রকার জীবনীরসাপচয়ঘটিত দুর্ব্বলতার ঔষধ। চায়না বা কুইনাইনের বিষক্রিয়ার পরীক্ষায় শোণিতের যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তাহাতে হানিমানের এই মত সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে। ইহা শোণিতের শুভ্র কনিকার বা হোয়াইট কর্পাস্কলের ধ্বংসসাধক ও বৃদ্ধির বাধাজনক। ইহার কার্য্যে শোণিত গুণে অপকৃষ্ট ও পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত, তরলতর এবং জলবৎ হইয়া যায়। শোণিতসঞ্চলনক্রিয়া দুর্ব্বলীভূত ও ধীরতর হওয়ায় শোণিতের জলভাগ শিথিল রক্তবহা নাড়ী হইতে অপসৃত হইয়া শিথিল ত্বগদেশ ইত্যাদিতে শোথরূপে দেখা দেয়। শরীর-যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, প্রচুর ঘর্ম্ম, মূত্রাধিক্য ও উদরাময় প্রভৃতি দ্বারা রসক্ষয় প্রযুক্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা, যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়াবসাদ এবং বিশেষ প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ রোগজ উদ্দীপনার ভাব উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত সিঙ্কনা বিষক্রিয়ায় শোণিতাপকৃষ্টতা প্রভৃতি বশতঃ "প্রলেপক" বা হেক্টিক প্রকৃতির এক প্রকার জ্বর প্রকাশ হইতে দেখা যায়। জ্বরে শীতকম্প, তাপ এবং অবশেষে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ইহা অতীব দুর্ব্বলকর। সিঙ্কনাজ্বরেরএকটি বিশেষ প্রকৃতি এই যে, তাহাতে পরিষ্কার বিরাম ও সাময়িকতা (intermission, periodicity) দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই জ্বরের প্রকৃতি ম্যালেরিয়া জ্বর এবং "এগু বা প্লীহা জ্বর" সহ সদৃশ লক্ষণযুক্ত; প্লীহার বর্দ্ধন ইহার একটি অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক লক্ষণ। হোমিওপ্যাথি মতে যে কোন ক্রমের সিঙ্কনা প্রয়োগেই ইহার উপকার হইয়া থাকে। এস্থলেও এলপ্যাথিমতে ম্যালেরিয়া-উদ্ভিজ্জাণুর সংহারক রূপে যথা তথা ইহার প্রয়োগে অনেক স্থলে এতদ্দ্বারা উপকার হইলেও বহুতর স্থানে যে অতর্কিত ভাবে শনৈঃ শনৈঃ ইহা শোণিতাপকর্ষতা ও প্লীহার বর্দ্ধন জন্মাইয়া রোগারোগ্য অসাধ্য করিয়া তুলে তাহা নিঃসন্দেহ।

জরাক্রমণের সাময়িকতা অথবা ম্যালেরিয়া বিষ নাশ চায়নার প্রদর্শক, তদ্‌বিষয়ে এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেক গবেষণা হইয়া অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে ম্যালেরিয়া ঘটিত রোগের সাময়িকতাই ইহার প্রদর্শকরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, কেননা ঐরূপ জ্বর ব্যতীতও ম্যালেরিয়া ঘটিত স্নায়ুশূল প্রভৃতি অন্যান্য রোগেও আক্রমণের সাময়িকতা থাকিলে এতদ্দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইহা দ্বারা টিস্থ বা উপাদান প্রজনন (Vegetation) কার্য্যের ব্যাঘাত এবং যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়াবসাদ উপস্থিত হয় এবং শরীরের শীর্ণতা জন্মে।

জৈব রসাপচয় এবং শোণিতাপকর্ষ এই শরীরক্ষয়ের আনুষঙ্গিক কারণ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা সিঙ্কনার একটী নিরপেক্ষ ও বিশেষ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ইহার ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক জৈব উত্তেজনার হ্রাস এবং শোণিতের ধীর সঞ্চলনে টিস্থর অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব উৎপন্ন হওয়ায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সহ বেদনা ও বেদনায় স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে।

সিঙ্কনা যকৃৎ এবং প্লীহাও বিশেষরূপে আক্রমণ করে। উভয়েই শোণিতগতির বৃদ্ধি, রক্তাধিক্য এবং পুরাতন প্রকৃতির উপদাহ উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদিগের বর্দ্ধন ও বেদনা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ন্যাবা প্রভৃতি নানা প্রকার পুরাতন যকৃৎরোগ জন্মে। উভয়ই স্ফীত, প্রদাহযুক্ত ও কঠিন হইয়া যায়।

চায়নার সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় টাইফয়েড পরিবর্ত্তন বা পচনশীলতা দৃষ্টিগোচর না হইলেও শোণিতের অপ্রচুরতা ও অপকৃষ্টতা বশতঃ পুষ্টিহানি জন্মে ও পরোক্ষভাবে টিস্থর পচন বা গ্যাংগ্রিণ হইতে দেখা যায়।

মস্তিষ্কের জ্ঞান স্থানে সিঙ্কনার সাক্ষাৎ ক্রিয়া না থাকিলেও ইহা তাহার শোণিতাল্পতা, দুর্ব্বলতা এবং কথঞ্চিৎ উত্তেজনার ভাব জন্মাইয়া পরোক্ষভাবে চিন্তাদৌর্ব্বল্য, প্রলাপ প্রভৃতি মস্তিষ্কলক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগী ভুল কথা বলে অথবা এক কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথার ব্যবহার

করে। কল্পনাশক্তির ধীরতা জন্মে। বহু চিন্তা ও কল্পনার যুগপৎ উদয় হয়। স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, সে অসুখী, শত্রু তাহাকে কষ্ট দিতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে বিকারাবস্থায় মনুষ্যের অবয়ব দৃষ্টি করে। শয্যা হইতে লম্ফপ্রদান করিতে বাধ্য হয়; আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে কিন্তু সাহসে কুলায় না। অন্য ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা ও বিরক্ত করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা, মানসিক অবসাদ, বিষন্নতা ও জীবন ধারণে ইচ্ছাহীনতা জন্মে। রজনীতে কুক্কুর ও অন্যান্য জন্তু বিষয়ক ভীতি উপস্থিত হয়। অনিবার্য্য উৎকণ্ঠায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ইচ্ছা করে। উদাসীন, কোন বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় না। অসন্তুষ্ট ভাবে থাকে। শিশুগণ একগুঁয়ে, অবাধ্য ও মুখরোচক বস্তুতে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত; তাহাদিগের মুখমণ্ডল পাণ্ডুর কখন বা আরক্ত থাকে এবং সমস্ত রজনী শান্তিহীন হয়। আগন্তুক বিষয়ে ইন্দ্রিয়নিচয়ের অসহিষ্ণু ভাব জন্মে। স্নায়বিক উত্তেজনা থাকে ও মানসিক শ্রমে কষ্টের বৃদ্ধি হয়।

মস্তিষ্কানুভূতি বিকারে মদ্যপায়ীর ন্যায় অথবা নাসিকা সর্দ্দিযুক্ত রোগীর ন্যায় প্রাতঃকালে মস্তক মধ্যে জড়ত্ব ও গোলমাল ভাব, অথবা রজনীতে বসিয়া থাকিলে এবং নিদ্রা না হইলে মস্তক মধ্যে যেরূপ ভাব জন্মে তদ্বৎ অনুভূতি হয়। শোণিতস্রাবান্তে মস্তকে ভারিবোধ, মূর্চ্ছাভাব, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, কর্ণ মধ্যে ঘণ্টার ন্যায় ধ্বনি শরীরের শীতলতা জন্মে। শারীরিক রসাপচয় এবং রক্তহীনতা বশতঃ মস্তকের দুর্ব্বলতা হেতু মস্তক উচ্চ করিয়া রাখিতে পারে না। শীতকম্পকালেও মস্তক উত্থিত করিলে শিরঃঘূর্ণন হয়; শিরোঘূর্ণনে স্নায়বীয় এবং গুল্মবায়ুবৎ উত্তেজনা ও মূর্চ্ছাভাব জন্মে। মস্তক ভারিবোধ ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিরঃশূল হয়।

অত্যধিক রক্তস্রাব জনিত মস্তকের প্রখর দপদপানি বেদনা। সর্দ্দি বদ্ধ হইয়া শিরঃশূল। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন বশতঃ মস্তক-পশ্চাত শিরঃশূল।

মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় শিরঃশূল, মস্তিষ্ক যেন জলতরঙ্গের ন্যায় মস্তকাস্থিতে আঘাত করে। অভ্যন্তর হইতে বাহ্যাভিমুখে চাপবৎ বেদনা। ঝাঁকির ও ছিন্ন করার ন্যায় প্রখর বেদনা, চালনায় ও ভ্রমণে তাহার বৃদ্ধি এবং শয়নে হ্রাস হয়। মস্তিষ্কের গভীর দেশে সঙ্কোচন ভাব সহ বেদনা, ললাটের দক্ষিণ ও মস্তকের পশ্চাৎ দিকে। উপবেশনাবস্থায় ললাটদেশের বেদনা, পশ্চাৎদিকে বক্র হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ললাটপার্শ্বে যায়। মূর্দ্ধাদেশের বেদনার পর মস্তকপার্শ্বে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি চালনায় বৃদ্ধি হয়। মস্তক পশ্চাতের বাম পার্শ্বের ত্বগের সঙ্কোচনবৎ বেদনায় বোধ হয় যেন তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর দিকে টানিতেছে।

নিদ্রাবিকারে বহুতর চিন্তার একযোগে উদয় ও কল্পনার সৃষ্টি হইতে থাকে, নিদ্রা হয় না। মস্তকে চাপবৎ বেদনা হওয়ায় নিদ্রাহীন থাকে; ভীতিপূর্ণ স্বপ্নদর্শনান্তে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উৎকণ্ঠা জন্মে; মধ্য রজনীর পর অর্থশূন্য গোলমেলে স্বপ্ন দেখে। অবিরত অজ্ঞানভাববৎ নিদ্রা শ্রমাপনোদনকারী হয় না।

গতিপ্রদস্নায়ুবিকলতায় অতিশয় দুর্ব্বলতা, মৃদুকম্পভাব ও সর্ব্ব-প্রকার শ্রমে অনিচ্ছা জন্মে; বায়ু বৃদ্ধি হয় এবং বেদনায় ও দমকা বায়ুপ্রবাহে অসহিষ্ণু থাকে; নিদ্রা হয় না। জীবনীরসাপচয়জনিত রোগ। অত্যধিক শোণিতস্রাবজনিত সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে মস্তকে শোণিত-স্রোতের বৃদ্ধি ও কেরোটিড্ ধমনীর দপদপানি। অনেক সময় ব্যবধানে মৃগীর ন্যায় আক্ষেপে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও তাহার বিচ্ছেদাবস্থায় পেশীর শিথিলতা।

জীবনীরসাপচয় জনিত পক্ষাঘাত। শায়িত শরীরপার্শ্ব অসাড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অল্প অল্প কুঞ্চিত হয়।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে সন্ধি, অস্থি এবং অস্থিবেষ্টের টাটানি

হওয়ার ন্যায় বেদনা হয়। রুগ্ন শরীরাংশের খঞ্জতা অথবা দুর্ব্বলতা সহ বেদনা হয়। শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থান অসাড় থাকে।

ইন্দ্রিয়শক্তির দুর্ব্বলতা ও অস্বাভাবিক উদ্দীপনার ভাব জন্মিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিপর্য্যয়ে নৈশদৃষ্টিহীনতা বা রাত্র্যন্ধতা। চক্ষুর আলোকা-সহিষ্ণুতা প্রযুক্ত অন্ধকারমধ্যে ভাল দেখিতে পায়। চক্ষু সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অথবা কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দেখা যায়। মস্তকে শোণিতস্রোতসহ দৃষ্টিমালিন্য। অলস ভাবের ন্যায় চক্ষুর গুরুত্ব। অক্ষর সকল ফেকাসে ও শুভ্র কিনারাবেষ্টিত দৃষ্ট হয়।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতাসহ কর্ণাভ্যন্তরে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি, বধিরতা ও গুন্‌গুন শব্দ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকারে ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণতর। জিহ্বার আস্বাদশক্তির তীক্ষ্ণতা; প্রাতঃকালে পচা আস্বাদ; গলদেশের পশ্চাৎভাগে তিক্ত বোধ; আস্বাদের বিভিন্নতা থাকে না—জলুটে। ভক্ষ্য বস্তু তিক্ত অথবা অধিকতর লবণাক্ত বোধ।

জ্বরকালে মুখাবয়ব রক্তিমাবিশিষ্ট; সাধারণ অবস্থায় মুখের অতি রুগ্ন চেহারা, কখন বা মুখ পাণ্ডুবর্ণ, এবং মুক্ত বায়ু হইতে গৃহ প্রবেশকালে তপ্ত। মুখের শিরা প্রসারিত। ক্ষয়রোগে মুখ বসিয়া যায়, কখন বা পাণ্ডুর অথবা কাল্‌চে লোহিতবর্ণ থাকে; চক্ষুর চতুর্দ্দিক ফেকাসে নীলবর্ণ; হরিৎ; মৃৎবর্ণ; ধূসরবর্ণ; হরিদ্রাবর্ণ অথবা কাল; কুটিল (Hippocratic)।

চক্ষুতে বালি পড়ার ন্যায় চাপ; আলোকাসহিষ্ণুতা; চক্ষুর তাপ ও রক্তিমা; চক্ষুতে ধূমপূর্ণ থাকার ন্যায় ঘোলাটে ও ক্ষীণ দৃষ্টি।

কর্ণে সূচিবেধবৎ বেদনা। কর্ণাভ্যন্তরে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি; কর্ণ লোহিতবর্ণ; কর্ণাভ্যন্তরে সূচিবেধবৎ বেদনা সহ মৃদু টুন্‌টুন্ শব্দ। কর্ণাভ্যন্তরে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি সহ মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া মূর্চ্ছার আক্রমণ।

নাসিকার শুষ্ক সর্দ্দিসহ দন্তশূল ও চক্ষু হইতে জলস্রাব এবং হাঁচি। রক্তহীনতা প্রযুক্ত নাসিকার রক্তস্রাব; নাসিকার অভ্যাসগত রক্তস্রাব, প্রাতঃকালে এবং গাত্রোত্থানে বৃদ্ধি।

শ্বাসযন্ত্র-বিকারে স্বরভঙ্গ। রজনীতে এবং প্রাতঃকালে স্বর-যন্ত্রাভ্যন্তরে গন্ধক-বাষ্প সংস্পর্শের ন্যায় উত্তেজনায় আক্ষেপযুক্ত কাশি, দিবস অথবা সন্ধ্যাকালের কাশিতে বিজকুড়ি বিজকুড়ি গয়ারের নিষ্ঠিবণ, রজনীতে ও প্রাতঃকালে কিছু উঠে না। আহারান্তে, **হাস্যে**, কথা বলায়, মস্তক অধঃ রাখিয়া শয়নে, স্বরযন্ত্রের সামান্য স্পর্শে, প্রবল বায়ুবেগে এবং শোনিত প্রভৃতি জীবনি রসাপচয়ে কাশির বৃদ্ধি।

সাধারণতঃ, বক্ষের কষ্ট, অপিচ রজনীতে শয়নেও তদ্রূপ। স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় বশতঃ রাত্রিকালে শ্বাসকৃচ্ছ্র বা দম বন্ধের আবেশ। শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু-পথে শোঁ শাঁ ও বংশীধ্বনিবৎ শব্দ। উপবেশনাবস্থায় বক্ষের অনুপার্শ্ব ভাবে চাপসহ আকৃষ্টবৎ বেদনায় উৎকণ্ঠা; দণ্ডায়মানে ও ভ্রমণে অন্তর্দ্ধান। রক্তকাসির পরে ফুস্‌ফুসে পূয় জন্মে, এবং বক্ষে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনার সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি। বক্ষপার্শ্বে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা। বক্ষের বাম পার্শ্বের সুচিবেধবৎ বেদনায় শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে না।

মুখের এবং বক্ষের রক্তাধিক্যসহ হৃতকম্প, হস্তের শীতলতা এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী স্পন্দন।

ওষ্ঠ জ্বালাময়, স্ফীত, শুষ্ক, কঠিন, ফাটা, কৃষ্ণবর্ণ, এবং কাল্‌চে এবং সংকুচিত। সাবম্যাক্‌সিলারি গ্রন্থি স্ফীত এবং গলাধঃকরণকালে বেদনাযুক্ত।

চর্ব্বণকালে **দন্ত** শিথিল ও বেদনাযুক্ত। দন্তের দপ্‌দপানি, ঝাঁকিসহ আকৃষ্টবৎ ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। সামান্য সংস্পর্শে ও দমকা বাতাসে দন্তশূলের বৃদ্ধি; দন্তে দন্তে চাপিলে উপশম।

জিহ্বা হরিদ্রাভ লেপযুক্ত, সমল শুভ্র। জিহ্বাপশ্চাদংশের কিনারায় বেদনাযুক্ত স্ফীতি। জিহ্বোপরি জ্বালাসহ সূচিবেধবৎ বেদনা।

মুখের শুষ্কতা। পারদসেবনের বহুকাল পরে দিবারজনী লালাস্রাব; তাহাতে শরীরের, বিশেষতঃ আমাশয়ের দুর্ব্বলতা।

আহার ও পানে ইচ্ছাহীন, আহার করিতে আরম্ভ করিলে কেবল ক্ষুধা ও খাদ্য বস্তুর স্বাভাবিক আস্বাদ পুনরাগত হয়। বহুবিধ বস্তুর প্রতি ইচ্ছা যায়, কিন্তু রোগী বুঝিতে পারে না তাহা কোন বিশেষ বস্তু। অম্লবস্তু, ফল এবং ওয়াইন মদ্যের জন্য প্রবল লালসা। কাফি ও বিয়ার মদ্যে ঘৃণা। শীতল জলে প্রবল তৃষ্ণা, অল্প জলের পুনঃ পুনঃ পান।

দুগ্ধ পানান্তে বুকজ্বালা, কখন অম্ল, কখন তিক্ত, কখন ভুক্ত বস্তুর আস্বাদযুক্ত, এবং কখন বা শূন্য উদ্গার। আমাশয়ের শূন্য, আড়সাড় ভাব; সামান্য আহারেই পূর্ণতা, গুরুতানুভূতি এবং অনেক সময়ব্যাপী চাপ। দুগ্ধ পানে আমাশয়ের বিকার। আমাশয়োর্দ্ধের কোটরবৎ প্রদেশে (pit of the stomach) স্পন্দন। আমাশয়ের টাটানিতে অনুভূতি, যেন তাহাতে ক্ষত হইয়াছে; আমাশয় সামান্য স্পর্শেও অসহিষ্ণু। আমাশয়াভ্যন্তরে শৈত্যানুভূতি; অবিশ্রান্ত পরিতোষভাব, তথাপি রোগী আহার করিতে পারে, কিন্তু পরে ক্লেশ বোধ করে। অতি বিলম্বে পরিপাক হয়, বিশেষতঃ অপরাহ্নে আহার করিলে ভুক্ত বস্তু অনেক কাল আমাশয়ে থাকে। রক্ত বমনে অত্যধিক রক্ত উঠে, এবং রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্ব্বল হয়। আমাশয় স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। শোণিতস্রাবাদির পর আমাশয়শূল; আমাশয় স্ফীত হয় ও তাহাতে অম্ল জন্মে।

উদরাধ্মানে বোধ, যেন উদর বায়ুপূর্ণ, উদ্গার তুলিয়া বায়ু উঠাইবার ইচ্ছা; উদ্গারে সামান্য মাত্রও উপশম হয় না। **উদর ঢক্কার ন্যায় স্ফীত; ফলাহার বশতঃ উদরে বায়ু জন্মে।** অভ্যন্তরীণ শৈত্যানুভূতি, প্রত্যেকবার কিছু পানান্তে তাহার পুনরুদয়। মলত্যাগ ও বায়ু নিঃসরণের পূর্ব্বে কম্প, তৃষ্ণা এবং উদরশূল। বায়ুনিবন্ধন উদরশূল, বিশেষতঃ আহারান্তে, এবং

রজনীতে এবং উদর গড় গড় করিয়া ডাকে। অত্যধিক পরিমাণ দুর্গন্ধ বাতকর্ম্ম হয়, কখন কখন তাহাতে বেদনা থাকে।

উদরাময়ের বিষ্ঠা তরল ও কটাসে, মলত্যাগ বেদনাহীন এবং দুর্ব্বলকর; বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত উদরাময়ে বেদনা থাকে না; উদরে বুদ্‌বুদ্‌ উচ্ছলিত (fermentation) হয়। অম্লগুণ বিয়ার মদ্যপানে উদরাময়। বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ উদরাময়। প্রাতঃকালে অধিক পরিমাণ তরল বিষ্ঠা সহ বায়ুর নিঃসরণ; রজনীতে শুভ্র, কাদা কাদা ভাবের দুর্গন্ধ ও অজীর্ণ মলত্যাগ। অনৈচ্ছিকরূপে হরিদ্রা বর্ণ জলবৎ মলত্যাগ। পচা গন্ধবিশিষ্ট উদরাময়, রজনীতে বৃদ্ধি। উদরাময় ধীর গতিতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে অধিকতর জলবৎ, সাদাটে অথবা গোলাপী বর্ণ ধারণ করে এবং রোগী শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইয়া যায়। অনেক দিনের উদরাময়ের পর **কোষ্ঠবদ্ধ** নিবন্ধন অধিক বিষ্ঠার সঞ্চয়ে নরম বিষ্ঠাও সহজে নির্গত হয় না। সরলান্ত্র হইতে আম নির্গত। মলদ্বারাভ্যন্তরে চন্‌চনি।

মূত্রস্থালীর চাপ সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলাটে, অত্যল্প মূত্রে পাটকিলি রঙ্গের বা গোলাপী বর্ণের তলানি। অবস্থাবিশেষে প্রচুর মূত্রত্যাগ। মূত্রনালী-দ্বারের জ্বালা এবং পরিহিত বস্ত্রের ঘর্ষণে তাহার বিশেষ বৃদ্ধি।

ধ্বজভঙ্গাবস্থায় কাম বিষয়ক কল্পনা। পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বলকর স্বপ্নদোষ। অতিরিক্ত রেতাপচয় ও হস্তমৈথুন প্রযুক্ত রোগ। স্পার্মেটিক কর্ডের বা অণ্ডকোষরজ্জুর এবং অণ্ডকোষের, বিশেষতঃ এপিডিডাইমিস্‌ বা উপ-কোষাংশের বেদনাযুক্ত স্ফীতি; বাম অণ্ডকোষ ও লিঙ্গমুণ্ডত্বকের বামদিকে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা; সন্ধ্যাকালে অণ্ডকোষের থল্লীবৎ সঙ্কোচনকারী বেদনা।

রক্তাধিক্য বশতঃ জরায়ুর পূর্ণতা, চাপ এবং গুরুত্ব ভ্রমণকালে বর্দ্ধিত। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা অথবা রক্তস্রাব নিবন্ধন অণ্ডাধারের প্রদাহ, আক্রান্ত

স্থান স্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণু। আর্ত্তবাধিক্যে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; মূর্চ্ছা। জরায়ু হইতে পর্য্যায়ক্রমে শোণিতাক্ত রস এবং পূয়স্রাব; ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে অথবা তাহার পূর্ব্বে শ্বেতপ্রদর। সূতিকাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততা। জরায়ুর আক্ষেপ, আনর্ত্তন ও ঝাঁকিসহ রক্তস্রাবে কৃষ্ণবর্ণ রক্তচাপ নির্গত হইলে কর্ণমধ্যে মৃদু ঘণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ, দৃষ্টিলোপ, মূর্চ্ছা এবং হীমাঙ্গ—রোগিনী তাহাতে পাখার বাতাস চাহে। জরায়ুর আক্ষেপিক সঙ্কোচন এবং বেদনার সহিত যোনিকপাট ও মলদ্বারাভিমুখে ঠেলমারার অনুভূতি এবং ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর, এবং বহিঃ জননেন্দ্রিয়ের চুলকনা; ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি। যোনি কঠিনস্পর্শ ও বেদনাযুক্ত।

পৃষ্ঠের স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে প্রস্তরের চাপের ন্যায় চাপানুভূতি। রজনীতে কটি চাপিয়া শয়নে বেদনা। কটির থল্লীবৎ অসহনীয় বেদনার সামান্য চালনায় বৃদ্ধি।

ঊর্দ্ধাঙ্গের অস্থিনিচয়ের পক্ষাঘাতবৎ, ঝাঁকিসহ, ছিন্ন করার ন্যায় বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি। লিখিবার সময় হস্তের কম্প। বাম হস্তের পৃষ্ঠদেশের স্ফীতি।

উরুর অস্থির আকৃষ্টবৎ বেদনায় বোধ হয় যেন ধারহীন ছুরিকা দ্বারা অস্থিবেষ্টঝিল্লী চাঁছা হইয়াছে। দক্ষিণ জানুসন্ধির তপ্ত স্ফীতি; অনুভূতি যেন মোজা বন্ধনের ফিতা অত্যন্ত কসা হইয়াছে ও তাহাতে জঙ্ঘা আড়ষ্ট হইবে ও তাহার ঝিনঝিনি লাগিবে। পদের বাতজ স্ফীতি। বাম উরু এবং পদের ক্ষুদ্রাস্থিনিচয়ের ঝাঁকি সহ ছিন্ন করার ন্যায় বাতজ বেদনা। চালনায় এবং স্পর্শে বৃদ্ধি। ভ্রমণকালে উরুমধ্যে সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। ভ্রমণকালে জঙ্ঘাস্থি বা টিবিয়ায় সূচিবেধবৎ বেদনার অনুভূতি। অধঃ অঙ্গে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় দুর্ব্বলতা। বহুদূর ভ্রমণ নিবন্ধন শ্রান্তির ন্যায় পদের শ্রান্তিভাব।

সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিথিলতা এবং হস্তের কম্প। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

অসাড়তা এবং মৃতের ন্যায় অনুভূতি। অঙ্গাদির, বিশেষতঃ উরুর গুরুত্বানুভূতি। অঙ্গের শীতলতা সহ কম্প ভাবের অনুভূতি, কিন্তু তাহার বাহ্যপ্রকাশ হয় না। নিদ্রোত্থিত হইলে সমুদায় সন্ধিরই ভাবের আধিক্যে মানসিক অবসাদ।

ত্বক শুষ্ক, শিথিল এবং হরিদ্রাবর্ণ; সর্ব্বশরীর এমন কি হস্তের তলদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শে বেদনাযুক্ত। ক্ষত স্পর্শাসহিষ্ণু ও তীব্র স্রাবযুক্ত; স্রাবে পচা গন্ধ। ক্ষত সমতল ও অগভীর এবং প্রচুর পূয়স্রাবযুক্ত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সিঙ্কনা নির্ব্বাচন পক্ষে বিশেষ লক্ষণের তাদৃশ প্রচুরতা নাই। কিন্তু ইহার অধিকাংশ রোগলক্ষণের যথেষ্ট প্রকৃতিগত বিশেষতা থাকায় ঔষধ নির্ব্বাচন বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় না। অতএব সমগ্র ঔষধলক্ষণের প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম থাকা আবশ্যক।

জৈব রসাপচয় নিবন্ধন রোগ—নানা প্রকার জীবনি রস, বিশেষতঃ অত্যধিক শোণিতস্রাব যে সকল রোগের কারণ তৎপক্ষে **সিঙ্কনা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফলতঃ সাক্ষাৎ ভাবে প্রচুর রক্তক্ষয় ব্যতীতও অতিরিক্ত স্তন্যদান রেতঃক্ষয় এবং অত্যধিক মূত্রস্রাব, উদরাময়, ঘর্ম্ম ও পূয়স্রাব প্রভৃতি যে কোন কারণেই শোণিতের অপচয় ঘটিয়া রোগোৎপন্ন হউক, তাহাতেই **সিঙ্কনা** মহৌষধ বলিয়া গণ্য।

অত্যধিক দুর্ব্বলতা, রক্তহীনতা, কর্ণে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি, অবয়বের পাণ্ডুরতা, মূর্চ্ছায় ভাব এবং দৃষ্টিমালিন্য প্রভৃতি।—উপরিউক্ত শোণিত ইত্যাদি দেহরক্ষক পুষ্টিরসের ক্ষয় প্রযুক্ত দুর্ব্বলতার পক্ষে **চায়না** যেরূপ মহৌষধ, শোণিত ক্ষয় বশতঃ উপরিউক্ত অবয়ব ও কর্ণশব্দাদি লক্ষণ সহ দুর্ব্বলতা উপস্থিত থাকিলে শ্বেতপ্রদর জ্বর, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগেও ইহাকে তদ্রূপ অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া

জানিতে হইবে। কোন রোগীর রক্তহীনতার বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ **মুখাবয়বের পাণ্ডুরতা** প্রভৃতি ভগ্নস্বাস্থ্যের চিহ্ন সহ **অত্যধিক দুর্ব্বলতা** প্রকাশ পাইলেই পূর্ব্ব কথিত রক্তস্রাবাদি তাহার কারণ কি না তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য।

স্নায়ুমণ্ডলের অত্যধিক অসহিষ্ণুভাব।—**সিঙ্কনার** ক্রিয়ায় **মানসিক উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়শক্তির তীক্ষ্ণ ভাব,** বিশেষতঃ **সামান্য স্পর্শেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের অসহনীয় বেদনা** প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার স্নায়ু শক্তিরই ক্রিয়ার তীক্ষ্ণতা বা অসহিষ্ণু ভাব উৎপন্ন হয়। মানসক্ষেত্রে বহু কল্পনার উদয়, ক্রোধ, অসন্তুষ্টি প্রভৃতি মানসিক লক্ষণে মস্তিষ্কের উদ্দীপনা সূচিত করে। চক্ষু সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব, কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং সামান্য স্পর্শে ত্বকে অত্যধিক অসহিষ্ণু বেদনা, জ্ঞানেন্দ্রিয়মণ্ডলের উদ্দীপনার পরিচয় দেয়। এস্থলে ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনার বিশেষ প্রকৃতি থাকায় অবস্থা বিশেষে তাহা **চায়নার** একটি প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। এই **বেদনা ত্বকের সর্ব্বাংশেই বর্ত্তমান থাকে, এমন কি, কেশস্পর্শেও বেদনার অনুভূতি হয়।** এই **বেদনার** বিশেষ প্রকৃতি এই যে, **মৃদুস্পর্শে বা চাপে নিতান্ত অসহনীয় হইলেও প্রবল চাপে তাহার উপশম।**

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অসহিষ্ণুতায় **সিঙ্কনা বেল** সহ তুলনীয় হইলেও ইহাতে **বেলের** রক্তাধিক্য ও মুখাবয়বের প্রবল রক্তিমার অভাব থাকে। বেদনার অসহিষ্ণুতায় ইহা **ক্যাম** ও **সিপিয়া** সহ তুলনীয়, কিন্তু **ক্যামের** অস্থিরতাদি এবং সিপিয়ার শোণিতোচ্ছ্বাস প্রভৃতি ইহাতে দৃষ্ট হয় না। স্পর্শের অসহিষ্ণুতায় ইহা **আর্ণিকা,**

ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং **ল্যাকেসিস** সহ তুলনীয়; কিন্তু **আর্ণিকা** এবং **ব্যাপটিসিয়ার** দ্বষ্টবৎ বেদনা ত্বকে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোন ব্যক্তি নিকটস্থ হইলে স্পর্শ করিবে বলিয়া **আর্ণিকার** ভীতি এবং **ব্যাপ্‌টিসিয়ার** টাইফয়েড লক্ষণ এবং বিশেষ প্রলাপ **সিঙ্কনায়** দৃষ্ট হয় না, **ল্যাকেসিসের** স্পর্শাসহিষ্ণুতা সর্ব্বত্বক্‌ব্যাপী নহে, ইহা কণ্ঠা এবং গ্রীবাদেশেই বিশেষ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়; এমন কি বেদনার স্থানে গাত্রবস্ত্রের সংস্পর্শও অসহনীয়। **ক্যাপ্‌সিকামের** স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা সহ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর জালা বর্ত্তমান থাকে। ডাং ন্যাস ডিপ্‌থেরিয়ার পরিণামে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কোন রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনায় এক মাত্রা ফিঙ্কের ৪০০০০ (40m) ক্রম **প্লাম্বাম** ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণ রোগারোগ্য করেন। ইহা স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, **সিঙ্কনার** বেদনায় "প্রবল চাপে উপশম" লক্ষণ-প্রকৃতি উল্লিখিত কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না।

আক্রমণের সাময়িকতা (Periodicity)।—রোগাক্রমণের সাময়িকতা বিশেষতঃ রোগের একদিন অন্তর একদিন আক্রমণের পক্ষে যে **চায়না** একটি প্রধান ঔষধ তাহা এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি উভয় মতের চিকিৎসকই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু এরূপ গুণবিশিষ্ট অন্যান্য ঔষধও বিরল নহে। এজন্য উপযুক্ত স্থলেই ইহা কার্য্যকারী। এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণ এইরূপ আক্রমণের ইহা সর্ব্বরোগহর ঔষধ বিশ্বাসে অযথারূপে স্থলে অস্থলে ইহার ব্যবহার করেন বলিয়াই বিষময় ফল ফলে। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কেবল ম্যালেরিয়া রোগেই **সিঙ্কনার** এই ক্ষমতা আবদ্ধ নহে। অন্যবিধ কারণোৎপন্ন রোগে লক্ষণের সাদৃশ্যানুসারে জর স্নায়ুশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগে যদি এই সাময়িকতা বর্ত্তমান থাকে **চায়না** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। অন্যান্য তুলনীয় ঔষধের বিষয় স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—অত্যধিক শোণিত স্রাবের প্রতিক্রিয়াবস্থায় **সিঙ্কনার** শিরঃশূল জন্মে। মস্তকাভ্যন্তরে দপ দপ করে। **বেলাডনাতেও** দপ্‌দপানি শিরঃশূল হয়, কিন্তু তাহার কারণ মস্তকের রক্তাধিক্য। তাহাতে মুখমণ্ডলের রক্তিমা প্রভৃতি রক্তাধিক্যের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। **সিঙ্কনার** মস্তক বেদনা সহ রক্তহীনতার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—পুরাতন বা অনেক দিনের স্থায়ী উদরাময়ে অথবা কলেরা রোগে দ্রুত জীবনি-রস-ক্ষয়নিবন্ধন রক্তহীনতার পরিণাম স্বরূপ আমরা প্রায়শঃ জলশোথ দেখিতে পাই। শিশুদিগের কলেরা রোগের পরিণামে রক্তহীন ও শোচনীয় দুর্ব্বলাবস্থায় মস্তিষ্কাভ্যন্তরে জলসঞ্চয় বা হাইড্রকেফেলাস রোগ জন্মিতে দেখা যায়; দুর্ব্বল এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য শিশুদিগের কলেরাদি রোগে সাধারণতঃ এরূপ সাংঘাতিক অবস্থার সংঘটন হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে **সিঙ্কনা** আমাদিগের বিশেষ ভরসাস্থল।

রক্তসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ শিশুদিগের প্রবল কলেরার অসমঞ্জসীভূত প্রতিক্রিয়াবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ কন্‌ভালসন হইয়া অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে। কিন্তু দুর্ব্বল শিশুদিগের কলেরার অপেক্ষাকৃত ধীরগতি অপিচ অব্যর্থ আক্রমণে রোগী দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় যায়। প্রতিক্রিয়া দুর্ব্বলতর হয় এবং অশেষে উপরিউক্ত সাংঘাতিক অবস্থার প্রাথমিক লক্ষণে রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কনীনিকা বিস্তৃত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও অগভীর থাকে। উদরাময় কখন অন্তর্দ্ধান করে কখন বা অনৈচ্ছিক ও অসাড় ভাব ধারণ করে। শরীর, বিশেষতঃ নাসিকা, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি শীতল থাকে। এরূপাবস্থায় **সিঙ্কনা** নিষ্ফল হইলে

ক্যাল্কেরিয়া ফসের উপর শেষ নির্ভর ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—সাময়িক বা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর আক্রমণশীল স্নায়ুশূলের পক্ষে, বিশেষতঃ রোগ যদি **ম্যালেরিয়া** ঘটিত হয় **সিঙ্কনা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তহীন দুর্ব্বল রোগীই ইহার উপযুক্ত ক্রিয়াক্ষেত্র। রোগ প্রায়শঃ যে কোন অক্ষি অধ স্নায়ু বা ইন্‌ফ্রা-অর্ব্বিটাল নার্ভ আক্রমণ করে। হস্তের অথবা দমকা বায়ুর সামান্য স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি হয়। **সিড্রণও** ম্যালেরিয়া ঘটিত স্নায়ুশূলের পক্ষে উপযোগী, ইহাতে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিশ্চিত নিয়মে আক্রমণ উপস্থিত হয়; প্রায়শঃ চক্ষুর্দ্ধ স্নায়ু বা সুপ্রা-অর্ব্বিটাল নার্ভ আক্রান্ত হয়। **বেলাডনাও** চক্ষুর অধস্থ স্নায়ু আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাতে রক্তাধিক্যের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ম্যালেরিয়া ঘটিত সাময়িক নিউরেল্‌জিয়া রোগের পক্ষে **আর্সেনিক** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা আস্থেনপিয়া।—রক্তস্রাব বা অন্য প্রকারের রসস্রাব প্রযুক্ত রক্তহীনতাঘটিত দৃষ্টিমালিন্যে **সিঙ্কনা** উপকারী। রক্ত হীনতা নিবন্ধন চিত্রপত্র (Retina) পাণ্ডুবর্ণ এবং কনীণিকা বিস্তৃত; লিখন পঠন প্রভৃতি কার্য্যে চক্ষু কনকন করে, অক্ষর অস্পষ্ট দেখায়।

ফুসফুসের পূয়সঞ্চার বা সাপুরেষণ অব্‌ দি লাঙ্গ্‌স্‌।—মদ্যপায়িদিগের মধ্যে এই রোগ অধিকতর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বরের সহচর প্রভূত রজনীঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় রোগীর অতীব রক্তহীন ও শীর্ণ অবস্থা। **সিঙ্কনা** বিশেষতঃ ইহার **কুইনি সাফল্‌** প্রভৃতি সল্ট এই রোগের উপশম করিতে সক্ষম। রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থায়, স্থলবিশেষে **কার্ব্ব ভেজ** অথবা **আর্স**-প্রযোজ্য। কথন কথন রোগীর বা ফুসফুসের দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগী ফুসফুসের

অধঃ অংশ হইতে নিঃশেষে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনে অক্ষম রোগীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস কালে পচা শ্লেষ্মার ভয়াবহ দুর্গন্ধ নির্গত হয়। ফুসফুসের পূর্ব্বকথিত পূয়সঞ্চারাবস্থা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। ইহার প্রধান ঔষধ, **ক্যাপ্‌সিকাম্‌ ; স্যাঙ্গুইনেরিয়াও** ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।—শোণিত প্রভৃতি জৈবরসক্ষয় নিবন্ধন আমাশয়ের দুর্ব্বলতা, অত্যধিক চা ও বিয়ার মদ্যের পান এবং অধিক পরিমাণ ফল ভোজন **সিঙ্কনার** অজীর্ণরোগের কারণ; ইহা বড় কঠিন প্রকারের রোগোৎপন্ন করে। কখন কখন বোধ হয় যেন আমাশয় এককালীন জড় পদার্থের ন্যায় জৈবক্রিয়া রহিত হইয়াছে। আহারের ২।৩ দিবস অথবা ততোধিক কাল পরেও পর্য্যুষিতবৎ অন্নের ও টাটকা চর্ব্বিত ফলাদির বমন ও উদরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। এরূপ ভয়াবহ অজীর্ণলক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দৃষ্ট হয় না; **চায়নাই** ইহার একমাত্র ঔষধ। ক্ষুধা বড় খামখেয়ালি প্রকৃতির, কখন কখন ক্ষুধা থাকে না, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে আমাশয়ের উত্তেজনা বশতঃ অতি ক্ষুধা জন্মে; শিশু নিয়মিত পুষ্টিকর বস্তু স্পর্শই করে না, মিষ্ট ও মুখপ্রিয় খুচরা বস্তুর লালসা প্রকাশ করে।

কখন কখন দুর্ব্বলতা বশতঃ ভুক্ত বস্তু ধারণে আমাশয়ের অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা জন্মে। নিয়মিত সময় অতীত করিয়া আহারে কষ্টের বৃদ্ধি হয়। দুর্ব্বলতা **চায়না** রোগের কারণ, **কার্ব্ব ভেজ** রোগও দুর্ব্বলতা-মূলক; কিন্তু **চায়নার** দুর্ব্বলতার কারণ জীবনি-রসক্ষয়, **কার্ব্বে** তাহা সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। **সিঙ্কনার** অজীর্ণে উদরে অত্যন্ত বায়ু জন্মে; সামান্য কিছু আহার অথবা পানেই তাহার বৃদ্ধি হয়। ইহার উদরস্ফীতি বড়ই কষ্টপ্রদ, উদ্‌গারে কোনই উপশম হয় না; অম্ল অথবা তিক্ত উদ্গার উঠে এবং দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ হয়। অতি বিলম্বে পরিপাক হয় এবং তদবস্থায় রোগী সহজেই মূর্চ্ছা যায়। সামান্য

আহারেই উদরের পূর্ণ বোধ ও অত্যধিক আহারের অনুভূতি জন্মে এবং রোগী **অন্ননালী বা ইসফেগাসের অভ্যন্তরে ভুক্ত বস্তু তাল বাধিয়া থাকার ন্যায় বোধ করে। চায়না**-অজীর্ণ-রোগে হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় থাকে, রজনীতে ও আহারান্তে তাহার বৃদ্ধি হয়।

কার্ব্ব ভেজ—ইহাও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের প্রভূত বায়ুসঞ্চয়ী অজীর্ণরোগের ঔষধ। কিন্তু ইহার উদর স্ফীতি **সিঙ্কনার** অপেক্ষা অধিকতর; এই বায়ুর মূল উৎপত্তিস্থান আমাশয়, তথায় ভুক্ত বস্তু পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত উদ্‌গার উঠে। **চায়নার** বায়ুদোষ সর্ব্বোদরব্যাপী এবং ইহার উদ্‌গারে **কার্ব্বের** ন্যায় পূতিগন্ধ থাকে না। **শরীরের, বিশেষতঃ জানুর শীতলতা কার্ব্বের** বিশেষ

লাইক—চায়নার ন্যায় ইহাতেও উদরে বায়ু জন্মিয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় ও অল্পাহারেই প্রচুর আহারের অনুভূতি জন্মে, কিন্তু এই বায়ুজননের স্থান নিম্নোদর। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি ও আহারান্তে অদম্য নিদ্রাকর্ষণ এবং রোগ সহ সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকে।

কল্‌চিকাম—ইহাতেও প্রভূত পরিমাণে বায়ুর সঞ্চয় হইয়া উদরস্ফীতি জন্মে এবং দুর্ব্বলতাও অত্যধিক, কিন্তু ইহাতে খাদ্য বস্তুর উপর ঘৃণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর, এমন কি, খাদ্য বস্তুর নাম করিলেও রোগীর বমনোদ্রেক ও বমন হয়।

পাল্‌স্‌ ও এবিস নাইগ্রা—উভয় ঔষধেই **সিঙ্কনার** ন্যায় অন্ননালী বা বুকের মধ্যে ভুক্ত বস্তু আটক থাকার অনুভূতি জন্মে। কিন্তু **পাল্‌সের** উপরিউক্ত অনুভূতির অকিঞ্চিৎকরতা, বসাপদার্থ ও পিষ্টকাদির আহারে অজীর্ণের বৃদ্ধি, আহারের দুই ঘণ্টা পরে আমাশয়ের

পূর্ণতা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মুখের পচা আস্বাদ এবং এবিসের অন্ননালী মধ্যে সিদ্ধকরা অণ্ড থাকার অনুভূতির স্থান চায়নার ভুক্ত বস্তু আটক থাকাবৎ অনুভূতির স্থানের অধঃদেশে অবস্থিত হওয়া, ইহাদিগকে প্রভেদ করে।

কেলি কার্ব্ব—শারীরিক রসক্ষয় এবং বহুদিবস রোগের ভোগ নিবন্ধন ভগ্নস্বাস্থ্য ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অজীর্ণ রোগ। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকায় ক্লান্তি বোধ করে ও তাহার পৃষ্ঠে বেদনা হয়। ক্ষুধায় আমাশয়ে শূন্যবোধের তুলনায় দমিয়া যাওয়ার ভাব অধিকতর থাকে। আহার কালে রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হয়। রোগী যাহা কিছু আহার করে সকলই যেন বায়ুতে পরিবর্ত্তিত হয়।

উদরাময়।—সিঙ্কনা এ রোগের নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ফলাহার ইহার প্রধান কারণ। জৈব-রসস্রাবে দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের মধ্যে, প্রবল তরুণ রোগান্তে, বসন্ত ও হাম রোগ কালে, গ্রীষ্মঋতুতে এবং মদ্যপায়িদিগের মধ্যে সাধারণতঃ এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রজনীতে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি ইহার বিশেষ প্রকৃতি; প্রাতঃকালেও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিষ্ঠাসহ অজীর্ণভুক্ত বস্তু থাকা ইহার বিশেষ লক্ষণ। অনেক সময় প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত ভুক্ত বস্তুই নির্গত হয়। বিষ্ঠা হরিদ্রাবর্ণ ও জলবৎ, ক্লেশযুক্ত, কখন কৃষ্ণবর্ণ এবং বুদ্‌বুদময়। আহারের অব্যবহিত পরেই বায়ু জন্মিয়া উদর যেন পটাহের ন্যায় হয়, প্রায়শঃই নির্গত বায়ুতে দুর্গন্ধ অথবা উদরে বেদনা থাকে না। রোগী অতি শীঘ্র দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া যায়।

আইরিস এবং ব্রায়—গ্রীষ্মকালে অথবা উষ্ণ আবহাওয়ার প্রবহনকালে যে উদরাময় জন্মে, উভয় ঔষধই তাহার পক্ষে উপকারী। আইরিসে বমন সহ প্রভূত পরিমাণ উদরাময় এবং রজনী ১।৩ টার

সময় রোগের বৃদ্ধি হয়। **ব্রায়র** উদরাময়ও রজনীতে ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় এবং বিষ্ঠায় ভুক্ত বস্তুর সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশ্রিত থাকে। **অতি ক্ষুদ্র চূর্ণবৎ অজীর্ণ বস্তুর বর্তমানতা** এবং **সামান্য শরীর চালনায় রোগের বৃদ্ধি** পরস্পরের প্রভেদক।

কার্ব্ব ভেজ, কল্‌চি এবং টেরিবিন্থ—সিঙ্কনার উদ্গার দুর্গন্ধ ও জ্বালাকর নহে। ভুক্তবস্তু অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অনেক সময় পর্য্যন্ত আমাশয়ে থাকে, উদ্গার উঠে, পরে বমন হইয়া যায়; ভুক্ত বস্তুর পচন ইহার কারণ নহে। **কার্ব্ব ভেজ**-রোগীর অধিকতর কলাপস্ লক্ষণের বর্ত্তমানতা এবং বায়ুর পূতিগন্ধ; **কল্‌চি-কামের** খাদ্যবস্তুতে অধিকতর ঘৃণা এবং আর্দ্রোষ্ণ আবহাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি; **টেরিবিন্থের** জিহ্বার লোহিত বর্ণ, ক্ষতভাব ও চকচকে দৃশ্য এবং মূত্রত্যাগের কষ্টদ লক্ষণ পরস্পরকে অধিকতর রূপে প্রভেদ করে।

উদরের বেদনা না থাকিলে ইহা **পড, কল্‌চি** এবং **ফস এসি** সহ তুলনীয়।

পডফাইলাম—বিষ্ঠার অত্যধিক পরিমাণ, রজনী ৩টা হইতে সকাল ৯টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি এবং দিবসের অবশিষ্ট সময় বিষ্ঠার স্বাভাবিক অবস্থা ও উদরের, বিশেষতঃ সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতায় **হালিসের** নিঃসরণ ইহার প্রভেদক।

কল্‌চিকাম—মলত্যাগকালে বমন ও বিবমিষা, মলত্যাগান্তেই অধিকতর দুর্ব্বলতা, আমাশয়ের জ্বালা অথবা শৈত্যানুভূতি এবং খাদ্য বস্তু, বিশেষতঃ মৎস্য অণ্ড ও **মাংসযুষ** পাকের ঘ্রাণে, এমন কি খাদ্য বস্তুর নামে ঘৃণার উদয় এবং বিষ্ঠা সহ শুভ্র ছিবড়ার বর্ত্তমানতা ইহাকে প্রভেদিত করে।

ফস এসি—ইহার উদরাময়ে রোগী দুর্ব্বল হয় না, বরঞ্চ পুরাতন রোগীদিগের শরীরের উন্নতি হইতে দেখা যায়। উদর গড়গড় করিয়া ডাকে, শরীরে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় ও অধিকতর তৃষ্ণা থাকে।

আর্সেনিক, ফেরাম এবং **ওলিয়েণ্ডার**—**সিঙ্কনার** ন্যায় ইহাদিগের সকলেরই উদরাময়ে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু থাকে। **আর্স** ও **ফেরাম, চায়নার** ন্যায়ই আহার কালে বা আহারান্তে মলত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আহার কালে মলত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়া **ফেরামে আর্স** এবং **চায়না** অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট থাকে, এমন কি আহারের অথবা পানের সামান্য চেষ্টা করিলেই মলত্যাগের বেগ হয়। শরীর চালনায় মলত্যাগের বেগ হওয়া এবং সামান্য উত্তেজনা ও শ্রমে মুখের রক্তিমা ইহার অন্যবিধ বিশেষ লক্ষণ। অস্থিরতা ও ভয়াবহ তৃষ্ণা প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণ দ্বারা **আর্স** যথেষ্টরূপে প্রভেদিত হয়। **ওলিয়েণ্ডার** উদরাময়ে পূর্ব্বদিবসের ভুক্তবস্তু অজীর্ণাবস্থায় ত্যাগ হয়। বাতকর্ম্ম করিতে অনৈচ্ছিকরূপে মলনিঃসরণে শিশুগণের পরিহিত বস্ত্র বারম্বার সমল হওয়া ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ।

কলেরা বা ওলাউঠা। কলেরার প্রাদুর্ভাব কালে উপরিউক্ত রূপ উদরাময়ই অতি সাঙ্ঘাতিক ভাব ধারণ করিয়া থাকে। অতি দ্রুত বলক্ষয়ে রোগী শয্যাশায়ী হয়, দেহ শীর্ণতা পায়, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং নাড়ী অপেক্ষাকৃত কঠিনস্পর্শ, দ্রুত এবং অনিয়মিত গতি হয়; এরূপাবস্থায় **কার্ব্ব ভেজ** সহ ইহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু শেষোক্তের গভীরতর **পতনাবস্থা,** পাখার বাতাসের জন্য অদম্য ইচ্ছা, এবং **চায়নার** বিষ্ঠা হইতে বিষ্ঠার বিভিন্নতা ও **চায়নার** ন্যায় রজনীতে ও আহারান্তে রোগের বৃদ্ধির অভাব প্রভৃতি প্রভেদক। রোগের আরম্ভে যথা সময়ে **চায়না** ব্যবহৃত হইলে অনেক স্থলেই রোগ অঙ্কুরে বিনিষ্ট হইয়া থাকে। কলেরার পরিণাম রোগ, **মস্তিষ্কোদকে** ইহার উপকারিতার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য কলেরান্তের দুর্ব্বলতায় ইহা মহৌষধ।

যকৃৎ রোগ— ন্যাবা, যকৃতের পাথরি বা ক্যাল্‌কুলাই।— **সিঙ্কনা** ন্যাবা বা জণ্ডিস রোগের পক্ষে একটি প্রধান ঔষধ। অত্যধিক রেতঃক্ষয় নিবন্ধন রোগেই ইহা বিশেষ উপকারী। অতিরিক্ত মদ্য পান ও আহারের অত্যাচার অথবা অন্যান্য কারণ ঘটিত আমাশয় ও ডিওডিনাম অন্ত্রের প্রতিশ্যায়, ইহার প্রধান ও সাক্ষাৎ কারণ মধ্যে পরিগণিত। রোগী অতি শীর্ণ ও দুর্ব্বল থাকে এবং সমস্ত শরীর ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। বিষ্ঠা সাদাটে হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ অথবা কখন কখন উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। যকৃৎ স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত, এবং অনুভূতি যেন উদরোর্দ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বের ত্বকের অধঃদেশে ক্ষত রহিয়াছে। **নাক্স-ভ** এবং **সাল্‌ফার** সহ ইহা তুলনীয়।

বিলিয়ারি ক্যাল্কুলাই বা **ক্ষুদ্র পিত্তশিলার** পক্ষে ডাং থেয়ার **সিঙ্কনাকে** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডাং ফ্যারিংটন বলেন অন্য কোন ঔষধের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণের অভাবে **সিঙ্কনাই** একমাত্র প্রযোজ্য ঔষধ।

ডাং উইলিয়াম্‌স্‌ এ রোগে **ইপিক্যাক** ব্যবহারে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

ডাং বার্ণেট **হাইড্র্যাষ্টিসকে** বিলিয়ারি ষ্টোন কর্ত্তৃক উদর-শূলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

এ রোগে **বার্ব্বেরিস ভাল্‌গারিস** অন্যমত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুক্রমেহ, স্পার্ম্যাটরিয়া।—অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত রেতঃক্ষয় অথবা ক্রমাগত তিন চারি দিবস স্বপ্নদোষ হইয়া যে ধাতু দুর্ব্বলতা জন্মে তাহার তরুণাবস্থায় **সিঙ্কনা** উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু উপরিউক্ত কারণনিবন্ধন পুরাতন রোগে অর্থাৎ রোগ যখন মজ্জাগত বা ধাতুস্থ হয় তখন **ফস্ফরিক এসিড** প্রযোজ্য। এরূপাবস্থায় **চায়না** দ্বারা উপকার হওয়া দূরের কথা, বরং ইহা অনুপকারের কারণ হইয়া থাকে।

আবদ্ধজরায়ুকুসুম (Retained placenta) রক্তস্রাব — ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্ব্বল প্রসূতিদিগের জরায়ু-কুসুম বহির্নিক্ষিপ্ত না হওয়ায় শিথিল

জরায়ু হইতে ভয়াবহ রক্তস্রাব হইয়া কর্ণশব্দ, মূর্চ্ছা, ঘোরদৃষ্টি প্রভৃতি নানা প্রকার **সিঙ্কনা লক্ষণ** উপস্থিত হইলে এতদ্দ্বারা রোগিনীর রোগ দূর হইয়া জীবন রক্ষা পায়। এইরূপ শোণিতস্রাবে অবস্থানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধনিচয়ও উপকারী।

ছয়টি সন্তানের মাতা কোন ভদ্র মহিলা ম্যালেরিয়া প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার সপ্তম গর্ভকালে ম্যালেরিয়ারোগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটে। তিনি অতিশয় দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্থান পরিবর্ত্তন ও চিকিৎসা জন্য কলিকাতায় আসাই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। কলিকাতা রওয়ানা হইবার দিন মলত্যাগ করিতে জরায়ু হইতে কণ্টকবৎ কোন পদার্থ নির্গত হয়। গাড়ীর মধ্যেও অত্যন্ত পচাগন্ধের একটি চাপ নির্গত হইয়া যায়। ফলতঃ তখন পর্য্যন্তও রোগিণী তাহা মৃত ভ্রূণের অংশ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কলিকাতা আসিয়া ৮।১০ দিবস দৃষ্টতঃ ভাল ছিলেন। পরে রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে তিনি সকল বিষয় প্রকাশ করেন এবং গর্ভ নষ্ট হওয়ায় অতিশয় পচাভ্রূণাংশের সহিত রক্তস্রাব বলিয়া রোগ নির্ব্বাচিত হয়। এরূপ রক্তস্রাব প্রায় কুড়ি বার হয়। এলপ্যাথি মতে জরায়ুর ধাবন ও আর্গটের সেবনাদিতে ২।৪ টুকরা ভ্রূণাংশস্থানান্তরিত হইয়াছিল, কিন্তু স্রাবের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। কখন কখন এতাদৃশ অধিক রক্তস্রাবে নাড়ীর লোপ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বারই ১× হইতে ৩× চায়নায় ত্বরিত-স্রাব বন্ধ এবং কর্ণের ঘণ্টাধ্বনি ইত্যাদি লক্ষণ বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ।

ক্যান্থারিস—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়োপরি ক্রিয়ায় ইহাদ্বারা জরায়ু হইতে মাংসবৃদ্ধি এবং অন্যান্য আগন্তুক বস্তু বহির্নিক্ষিপ্ত হয়। এ কারণ গর্ভপাত অথবা প্রসবান্তে জরায়ু-কুসুমের আবদ্ধতা নিবন্ধন রক্তস্রাব ঘটিলে ইহা জরায়ু-কুসুম-বহির্নিক্ষেপণের সাহায্য করিয়া রক্তস্রাব নিবারণ করে। এরূপ ক্রিয়ায় ইহা **পাল্‌সেটিলা** সহ তুলনীয়।

পাল্‌সেটিলা—প্রসবের পর জরায়ু-কুসুম জরায়ুসহ আবদ্ধ থাকিলে ইহাদ্বারা কার্য্য হইতে পারে। এই সকল স্থলে ইহা কেবল জরায়ু-কুসুম বহির্নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেনা, কিন্তু ইহা জরায়ু-পেশীতে এরূপ শক্তি প্রদান করে যে তাহাতে প্রসবান্তিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

ইপিকা—প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব, বকন, বিশেষতঃ বিবমিষা ইহার সাধারণ প্রদর্শক। কখন কখন শ্বাস-কৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকে। শরীর শীতল বা শীতল ঘর্ম্মাবৃতও থাকিতে পারে।

বেলাডোনা—স্রুতরক্ত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ; দ্রুত জমাট বাঁধে, জননেন্দ্রিয় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে শোণিত তপ্ত লাগে। **বেলাডোনা রক্তস্রাবে** মুখরক্তিমা বর্ত্তমান থাকে।

ট্রিলিয়াম—প্রত্যেক প্রসবান্তেই উজ্জ্বললোহিত কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব।

মিলিফলিয়াম—বেদনাহীন উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ স্রাব। প্রকরনের তুল্য হইলেও ইহাতে তাহার অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠাদি থাকেনা।

সেবিসা—পিউবিস হইতে কটি পর্য্যন্ত বেদনার সহিত উজ্জ্বল লোহিত চাপচাপ রক্তস্রাবের শরীর চালনায় বৃদ্ধি।

কার্ব্ব ভেজ—অবিশ্রান্ত মৃদু শিরারক্ত স্রাবে রোগিনী পাখার বাতাস চাহে এবং শরীর শীতল এবং নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত থাকে।

সিকেলি—শীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের মৃদু কৃষ্ণবর্ণ পচাটে রক্তস্রাব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চন চন করে। গাত্র শীতল থাকিলেও রোগিনী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না।

এরিজিরণ—সেবিনার ন্যায় রক্তস্রাব। সরলান্ত্র ও মূত্রস্থালীর উত্তেজনা ইহার প্রভেদক লক্ষণ।

হেমামেলিস—মৃদু শিরাশোণিতস্রাব। শোণিতসংস্পৃষ্ট প্রদেশে টাটানি বেদনা ও ঘৃষ্ট বোধ।

সাইক্লেমেন—মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার দুর্ব্বলতায় স্বল্পাধিক রক্তস্রাবেই যাহাদিগের শিরোঘূর্ণন ও দৃষ্টিমালিন্য জন্মে। রক্তস্রাবাধিক্য তাহার কারণ নহে।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্,—প্রবল ও তরুণ রসবাত রোগের প্রথমাবস্থায় **সিঙ্কনা** কার্য্যকারী নহে, রোগ কথঞ্চিৎ

পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যখন সন্ধির স্ফীতি এবং বেদনা বর্ত্তমান থাকে অপিচ জ্বর সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে, তখনই এতদ্দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। ঝাঁকি এবং চাপবৎ বেদনা এবং আক্রান্ত সন্ধি এরূপ স্পর্শাসহিষ্ণু যে ভীতি প্রযুক্ত রোগী কাহাকেও নিকটস্থ হইতে দেয় না, এবং কেহ সামান্য স্পর্শ করিলে চীৎকার করিয়া উঠে।

প্রলেপক জ্বর (Hectic Fever)।—বহুদিন পূয়ক্ষরণ-প্রযুক্ত জ্বরকালে রোগীর উভয় গণ্ড লোহিতাভ। উদরাময় ইহার চিরসঙ্গিরূপে উপস্থিত থাকিয়া অতিরিক্ত পূয়ক্ষরণে দুর্ব্বল রোগীকে অধিকতর বলহীন করিয়া শয্যাগত করে। কিন্তু রোগী তাহার শক্তির তুলনায় অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাশীল থাকে। রজনীতে প্রভূত দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম হয়। ইহার পক্ষে **সিঙ্কনা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এলপ্যাথির মতেও ইহা কুইনাইনরূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন এতদ্দ্বারা ফল না হইয়া রোগীর চরমাবস্থা উপস্থিত হইতে থাকে, তখন লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া **আর্সেনিক** অথবা **কার্ব্ব ভেজ** প্রয়োগই আমাদিগের গত্যন্তর বলিয়া জানিতে হইবে।

সবিরাম জ্বর (Intermittent fever)।—সবিরাম, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াঘটিত সবিরাম জ্বর নাশক ক্ষমতা থাকাই **সিঙ্কনার** ঔষধগুণ আবিষ্কারের কারণ। বাস্তবিক পক্ষে এবম্বিধ জ্বর নিবারণে ইহার ক্ষমতা অদ্ভুত হইলেও অসীম নহে। এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহার ক্ষমতার অসীমত্বে বিশ্বাস নিবন্ধন ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হইয়া যথা তথা ইহার অপব্যবহার দ্বারা বহুতর রোগীর রোগ কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য করিয়া তুলিয়া থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি **সিঙ্কনায়** শোণিতকণিকার ধ্বংসকর ক্ষমতা আছে। এলপ্যাথি মতেও ইহা শোণিতের অপচায়ক এবং ম্যালেরিয়া কীটাণুর ধ্বংসকর বস্তু। সুতরাং উপযুক্তস্থলেও অধিকতর মাত্রায়

সেবনে এবং অনুপযুক্ত স্থলে যে কোন মাত্রায় সেবনে যে ইহা রক্তকণিকার ধ্বংসসাধনের ও তৎফল স্বরূপ নানা প্রকার রোগের কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফলতঃ শরীরোপাদানের নিগূঢ় দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট ও রসরক্তাদি সহ সংমিশ্রিত কোন রোগবিষকে প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ধ্বংসের চেষ্টা করিয়া রোগাপনোদনের প্রয়াস কতদূর সঙ্গত তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই বোধগম্য হইবে, কেননা অন্যান্য শরীরোপদানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবল রোগবিষের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করিবে, এরূপ কোন ঔষধ, বিশেষতঃ স্থূল মাত্রায় কার্য্যসাধক কোন ঔষধের আবিষ্কার সুদূরপরাহত। প্রায় সকল মতের চিকিৎসকের পক্ষেই তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। সদৃশ মতাবলম্বীর পক্ষে তাহা চিন্তার অগোচর। তাঁহারা কখনই এরূপ অযৌক্তিক চেষ্টা করেন না। ব্যক্তিবিশেষের রোগাক্রষ্টতা দূরীভূত করিয়া যাহাতে জান্তব অথবা উদ্ভিজ্জ রোগবীজাণু শরীরে উপযুক্ত বাসোপাদান প্রাপ্ত হইয়া নির্বিঘ্নে বংশবৃদ্ধি করিতে সমর্থ না হয় তাহারই চেষ্টা করিয়া হোমিওপ্যাথি রোগারোগ্যের চেষ্টা করে। এইজন্য হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসায় রোগীবিশেষে এক ম্যালেরিয়া জ্বরেই ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন, তদ্বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

জঙ্গলময়, জলগণ্ড প্রদেশের জ্বর অথবা ম্যালেরিয়াঘটিত সবিরাম জ্বর, যাহাতে শীতকম্প,তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিন অবস্থাই বিশেষ পরিস্ফুট থাকে, এরূপ সাময়িক জ্বরের অবস্থাবিশেষে **সিঙ্কনা** বা ইহার সল্ট বা লবণাদি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ত্র্যহিক অথবা চাতুর্থিক আক্রমণবিশিষ্ট স্বল্পাধিক দেশব্যাপক জ্বরের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। সাধারণ ম্যালেরিয়া-জীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা নিষ্ক্রিয়। শীতকম্পের পূর্ব্বে অথবা পরে তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু তাহার ও তাপের প্রকৃত ভোগাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না, রোগী যে জলের আকাঙ্ক্ষা করে তাহা কেবল মুখ সিক্ত করিবার জন্য। শীতকম্পের অন্যান্য পূর্ব্বলক্ষণের

মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, শিরঃশূল এবং বিবমিষা উল্লেখযোগ্য; অমিশ্র শীতকম্পের স্থায়িত্ব কাল অতি অল্প, তাহার সহিত শীঘ্রই তাপ যোগদান করে। **শীতকম্পকালে রোগী গাত্র বস্ত্রাবৃত রাখে; অগ্নির নিকট উপবেশন করে; কিন্তু তাহাতে কোন উপশম পায় না।** তাপ অধিক কাল স্থায়ী হয় এবং রোগী গাত্রবস্ত্র ত্যাগ করে। তাপাবস্থায় শিরাদি স্থূল হইয়া উঠে, মুখমণ্ডল আরক্ত হয় এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত প্রলাপ উপস্থিত হইতে পারে। অনেক কাল স্থায়ী ঘর্ম্মে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। **ঘর্ম্মকালে তৃষ্ণা** থাকাই **সিঙ্কনার** বিশেষ লক্ষণ।

যকৃৎ ও প্লীহায় রক্তাধিক্য বশতঃ সহজ স্ফীতিসহ তরুণ ও জটিলতাহীন জ্বরে উপরিউক্ত **সিঙ্কনা** উপকারী; যন্ত্রাদির পুরাতন বিবৃদ্ধিযুক্ত, জটিল এবং কঠিন রোগে, বিশেষতঃ অতিরিক্ত কুইনাইনের ব্যবহারে বিকৃত জ্বরে ইহা কার্য্যকারী নহে। **সিঙ্কনাজ্বরের** বিরামাবস্থাতেও নানা প্রকার লক্ষণের বর্ত্তমানতা রোগের গভীরতার প্রমাণ। পিত্তদোষনিবন্ধন মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, মলিন হরিদ্রাভা, প্লীহার স্ফীতিসহ প্লীহাদেশে টাটানি বেদনা, এবং ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব অথবা কুকুরের ন্যায় অস্বাভাবিক ক্ষুধা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। শোণিতের অপকৃষ্টতা এবং যকৃৎ ও প্লীহায় শোণিত-সঞ্চলনের বাধাপ্রযুক্ত পদের শোথ জন্মে। নিদ্রার বাধা, চক্ষু নিমীলিত করিলে ভ্রান্ত অবয়বাদির দৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণও উপস্থিত হয়।

সাল্‌ফেট অব কুইনাইন প্রভৃতি **সিঙ্কনা সল্ট** প্রায় সমক্রিয় ঔষধ। সাধারণ ভাবে ইহাদিগের সবিরাম জ্বরসহ **সিঙ্কনাজ্বরের** সাদৃশ্য থাকিলেও কতিপয় বিশেষ লক্ষণ উভয় জ্বরকে প্রভেদিত করিয়া থাকে। আমরা নিম্নে সবিরাম জ্বরে **কুইনি সাল্‌ফ** এবং **সিঙ্কনার** প্রতিযোগী অন্যান্য ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

কুইনি সাল্‌ফ—ইহা এবং **সিঙ্কন** উভয়েরই আক্রমণ অগ্রগামী (Anticipating) হইতে পারে। উভয়ের জ্বরেই ঘর্ম্মকালে প্রভূত তৃষ্ণা থাকে। **সিঙ্কনা** জ্বরের আক্রমণ অনিয়মিত, **কুইনাইনের** নিয়মিত ত্রৈহিক; **সিঙ্কনার** জ্বর রজনী ভিন্ন অন্যান্য সকল সময়েই হয়, **কুইনাইনের** জ্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৯টা রজনীতে আক্রমণ করে। **সিঙ্কনা** জ্বরে তৃষ্ণা, অস্বাভাবিক ক্ষুধা, শিরঃশূল, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি জ্বরপূর্ব্ব লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, **কুইনাইনের** জ্বরে কোন পূর্ব্বলক্ষণ থাকে না। শীতকম্প ও তাপে **সিঙ্কনায়** তৃষ্ণা থাকে না, **কুইনাইনে** তদবস্থায় তৃষ্ণা থাকে।

উপরিলিখিত সাধারণ **সিঙ্কনা** জ্বর ব্যতীত ইহার অন্য এক প্রকার জ্বরাক্রমণ হইতে দেখা যায়; এই জ্বর প্রায়শঃ **আর্সেনিক জ্বর** বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। তৎবিষয়ে ডাঃ এলেনের প্রদর্শক লক্ষণ প্রদত্ত হইল। ডাঃ এলেন—"**শীতকম্পের পূর্ব্বের** এবং **ঘর্ম্ম** ও **বিরামকালের লক্ষণ** উভয়বিধ জ্বরাক্রমণেই সমপ্রকার; **শীতকম্পাবস্থায় তৃষ্ণাসহ** একই সময়ে পর্য্যায় ক্রমিকভাবে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে শৈত্য ও তাপের উপস্থিতি এবং **তাপকালে তৃষ্ণা** সহ ত্বকে সূক্ষ্ম লৌহশলাকা বা সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতি এবং শরীরের কোন অংশে তাপ ও কোন অংশে শৈত্য দ্বিতীয় প্রকার **সিঙ্কনাজ্বরের** প্রদর্শক।"

"জ্বরের তাপাবস্থায় সর্ব্বশরীরে কীটদংশনবৎ অনুভূতি, এ প্রকার জ্বরের নিয়মিত লক্ষণ মধ্যে গণ্য নহে।"—হানিমান।

সিঙ্কনা ও কুইনাইন জ্বর সম্বন্ধে বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের মত। "জ্বর তাপের অতিবৃদ্ধি কালে তৃষ্ণার অভাব।" ডাঃ লিপি।

"নিদ্রাকালে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ এবং গ্রীবা দেশে প্রচুর ঘর্ম্ম"—হানিমান।

"যদি কোন ঔষধের নির্দ্দিষ্টপ্রদর্শক প্রকাশিত না হয় এবং জ্বরের শীতকম্পাদি অবস্থার অসম্পূর্ণতা থাকে, অপিচ আক্রমণ যদি নিয়মিত সময়ান্তর হয়, তাহাতে ৩০ অথবা ২০০ ক্রমের **কুইনি সালফ** প্রয়োগে অন্যৌষধের প্রযোজ্যতা স্পষ্টীকৃত হয়, অথবা স্বয়ংই রোগ আরোগ্য করিতে পারে। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে অত্যুচ্চ ক্রমে ইহা প্রতিষেধকরূপেও কার্য্য করে।" ডাং এলেন।

"নূতন সবিরাম জ্বরের আক্রমণে শীতকম্প না হইলেও প্রথমে নিশ্চিতরূপে তাপ ও পরে সর্ব্বশরীরে **প্রচুর** ও **দুর্ব্বলকর** ঘর্ম্ম উপস্থিত হইলে **কুইনাইন** তাহার ঔষধ"। উপরিউক্ত লক্ষণ ব্যতীত **কুইনাইন** প্রয়োগে "অনেককাল স্থায়ী পুরাতন সবিরাম জ্বর সাধারণতঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।" ডাং বার্ট।

অধিক দিন পর্য্যন্ত অত্যধিক পরিমাণে কুইনাইন প্রয়োগে রসবাত, উদরাময়, উদরী এবং যকৃত ও প্লীহার যান্ত্রিক রোগ প্রভৃতি যে সকল **কুইনাইন** জীর্ণরোগ উপস্থিত হয় তাহাদিগের চিকিৎসায় **কুইনাইনের** প্রতিষেধক ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইরূপ ঔষধমধ্যে আর্স, আর্ণি, কার্ব্ব ভেজ, ফেরাম, ল্যাকেসিস্, নেট্রাম মিউ এবং পাল্‌স অবস্থানুসারে আশু ফলপ্রদ।" ডাং এলেন্।

ডাং সামুএল সোয়ান **কুইনাইনরোগে-জীর্ণ** কতিপয় কঠিন রোগীকে **কুইনি সালফ** ১০০০০ ক্রমের (10m) দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। ডাং এলেন।

সিঙ্কনা সহ তুলনীয় কতিপয় ঔষধ :—

কর্ণাস ফ্লরিডা—শীতকম্পের বহু পূর্ব্বে নিদ্রালুতা উপস্থিত হয়; রোগী শীতানুভব করে, কিন্তু গাত্রস্পর্শে তাপ প্রকাশ পায়; তাপসহ তন্দ্রা থাকে এবং পরে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

মিনিয়ান্থিস—হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগের বরফবৎ শীতলতাসহ

শীতকম্পের প্রাধান্য থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, বস্তুতঃ সমুদয় শরীরসীমাংশই শীতল থাকে।

ক্যাপ্সিকাম—তৃষ্ণার বর্ত্তমানতাসহ শীতকম্প পৃষ্ঠ আক্রমণ করে। **ইগ্নেসিয়ার** ন্যায় ইহাতেও পৃষ্ঠে তাপ প্রয়োগে এবং শরীর বস্ত্রাবৃত করিলে রোগী উপশম বোধ করে।

ইউপেটরিয়াম পার্ফলিয়েটাম—সাধারণ জরাক্রমণ কাল পূর্ব্বাহ্ন ৯টা, কিন্তু কখন কখন প্রাতঃকালের যে কোন সময়ে অথবা এক দিবস পূর্ব্বাহ্নে পর দিবস অপরাহ্নে জরাক্রমণ হয়। সাধারণতঃ শীতকম্পের পূর্ব্বে তৃষ্ণা ও তিক্ত বমন। জলপান করিলে রোগী শীত বোধ করে। তাপের পরে অতি অল্প মাত্র ঘর্ম্ম।

ল্যাকেসিস—কুইনাইনআবদ্ধ শরৎকালের শীতকম্পজ্বর বসন্ত কালে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

কেপ্সিকাম—বসন্তকালের সবিরাম বা "এগু" জ্বরে তীক্ষ্ণ শীতকম্প ও হস্ত ধোপার হস্তের ন্যায় কুঞ্চিত।

ইয়ুক্যালিপ্টাস—কোন কোন প্রকার সবিরামজ্বরে প্রশংসিত হইয়াছে, কিন্তু প্রদর্শক লক্ষণ নির্ণীত হয় নাই।

কার্ব্ব ভেজ—পুরাতন রোগে জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত শীতল থাকে।

আর্সেনিক—কুইনাইনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কুফলের প্রতিষেধক।

ফেরাম—যে স্থলে অলীক বাহ্যিক রক্তাধিক্যের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোগী রক্তহীন থাকে সে স্থলে ইহা **কুইনাইনের** অতি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে। সহজেই মুখে রক্তিমা জন্মে ও শোণিতবহা নাড়ীর প্রবল স্পন্দন হয়। প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং বিশেষরূপে পদের শোথ থাকে।

প্লীহারোগ।—প্লীহার রক্তাধিক্য, স্ফীতি, টাটানি ও সূচিবেধবৎ বেদনা বা প্রদাহ প্রভৃতি রোগ ম্যালেরিয়া অথবা সাময়িক সবিরাম জ্বরনিবন্ধন হইলে **সিঙ্কনা** প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। **চাইনি সাল্ফও** এইরূপ কারণসম্ভূত কথিত রোগাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরানিয়া ডায়াডেমা—গ্রেভেলের রসধাতু (Hydrogenoid constitution) বিশিষ্ট ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহারা সামান্য আদ্রতা, আর্দ্র আবহাওয়া, আদ্র স্থানে বাস প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী। বিশেষতঃ এই সকল ব্যক্তি সবিরাম জ্বরাক্রান্ত থাকিলে, আবহাওয়ার সামান্য আদ্রতায় জ্বর পুনঃ পুনঃ পুনরাবর্ত্তন করে ও সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় রক্তস্রাব ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। ইহাতে জ্বরের শীতকম্পাবস্থারই প্রাধান্য থাকে এবং তাহার আক্রমণে বিশেষরূপ সাময়িকতা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক প্রকারের জ্বরে—দ্বাহিক, ত্র্যহিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি আশ্চর্য্য সাময়িকতা রক্ষিত হয়।

পিওেরিয়া রোবাষ্টা—ইহাতেও প্লীহাস্থানে বেদনা, প্লীহার বর্দ্ধন এবং স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকে। **ঊর্দ্ধে স্তনাগ্র এবং নিম্নে কটি অথবা হিপসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাম পার্শ্বের যে কোন প্রকারের বেদনাতেই উপকারী** বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি আছে। এই বেদনার টাটানি অথবা সূক্ষ্ম ধারাল অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তনবৎ প্রকৃতি থাকে।

ক্যাপ্সিকাম—ডাং জারের মতে প্লীহার স্ফীতি, স্পর্শাসহিষ্ণুতা বা চাপে বেদনা এবং প্লীহার বিবৃদ্ধিতে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী।

আর্ণিকা—প্লীহায় আঘাত বশতঃ রোগী অভিভূত ও সংজ্ঞাশূন্য প্রায় হয়। প্লীহারোগের মৃদু অথবা তীক্ষ্ণ বেদনা সহ টাইফয়েড বা দূষিত অবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনায় **আর্ণিকা** বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বেলিস—প্লীহাদেশের স্ফীতি জন্মায়, **নেট্রাম মিউ** এবং **ফেরাম মেট**ও প্লীহারোগে উপকারী।

সিয়ানোথাস—প্লীহারোগই ইহার একমাত্র ক্রিয়াস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ডাং বার্ণেট বলেন—প্লীহার যান্ত্রিকদোষ সংশোধনে ইহার বিশেষ ক্রিয়া। প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে প্লীহার গভীর দেশে বেদনা ও গভীর সূচিবেধবৎ বেদনার আদ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি এবং প্লীহার বিবৃদ্ধি প্রধান। প্লীহার পুরাতন বেদনায় সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের বেদনা সহ শ্বাসের অপ্রচুরতার অনুভূতি প্লীহার সূচিবেধবৎ বেদনায় **চেলিডনিয়াম, বার্ব্বেরিস, সালফার** ও **কনায়াম** অন্যান্য ঔষধ।

রক্তস্রাব।—এই ভয়াবহ অবস্থার চিকিৎসায় **সিঙ্কনা** আমাদিগের প্রায় সর্ব্বপ্রধান ভরসা স্থল। যে কোন যন্ত্রপথ হইতেই রক্তস্রাব হউক না কেন, প্রভূত পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্তস্রাব হইয়া রোগীর প্রায় রক্তহীনাবস্থা প্রাপ্তি, তাহার সমুদয় শরীরের, বিশেষতঃ মুখ-মণ্ডলের শীতলতা ও বসিয়া যাওয়া এবং খাবিখাওয়ার ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় **পাখার বাতাস চাওয়া** প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া কর্ণে শব্দ ও মূর্চ্ছার ভাব হইলে বা মূর্চ্ছা যাইলে ইহা রোগীর একমাত্র প্রাণ রক্ষাকারী ঔষধ। প্রসবের পূর্ব্বের ও পরের রক্তস্রাবে ইহা অতি উপকারী ঔষধ।

আর্সেনিকাম—কোন যন্ত্রের টাইফয়েড বা পচিতাবস্থায় অদম্য ও অবিশ্রান্ত ধীর ভাবের শোণিতস্রাবে ইহা উপকারী। **কার্ব্ব-ভেজ**ও এই পর্য্যায়ের ঔষধ। উভয়েরই আক্রান্ত যন্ত্রে জ্বালাযুক্ত বেদনা থাকে। **আর্স** অস্থির এবং উত্তেজনাপ্রবণ ঔষধ, **কার্ব্ব** জড়বৎ নিশ্চেষ্ট অবস্থা আনয়ন করে, রোগী গভীর কল্যাপ্সগ্রস্ত হয়।

ফেরাম—জরায়ুর রক্তস্রাবে চাপমিশ্রিত উজ্জ্বল লোহিত-বর্ণ রক্ত থাকে। রোগিণীর সাধারণতঃ পাণ্ডুর **মুখাবয়ব, রক্তো-**

চ্ছ্বাস বশতঃ আরক্ত হয় এবং ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে। উপরিউক্তরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে যে কোন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হউক না, ইহা উপকারী।

একালাইফা ইণ্ডিকা—শুষ্ক কাসির আক্রমণ হইয়া ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবে উপকারী।

সিনামমাম—হঠাৎ টান লাগা অথবা পদস্খলন নিবন্ধন রক্ত-স্রাবে উপযোগী।

সাইক্লেমেন—প্রভৃত রক্তস্রাবসহ শিরোঘূর্ণন ও কোয়াসার মধ্যে দৃষ্টির ন্যায় ঘোলা দৃষ্টি। ইহা অধিক রক্তস্রাবপ্রযুক্ত সাধারণ মূর্চ্ছার ন্যায় নহে; মস্তিষ্কমেরুমজ্জার দুর্ব্বলতাগ্রস্ত ক্ষীণ স্ত্রীলোকদিগের সামান্য রক্তস্রাবেই এরূপ ঘটিতে পারে।

একনাইট—ইহাতে প্রবল, প্রচুর, উজ্জ্বল-লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব সহ উৎকণ্ঠা, মৃত্যুভীতি প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।—অতিরিক্ত স্তন্যদান; রক্তস্রাব; অত্যধিক ঋতুস্রাব; পুরাতন ও তরুণ উদরাময়, যাহাতে বিষ্ঠার পরিমাণের উপর রোগের গুরুত্ব নির্ভর করে; অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা, যাহাতে অধিক পরিমাণ বীর্য্যাপচয় ঘটে; এই সকল কারণনিবন্ধন রক্তহীনতায় **সিঙ্কনা** অদ্বিতীয় ঔষধ। ইহাতে কেবল যে শোণিতের পরিমাণের হ্রাস হয় তাহাই নহে, তাহার উপাদানগত গুণাপকর্ষতাও ঘটে। ইহার বিশেষ-লক্ষণমধ্যে মস্তকের গুরুত্ব, দৃষ্টিহানি, মূর্চ্ছা, কর্ণমধ্যে ঘণ্টাবাদনবৎ ধ্বনি, অম্লোদ্গার, অজীর্ণদোষ এবং উদরের স্ফীতি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। রোগী দমকা বাতাসে অসহিষ্ণু হয়, কিন্তু তথাপি পাখার বাতাস করিতে বলে।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকামও রসক্ষয়প্রযুক্ত রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতার ঔষধ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ঋতুদোষনিবন্ধন পুরাতন রোগের এবং নির্জ্জীব বিবর্ণ ব্যক্তির ঔষধ। রক্তহীনতায় **চাইনিনাম**

আর্সেনিকোসামের ব্যবহার কেবল বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

এসেটিক এসিড—অতিরিক্ত স্তন্যদান বশতঃ রক্তহীন প্রসূতিদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। গৌরবর্ণাদিগের ত্বক মোমের ন্যায় ফেকাসে হয় এবং পিপাসা থাকে।

ফেরাম—রক্তহীনতায় অলীক-রক্তাধিক্য-লক্ষণ বা ক্ষণে ক্ষণে শোণিতোচ্ছ্বাস ঘটিয়া মুখের রক্তিমা। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ফেকাসে থাকে, আহারান্তে ভুক্ত বস্তুর বমন হয় এবং আকর্ণনে গ্রীবাদেশশিরায় "গুণ, গুণ, ফিশ, ফিশ" (Bruit) শব্দ শ্রুত হয়। রোগীর অবিশ্রান্ত শীতভাব বর্ত্তমান থাকে এবং কখন কখন সন্ধ্যাকালে প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর হয়। রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলে **ফেরাম ফস্‌** দ্বারা উপকার হইতে পারে।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ দ্বারা ফল না হইলে ডাঃ সালার **ফেরাম ফসের** ব্যবস্থা করেন। **ফেরাম সিঙ্কনার** ন্যায় রসক্ষয়জনিত রক্তহীনতার ঔষধ নহে; ইহা জটিল রোগের ঔষধও নহে; এস্থলে ডাঃ হিউজ **ফেরাম রিডাক্‌টাম্‌** ১ অথবা ২ ট্রিটুরেষণের ব্যবস্থা করেন। ডাঃ লাড্‌লাম **ফেরাম-এট-ষ্ট্রিক্‌নিয়া সাইট্রেটের** প্রশংসা করেন। ডাঃ জসেট **ফেরাম এসেটিকাম** অথবা **ফেরাম গ্র্যাটিক্‌জ্যালেটের** এবং ডাঃ হলকুম্ব **ফেরাম ফসের** ব্যবহার করিয়াছেন। জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, উপরোক্ত ফেরামসল্ট সকলের যদৃচ্ছা ব্যবহার হয় না, ইহাদের ব্যবহার লক্ষণসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে।

দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি।—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা প্রভৃতি নিবন্ধন জৈবরসক্ষয়োৎপন্ন দুর্ব্বলতা এবং আমাশয়স্থল দমিয়া যাওয়ার বোধসহ তরুণ রোগান্তিক দুর্ব্বলতা, এই উভয় প্রকার ক্রিয়াগত দুর্ব্বলতাতেই

সিঙ্কনা উপকারী ঔষধ। অধিককালব্যাপি জৈবরসক্ষয়প্রযুক্ত রক্তহীনতার ফলস্বরূপ সাধারণ দৌর্ব্বল্যের পক্ষেও ইহা মহৌষধ।

আর্সেনিক—পর্ব্বতারোহণ প্রভৃতি নিবন্ধন পেশীদুর্ব্বলতা নিবারণে ক্ষমতাশীল।

ফস্‌ফরাস—স্নায়বিক দুর্ব্বলতার মহৌষধ। স্নায়ুমণ্ডলের বলক্ষয় নিবন্ধন রোগী হঠাৎ শয্যাগত হয়।

কার্ব্ব ভেজ—দুর্ব্বল প্রকৃতির ও বহুকালের অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, দুর্ব্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং অতিরিক্ত স্তন্যদাত্রী রমণী ও যান্ত্রিকরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দুর্ব্বলতায় ইহা উপকারী। রোগীর শরীর শীতল এবং নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত থাকে।

এসিড ফস্—স্নায়বিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়াগত দুর্ব্বলতায় মেরুদণ্ডের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্বালা থাকিলে উপকারী। মস্তিষ্ক ও শরীর জড়বৎ হয়।

লেক্‌চার ২২ (LECTURE XXII)

আর্ণিকা (Arnica)।

প্রতিনাম।—আর্ণিকা মণ্টেনা।

সাধারণ নাম।—লেপার্ডস্‌ বেন।

জাতি।—কম্পজিটি।

জন্মস্থান।—উত্তর ভূখণ্ডের পর্ব্বতময় প্রদেশে ক্ষুদ্র বৃক্ষাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—মূল, পত্র ও পুষ্পের মিশ্রিত টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক হইতে দশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—মূল আরক (ϕ) হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত সধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; এক্ষণে ১০০০০০ ক্রম (cm) পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইতেছে। *

উপচয়।— বিশ্রামে, শয়নাবস্থায়; ওয়াইন মদ্যপানে।

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ মেকোম্বার—৯ বৎসরের বালক; মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাবেষ্টপ্রদাহ (Cerebro-spinal meningitis) রোগ; প্রথমে হায়সা ও সালফারে উপশম হইয়া রোগ পুনরাবর্ত্তন করে; অজ্ঞান, কিন্তু গাত্রস্পর্শে জড়সড় হয়, ৬, ৩০, আরোগ্য। ডাঃ বিষপ—৩০ বৎসরের ভদ্র মহিলার স্থায়ী তীক্ষ্ণ শিরঃশূল, ৯ বৎসর পূর্ব্বে আঘাত লাগিয়া রোগ হয়; ১০০০০০ (cm), আরোগ্য। পেয়ার—আঘাতে চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়া কর্ত্তিত হইয়া উপতারাংশ বাহির হইয়া পড়ে; এট্রপিয়া লোষণের বাহ্যপ্রয়োগ ও আর্ণি সেবনে আরোগ্য। ডাঃ ব্রাউণ—চক্ষুতে প্রবল ঘুষি মারায় চক্ষুর চতুর্দ্দিকের টিস্থ অত্যন্ত স্ফীত, কৃষ্ণবর্ণ, নীল ও সবুজাভ; ক্ষতবৎ টাটানি বেদনা মূল আরকের লোষণের বহিঃপ্রয়োগ ও এক বিন্দু মাত্রায় সেবনে আরোগ্য। ডাঃ বায়ুই—একটী

উপশম।—স্পর্শে, শরীরচালনায় (রাস, রুটা)।

সম্বন্ধ।—আর্ণিকার কার্য্যপ্রতিষেধক—হোমিওপ্যাথিক ক্রমের একন, আর্স, সিঙ্ক, ইগ্নে, ইপিকা। বিষমাত্রার ক্যাম্ফর, ইপিকা।

ভদ্র মহিলার কতিপয় মাসের কর্ণশূল ; কোন বন্ধুর কর্ণের কঠিন রোগের বিষয় শ্রবণের পর হইতেই কর্ণের উপাস্থিতে টাটানি ও থেঁৎলাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ও মধ্যে মধ্যে সূচি-বেধবৎ অনুভূতি ; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ হিল্স্—৩২ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির ৬ বৎসর হইতে প্রত্যেক বার মুখ ধৌত করিলে কি নাসিকা ঝাড়িলে রক্তস্রাব হইত; প্রথম রক্তস্রাবের ৬ মাস পূর্ব্বে মুখের দক্ষিণ দিকে, নাসিকার নিকটে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ডব্লু ডব্লু—৫ বৎসর বয়সের রক্তপ্রধান শিশুর হুপিং কাসি ; চক্ষু রক্তবর্ণ ছিল ও কাসির সময় অত্যন্ত হুপ শব্দ হইত এবং নাসিকা হইতে প্রচুর রক্ত পড়িত ; ৩০ আরোগ্য। ডাঃ উরি—২০ বৎসর বয়স্ক নিউমনিয়া রোগী : বাম বক্ষের মৃদু বেদনা সহ অল্প শীত, অল্প কাসিলে ঘন শুভ্র শ্লেষ্মা নির্গত হইত ; বাম ফুসফুসের অধঃ অংশের রোগ, সামান্য জ্বর ও শিরঃশূল ; উপাধানোপরি মস্তকচালনায় শিরঃশূলের উপশম, চক্ষু লালবর্ণ ; ত্বক তপ্ত ও শুষ্ক ; কোষ্ঠবদ্ধ ; বুদবুদময় গয়ার ও জল নির্গত হইত ; ৪০০০, আরোগ্য। ডাঃ বেজ—১৯ বৎসর বয়স্ক যুবার অপরিমিত ব্যায়াম-প্রযুক্ত হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি রোগ ; গাত্রবস্ত্র মুক্ত না করিলেও বক্ষোপরি স্পষ্ট ও প্রবল হৃৎস্পন্দন লক্ষিত হয় ; হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত বিবর্দ্ধিত হাপরের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দ ("বেলোজ সাউণ্ড") অতি পরিষ্কার ভাবে শোনা যাইত, ৩, প্রতিদিন তিনবার, ৪ মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য। ডাঃ প্রিচার্ড—বুকাস্থির অধঃ অংশের পশ্চাতে সম্পূর্ণ বিরতিহীন আমাশয়ের বেদনা ; বেদনা সময়ে সময়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ; কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারিত না ; জলপানের চেষ্টা মাত্র জল উদ্গীর্ণ হইত ; সর্ব্বদা তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে অশক্ত ; ১৪ বৎসর পূর্ব্বে রোগী পতন জন্য আঘাত পাইয়াছিল ; ১১, সপ্তাহান্তর এক মাত্রা, চারি সপ্তাহে আরোগ্য। ডাঃ রিচার্ডস্—২৫ বৎসরের বালিকা ; ভারি বস্তু তুলিতে হঠাৎ বাম বৃক্কে বেদনা হয় ; কিছু পরেই প্রচুর রক্তযুক্ত মূত্রত্যাগ ; তিন দিনের পর আর্ণি ৩, আরোগ্য। ডাঃ গ্রিণলিক্ রক্তসঞ্চয়ী শীতকম্প ; গ্রীবাকশেরুকাস্থি চাপে বেদনাযুক্ত ; তাপ, চৈতন্য ও স্পর্শজ্ঞানাভাব ২ সপ্তাহে টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন হয় ; ২০০, এক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা পরে উপশম। চিহ্নও ক্রমে আরোগ্য।

আর্ণিকা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এমন. কা. সিঙ্ক, সিকু, ফেরাম, ইগ্নে, ইপিকা ও সেনেগা।

আর্ণিকা।—যাহার পরে প্রযোজ্য—একন, ইপিকা, ভেরেট এ, এবং মস্তিষ্ক শোথরোগে—এপিস।

আর্ণিকার পরে প্রযোজ্য ঔষধ—একন, আর্স, ব্রায়, ইপিকা, রান্, সাল্ফ এসি।

সুরাসার ও অঙ্গারের ধূমনিবন্ধন রোগে আর্ণিকার প্রয়োগ আছে।

কার্য্যপূরক।—একন, হাইপারি এবং রাসের।

রোগবিশেষে লক্ষণের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে, একন এবং রাসসহ আর্ণিকার পর্য্যায়ক্রমিক ব্যবহার সুফলপ্রদ।

কুকুরের অথবা অন্য কোন ক্ষিপ্ত কিম্বা ক্রুদ্ধ জন্তুর দংশনান্তে আর্ণিকার প্রয়োগ কুফলপ্রদ।

আর্ণিকাসেবনপ্রযুক্ত অস্বস্তির ভাব ওয়াইন মদ্য সেবনে বৃদ্ধি পায়।

মেরুদণ্ডের আঘাতে আর্ণিকা অপেক্ষা হাইপারিকাম্ এবং, আঘাত নিবন্ধন ক্ষতে উপাদানের অপচয় ঘটিলে অথবা পূয় জন্মিলে, হাইড্র্যাষ্টিস্ অধিকতর উপকারী।

সমক্রিয় ঔষধ।—একন, এমন কা, ক্রোটন (উদর মধ্যে জলের গতির ন্যায় শব্দে), আর্স, ব্যাপ্টি, বেল, ব্রায়, ক্যাম, সিঙ্ক, ইউফ্রে (চক্ষুর আঘাত নিবন্ধন ক্ষতে); ক্যালেণ্ডু, ফেরাম্, হিপার, হাইপার, হেমামেল, ইপিকা, মার্কু, পাল্স, রেণাঙ্কুলাস্ (পঞ্জরাস্থি মধ্যস্থ পেশীশূলে), রাস, রুটা, ষ্ট্যাফি, সিলিক, সিম্ফাই, সাল্ফার (আঘাতজ প্লুরিসিরোগে), সাল্ফ এসি, ভেরেট, বেলিস্, পিরেন (ক্ষত, স্ফোটক প্রভৃতি ইরিসিপেলাসের উপক্রম হইলে)।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, সিমিসি, এপিস, আর্স, ব্যাপ্টি,

বভিষ্টা, ব্রায়, কার্ব্ব ভে, ইল্যাপস্, হাইপার, ইপিকা, মার্ক, নাই এসি, ফস্, পাল্‌স, রাস্, রুটা, সিকেলি, সিপি, সিলিক, সিম্ফাই।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ:—যাহারা শ্লৈষ্মিক ধাতুবিশিষ্ট অথবা জলপূর্ণশরীর, কৃষ্ণকেশ, শোণিতপ্রধান ও আরক্তমুখমণ্ডল, যাহাদিগের পেশী ও শরীরে সামান্য আঘাতের ফলও বহুদিন স্থায়ী হয়, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বাতপ্রকৃতি. বেদনা সহ্য করিতে পারে না, সমস্ত শরীর অতি স্পর্শাসহিষ্ণু (ক্যাম, কফিয়া, ইগ্নে); **আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় সর্ব্বশরীরময় থেঁৎলানবৎ বেদনার অনুভূতি।**

যে কোনরূপ শয্যায় শয়ন করিলেই তাহা অতি কঠিন বলিয়া বোধ হয়; রোগী সর্ব্বদা তজ্জন্য কষ্ট প্রকাশ করে এবং কোমল স্থানের অনুসন্ধানে স্থানে স্থানে সরিতে থাকে (বেদনার উপশম জন্য অবিরত শরীরচালনা করিতে বাধ্য হয়—রাস্, ব্যাপ্টি ও পাইর দ্রষ্টব্য)

শরীরোর্দ্ধাংশের তাপ, অধঃ অংশের শীতলতা। মুখমণ্ডল, অথবা মস্তক বা কেবল মুখমণ্ডল তপ্ত, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শরীরাংশ শীতল।

স্থূলধার অস্ত্রাদির আঘাত (সিম্ফাই) নিবন্ধন রোগে প্রধানতঃ পেশীমণ্ডল আক্রান্ত হয় এবং মস্তিষ্কের ঝাঁকি বশতঃ অচৈতন্য ভাব আসিতে পারে।

অচৈতন্য ভাব, প্রশ্ন করিলে প্রকৃত উত্তর দেয় তথাপি অচৈতন্য ভাব এবং প্রলাপ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে (প্রশ্নের উত্তর করণাবস্থাতেই নিদ্রাগ্রস্ত হয়—ব্যাপ্টি)

কোন ব্যক্তি নিকটে আসিলে স্পর্শ ঘটিবে অথবা আঘাত লাগিবে বলিয়া ভীতি।

সমল, পচাটে এবং পচা ডিমের ন্যায় বমন ও উদ্গার।

কোষ্ঠবদ্ধে **সরলান্ত্র পূর্ণ থাকে,** তথাপি বিষ্ঠা বাহির হইতে চাহে না; প্রষ্টেট-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি অথবা জরায়ুর পশ্চাৎপতনপ্রযুক্ত চাপে বিষ্ঠা ফিতা বা পতরের ন্যায়।

বস্তিদেশের ঘৃষ্টবৎ টাটানি বেদনায় ঋজু হইয়া হাটিতে অশক্তুতা (বেলিস)।

প্রসবান্তে জননেন্দ্রিয় ও তৎ সংস্পৃষ্ট দেশের টাটানি। **আর্ণিকা** প্রসবান্তিক রক্তস্রাব ও অন্যান্য উপসর্গ উপশম রাখে।

প্রসবান্তর মূত্ররোধ ও অবাধ মূত্রক্ষরণ (ওপিয়ম)।

ক্রমাগত, একটার পর একটা করিয়া, বেদনাযুক্ত স্ফোটক জন্মে ও অত্যন্ত টাটায় (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক দলবদ্ধ হইয়া জন্মে—সাল্‌ফার)।

রোগকারণ।—আঘাত, অত্যধিক শারীরিক শ্রম, অতিরিক্ত ভ্রমণনিবন্ধন শারীরিক ক্লান্তি, প্রবল শরীরিক ঝাঁকি এবং আমাশয়াজীর্ণ প্রভৃতি **আর্ণিকার** সাধারণ রোগকারণ। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা, মানসিক পরিশ্রম এবং অভ্যাসগত কোনপ্রকার স্রাব অথবা ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্দ্ধানও অনেক সময় ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—আর্ণিকার প্রধান ও মূল ক্রিয়া শোণিতে। ইহা দ্বারা শোণিতের তরলতা ও অসারতা প্রভৃতি অপকৃষ্টাবস্থা উৎপন্ন হওয়ায় রক্তহীনতা, রক্তস্রাবপ্রবণতা, কৈশিক-শিরামণ্ডলী বাহিয়া শোণিত-গতির রোধ, ত্বগুপরি কালশিরা এবং পুষ্টিবিভ্রাট প্রভৃতি স্বাস্থ্যভঙ্গের বহুবিধ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় পেশী ও কৌষিক বা সেলুলার উপাদানের এবং কণ্ডরানিচয়ের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা ক্ষত, আঘাত ও পতন প্রভৃতি নিবন্ধন শরীরের বহিরাভ্যন্তরীণ প্রদেশের কুফলের অবিকল অনুরূপ, এমন কি আঘাতজ জ্বর ও পূয়বিষ-জ্বর বা পায়িমিয়া পর্য্যন্তও সংঘটিত হয়। আর্ণিকা গৌণভাবে কৈশিক শিরামণ্ডলীর, বিশেষতঃ আগন্তুক

আঘাতপ্রযুক্ত দুর্ব্বলীভূত শিরামণ্ডলীর শোষণ শক্তি উত্তেজিত করে। গতিদ স্নায়ু বিচলিত করিয়া ইহা মস্তিষ্ক মেরুমজ্জা ও স্নায়ুকাণ্ডের উপদাহ এবং ফলস্বরূপ পক্ষাঘাত প্রভৃতি উৎপন্ন করে। পরিপাকযন্ত্রপথে ইহার ক্রিয়া নিবন্ধন উত্তেজনা ও একপ্রকার দোষযুক্ত ও মৃদু প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় অগ্নিমান্দ্য ও পরিপাক-যন্ত্রপথের পচন বা টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন হয়। ঘৃষ্ট ও টাটানি প্রকৃতির অনুভূতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—মহাত্মা হানিমান কর্ত্তৃক হোমিও-প্যাথিক মতের চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কারের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কেবল বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়া ইউরোপখণ্ডের জনসমাজমধ্যে ক্ষত প্রভৃতি আঘাতজ শারীরিক ব্যাধির নিরাময়ে **আর্ণিকা** ব্যবহৃত হইয়া আসিতে-ছিল। আর্ণিকার এইরূপ ব্যবহার ও ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হানিমান ইহার বিজ্ঞানসম্মত ঔষধগুণ পরীক্ষায় প্রণোদিত হয়েন। হানিমান-প্রমুখ কৃতবিদ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের বিজ্ঞানানুমোদিত পরীক্ষায় **আর্ণিকার** যে কেবল অনায়সলব্ধ পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইয়াছে তাহাই নহে; ইহার কার্য্যক্ষেত্রও বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অধিক মাত্রায় **আর্ণিকা** সেবন করাইলে তাহার প্রথম ও প্রধান ক্রিয়ায় শরীরময় ঘৃষ্টবৎ বেদনা, সন্ধিনিচয়ে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা, অঙ্গাদির মচকান বেদনা, পেশী এবং তন্তুবিধানের (Fibrous tissues) টানাটানি হওয়ার ন্যায় টাটানি প্রভৃতি নানাপ্রকার টাটানি বেদনা এবং প্রবল আঘাতাদি প্রাপ্তির ন্যায় শারীরিক অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, অলসভাব এবং অবশতা উপস্থিত হয়। **আর্ণিকা** সেবনের বেদনার প্রকৃতি আঘাতের বেদনা সদৃশ। রোগী অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ও চাপে ক্লিষ্ট হয়। **শয্যা-সংস্পর্শ সহ্য করিতে না পারায় কোমল শয্যার অনুসন্ধানে শয্যাংশের চতুঃপার্শ্বে অস্থির ভাবে ঘুরিতে থাকে।**

আর্ণিকার ক্রিয়ায় আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় ত্বগুপরি কালশিরা বা একিমোসিস্ উৎপন্ন হয় ও শরীরাভ্যন্তরের পেশী প্রভৃতি কোমলোপাদনে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক স্থানব্যাপী রক্তস্রাব ঘটে। রক্তবহা কৈশিক নাড়ী প্রভৃতি শারীরিক কোমলোপাদানের ও শোণিতের কোন বিশেষ বৈকারিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত এরূপ শোণিতস্রাব সম্ভবে না। এই পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি এবং **আর্ণিকার** এইরূপ শোণিত, রস ও উপদানাদির পরিবর্ত্তনকারী ক্ষমতাই যে আঘাতিক ক্ষতে, পূয়-বিষ-জ্বরে, পচা পূয়াদির শোষণে শোণিতের অপকৃষ্ট ও পচিতাবস্থানিবন্ধন টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত জ্বরে বা সেপ্টিসেমিয়ায় এবং স্বয়ম্ভূত বা ইডিয়প্যাথিক সন্নিপাত বা টাইফয়েড জ্বরে আর্ণিকার উপকারিতার মূল কারণ তদ্বিষয়ে চিকিৎসকমণ্ডলীতে মতদ্বৈধ নাই। ইহা যেরূপ নানাপ্রকার স্থূলধার অস্ত্রের আঘাত নিবন্ধন উপাদান বা টিস্যুর বিদারণ, তাহার আংশিক অপচয়, থেৎলান ক্ষত, হেঁচকা টানে উপাদান বিকার এবং অস্ত্র-চিকিৎসা অথবা অন্য প্রকারে ধারাল অস্ত্রাঘাতের পরিষ্কার ও মসৃণ কর্ত্তন প্রভৃতির আরোগ্যকারী, তদ্রূপ **আঘাতঘটিত টাটানি, ক্ষত ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা,** স্বয়ম্ভূত ম্যালেরিয়াল, টাইফ-ম্যালেরিয়াল প্রভৃতি জ্বর এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগও আরোগ্য করিয়া থাকে। অপিচ বহু পূর্ব্বে সংঘটিত কোন প্রকার অভিঘাত, রোগের কারণ হইলে যে কোন প্রকার পুরাতন রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। সূত্রকার, লৌহকার, নৌ-বাহক প্রভৃতির ব্যবসায় অথবা অন্যবিধ কারণ বশতঃ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পেশীবিশেষ অথবা পেশীগুচ্ছের কালব্যাপী অপরিমিত শ্রমে পেশীবিশেষ অথবা পেশীশ্রেণীর বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মিলেও **আর্ণিকার** ন্যায় ঘৃষ্টবৎ টাটানি বেদনা থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আর্ণিকার গৌণক্রিয়ায় মস্তিষ্কমেরুমজ্জাবিকার বশতঃ পক্ষাঘাত প্রভৃতি স্নায়বিক রোগ লক্ষণ উপস্থিত হয়। **আর্ণিকার** বহিঃপ্রয়োগে

ত্বকের বিসর্পবৎ লোহিতবর্ণ, স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি এবং অভ্যন্তরীণ সেবনে ত্বগুপরি লোহিতবর্ণ স্ফীতি, তাপ, নানাপ্রকার উদ্ভেদ, সন্নিপাতিক দাগ বা টাইফয়েড পীড়কা এবং কালশিরা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

আর্ণিকার ঔষধগুণ পরিক্ষোৎপন্ন এবং রোগারোগ্যলব্ধ বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল।

মস্তিষ্কবিকারে রোগী অজ্ঞানাভিভূত থাকে; কোন প্রশ্ন করিলে প্রকৃত উত্তর দেয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য এবং প্রলাপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। টাইফয়েড বিকারে অচৈতন্যাবস্থায় মলত্যাগ, সর্ব্ব বিষয়ে ঔদাসীন্য, নৈরাশ্য, ভীতি, শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে অপারকতা, চটা মেজাজ, বিমর্ষভাব, স্পষ্ট বা উচ্চ কথা বলিবার অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা জন্মে এবং **ম্যালেরিয়া অথবা টাইফয়েড জ্বরে দুর্ব্বল অস্পষ্ট প্রলাপ অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ও** স্মরণশক্তির অভাব ঘটে। রোগী কথা বলিতে যাইয়া ভুলিয়া যায়। **কেহ তাহার নিকটে যাইলে আঘাত পাইবে, এমন কি সংস্পর্শ ঘটিবে বলিয়া ভীতি। হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেকটরিসের ভয়াবহ উৎকণ্ঠাসহ যন্ত্রণাদায়ক আক্রমণ।** অবসাদ-বায়ু সংসৃষ্ট ব্যাকুলতা।

অনুভূতি বিপর্যয়ে বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন হয়; উপবেশনাবস্থায় অথবা মস্তক নত করিলে তাহার উপশম, কিন্তু মস্তক ঋজু করিলে অথবা চালনায় অনুভূতি যেন সকল বস্তুই তাহার সহিত ঘূর্ণিত হইতেছে। চক্ষু রুদ্ধ করিলে শিরোঘূর্ণন। মস্তক মধ্যে গোলমাল ভাব উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশ, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভ্রু-উর্দ্ধ প্রদেশমধ্যে চাপা বোধ।

মস্তকাভ্যন্তরে চাপবৎ বেদনা যেন মস্তিষ্ক অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দেশে প্রসারিত হইতেছে। শিরঃশূলে বোধ যেন আড়াআড়িভাবে মস্তকাভ্যন্তরে

অন্যতর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছুরিকা টানা হইতেছে, পরে শৈত্যানুভূতি। শিরোঘূর্ণনের অবস্থায় প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে ও পরে মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে শিরঃশূল। ললাটাভ্যন্তরে শোণিত স্রাবের অনুভূতির সহিত সূচিবেধবৎ বেদনা। চক্ষুর উপরিভাগের বেদনা শঙ্খদেশ বা ললাট পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অনুভূতি জন্মে যেন ললাটত্বক্ অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত ও যেন মস্তিষ্ক গুটাইয়া তালবদ্ধ হইয়াছে; শেষোক্ত অনুভূতিনিবন্ধন কষ্ট উনানের তাপে বৃদ্ধি পায়। উভয় শঙ্খদেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতি; বাম শঙ্খদেশে সবিরাম ছিন্নভাব। শিরঃশূলে বোধ যেন শঙ্খদেশাভ্যন্তরে পেরেক রহিয়াছে। ললাটের স্থল বিশেষ শীতল।

নিদ্রালুতা; সন্ধ্যাগমেই অত্যন্ত নিদ্রালু; অবসন্নতাসহ নিদ্রালুতা; প্রশ্নের উত্তরের অসম্পূর্ণাবস্থায় গভীর নিদ্রামগ্ন। শ্বাস-প্রশ্বাসের উচ্চ শব্দবিশিষ্ট নিদ্রায়ও শ্রান্তি বিদূরিত হয় না; শরীরতাপ, অস্থিরতা এবং অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তনেচ্ছা; অথবা শরীরের স্থানে স্থানে চিমটিকাটা, হুলবেধা, দংশন প্রভৃতির অনুভূতি রজনী ২টা কিংবা ৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত করে। মস্তক নিম্নে অথবা সমান্তরালভাবে রাখিয়া শয়ন করা ভালবাসে। অধিককালব্যাপী নিদ্রায় অথবা নিদ্রাভঙ্গে কষ্টের বৃদ্ধি। জাজ্জ্বল্যমান পদার্থের স্বপ্ন; কবর, কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর, বজ্রাঘাত প্রভৃতি ভয়াবহ দৃশ্যের স্বপ্ন।

ইন্দ্রিয় জ্ঞানবিপর্য্যয়ে চক্ষুর সম্মুখে পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃষ্টি, লিখিতে ও পাঠ করিতে তাহার বৃদ্ধি। চক্ষুতে আঘাত নিবন্ধন দ্বিত্বদৃষ্টি, কখন বা দৃষ্টি শক্তির অভাব। কর্ণে শোণিত ধাবন নিবন্ধন শব্দের অসহিষ্ণুতা এবং নানা প্রকার উচ্চ গোলমাল শব্দ; সংঘাতবশতঃ বধিরতা রসনেন্দ্রিয়ের পচাটে, পচা ডিম্বের ন্যায় কখন বা তিক্ত আস্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার বশতঃ অসহনীয় বেদনায় রোগী ক্ষিপ্ত প্রায়; কোন প্রকার শরীর চালনায় ও গোলমালে বেদনার বৃদ্ধি; বেদনা ত্বরিত স্থান

পরিবর্ত্তন করে; বোধ হয় সোয়াস্তি পাইবার জন্যই রোগী শয্যায় অথবা প্রাচীরে গাত্র ঘর্ষণ করে। আঘাত প্রাপ্ত অথবা পিষ্ট হওয়ার ন্যায় অনুভূতিতে শরীরাংশ, বিশেষতঃ সন্ধি মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত; বহিঃ শরীরাংশে ছিন্ন ও আকৃষ্টবৎ অনুভূতি। বহিঃশরীরাংশ চন চন করে। ঘৃষ্ট বা থেঁৎলানবৎ শরীরাংশ বিশেষ চন চন করে, অসাড় বা মৃত বোধ হয়। আঘাত প্রাপ্তির অনুভূতিতে অথবা জীবনীশক্তির অপচয়ে শরীরের জড়তা জন্মে।

গতিদস্নায়ুবিকারে সম্পূর্ণ শরীরের অবসন্ন ও অলসভাব নিবন্ধন রোগী কষ্টে দণ্ডায়মান হইতে পারে। পিষ্টবৎ অনুভূতি; শ্রান্ত, **অত্যন্ত দুর্ব্বল, রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য; কিন্তু শয্যা অতীব কঠিন বোধ হয়।** সমস্ত শরীর, বিশেষতঃ ত্বক্ এবং সন্ধিনিচয় অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু, রোগী চালনায় অক্ষম।

মুখ বসিয়া যায়। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্কত্বক্‌বৎ। দক্ষিণ গণ্ডের লোহিত বর্ণ স্ফীতির সহিত দপদপানি এবং খিমচানি বেদনা; ওষ্ঠের স্ফীতি, **মস্তকাভ্যন্তরে অত্যধিক তাপানুভূতি সহ শরীরের শীতলতা।** একতর গণ্ডের লোহিত বর্ণ ও জ্বালা। নিম্নোষ্ঠের কম্প। ওষ্ঠ ফাটা, শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত।

চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। দক্ষিণ চক্ষুগোলকের বামার্দ্ধের অভ্যন্তরে খিম্‌চানি। চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত, অবস্থাবিশেষে প্রসারিত। চালনায় ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের কিনারার বেদনা বশতঃ শুষ্কতা ও টাটানির অনুভূতি জন্মে। আঘাত প্রযুক্ত চক্ষুর কালশিরা ও প্রদাহ। চক্ষুর চিত্রপত্র হইতে রক্তস্রাব।

কর্ণাভ্যন্তরে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; কর্ণপশ্চাতে ও তাহার অভ্যন্তরে সূচিবেধানুভূতি; কর্ণের শুষ্কতা।

নাসিকার ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত ঘৃষ্টবৎ বেদনা। রোগী পুনঃ পুনঃ

নাসিকা ঝাড়িতে বাধ্য এবং তাহাতে শোণিতচিহ্নযুক্ত শ্লেষ্মার নির্গমন। আঘাতাদি কারণে নাসিকা হইতে কৃষ্ণবর্ণ, তরল রক্তস্রাব; হুপ শব্দক কাসিতে এবং টাইফয়েড জ্বরেও ঐরূপ রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

মুখগহ্বরের পচা ঘ্রাণ, পুতিগন্ধযুক্ত প্রশ্বাস বায়ু। মুখের শুষ্কতা ও অত্যন্ত তৃষ্ণার বর্তমানতা। জিহ্বা শুভ্র লেপযুক্ত; কখন বা শুষ্ক অথবা হরিদ্রাভ লেপযুক্ত। শুষ্ক জিহ্বায় ঊর্দ্ধাধোভাবে কটা বর্ণের রেখাকার লেপ। জিহ্বামূলে এবং অন্ননালীতে দংশনবৎ জ্বালা ও চাঁছা বোধ, গলাধঃকরণের মধ্যবর্ত্তী বিরতিকালে গলার পশ্চাৎপার্শ্বে হুলবেধবৎ অনুভূতি।

ভিনিগার অথবা অম্ল দ্রব্যে প্রবল স্পৃহা; সুরাসার পানে লালসা। ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় তথাপি খাদ্যে ঘৃণা জন্মে। মাংসযূষ, দুগ্ধ এবং ধূমপানে ঘৃণা। বিজ্বর সময়ে তৃষ্ণা। আহার করিলে উদ্ধোদরে ক্লেশানুভূতি,—আঘাতের পর।

তিক্ত এবং পচা অণ্ডের ন্যায় উদ্গার, রজনীতে শূন্যোদ্গার। শারীরিক শিথিলাবস্থায় গলদেশের জ্বালা এবং আঁচড়ানির ন্যায় অনুভূতিসহ বিবমিষা। আঘাত প্রযুক্ত চাপ চাপ রক্ত বমন। সম্পূর্ণ আমাশয়ে থল্লীর আক্রমণে, বিশেষতঃ পশ্চাৎ প্রাচীরে বেদনা নিবন্ধন বোধ যেন আমাশয়াংশে মেরুদণ্ডের চাপ লাগিবে এবং মেরু-দণ্ডের অধঃদেশে বেদনা হইবে; আমাশয়ে পূর্ণভাবের অনুভূতি প্রযুক্ত খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা। আমাশয়ে চিমটি কাটার ন্যায় ও অতীব যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপিক খিমচানি বেদনা।

কোষ্ঠবদ্ধে স্ফীত উদর ঢোলের ন্যায়—নিষ্ফল মলবেগ। **দুর্গন্ধ বাতকর্ম্মে পচা অণ্ডের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। দণ্ডায়মানাবস্থায় বাম পার্শ্বের উপপর্শুকার অধঃদেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতিতে শ্বাস-রোধ ঘটে।** সর্ব্বাধঃ পর্শুকার অধস্থ উদর-প্রদেশে চাপ ও

সঙ্কোচন বোধ। কাসিলে উদরাভ্যন্তরে এবং উদর পার্শ্বে সূচিবেধ ও কর্ত্তনের ন্যায় অনুভূতি। উদরাভ্যন্তরে এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ আঘাত। বিবমিষা ও নিদ্রালুতা সহ অধোদরের দুই পার্শ্বের গভীর দেশে আমরক্ত রোগের বেদনার ন্যায় খননবৎ বেদনা। বিটপদেশ পার্শ্বের অভ্যন্তরে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

রজনীতে নিদ্রাবস্থায় অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। মদ্যের কপিশ গাঁজলার ন্যায় অতিসার। রক্ত অথবা পূয়যুক্ত অজীর্ণ মল; কুন্থনসহ পাতলা কাদার ন্যায়, প্রচুর ও অম্লঘ্রাণযুক্ত মলত্যাগ সোয়াস্তিপ্রদ; কখন অল্প পরিমাণ ও আমযুক্ত উদরাময়। রজনীতে অন্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা সহ উদরাময়। বারম্বার মলত্যাগ এবং প্রত্যেক মলত্যাগান্তে রোগীর শয়ন করিবার প্রয়োজন।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র বিকারে অল্প পরিমাণ, কৃষ্ণবর্ণ, ইষ্টক গুড়িকার ন্যায় তলানিযুক্ত, এবং ঘোর কটা বর্ণ মূত্রস্রাব। আঘাতঘটিত রক্তময় মূত্র। মূত্রস্থালীর কুন্থন সহ অনৈচ্ছিক, ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ ও নিষ্ফল মূত্র বেগ। মূত্রাবরোধ নিবন্ধন মূত্রস্থালীতে বেদনা ও চাপ। রজনীতে নিদ্রাবস্থায় অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে মূত্রত্যাগ হয়। পরিশ্রমে মূত্ররোধ ঘটে।

স্ত্রী পুং উভয় জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব। অণ্ডকোষরজ্জুর বেদনাযুক্ত স্ফীতিতে উদরে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। অণ্ডকোষত্বকের বিসর্প মলদ্বারের অগ্র প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সঙ্গমান্তে জরায়ু রক্তস্রাব। সাধারণতঃ ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হইয়া উদরোর্দ্ধে বিবমিষার ভাব।

স্বর গভীর অথবা মৃদু ও অস্পষ্ট; স্বরের অত্যধিক ব্যবহারে প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কাই অভ্যন্তরে কাঁচা এবং চাঁছা ভাবের অনুভূতি।

শ্বাস কৃচ্ছ্র নিবন্ধন ত্বরিত শ্বাস প্রশ্বাসে রোগী হাঁপাইতে থাকে। শুষ্ক

কাসিতে বক্ষাভ্যন্তরে সূচিবেধবৎ বেদনার বক্ষচালনায় বৃদ্ধি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসিতে বক্ষের সঙ্কুচিতভাবযুক্ত বেদনার বৃদ্ধি, বক্ষ চাপিলে হ্রাস পায়; বাম বক্ষের মধ্যস্থলে প্রবল সূচিবেধবৎ বেদনা। বক্ষচালনায় শ্বাস প্রশ্বাসে এবং কাসিতে বক্ষে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় এবং সন্ধি এবং উপাস্থিতে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা। বক্ষাভ্যন্তরে কাঁচা বা অবদারণ ভাবের অনুভূতি।

স্বরযন্ত্রের উপরিভাগে চুলকানি বশতঃ কাসি; **ক্রন্দন ও বিলাপ স্বরে খ্যান খ্যান করিলে শিশুদিগের কাসি।** প্রত্যেক দিন প্রাতেঃ গাত্রোত্থান কালে ট্রেকিয়ার সর্ব্বাধঃ অংশের শুড় শুড়িতে শুষ্ক ও খ্যাক খ্যাক শব্দযুক্ত এবং সর্ব্বগাত্রের কম্পোৎপাদক অবিশ্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। শোণিতযুক্ত গয়ার উঠে।

হৃৎপিণ্ডের বেদনায় বোধ যেন চাপ লাগিতেছে অথবা ধাক্কা ঘটিয়াছে। বুকাস্থির পশ্চাতে ভয়ানক যন্ত্রণা প্রযুক্ত নাড়ীর বিশৃঙ্খলা ও পতন বা কোলাপ্‌স অবস্থা এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র। শরীর-চালনায় শ্বাস প্রশ্বাসে এবং কাসিতে বোধ যেন বক্ষের সমুদয় সন্ধি ও উপাস্থির সংযোগ স্থান আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। হৃৎপিণ্ড প্রদেশের দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত সূচিবেধের অনুভূতি।

নাড়ী ক্ষণলোপবিশিষ্ট, দুর্ব্বল, শৃঙ্খলাহীন এবং দ্রুত।

অনেকক্ষণ নতভাবে উপবেশনের পর হঠাৎ গাত্রোত্থানে এবং প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইলে গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনা; পৃষ্ঠের অত্যধিক টানাটানি ও বেদনায় বোধ যেন পৃষ্ঠ ঘৃষ্ট অথবা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। উপবেশন করিলে মেরুদণ্ড-মধ্যাংশের অভ্যন্তরে বেদনা; মেরুদণ্ডের বেদনায় অনুভূতি যেন তাহা দেহবহনে অক্ষম। মস্তক অবনত করিলে গ্রীবামেরুদণ্ডাধঃ অংশের টানটানভাব সহ বেদনা; গ্রীবার অধঃ ও পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধাংশের কশেরুকার কণ্টকপ্রবর্দ্ধনের টান টান ভাব ও বেদনা। মেরুদণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অস্থির ব্যবধানস্থলে বেদনা। প্রত্যেক বার

শ্বাস গ্রহণে সর্ব্বাধঃ পশু´কাস্থি হইতে কুক্ষিপর্য্যন্ত পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থচিবেধবৎ অনুভূতি।

বাহু ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় ক্লান্তির অনুভূতি। বাহুর সম্মুখ পার্শ্বে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। অনুভূতি যেন মণিবন্ধের সন্ধি মচকাইয়াছে। হস্তাঙ্গুষ্ঠের পেটে (সম্মুখে) তীক্ষ্ণ ও প্রবল ঘৃষ্টবৎ বেদনা। স্কন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রচণ্ড হেঁচকা টানবৎ বেদনা। হস্তের চালনায় দক্ষিণ মণিবন্ধ মধ্যে কড় কড় শব্দ ও অস্থিচ্যুতির ন্যায় অনুভূতি। দক্ষিণ করপৃষ্ঠের বেদনাযুক্ত আকৃষ্টতা। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠের (আলনার) পৃষ্ঠের ছিন্নন. সঙ্কোচন এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা। বাম হস্তাঙ্গুলির থল্লী। বাম করের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে কর্ত্তনবৎ বেদনা। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের আকৃষ্টতা।

উরু বিস্তৃত করিয়া উপবেশন করিলে বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধির অভ্যন্তরে আকৃষ্ট ভাব ও বেদনা। বঙ্ক্ষণসন্ধির অভ্যন্তরীণ বেদনায় বোধ যেন মোচড় লাগিয়াছে। ভ্রমণ কালে উরুতে আঘাত অথবা ঝাঁকি লাগার ন্যায় বেদনা। দক্ষিণ জঙ্ঘার "ডিমে" আঘাত লাগার ন্যায় বেদনায় দুর্ব্বলতা জন্মে; পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে মচকানের ন্যায় বেদনা। সন্ধ্যার সময় পদের বাতজ বেদনার বৃদ্ধি ও পদাঙ্গুলিসন্ধি লোহিত বর্ণ হইয়া মোচড় লাগার অনুভূতি অথবা জঙ্ঘাস্থির বহিঃপার্শ্বের কোন ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা এবং গুলফসন্ধির বহিস্থ উন্নত অস্থির মধ্যে ও পদের উপরিভাগে ছিন্নবৎ বেদনা। পদপৃষ্ঠের বহির্দ্দেশের উচ্চতার আকৃষ্টতা। বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ছিন্নবৎ বেদনা।

অঙ্গনিচয়ের গুরুত্ব। **চলিতে সন্ধিসমূহের ঘৃষ্টবৎ বেদনা।** স্থির অথবা চালনাবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি; গাড়ির ঝাঁকিতে অথবা সবলে পাদবিক্ষেপে অঙ্গাদির সংঘাত এবং চন চনি।

ত্বক্ লোহিতবর্ণ, তপ্ত ও শোথিত। ত্বক্ এবং কোষময় উপাদানের বিসর্পবৎ প্রদাহযুক্ত স্থান বেদনাযুক্ত থাকে। ত্বকে কীটদংশনবৎ কঠিন

উজ্জ্বল স্ফীতি। ত্বকে অত্যন্ত টাটানিযুক্ত স্ফোটক ক্রমাগত পর পর উৎপন্ন হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

প্রধানতঃ নানা প্রকারের আঘাত এবং তদ্বৎ কারণে পেশী ইত্যাদি কোমলোপাদানের বিশেষ প্রকৃতির বেদনা এবং ঐ রূপ বেদনাযুক্ত নানা প্রকার রোগ নিবারণ এবং আরোগ্যার্থ **আর্ণিকা** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য আঘাত যে স্থলে রোগের কারণ তাহাতে অন্যান্য প্রদর্শক লক্ষণের সুস্পষ্ট প্রকাশ না থাকিলেও অথবা তাহাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্বেই রোগ নিবারণার্থ **আর্ণিকার** প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে, গতিকেই আঘাতকে রোগের **প্রদর্শক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।**

আহত বা পিষ্ট হওয়ার ন্যায় শরীরময় টাটানি এবং ঘৃষ্টবৎবেদনার বর্ত্তমানতা এবং তন্নিবন্ধন শারীরিক ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা এবং অলসতার অনুভূতি।—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক অথবা অস্ত্রচিকিৎসা প্রভৃতি যে কোন কারণে আঘাত অথবা স্বয়ম্ভূত কোন রোগে উপরি উক্ত প্রকৃতির বেদনাদি **আর্ণিকার** সর্ব্বপ্রধান এবং প্রায় অখণ্ডনীয় প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত। ইহার অন্যান্য নিম্নে বর্ণিত, প্রদর্শক লক্ষণ দ্বারা এই মূল ও প্রধান প্রদর্শক লক্ষণই পরিস্ফুট এবং স্পষ্টীভূত হয় মাত্র। অন্যান্য ঔষধেও ন্যূনাধিক উপরিউক্ত প্রকৃতির বেদনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার বিশেষ বিশেষ প্রভেদক প্রকৃতি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

যে কোন প্রকার শয্যোপরি শয়ন করুক, রোগী অসহনীয় কাঠিন্য বোধ করায় কোমলশয্যাংশের অনুসন্ধানে অনবরত শয্যাময় স্থান পরিবর্ত্তন করে।—উপরিউক্ত

শারীরিক টাটানি এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনার বর্ত্তমানতাই যে এবম্প্রকারে শয্যায় ঘুরিয়া কোমল স্থান অনুসন্ধানের কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একনাইট—ইহাতেও গাত্রবেদনা আছে, কিন্তু রোগীর অস্থিরতা ও শয্যোপরি অস্থিরতা সহ এপাশ ওপাশ করার কারণ তাহার **মানসিক** ও **হৃদগত উৎকণ্ঠা, অসোয়াস্তি** এবং **মৃত্যু-ভীতি** প্রভৃতি।

ব্যাপটিসিয়া—গাত্র বেদনাসংসৃষ্ট স্পর্শাসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত **শয্যা তক্তার ন্যায় কঠিন বলিয়া** অনুভূতি। রোগী শরীরাবস্থানের পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, কিন্তু এই শয্যার চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রধান কারণ অন্যরূপ—**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া শয্যাময় বিক্ষিপ্ত** মনে করিয়া **রোগী তাহাদিগকে একত্রিত করিবার জন্য শয্যার স্থানে স্থানে স্থান পরিবর্ত্তন করে।**

ফাইটলেক্কা—মস্তক হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বত্রেই টাটানি ও ক্ষতবৎ বেদনা করে; **পেশীনিচয় অনম্য এবং টাটানি বেদনাযুক্ত থাকায় নড়িলেই কেঁকানির বৃদ্ধি।**

রাস্‌টক্‌স্—**প্রত্যেক পেশীতেই টাটানি বেদনা থাকে; শরীর চালনায় প্রথমে কষ্ট; ক্রমে সোয়াস্তি বোধ করায় রোগী অনবরত শরীর চালনা করে।**

রুটা—রোগী শরীরের যে পার্শ্ব চাপিয়াই শয়ন করুক, বেদনার অনুভূতি প্রযুক্ত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—**অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘৃষ্টবৎ বেদনা**

যুক্ত থাকে এবং অনুভূত হয় যেন তাহাতে শক্তিমাত্র নাই। ভ্রমণকালে সম্পূর্ণ শরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে ও কষ্টে পদ টানিয়া ফেলিতে পারে।

চায়না—সম্পূর্ণ শরীরে টাটানি বেদনা। সন্ধি, অস্থি এবং অস্থিবেষ্ট উপাদানে মোচড় লাগার ন্যায় আকৃষ্টতাসহ ছিন্নবৎ বেদনা। রোগী মেরুদণ্ড, কটিদেশ, জানুসন্ধি এবং উরুতে বিশেষ বেদনা বোধ করে।

উপরে যে সকল ঔষধের বেদনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল তাহাদিগের সম্যক প্রভেদ নিরূপণে তুলনীয় ঔষধাদির প্রত্যেক লক্ষণের সূক্ষ্ম আলোচনার আবশ্যক।

কোন ব্যক্তি নিকটে আসিতে থাকিলে অথবা নিকটস্থ হইলে বেদনাস্থানে আঘাত পাইবে, এমন কি, তাহাতে সংস্পর্শ ঘটিবে বলিয়া রোগীর ভীতি।—ইহার সর্ব্বপ্রকার বেদনাতেই স্পর্শভীতি থাকে, কিন্তু রসবাত ও গাউট রোগেই তাহা বিশেষ স্পষ্টতা পায়। কেহ গৃহ প্রবেশ করিলেই রোগী অতি আশঙ্কান্বিত হয় ও ব্যস্ততার সহিত নিকটে যাইতে নিষেধ করে। অন্যান্য ঔষধেও স্পর্শাসহিষ্ণুতা আছে, কিন্তু তাহাতে এতাদৃশ সংস্পর্শ হইবার ও আঘাত পাইবার আশঙ্কা এবং ব্যস্ততা প্রকাশিত হয় না।

চিকিৎসা।

সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি।—আর্ণিকার প্রধান লক্ষণ—শরীরের টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা উপস্থিত থাকিলে এ রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। আর্ণিকা রোগে বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত বা হেমিপ্লেজিয়া, পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ নাড়ী এবং শ্বাস প্রশ্বাসে

নাসিকা-ধ্বনি বর্ত্তমান থাকে। অতি শীঘ্র শয্যাক্ষত জন্মে। আগন্তুক অভিঘাত নিবন্ধন সন্ন্যাসরোগে **আর্ণিকা** মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত। রোগের আরম্ভাবস্থায় রক্তস্রাব নিবারণ ও পরে ক্ষরিত রক্তচাপের শোষণ ও দুরীকরণ দ্বারা ইহা উপকার সাধিত করে।

আর্ণিকা আসন্ন সন্ন্যাসরোগ নিবারণেও সক্ষম। **মস্তকের তাপ** ও **শারীরিক শীতলতা, পুর্ণ, কঠিনস্পর্শ নাড়ী** এবং প্রসিদ্ধ প্রকৃতির **গাত্রবেদনা** প্রভৃতি ইহার প্রয়োগের প্রধান প্রদর্শক। **একন, বেল, গ্লনইন** প্রভৃতি ঔষধও স্ব স্ব প্রদর্শিত স্থলে শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়ার স্থৈর্য্য ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আসন্ন সন্ন্যাস রোগ নিবারণে সক্ষম। ডাং বেজ বলেন, "বৃদ্ধদিগের মধ্যে অনেকেরই কোষ্ঠপরিষ্কারক ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস থাকায় সন্ন্যাসরোগ নিবারণ থাকে"। এরূপাবস্থায় কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার ঔষধ ব্যবস্থা করা সঙ্গত; অনেক স্থলেই **ওপিয়াম** দ্বারা এ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া—গৃধ্রসী বা সাইয়াটিকা।—**আর্ণিকার** স্নায়ুশূলের সাধারণ লক্ষণ মধ্যে আক্রান্ত শরীরাংশের হুলবেধবৎ ও চিমটি কাটার ন্যায় বেদনায় রোগীর অস্থিরতাসহ **শয্যোপরি অবিরত স্থান পরিবর্ত্তন** প্রধান স্থানীয়। গোলমাল শব্দ ও সামান্য শ্রমে বেদনার বৃদ্ধি হয়। অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমে ইহার **সাইয়াটিকা** রোগ জন্মে। ইহার প্রাথমিক তীক্ষ্ণ বেদনার পরে আক্রান্ত স্থানে ঘৃষ্টবৎ বেদনা থাকিলে **আর্ণিকা** উপকারী।

পেশীশূল বা মায়াল্‌জিয়া।—পেশী মণ্ডলীতে **আর্ণিকার** বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। **আর্ণিকা** শরীরের যে কোন অংশের পেশীর প্রকৃত স্নায়ুশূল রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম। আগন্তুক আঘাত অথবা অতিরিক্ত পেশীশ্রম ইহার রোগকারণ। **পেশীতে**

টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনার অনুভূতি এস্থলেও ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শক।

বক্ষঃশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরডাইনিয়া।—অত্যধিক শারীরিক শ্রমনিবন্ধন রসবাত ঘটিত পার্শ্ববেদনায় **আর্ণিকা** অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে বক্ষের পেশী-উপাদানই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। বক্ষের **টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা চাপে ও শরীর চালনায় বৃদ্ধি পায়।**

ব্রায়নিয়া—ইহার পার্শ্ববেদনা সূচিবেধবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায়। **বক্ষঃচালনায় ও শ্বাস প্রশ্বাসে বেদনার বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে।**

গলথেরিয়া—ইহার বক্ষবেদনা **সম্মুখ বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরীণ** ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যদেশে (Anterior mediastinum) অবস্থিত।

রেণাঙ্কুলাস বাল্বসাস—পশুর্কাদ্বয়ের ব্যবধান স্থানের বাতজ বেদনায় ইহা প্রসিদ্ধ ফলদায়ক ঔষধ। বক্ষের স্থান বিশেষ **টাটায় এবং সূচি বেঁধার ন্যায় বেদনা করে।** বেদনা স্থান যে কোন প্রকারে চালনা করিলে, এমন কি শ্বাস প্রশ্বাসে, চাপে ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বেদনার বৃদ্ধি হয়। কখন কখন অতীব কষ্টদায়ক শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে। ডাং হিউজ বলেন, **"বেদনার বৃদ্ধির ভয়ে রোগী কিঞ্চিন্মাত্রও নাড়িতে সাহস না করিলে ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ"।**

ট্রিফলিয়াম প্রাটেন্‌স—ইহাতে স্বরভঙ্গ থাকে, এবং রজনীতে পুনঃ পুনঃ কাসি হইয়া শ্বাসরোধ ঘটে। গ্রীবা কঠিন, আড়ষ্টবৎ

হয় এবং তাহার পার্শ্বের পেশীর খল্লী হইলে তাপসেকে ও ঘর্ষণ করিলে রোগী উপশম পায়।

চক্ষুরোগ—চক্ষুপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস, চক্ষুর উপর কালশিরা বা একিমসিস, উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস, চিত্রপত্রে রক্তস্রাব বা রেটিন্যাল এপপ্লেক্সি।—কোন প্রকার আঘাত নিবন্ধন চক্ষুর বহিঃস্থ উপাদানের প্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস রোগে **আর্ণিকা** উপকারী ঔষধ। গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের আঘাতজ চক্ষুপ্রদাহে চক্ষুতারকার পার্শ্বে অথবা তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্ব জন্মে ও চক্ষু হইতে বিদাহী জলস্রাব হয়। এস্থলে **আর্ণিকার** পরিবর্ত্তে **য়ুফ্রেসিয়া** প্রযোজ্য, কেননা **আর্ণিকা** লক্ষণে এরূপ রসবিম্বের এবং উগ্রস্রাবের উৎপত্তি হয় না।

চক্ষুতে আঘাত নিবন্ধন **কালশিরা** বা **স্ক্লিরটিক ঝিল্লীর একিমসিস** উৎপন্ন হইলে **আর্ণিকা** প্রয়োগে সত্বর নিরাকৃত হয়। **আর্ণিকার** ক্রিয়ার শেষেও ঐ কালশিরা কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলাভ হইয়া থাকিলে **লিডাম** অপেক্ষাকৃত অধিকতর উপযোগী ঔষধ। স্থূল শিরা ছিন্ন হইয়া প্রথম হইতে চক্ষুর অপেক্ষাকৃত অধিক স্থানব্যাপী কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক উপস্থিত হইলে **হেমামেলিস** উপকার করিয়া থাকে।

শৈত্য সংস্পর্শ-নিবন্ধন **উপতারা প্রদাহ বা আইরাইটিস রোগে** বেদনার প্রকৃতি **আর্ণিকার** ন্যায় থাকিলে তাহা দ্বারা বিশেষ সত্বর উপকার পাওয়া যায়। ফলতঃ আঘাত বশতঃ রোগ হইলেই ইহার সহিত বিশেষ সাদৃশ্যের উপলব্ধি হয়। শেষোক্ত কারণোৎপন্ন রোগে **আর্ণিকার** ন্যায় টাটানি বেদনা **হেমামেলিসেরও** প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও যে স্থলে উপতারা অথবা চক্ষুর অগ্রকোটর বা

এণ্টিরিয়র চেম্বার অভ্যন্তরে রক্তস্রাব ঘটে সে স্থলে উভয়ের মধ্যে **হেমামেলিসই** শ্রেষ্ঠতর। অভিঘাত নিবন্ধন চক্ষুর **চিত্র-পত্রে রক্তস্রাব** বশতঃ দৃষ্টিলোপ অথবা দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিলে **আর্ণিকা** উপকার করিয়া থাকে।

হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ।—ক্রোধান্বিত শিশু কাসির উদ্রেক মাত্র বক্ষবেদনায় ক্রন্দনের সহিত কাসিতে থাকে। ফলতঃ **কাসির সহিত বক্ষের ঘৃষ্টবৎ বেদনা থাকা** এ রোগে **আর্ণিকার** প্রদর্শক; শিশু বাক্য দ্বারা বেদনা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও বেদনাই যে উপরিউক্ত ক্রন্দনের কারণ তাহা নিঃসন্দেহ—**কাসির পূর্ব্বে ক্রন্দন আর্ণিকার প্রদর্শক** বলিয়া জানিতে হইবে। ক্রন্দনে শিশু প্রায় শ্বাসহীন হইয়া পড়ে; গয়ার ক্লেদবৎ, বুদবুদযুক্ত ও সর্ব্বস্থলেই রক্তমিশ্রিত।

প্লুরাইটিস্ বা ফুস্ফুস্বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ।—অভিঘাতবশতঃ বক্ষোপাদানের অপচয়প্রযুক্ত প্লুরিসিরোগে, বিশেষতঃ তাহাতে রক্তস্রাব হইলে **আর্ণিকা** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। **শয্যা কঠিন বোধ করায় রোগী ক্রমাগত স্থানপরিবর্ত্তন করিতে থাকে।** শরীরচালনায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং কাসিতে বক্ষের সন্ধিনিচয় ও উপাস্থির সংযোগ স্থলাদি রোগী পিষ্ট হওয়ার ন্যায় বোধ করে।

হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব দি হার্ট।—হঠাৎ অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে পেশীর শ্রম বা টানাটানি হইয়া যেরূপ গাত্রময় ঘৃষ্ট ও টাটানি বেদনা হয়, ভিন্ন ভিন্ন পেশী অথবা পেশীগুচ্ছের কালব্যাপি অতিরিক্ত কার্য্যে (যেমন লোহকারের হাতুড়ির কার্য্য ও নৌকাবাহকের কার্য্য) যেরূপ হস্ত পেশীর বিবৃদ্ধি জন্মে, তদ্রূপ অধিক দৌড়াদৌড়ি, উচ্চারোহণ অথবা অন্যান্য বিশেষ বিশেষ কার্য্যে

হৃৎপিণ্ডপেশীর বিবৃদ্ধি জন্মিয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় ইহা রোগ বলিয়া ধর্ত্তব্য না হইতে পারে, কেননা ইহাতে রোগজ বিবৃদ্ধির কারণীভূত হৃৎকপাটবিকার উৎপন্ন হয় না এবং রোগীর স্বাস্থ্যেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না; কিন্তু অবশেষে ইহা স্বাস্থ্যসীমা অতিক্রম করিয়া নানাপ্রকার রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে ও কষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। তখন রোগী কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিলে, কিম্বা কিয়ৎকাল হস্ত ঝুলাইয়া রাখিলে তাহা স্ফীত ও লোহিতবর্ণ হইয়া উঠে। হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি সহ নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও সবল হইয়া পরিশ্রমাদি কারণে অধিকতর পূর্ণতা, কাঠিন্য ও প্রবলতা প্রাপ্ত হয়। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড হস্ত দ্বারা কঠিন রূপে আকৃষ্ট হইতেছে। সম্পূর্ণ বক্ষের ঘৃষ্ট ও টাটানি বেদনায় রোগী বক্ষোপরি গাত্রবস্ত্র রাখিতেও অক্ষম হয়।

ক্যাক্টাস্—ইহাতে লৌহ-পতর দ্বারা হৃৎপিণ্ড সংকুচিত থাকার অনুভূতি লক্ষণ আছে, কিন্তু পেশীশ্রম ইহার রোগকারণ নহে।

ল্যাকেসিস্—**আর্ণিকার** ন্যায় ইহাতেও বক্ষের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা হয়; কিন্তু ইহার রোগকারণ সহ **আর্ণিকার** অভিঘাত অথবা শ্রমের সম্বন্ধ নাই—অনুভূতি স্নায়ু-সীমাংসের বিকার ইহার কারণ; শোণিতবহা নাড়ীর অস্বাভাবিক পূর্ণতা, **আর্ণিকা** রোগের প্রকৃত আঘাতোৎপন্নবৎ টাটানি বেদনার সাক্ষাৎ কারণ।

রাসটক্স্—ইহাতেও হৃৎকপাটবিকার প্রভৃতি অপায়হীন হৃৎ-পিণ্ডবিবৃদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ব্যায়াম ও কল্‌কারখানায় বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র উত্তোলনাদি কার্য্যে রত রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগে ইহা উপকারী।

আর্সেনিক—অধিককাল ধরিয়া পর্ব্বতাদি উচ্চারোহণ ঘটিত যান্ত্রিকবিকারবিহীন হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধি রোগে উপযোগী।

ব্রমিণ—ইহাও অপরিমিত পরিশ্রমশীল ব্যক্তিদিগের যান্ত্রিক দোষহীন হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধির ঔষধ। কোন পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিলে, দণ্ডায়মান হইলে এবং শরীরচালনা করিলে হৃৎকষ্ট ও হৃৎবেপন উপস্থিত হয়। নাড়ী পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ কিন্তু **ধীরগতি** থাকে।

দন্তরোগ।—দন্তোৎপাটন নিবন্ধন **শোণিতস্রাব** হইলে **আর্ণিকা** দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃত্রিম দন্ত ব্যবহারপ্রযুক্ত দন্ত মাড়ির স্ফীতি ও বেদনা হইলে অথবা উকা দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে, নষ্ট দন্তাংশ কুরিয়া উঠাইয়া ফেলিলে, কিম্বা ক্ষত দন্তের গর্ত্তস্থান কোন বস্তু দ্বারা পূরণ করিলে যে বেদনা হয় তাহাও **আর্ণিকা** প্রশমিত করে।

অজীর্ণ এবং অতিসার রোগ।—আমাশয়ে **আর্ণিকার** বিশেষক্রিয়া লক্ষিত হইলেও কার্য্যতঃ ইহার রোগের সংখ্যা অধিক নহে। আগন্তুক অভিঘাত বশতঃ ইহার রোগ জন্মে। কখন কখন সন্নিপাত বা টাইফয়েড এবং আমজ্বর বা গ্যাষ্ট্রীক ফিবার কালেও ইহার লক্ষণযুক্ত রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায় বলিয়া **আমাশয়াজীর্ণই আর্ণিকা**-উদরাময়াদির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া গণ্য। ইহার অজীর্ণ রোগ মাত্রেই আহারান্তে রোগীর মস্তিষ্কের **শোণিত-সঞ্চয়ী সন্ন্যাস রোগের** উপক্রম হইয়া দপদপানি শিরঃ-শূল এবং অচৈতন্যের ভাব দেখা দেয়। অজীর্ণ জন্মিলে দুর্গন্ধ প্রশ্বাস। জিহ্বার ক্লেদময় হরিদ্রাভ লেপ, পচা ডিম্বের গন্ধবিশিষ্ট উদ্গার, উদরাধ্মান এবং দুর্গন্ধময় উদরাময় প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

উদরাময়, রক্তাতিসার, আমরক্ত রোগ এবং **শিশুদিগের কলেরা** রোগেও কখন কখন **আর্ণিকা** সদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগের অবস্থা ও প্রকৃতি বিশেষে দুর্গন্ধ ও ক্লেদযুক্ত, রক্তময় এবং পূয়াকার বিষ্ঠাও দৃষ্টিগোচর হয়;

বিষ্ঠার নিঃসরণে রোগী অত্যন্ত কুন্থন ও বেগ দিয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত অজীর্ণ লক্ষণ এবং তৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু কি পান করিবে রোগী বুঝিতে পারে না। উদরাভ্যন্তরে সূচিবেধবৎ বেদনা চলিয়া বেড়ায়। এস্থলেও সর্ব্বশরীরে টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং স্পর্শাসহিষ্ণুতার বর্ত্তমানতায় কোমল স্থানের অনুসন্ধানে রোগীর অস্থিরতা সহ শয্যাময় স্থান পরিবর্ত্তন শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক লক্ষণ আর্ণিকার অমোঘ প্রযোগিতা প্রকাশ করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—গর্ভপাত, এবং সূতিকা রোগ প্রভৃতি।—আঘাত, পতন ও পদস্খলন প্রভৃতি অভিঘাত বশতঃ গর্ভপাতের আশঙ্কা, জরায়ুর বেদনা এবং রক্তস্রাব হইলে আর্ণিকা দ্বারা উপকার দর্শে।

অনেক চিকিৎসকই প্রসবান্তে জরায়ুর ঘৃষ্টবৎ বেদনা নিবারণ, সংকোচনের পুনরানয়ন এবং রক্ত চাপ ও জরায়ু-কুসুমের অংশাদি জরায়ু মধ্যে থাকিলে তাহার বহিস্করণার্থ আর্ণিকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকে প্রসবান্তে পূয়জ্বর বা পায়িমিয়া নিবারণেও ইহার প্রয়োগের উপদেশ প্রদান করেন।

আঘাতজ রোগ বা ইঞ্জুরিজ্।—যষ্টির আঘাত, পতন, আগন্তুক কি অস্ত্রচিকিৎসার উপলক্ষ্যে আঘাত, মোচড় লাগা প্রভৃতি যে কোন কারণে শরীরের কোমলোপাদান পিষ্ট, ঘৃষ্ট কিম্বা কর্ত্তিত হইলে তাহার তরুণ ও পুরাতন ফল নিবারণ অথবা আরোগ্য করিতে আর্ণিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। অস্থি ভগ্ন হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার দ্বারা অস্থি ক্ষতের বিশেষ কোন উপকার না হইলেও ভগ্ন অস্থির উত্তেজনা বশতঃ কোমলোপাদানের, বিশেষতঃ পেশীর বেদনা ও আক্ষেপিক

সঙ্কোচনে অঙ্গাদির ঝাঁকি হইয়া যে যন্ত্রণা, স্ফীতি, বেদনা ও রক্তস্রাব প্রভৃতি উপস্থিত হয় তাহার নিবারণ দ্বারা ইহা মহদুপকার সাধন করে। শরীরাংশ ছড়িয়া যাওয়া, কালশিরা, ক্ষত এবং ক্ষত হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আঘাতজ রোগেরই ইহা এক মাত্র ঔষধ।

রক্তস্রাব-উৎপাদক অস্ত্রচিকিৎসা মাত্রেরই, এমন কি চক্ষুর এবং প্রসবের অস্ত্রক্রিয়ারও পূর্ব্বে ও পরে ডাং গ্রেভেল কতিপয় মাত্রা **আর্ণিকা** ৩, প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষেও প্রসব ক্রিয়ার কুফল নিবারণে ইহার শক্তি সুনিশ্চিত। প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে ইহার প্রয়োগে ইহা নিশ্চিতরূপে সূতিকাজ্বর নিবারণ করিয়া থাকে। অস্ত্রচিকিৎসাতে ইহার ক্রিয়ায় বিলম্বে ও অল্প পরিমাণে সুজাত পূয় জন্মে অথবা উপযুক্ত স্থলে পূয়সঞ্চার না হইয়া ক্ষত দেশাংশের পরস্পর সংযোগ ও আরোগ্য হইয়া যায়।

চক্ষুর অস্ত্রচিকিৎসায়, বিশেষতঃ মতিয়া বিন্দু বা কেটারাকৃট নিষ্কাষণের অস্ত্রচিকিৎসায় **আর্ণিকা** বিশেষ উপকারী। **মস্তিষ্কের সংঘাত** বা **কনকম্বণ** এবং **মেরুমজ্জাসংঘাত** ও **মচকান** নিবন্ধন রক্তস্রাব প্রভৃতি কুফল নিবারণে এবং আরোগ্যে **আর্ণিকা** বিশেষ উপকারী ঔষধ। **মস্তকের খুলি ভগ্ন** ও তাহার **টাল** হইতে **মস্তিষ্কের চাপ** ঘটিলে অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা ভগ্ন উপাদানাদি বিদূরিত করিবার প্রয়োজন হইলেও কোমলাংশের বিকারারোগ্য দ্বারা ইহা মহোপকার সাধন করিয়া থাকে।

অঙ্গুলী পিষ্ট হইলে বা তাহাতে **ছেঁচা লাগিলে** ডাং বলের নিয়মানুসারে **আর্ণিকার অমিশ্র** মূল অরিষ্ট **সিক্ত বস্ত্রখণ্ডের ফালি** দ্বারা অঙ্গুলী সম্পূর্ণ জড়াইয়া বায়ু

বর্জ্জিত ভাবে রাখিলে ইহা অতি শীঘ্র তাহার বেদনাদি উপদ্রব নিবারণ ও আরোগ্য করে।

ডাং ভন গ্রেভেলের মতে ইহা **আঘাতপ্রযুক্ত পূয়বিষ-জ্বর** ও **জান্তব-পচনোৎপন্ন-বিষজ্বর** বা **সেপ্‌টিসিমিয়ার** নিবারণ ও আরোগ্য করিতে সক্ষম। **আর্ণিকা পৃষ্ঠব্রণ** বা **কার্ব্বাঙ্কলের** পচন নিবারণ করিয়া থাকে ।

মস্তিষ্ক ফুসফুস অথবা স্নায়ু প্রভৃতি যে কোন যন্ত্রেরই যে কোন প্রকার **পুরাতন রোগ** হউক, তাহা যদি **জীবনের কোন পূর্ব্বতন সময়ের আঘাত সহকারণ রূপে সংসৃষ্ট বলিয়া অবধারিত হয়;** সেস্থলে রোগের বর্ত্তমান লক্ষণ সহ **আর্ণিকার** লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলেও ইহা উপকার করিয়া থাকে।

আঘাতজ রোগ নির্ব্বিশেষে **আর্ণিকার** উপকারিতা থাকিলেও স্থলবিশেষে ইহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে এতদপেক্ষা অধিকতর উপকার লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে ঃ—

রাসটক্স—সন্ধিবন্ধনীর মোচড় লাগিয়া বা সন্ধি মচকাইয়া, বিশেষতঃ তন্তু উপাদানের রোগে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—যে কোন প্রকার অস্ত্রক্ষতে, বিশেষতঃ অস্ত্র-চিকিৎসার সমান ও পরিষ্কার কর্ত্তনে, লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়। অন্ত্রের অস্ত্রচিকিৎসার পরের উদরশূল ও লিথটমির বেদনা প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকার করে।

ক্যালেণ্ডুলা—উপাদান ছিন্ন ভিন্ন, পিষ্ট ও সম্ভবতঃ উপাদানাং-শের অপচয় বশতঃ প্রদাহে।

লিডাম পেলেষ্ট্রা—আর্ণিকা দ্বারা টাটানি বেদনার

উপশম না হইলে ইহা প্রযোজ্য। ইহা বল্লম প্রভৃতি সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রের খোঁচার পক্ষেও উপকারী।

সিম্ফাইটাম—অস্থিতে আঘাত নিবন্ধন অস্থিভঙ্গ প্রভৃতি রোগের পক্ষে ইহা উপকারী। অঙ্গচ্ছেদনরূপ অস্ত্রচিকিৎসায় অঙ্গের অব্যবহিত ছিন্নাংশের এবং অস্থি ভগ্ন হইলে ভগ্নাস্থির অগ্রভাগের উত্তেজনা বশতঃ যন্ত্রণা নিবারণেও ইহা ফলপ্রদ। রোগীর পুষ্টিহীনতা যদি শেষোক্ত উপদ্রবের কারণ হয়, সেস্থলে **ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা** উপযুক্ত।

হাইপেরিকাম—অন্যান্য কোমলোপাদান সহ স্নায়ু আঘাত প্রাপ্ত ও অঙ্গুলী পিষ্ট হইলে ইহা **আর্ণিকাপেক্ষা** উপকারী। মেরুমজ্জার সংঘাতে ইহা **আর্ণিকার** পর প্রযোজ্য। মেরুমজ্জা রোগে ডাং লাডলাম ইহার বিশেষ পক্ষপাতী।

সালফুরিক এসিড—কোমলোপাদানের ঘৃষ্ট ক্ষতে ইহা **আর্ণিকার** পর প্রযোজ্য। গ্রন্থি ঘৃষ্ট হইলে **কণায়ামের** এবং অস্থির আঘাতজ রোগে **রুটার** পরে ইহা প্রযোজ্য। আহত শরীরাংশের টাটানি বেদনা ও কাঠিন্য এবং তদুপরি কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ কলঙ্ক অধিককাল স্থায়ী হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সান্নিপাত বা টাইফয়েড জ্বর।—এই জ্বরের অতি গভীর আক্রমণাবস্থায় অনেক সময়েই **আর্ণিকা** আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী। ইহার লক্ষণাদিও অতীব স্পষ্টতররূপে ঔষধের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টির আকর্ষণ করে। ইহাতেও সর্ব্বগাত্রে **আর্ণিকার** প্রসিদ্ধ টাটানি ও পিষ্টবৎ বেদনা উপস্থিত থাকায় শয্যার কোমল স্থানানুসন্ধানে অস্থিরতাসহ রোগী শয্যাময় ঘুরিতে থাকে অথবা দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্বয়ং স্থান পরিবর্ত্তনে অশক্ত হইলে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে।

গাত্রের স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ ও নীলাভ এবং অসমান পার্শ্ববিশিষ্ট কালশিরা বা একিমোসিস জন্মে। রোগী অনৈচ্ছিকরূপে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং মস্তক তাপযুক্ত এবং অধঃশরীর অপেক্ষাকৃত শীতল অথবা স্বাভাবিকরূপ উষ্ণ থাকে। উপরিউক্ত লক্ষণ চতুষ্টয়ের একত্র সমাবেশ **আর্ণিকা** ভিন্ন অন্য ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। মস্তিষ্কে শিরাশোণিতের মৃদু আধিক্য বশতঃ রোগী অজ্ঞানাভিভূত বা সংজ্ঞাহীন থাকে ও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হওয়ায় আপনার রোগের গুরুত্বানুভবে অক্ষম হয়; অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করিলে রোগী বলে "আমি ভাল আছি" ইহাকে অতি শোচনীয় অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন প্রশ্নের উত্তরের শেষ না হইতেই রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। রোগের এইরূপ প্রগাঢ় অবস্থার বহির্লক্ষণ স্বরূপ মুখমণ্ডল গাঢ় লোহিতবর্ণ হয়, নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে, গাত্রের কাল-শিরা অধিকতর স্থানে ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, শয্যা ক্ষত দেখা দেয়, অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ হইতে থাকে, উদরের স্ফীতি জন্মে, বক্ষের আক্রমণ হওয়ায় কাসিলে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হয় এবং অবশেষে নিম্ন চুয়ালের উপরিউক্ত ঝুলিয়া পড়া অবস্থায় রোগী মুখ ব্যাদান করিয়া গভীরতর নাসিকাধ্বনি যুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস করিতে থাকে। **আর্ণিকার** রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সহিত **ল্যাকেসিস, ব্যাপ্টিসিয়া** ও **রাস** লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদিগের মধ্যে প্রভেদক প্রকৃতির লক্ষণও যথেষ্ট আছে।

আর্ণিকা এবং ল্যাকেসিস—উদরাময় এবং স্পর্শা-সহিষ্ণু বেদনা এবং উভয় ঔষধেই রোগের চরমাবস্থায় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতবৎ লক্ষণে সংজ্ঞাহীনতা এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়া বর্ত্তমান থাকে। **আর্ণিকার** বিষ্ঠাপেক্ষা, এমন কি বিষ্ঠা ন্যাড় বাঁধা হইলেও, **ল্যাকেসিস** বিষ্ঠায় অধিকতর দুর্গন্ধ অথবা মড়ি পচার ন্যায় ঘ্রাণ

থাকে। **ল্যাকেসিসের** গাত্রবেদানায় গাত্রবস্ত্রের অসহিষ্ণুতা, **আর্ণি** বেদনায় শয্যাময় স্থান পরিবর্ত্তন ; **ল্যাকেসিস** প্রলাপের বহুভাষিতা, **আর্ণিকার** প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রিত হওয়া এবং **ল্যাকেসিসের** শরীরের প্রায় স্থানমাত্র হইতেই রক্তস্রাব হওয়া উভয়কে প্রভেদিত করে।

আর্ণিকা এবং **ব্যাপ্‌টিসিয়া**—সংজ্ঞাহীনতা বা নিদ্রলুতা ও মস্তিষ্কের জড়ভাব, প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রিত হওয়া, এবং শ্রান্তিবোধ, সর্ব্ব শরীরে টাটানি বেদনা ও অস্থিরতা সহ শয্যাময় ঘুরিয়া বেড়ান উভয় ঔষধেই বর্ত্তমান থাকে। **ব্যাপটিসিয়ার** মুখাবয়বে সুরাপায়ীর মত্তাবস্থার ন্যায় ঘোর লোহিতবর্ণ ও হতভম্ব বা বুদ্ধির জড়তা-ব্যঞ্জক ভাব, কখন কখন জিহ্বার মধ্য স্থলে লম্বভাবে রেখাকার কটাবর্ণের লেপ, নিঃস্রব মাত্রেরই দুর্গন্ধ এবং ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শয্যাময় বিক্ষিপ্ত হওয়ারূপ ভ্রান্তিতে সংগ্রহ করিবার জন্য শয্যোপরি ঘুরিতে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ ও **আর্ণিকার** শয্যা কঠিন বোধ হওয়ায় কোমল স্থানের অনুসন্ধানে শয্যাময় ঘোরা পরস্পরের যথেষ্ট প্রভেদক।

আর্ণিকা এবং **রাস**—উভয় ঔষধেই গাত্র বেদনা থাকিলেও **আর্ণিকা** রোগী অস্থির ভাবে কোমল স্থানান্বেষণে শয্যাময় ঘোরে, সোয়াস্তি পায় বলিয়া **রাস** অস্থির ভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনাদি করিতে থাকে ; **আর্ণিকায়** মস্তিষ্ক লক্ষণ জড় ও নিশ্চেষ্টভাবাত্মক ; **রাসের** তাহা সক্রিয়, অস্থির উৎকণ্ঠাময় ; **রাসের** ত্রিকোণাকার লোহিতবর্ণ জিহ্বাগ্র ও নাসিকার রক্তস্রাবে শিরঃশূলের উপশম, **আর্ণিকায়** অভাব, ইহাই পরস্পরের প্রভেদক।

টাইফয়েড জ্বরের চরমাবস্থায় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত বশতঃ **আর্ণিকার** অধঃচুয়াল ঝুলিয়া পড়ায় ও শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকাধ্বনি হওয়ায় **ওপিয়াম সহ** এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ায় **হায়াসয়ামাস সহ**

তুলনীয় হইলেও **ওপিয়ামের** গভীরতর সংজ্ঞাহীনতা বা নিদ্রালুতা, মুখমণ্ডলের প্রগাঢ়তর রক্তিমা ও শরীরের তাপসহ ঘর্ম্ম এবং **হায়সায়ামাসের** সাবসালটাস্ টেণ্ডিনাম ও পেশী আনর্ত্তনাদি উপস্থিত থাকিয়া যথেষ্টরূপে পরস্পারের সাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করে।

স্ফোটক বা বইল এবং পূয়শোথ বা এব্‌সেস।—স্ফোটক কখন কখন দলবদ্ধ ভাবে উৎপন্ন ও পরিপক্ক হইলে পূয় নিঃসরণ ও আরোগ্য হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য দল জন্মিয়া উপরিউক্ত নিয়মানুসরণ করিতে থাকে : কখন বা তাহারা দলবদ্ধ রূপে উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরিপক্কতা প্রাপ্তে পূয় সঞ্চিত না হইয়া এক দলের পর অন্য দল জন্মিয়া শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে। একটী করিয়া অথবা দলবদ্ধ হইয়া উৎপন্ন যে প্রকার স্ফোটকেই পূয়সঞ্চার হউক এবং হউক বা না হউক **টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা** সর্ব্বস্থলেই **আর্ণিকার** প্রধানতম প্রদর্শক। স্ফোটকের দলে দলে উৎপত্তি, তাহাদিগের অপক্কাবস্থায় শুষ্ক হইয়া কুঁচকিয়া যাওয়া এবং স্ফোটকাদির মধ্যে পূয় সঞ্চয় না হইয়া রক্তপূর্ণ হওয়া (Blood boil ব্লাড্ বইল) প্রভৃতিও **আর্ণিকার** আরোগ্যাধীন। এই সকল স্ফোটকে এবং পূয়শোথ রোগে যদি **আর্ণিকা** সদৃশ বেদনা উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ইহা তাহার মহৌষধ।

—o—

লেক্‌চার ২৩ (LECTURE XXIII)

এণ্টিমনিয়াম্ ক্রুডাম (Antitmonium crudum)।

প্রতিনাম।—টর-সালফুরেট অব্ এণ্টিমনি।

প্রয়োগরূপ।—অসংশোধিত অণ্টিমনি জল সহ চূর্ণ করিয়া তাহার নিম্নক্রমের ট্রাইটুরেষণ, উচ্চ ক্রমের টীংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ৩ ট্রাইটুরেষণ হইতে ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ ক্রমেও প্রয়োগ হইতে পারে।*

উপচয়।—আহারান্তে; ওয়াইন মদ্য পানে (আর্স, গ্লন,

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা এই—ডাঃ টক্‌টস—একটী পুরুষ অন্যান্য বিষয়ে সুস্থ ছিল, কিন্তু ৫ মিনিট পরে ক্রমাগত ৬ বার দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের আক্রমণ হইত; ৩×, আরোগ্য। ডাঃ বার্ণরিউটার—৪ বৎসরের শিশু, পরিষ্কার গন্ধহীন পরিশ্রুত জলের ন্যায় অত্যধিক পরিমাণ মূত্রত্যাগ করিত ও তাহার অধিকাংশই অনৈচ্ছিকভাবে নির্গত হইত; শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ জল খাইত; দুই চক্ষুরই প্রদাহিতাবস্থা—চক্ষু সম্পূর্ণ লাল, কর্ণিয়া অস্বচ্ছ—চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক, মুদ্রিত, নাসারন্ধ্র অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, মুখ শুষ্ক; জিহ্বা পরিষ্কার ও পাশাপাশি ভাবে ফাটা, ত্বক্ শুষ্ক; শরীর কঙ্কালসার; শয্যাশায়ী থাকিত এবং দিবসে অধিক নিদ্রা যাইত; অন্নে লালসা; অত্যন্ত ক্রোধপ্রবণ; মূত্রে শর্করাভাব; নানা ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল হয় নাই; "শিশু, তাহার প্রতি তাকান ভালবাসিত না" তাহার মাতার নিকট অবস্থা জানিয়া ৬ ব্যবহারে আরোগ্য। ডাঃ হইন—ভয়ঙ্কর জ্বালা ও হুলবেঁধার ন্যায় বেদনাসহ বারম্বার আমবাতের উদ্ভেদ, অম্ল ও ভিনিগারের ব্যবহার করিলেই রোগ পুনরাবর্ত্তন করিত; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ—কোন ব্যক্তি ১৫ মাস হইতে আমবাতে আক্রান্ত হইয়াছিল; সম্পূর্ণ শরীরেই উদ্ভেদ উঠিত; উদ্ভেদ শুভ্রবর্ণ, তাহার চতুপার্শ্বস্থ লোহিতবর্ণ ত্বক্ চুলকাইত; একযোগে ৩ সপ্তাহের ঊর্দ্ধকাল কখন ভাল থাকিত না, প্রায়ই ১ সপ্তাহ কাল ভাল থাকিত; তাপে বৃদ্ধি; রোগী ক্রোধপ্রবণ ছিল; শরীরতাপ বৃদ্ধি হইলে জলপান করিত; তাহার মাতার গর্ভাবস্থায় আমবাত হইয়াছিল; ২০০ একমাত্রায় আরোগ্য।

লাইক, নাক্স ভ, জিঙ্ক); **স্নানান্তে**; শীতল জলের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ সংস্রবে; শরীরচালনায়; অগ্নির অথবা সূর্য্যের তাপে (বেল)।

উপশম।—বিশ্রামকালে; মুক্ত বায়ুতে (লাইক, পাল্স); উষ্ণ জলে স্নানে।

সম্বন্ধ।—এণ্টিম ক্রুডের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যালকেরিয়া, হিপার, মার্ক।

এণ্টিম ক্রুড যাহার কার্যপ্রতিষেধক—কীটদংশন অথবা হুলবেঁধার।

রোগ বিশেষে এণ্টিমক্রুড যাহার সহিত সমক্রিয়—ত্বগুপরি কার্য্যে এপিসের; আমাশয় প্রতিশ্যায়, জ্বালাময় উদ্ভেদ এবং জল-শোথে আর্সেনিকের; রসাবাত, আমাশয় রোগ এবং তাপের ফল সংশোধন প্রভৃতিতে ব্রায়নিয়ার; আমাশয়পীড়ায় ক্যাম, হিপার, এবং ইপিকার; আমাশয় লক্ষণ, মুক্ত বায়ুতে উপশম, মানসিক ক্রিয়া, শীতকম্প এবং জ্বর প্রভৃতিতে মার্ক, নাক্স্ ভ, এবং পাল্সের; শৃঙ্গবৎ কঠিন উদ্ভেদে রেণাঙ্কু বাল্বোসাসের; সাধারণতঃ রাস্ টক্স্, সাল্ফার ও সিলার; আমাশয়বিকারনিবন্ধন শিরোঘূর্ণনে পাল্সের; অম্লবস্তু আহারে আমাশয়বিকার প্রযুক্ত শিরঃশূলে পাল্স্ অথবা আর্সের; চক্ষুর প্রদাহে একন এবং য়ুফ্রেসিয়ার; ক্ষতনিবন্ধন দন্তের গর্ত্তের বেদনায় পাল্সেটিলার; গ্রীষ্মতাপে ক্ষুধার হ্রাস হইলে ব্রায় ও কার্ব্ব ভেজের; আমাশয়ের থল্লীতে পাল্স অথবা ইপিকার; জলবৎ উদরাময়ে ফেরামের; অত্যধিক গ্রীষ্মতাপক্লিষ্ট হওয়ায় উদরাময় জন্মিলে ব্রায়।

শ্বাসনালী বা ব্রঙ্কাই মধ্যে শ্লেষ্মাময় পূয় সঞ্চয় হইয়া হাঁপানি জন্মিলে এণ্টিম ক্রুডের পরিবর্ত্তে এণ্টিম সাল্ফ অরাট প্রযোজ্য।

এণ্টিম ক্রুড, ইপিকা অপেক্ষা **লাইক** সহ অধিকতর সম্বন্ধযুক্ত।

পলিপাই বা "বহুপাদপ্রবর্দ্ধন রোগে" **পাল্স** ও **মার্ক** সহ সম্বন্ধযুক্ত।

এণ্টিম ক্রুড, সবিরাম জ্বরে ইপিকা অথবা পাল্‌সের পরে অধিকতর উপকারী।

এণ্টিম ক্রুডের পরে যাহা প্রয়োজ্য।—পাল্‌স্, মার্ক্, সাল্‌ফার।

কার্য্যপূরক।—স্কুইলা (এণ্টিমের)।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, এণ্টিম টা, আর্স, ক্যাম, লাইক, গ্র্যাফা, কেলি বাই, হিপার সালফ, ইপিকা, মার্ক্, নাক্স ভ, পেট্রল, পাল্‌স্, সাল্‌ফ ও জিঙ্ক।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে সকল শিশু বা যুবক সহজে স্থূল হইতে থাকে (ক্যাল্কে) এবং যে সকল বৃদ্ধের প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকিয়া হঠাৎ কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে অথবা পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ হয় (নক্স ভ), তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

অপরিমিত ভোজনপ্রযুক্ত আমাশয়রোগ; আমাশয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ সহজে অজীর্ণের সৃষ্টি; জিহ্বায় পুরু শুভ্রলেপ; নদীতে স্নান, শৈত্যসংস্পর্শ, উগ্র সুরাপান এবং অম্ল, বসা ও ফলাহার হেতু অজীর্ণ। অম্ল বা দূষিত মদ্য, পাঁউরুটী, পিষ্টক, অম্ল, বিশেষতঃ ভিনিগার প্রভৃতি পানাহারজনিত ও শীতল জলে স্নান, অত্যধিক তাপসংস্পর্শ ও উষ্ণ আবহাওয়ার সংস্পর্শঘটিত আমাশয় ও অন্ত্র রোগ; বহুকাল ব্যাপী ঊর্দ্ধাধঃ পথে বায়ুনিঃসরণ; উদ্গারে ভুক্তবস্তুর আস্বাদ।

শিশু খিট্‌খিটে ও অসন্তুষ্ট; কথা কহিতে অনিচ্ছা হেতু শিশু অল্পভাষী (এণ্টিম টা, আয়ডি, সিলিক); **তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ বা তাহার গাত্রস্পর্শ শিশুর অসন্তুষ্টিকর,** শীতল জলে স্নান বা গাত্রধাবনে শিশুর ক্রন্দন।

ক্রন্দনশীল ও সামান্য বিষয়ে বিচলিত স্ত্রীলোক; পদ্যে কথা বলিবার ও পদ্য আবৃত্তি করিবার অদম্য ইচ্ছা।

গলা খাঁকর দিলে নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎ হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসরণ, মলদ্বার হইতে **কলৃতানি ঝরিয়া** পরিহিত বস্ত্র পীত-কলঙ্কযুক্ত হওয়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অর্শ।

ত্বকের অস্বাভাবিক প্রবর্দ্ধন; নখ জন্মিতে অযথা বিলম্ব; নখে চোঁচা লাগিলে তাহা বিদীর্ণ ভাবে জন্মে, তাহা কখন ওয়ার্ট বা কঠিন আচিলের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়, বা তাহার স্থানে স্থানে শৃঙ্গবৎ কঠিন প্রবর্দ্ধন জন্মে; পদতলের স্থানে স্থানে যে সকল বেদনাযুক্ত শৃঙ্গবৎ অংশ বা কড়া জন্মে, ভ্রমণে, বিশেষতঃ কঠিন পথে ভ্রমণে তাহার বেদনা।

শীতল জলে স্নানে বিতৃষ্ণা ও শীতল জলে স্নানবশতঃ শিরঃশূল এবং ঋতুরোধ; জলে সিক্ততা অথবা সন্তরণ বশতঃ সর্দ্দি বা জ্বর (রাস)।

পুনরাবর্ত্তন কালে স্থানপরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর-গামী রোগ; উষ্ণ আবহাওয়া প্রযুক্ত বলক্ষয়; উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া শিরঃশূল।

শৈত্যে অসহিষ্ণুতা ও শৈত্যসংস্পর্শে রোগের বৃদ্ধি; **সূর্য্যতাপ** অসহ্য ও রৌদ্রমধ্যে পরিশ্রমে রোগের বৃদ্ধি। অম্ল বস্তু ও লবণাক্ত আচারে লালসা।

অতি দুঃখিত মনোভাবসহ ক্রন্দন; জীবনে ঘৃণা; নীচতা ব্যঞ্জক নৈরাশ্যে জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা।

রোগকারণ।—স্নান, আমাশয়াজীর্ণ, মদ্যপান, সূর্য্যতাপ প্রভৃতি ইহার বিশেষ রোগকারণ এবং অভ্যাসগত মদ্যপান ও হস্ত-মৈথুন প্রভৃতি সাধারণ রোগকারণ; ইহা ব্যতীত অভ্যাসগত স্রাবের রোধ, হঠাৎ উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া, গাত্রধৌত করা ও জলমধ্যে কার্য্য করা প্রভৃতি কারণেও ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ও ত্বক এণ্টিম ক্রুডের অতি প্রবল ক্রিয়া লক্ষিত হইলেও ইহা যে পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক

ঝিল্লীকেই বিশেষরূপে আক্রমণ করে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন করে না, কিন্তু তাহার ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ও বিকৃত অবস্থা উৎপাদন করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী জড়ভাবাপন্ন হইয়া যায় ও তাহাতে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় নিবন্ধন পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিয়া রোগ লক্ষণ নিচয়ের উৎপত্তি হয়। জিহ্বায় অতিশয় পুরু শুভ্র লেপ ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রদর্শক। খিটখিটে স্বভাব ও অসন্তুষ্ট মানসিক প্রকৃতিও ঔষধ নির্ব্বাচনের অত্যাবশ্যকীয় সাহায্যকারী।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—এণ্টিম ক্রুড প্রধানতঃ জীবন-শক্তির অতি গভীর অবসাদাবস্থা উপস্থিত করে। এই অবসাদ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতাজ্ঞাপক নহে, ইহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ অসহিষ্ণুভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাহা রোগীর মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। রোগী নিমীলিত নেত্রে আবল্যগ্রস্ত থাকে, অজ্ঞান হয় না এবং এত দূর অসহিষ্ণু হয় যে তাহার গাত্র স্পর্শ করা কি তাহাকে কিছু বলা দূরের কথা, তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাও সহ্য করিতে পারে না। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা বশতঃ রোগীর চিন্তাশক্তি বিকার প্রাপ্ত হয় কিন্তু নষ্ট হয় না। রোগী নিজ দুরবস্থার উপলব্ধি করিয়া জীবনে বীতরাগ হয়, মৃত্যু কামনা করে, এমন কি জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিবার প্রয়াস পায়। অত্যন্ত শারীরিক অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা জন্মিলেও স্নায়ুশক্তির অসহিষ্ণু ভাবব্যঞ্জক সামান্য শব্দে চমকান ও পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। **এণ্টিম ক্রুড** ও **আর্সেনিক** উভয়েই আসন্নমৃত্যুর অনুভূতি আছে। কিন্তু একের অবসন্নতা ও নিশ্চেষ্টতা এবং অপরের অস্থিরতা, একের জীবনে বীতরাগ ও মৃত্যুকামনা, এমন কি আত্মহত্যার চেষ্টা এবং অপরের মৃত্যুভয় ও তজ্জনিত উৎকণ্ঠা যথেষ্ট প্রভেদক।

এণ্টিম ক্রুড শ্লৈষ্মিকঝিল্লী, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা ইহার স্নায়বিক বা জৈব ক্রিয়াবসাদের

ফল। এই ক্রিয়াবসাদ সহ তথায় এক প্রকার অসহিষ্ণু ভাব উৎপন্ন হয় ও তজ্জন্য ভুক্ত বস্তু ধারণে আমাশয় অক্ষম হইয়া পড়ে এবং বিবমিষা উপস্থিত হয়। পরিপাকযন্ত্রের অবসাদ বশতঃ ক্ষুধানাশ হয়, ভুক্ত বস্তু পরিপাক হয় না, এবং উত্তেজনাপ্রবণতা হেতু কখন কখন অস্বাভাবিক ও দুষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অন্ত্রপথের ক্রিয়াবসাদসহ স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা থাকায় কোষ্ঠবদ্ধ ও সময়ে সময়ে পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে দুগ্ধবৎ শুভ্র শ্লেষ্মাস্রাব হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ জিহ্বা দুগ্ধবৎ শুভ্র ও পুরু লেপযুক্ত থাকে।

উপরিউক্ত বিকারগ্রস্ত পরিপাকযন্ত্র এণ্টিম ক্রুডের ক্রিয়ার ও রোগৎ-পাদনের কেন্দ্রস্থান ও নিয়ন্তা; কারণ সন্দেহবাতিক, বিষণ্ণভাব প্রভৃতি মানসিক বিকার, গাউট ও রসবাত রোগ এবং নানাপ্রকার ত্বক্ রোগ, যাহা এণ্টিমক্রিয়ায় সচরাচর দৃষ্ট হয়, আমাশয়, যকৃৎ প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রের বিকারই যে তাহার মূল প্রবর্ত্তক, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত; ফলতঃ এণ্টিম ক্রুডের রোগমাত্রেই ইহার বিশেষ পরিপাকযন্ত্ররোগলক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ও ঔষধ নির্ব্বাচনের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হয়।

অন্যান্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রলক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মানসিক বিকার—অবসন্নতা এবং অসহিষ্ণুভাবই মানসিক বিকারের প্রধান প্রকৃতি। সংজ্ঞাহীনতা; শিশুর নিদ্রালু অবস্থায় প্রলাপ, বিবমিষা, তপ্ত ও আরক্ত মুখ; অনিয়মিত নাড়ী এবং জ্বরভাব। শয্যাক্ষত উৎপন্ন হইলেও রোগী কষ্টবোধ করে না; শীতল জলে স্নান করাইলে শিশু ক্রন্দন করে, উষ্ণ জলে স্নান করাইলে সোয়াস্তি পায়।

জীবনে ঘৃণা—গুলি করিয়া অথবা জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যার প্রবৃত্তি; অত্যন্ত দুঃখিত ও সন্তপ্ত মানসিক অবস্থা; বর্ত্তমান ও ভাবি বিষয়ে চিত্তব্যাকুলতা।

চন্দ্রালোকে ভাবুকতার, বিশেষতঃ **প্রেমো-**

হ্রাসজনক ভাবের স্ফূর্ত্তি; শিশু অত্যন্ত খিটখিটে ও অসন্তুষ্ট, কেহ তাহার প্রতি তাকায় বা তাহাকে স্পর্শ করে তাহা ইচ্ছা করে না। একগুঁয়ে ও ক্রোধনস্বভাব, শিশু কাহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না।

মস্তিষ্কীয় অনুভূতিবিকারে মস্তকের দুর্ব্বলতা, শিরো-ঘূর্ণন, বিবমিষা এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মস্তকের গুরুত্বানুভূতি; শোণিত প্রবলবেগে মস্তকাভিমুখে ধাবিত।

গতিদস্নায়ুর ক্রিয়াবিপর্য্যয়ে রোগী সামান্য শব্দেই যেন চমকিয়া উঠে; শরীরের বহু স্থানে পেশীর আনর্ত্তন ও কনভালসন সহ বমন। শরীর দুর্ব্বল ও প্রভূতরূপে অবসাদগ্রস্ত।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকারে ছিন্ন ও সূচিবিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা।

মস্তকের গুরুত্বানুভূতি; অতি মৃদু শিরঃশূল এবং শিরোঘূর্ণন, সিঁড়ি উঠিতে বর্দ্ধিত; নদীতে স্নান করিলে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং খাদ্যে ঘৃণা।

দিবসে. বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, রজনীতে যেন ভীতি বশতঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ। রোগী স্বপ্ন দেখে, যেন কাহারও সহিত কলহ করিতেছে; কামবিষয়ক স্বপ্ন; স্বপ্নে উৎকণ্ঠা যেন কেহ তাহাকে আঘাত করিবে; কাটা মনুষ্যের ভয়াবহ দৃশ্যের স্বপ্ন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকারে কর্ণের সম্মুখে ঘণ্টার ন্যায় ধ্বনি ও কর্ণাভ্যন্তরে উচ্চরব। একরূপ বধিরতায় বোধ যেন পটহের সম্মুখে ক্ষুদ্র পত্র রহিয়াছে, অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিলে ফল হয় না। আস্বাদ কখন তিক্ত, কখন বা মুখের স্বাভাবিক আস্বাদের হ্রাস।

মুখমণ্ডল দুঃখব্যঞ্জক ও আরক্ত; তাহার পেশীর আনর্ত্তন; গণ্ডের তাপ এবং চুলকানি। মুখে ফুসকুড়ি ও পূয়গুটিকার ন্যায় স্ফোটক।

আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ দৃষ্ট হয়। বামগণ্ড স্পর্শে বেদনাযুক্ত; উদ্ভেদের হরিদ্রাভ মামড়ি সহজে স্খলিত হয়। গণ্ডোপরি দীর্ঘস্থায়ী পাকা উদ্ভেদ দৃষ্ট হয়।

প্রদাহিত ও লালবর্ণ চক্ষু চুলকায়, এবং রজনীতে জুড়িয়া থাকে; প্রাতঃকালে আলোক সহ্য হয় না।

চক্ষুপুটের প্রদাহ ও লোহিত বর্ণ; চক্ষুর বহিষ্কোণের ক্ষতবৎ টাটানি; চক্ষুকোণে পিচুটির সঞ্চয়।

বেদনা দক্ষিণ কর্ণের মধ্য বাহিয়া য়ুষ্টেকিয়ান টিউব মধ্যে যায়। বাম কর্ণের স্ফীতি, রক্তিমা এবং জ্বালা। কাণপাকা।

নাসারন্ধ্র মামড়ি আবৃত, ফাটা ও ক্ষতযুক্ত। শীতল বায়ু অথবা তীব্র বাষ্পের শ্বাস গ্রহণের ন্যায় নাসিকার বেদনা।

শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে **স্বরলোপ** ঘটে, বিশ্রাম করিলে তাহার উপশম; দুর্ব্বল স্বর। গলদেশে বেদনা সহ যেন ক্ষণে পাতলা ক্ষণে পুরু ছিপি বর্ত্তমান থাকার অনুভূতিতে স্বরযন্ত্র ও ফ্যারিংসের ভয়ানক আক্ষেপ।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর ঝাঁকে ঝাঁকে কাসি, বোধ হয় যেন উদরে কাসির উদ্রেক হইতেছে, প্রথম আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল, ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে এক বার খ্যাক করিয়া কাসিলে শেষ হয়।

হৃৎপিণ্ডবিকারে প্রবল হৃৎকম্প।

নাড়ী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল, কখন দ্রুত, কখন ধীরগতি; ২।৪ বার স্পন্দনের পরই এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে।

ক্ষতদন্তের গর্ত্তের বেদনা রজনীতে, আহারান্তে এবং শীতল জল সংস্পর্শে বর্দ্ধিত। দন্তে জিহ্বা সংলগ্ন হইলে দন্তের বেদনায় বোধ যেন

স্নায়ু ছিন্ন হইল। শ্বাসগ্রহণকালে দন্তমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা। দন্ত হইতে দন্তমাড়ি ছাড়িয়া যায় ও সহজেই রক্ত পড়ে।

মুখশোষ। কখন বা মুখে অনেক পরিমাণ লবণাক্ত লালা। তালুর অবদাবণ ভাব, গলা পরিষ্কার করিতে খাঁকর দিলে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। **জিহ্বা দুগ্ধবৎ পুরু শুভ্র লেপাচ্ছাদিত।**

আমাশয়বিকারে ওষ্ঠের শুষ্কতাসহ সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে তীব্র তৃষ্ণা। **ভুক্তবস্তুর আস্বাদের উদ্গার, শ্লেষ্মা এবং পিত্তের বমন।** ওয়াইন মদ্য পানে বমনোদ্রেক হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ ও উদারাময়; খাদ্যে ঘৃণা ও অম্লে লালসা; অপরিমিত ভোজনে আমাশয়ের বেদনা ও উদরের স্ফীতি, কিন্তু উদর কঠিন হয় না।

আমাশয়ের থল্লীবৎ বেদনা। **আহারে ঘৃণাসহ বিবমিষা ও বমনের প্রবৃত্তি। আমাশয়ের দুর্ব্বলতা, সহজেই অজীর্ণ জন্মে।** বুকজ্বলার ন্যায় আমাশয়োর্দ্ধে জ্বালা কিন্তু ক্ষুধা থাকে। বেদনানুভূতি সহ আমাশয়ের পূর্ণতা, স্পর্শে আমাশয় বেদনাযুক্ত। অত্যন্ত স্ফীত উদরে উচ্চ গড় গড় শব্দের ডাক।

কঠিন বিষ্ঠার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড অথবা অজীর্ণ ভুক্তবস্তুমিশ্রিত জলবৎ মলত্যাগ। ভিনিগার কিম্বা অন্য প্রকার অম্লবস্তু সেবনে, অম্লগুণ মদ্য পানে, অমিত ভোজনে, শীতল জলে স্নানে, অত্যধিক তাপসংস্পর্শে, রজনীতে এবং প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি। **বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ।** শুষ্ক, কঠিন ও অত্যন্ত স্থূল বিষ্ঠার অতিকষ্টে নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অর্শে কাঁটা বেধার ন্যায় অনুভূতি ও জ্বালা; মলদ্বার হইতে অবিরত শ্লেষ্মার ক্ষরণ ও অর্শ হইতে রক্তস্রাব। মল

নিঃসরণ কালে সরলান্ত্রের বেদনা ও কোন ক্ষত ছিন্ন হওয়ার ন্যায় টাটানি ; মলদ্বারের চুলকানি।

পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ ; মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীর জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা ; অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ ; মূত্র স্বর্ণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ ও অতি সামান্যরূপ ঘোলাটে ; কটা লোহিতবর্ণ মূত্র ২৪ ঘণ্টা স্থির ভাবে রাখিলে তাহাতে লোহিত বর্ণ কণিকা দৃষ্ট হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে জরায়ু মধ্যে চাপ হওয়ায় বোধ যেন তন্মধ্য হইতে কিছু বাহির হইবে। শীতল জলে স্নান করায় ঋতুরোধ নিবন্ধন অণ্ডাধার প্রদেশে বেদনা। উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে ঋতু আরম্ভ হইয়া প্রচুর রক্ত স্রাবের পর ঋতু রোধ ও পরে ক্লরসিস্। ঋতুর পূর্ব্বে দন্তশূল নিবন্ধন ললাটপার্শ্বে গর্ত্তকরার ন্যায় বেদনা। যোনি হইতে তীব্র জলস্রাবে উরুর চনচনি। শ্বেতপ্রদর জলবৎ ও খণ্ডাকার বস্তুমিশ্রিত। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বিবমিষা, বমন এবং উদরাময়।

হস্তাঙ্গুলিতে গাউট সদৃশ বেদনা। হস্তের নখ উপযুক্ত ক্ষিপ্রতা সহ বৃদ্ধি পায় না, নখ অধঃস্থ ত্বক্ স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত ও নখের বর্ণ মলিন। আঘাত বা ছেঁচা লাগিয়া নখ বিদীর্ণ হইলে পৃথক ভাবেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ঐ বিদীর্ণ নখ কখন কর্কশ আঁচিলের ন্যায় উপাদানবিশিষ্ট, কখন বা স্থানে স্থানে শৃঙ্গবৎ কঠিন অংশযুক্ত দৃষ্ট হয়।

জঙ্ঘায় রসবাতবৎ বেদনা। সন্ধ্যাকালে হিপসন্ধিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। শয়ন ও উপবেশনাবস্থায় জঙ্ঘার অসাড়তা। পদতলে অঙ্গুষ্ঠের সান্নিধ্যে শৃঙ্গবৎ কঠিন বড় বড় ত্বগংশ। পদতলে এবং অঙ্গুষ্ঠে কড়ার উৎপত্তি। ভ্রমণে পদতলের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা।

ত্বগুপরি স্ফোটক ও ফোস্কাবৎ উদ্ভেদ। শৃঙ্গবৎ কঠিন ত্বগুদ্‌ভেদ, মসৃণ ওয়ার্ট বা মসৃণ ও কঠিন আঁচিল। বিশেষতঃ মুখে ও সন্ধিস্থানে

কীটদংশনের উদ্ভেবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি ও বিম্বাকার রসগুটিকা। হামের ন্যায় উদ্ভেদ। স্থানে স্থানে কটাসে মামড়িযুক্ত পূয়গুটিকা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

দুগ্ধবৎ শুভ্র ও পুরু লেপযুক্ত জিহ্বা।—এইরূপ জিহ্বালেপ এণ্টিম ক্রুডের পরিপাকযন্ত্রবিকারের অতি বিশেষ লক্ষণ। কার্য্যতঃ ইহার প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেই পরিপাকদোষ প্রধান উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ ইহার রোগমাত্রেই উপরোক্ত প্রকার জিহ্বা, ঔষধনির্ব্বাচনে অতি প্রধান সহায়। **একন, এলাস্থাস, ব্রায়, মার্ক, নাক্স্ ভ এবং সালফার** প্রভৃতি অনেক ঔষধেই শুভ্র জিহ্বালেপ আছে, কিন্তু সে লেপ এতাদৃশ পরিষ্কার শুভ্র নহে এবং ইহাদিগের শুভ্র জিহ্বালেপ রোগবিশেষে অথবা রোগের অবস্থা বিশেষে বর্ত্তমান থাকে, সর্ব্বাবস্থা বা সর্ব্বরোগব্যাপক নহে। **এণ্টিমজিহ্বালেপ এতই পরিষ্কার শুভ্র যে দুগ্ধবর্ণ সহ তুলনীয় ও একরূপ সর্ব্বরোগব্যাপী।**

সূর্য্যতাপে রোগের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি।—অবস্থাবিশেষে সূর্য্যতাপে, কখন বা অগ্নির বিকীর্ণ তাপে পরিপাকবিকার, বমন, বিবমিষা, উদরাময় প্রভৃতি জন্মে; উষ্ণ গৃহে বর্দ্ধনশীল কাসি জন্মে, শরীরের বলক্ষয় ঘটে অথবা দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ **এণ্টিম ক্রুড** গ্রীষ্মকালীন রোগের ঔষধ মধ্যে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি ও প্রধান পদ লাভ করিয়াছে। তাপে, বিশেষতঃ সূর্য্যতাপে রোগের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি যে সকল ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে **ব্রায়, জেলস, গ্লনইন্** এবং **নেট কার্ব্ব** উল্লেখ যোগ্য হইলেও **ব্রায়র** সহিতই এবিষয়ে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু **ব্রায়** সহ অন্যান্য বিষয়ে ইহার এতদুর প্রভেদ যে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শীতল জলে স্নান রোগের অথবা রোগ বৃদ্ধির কারণ।—তাপ ও শৈত্য উভয়েই রোগের বৃদ্ধি, ঔষধের বিপরীত স্বভাবের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাপ ও শৈত্য উভয়েরই অতি বৃদ্ধি ইহার রোগের কারণ। সাক্ষাৎতাপ অপেক্ষা বিকীর্ণ তাপেই ইহা বিশেষ অসহিষ্ণু। **শীতল জলে স্নান করাইলে শিশু ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে।** শীতল জল-স্পর্শে **রাস** ও **সালফারেরও** রোগ বর্দ্ধিত হয় অথব জন্মে কিন্তু **রাসের** অস্থিরতা স্থলে **এণ্টিম ক্রুডের** অবসন্নতা ও নিদ্রালুতা যথেষ্ট প্রভেদ; **সালফারের** জ্বালা, শোণিতোচ্ছ্বাস প্রভৃতিও **এণ্টিম ক্রুডে** বিরল। শীতল জলে স্নানে শিরঃশূল, সর্দ্দি, আমাশয়ের প্রতিশ্যায়, উদরাময়, ঋতুরোধ এবং দন্তশূল প্রভৃতি রোগে **এণ্টিম ক্রুড** সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

অসন্তুষ্টি, তাহাকে স্পর্শ করা, এমন কি তাহার দিকে তাকান পর্য্যন্ত রোগী ভালবাসে না এবং কথা কহিতে অনিচ্ছা।—এই সকল লক্ষণের আভাস অন্যান্য কতিপয় ঔষধে পাওয়া যাইলেও **এণ্টিম ক্রুড** ব্যতীত কোন ঔষধেই ইহা এতাদৃশ পরিস্ফুট হয় না। শিশু-রোগেই ইহা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ফলতঃ বয়স্থদিগের বুদ্ধির পক্কতা বশতঃ এই লক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইবার পক্ষে বাধা প্রাপ্ত হইলেও বিষাদবায়ু প্রভৃতি রোগে বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটিলে উপরোক্ত বাধা কার্য্যকরী হয় না, তখন তাহাদের এই লক্ষণ শিশুর ন্যায় সমানভাবে স্ফূর্ত্তি পায়।

চিকিৎসা।

বিষাদবায়ু (Melancholia)।—সময়ে সময়ে সংসারানভিজ্ঞ অপরিণতবুদ্ধি কোন কোন যুবকযুবতী দুর্লভ পাত্রে অথবা অপাত্রে ভালবাসার অর্পণ নিবন্ধন মনোভঙ্গ হেতু এই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ইহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিরত হইয়া নিভৃতে সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন ও বিষণ্ণ থাকে এবং ক্রোধপ্রবণ ও খিট্‌খিটে হয় এবং ক্রমশঃ পরিপাক-বিকার জন্মে। **এণ্টিম ক্রুড** ইহাদের উপযোগী ঔষধ। অপিচ সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা, এবং সৎসঙ্গ ও সৎগ্রন্থপাঠ প্রভৃতি দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্যের নিবারণ ও মুক্তবায়ুতে ব্যায়াম ইত্যাদি সহকারী উপায় অবলম্বনীয়।

চক্ষুপ্রদাহ বা অপথ্যাল্মিয়া।—**এণ্টিম ক্রুডে** চক্ষুকোণ বা ক্যান্থাই, এবং **গ্রাফাইটিসে** চক্ষুপুটের কিনারা সমধিক প্রদাহাক্রান্ত হয়। ইহাই এতদুভয়ের পার্থক্য। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রভৃতি যে কোন প্রকার আলোকের চাকচিক্যে চক্ষুর কষ্টের বৃদ্ধি হয়। রোগের উপচয় কারণ সম্বন্ধে ইহা **মার্কুরিয়াসের** তুল্য হইলেও শেষোক্তের স্রাবের উগ্রতা ও তৎকর্ত্তৃক ফুসকুড়ির উদ্ভব উভয়ের যথেষ্ট প্রভেদ নিরূপণ করে।

নাসিকাসর্দ্দি।—অধিকাংশ সময়ে সর্দ্দির শুষ্কাবস্থায় নাসিকা রুদ্ধ থাকে। নাসিকারন্ধ্র এবং মুখের কোণ শুষ্ক, ফাটা এবং মামড়িযুক্ত হয়। অজ্ঞানকর মৃদু শিরঃশূল এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে শীতল বায়ু অথবা উগ্রবাষ্পের আঘ্রাণের ন্যায় নাসিকার কষ্ট। এ রোগে ইহা **গ্রাফা, ক্যালকে কার্ব্ব ও এরাম ট্রি**, সহ তুলনীয়।

দন্তক্ষত বা কেরিজ।—অজীর্ণরোগগ্রস্ত শিশুদিগের দন্তোদ্গমের পর দন্তের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিকৃত এবং তাহাতে ক্ষত হইয়া তদুপরি গর্ত্ত উৎপন্ন হয়। ক্ষত দন্তের বেদনা গর্ত্ত করার ন্যায়, ছেদন ও হেঁচকাটানের ন্যায় হইয়া কখন কখন মস্তক মধ্যে যায়; শয্যায়, আহারান্তে এবং শীতল জলসংস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুর মধ্যে ভ্রমণ কালে উপশম হয়। দন্তমাড়ি হইতে সামান্য কারণে রক্ত পড়ে ও মাড়ি হইতে দন্ত অপসৃত হয়; জিহ্বাসংস্পর্শে ক্ষতদন্তের স্নায়ু ছিন্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা করে।

ডিফথিরিয়া বা মারাত্মক স-ঝিল্লিক গলক্ষত।—**এণ্টিম-নিয়াম ক্রুডাম** এ রোগের প্রচলিত ঔষধ মধ্যে গণ্য নহে। ডাং ফ্যারিংটন কোন রোগীতে ইহার মানসিক লক্ষণ অতি পরিস্ফুট দেখিয়া ইহার প্রয়োগে সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলেন। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে ছিল এবং কেবল তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাতেই বিলাপের নাকি সুরে ঘ্যান ঘ্যান ও ক্রন্দন করিত, এবং নিদ্রোত্থিত হইবার পরেই এরূপ ক্রন্দন অধিকতর দেখা যাইত। এই শিশুর নাসিকারন্ধ্রে ও মুখের কোণে মামড়ি ছিল, **এণ্টিম ক্রুড** প্রয়োগে ডিফথিরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও আরোগ্য হয়।

পরিপাক যন্ত্রপথের প্রতিশ্যায়, বমন, অজীর্ণ, উদরাময় কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি রোগ।—কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই অনুমিত হইবে যে **এণ্টিম ক্রুড** রোগমাত্রই আমাশয়াজীর্ণ সহ সংসৃষ্ট অর্থাৎ ইহার সকল রোগ সহই যেন কারণরূপে অমাশয়বিকার বর্ত্তমান থাকে। শৈত্য ও অপরিমিত আহার ইহার কারণ।

অজীর্ণ এবং বমন।—রোগী কিছু আহার না করিলেও ভূরি ভোজনের অনুভূতি জন্মে। উদর পড়িয়া থাকিলেও আমাশয় স্ফীত বোধ হয়। অনুমিত যেন ভুক্তবস্তু আমাশয় মধ্যে চাপ বাঁধিয়া রহিয়াছে, ক্ষুধা থাকে না। বিবমিষা এবং বমন উভয়ই বর্ত্তমান থাকিলেও শেষোক্তেরই প্রাধান্য থাকে। শিশু আহার অথবা পান মাত্রই বমন করে। অপরিমিত আহার, অপাচ্য বস্তু বা অত্যধিক বসাময় বস্তু, অম্ল, অম্লগুণ ওয়াইন মদ্য, ভিনিগার প্রভৃতির আহার ও পান **এণ্টিম ক্রুডের** বমনের কারণ; গ্রীষ্মকালে এই সকল বস্তু আহারে অজীর্ণ হইলে ইহাই তাহার প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। প্রথমে ভুক্তবস্তুর বমন হইয়া তাহা নিঃশেষ হইলে পরে ক্লেদবৎ শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে, দুগ্ধপোষ্য শিশুর পীত দুগ্ধ ছানা বাঁধিয়া উঠিয়া যায়। ক্ষুধা থাকে না এবং উদরশূল থাকিতেও

পারে। **এণ্টিম ক্রুডের** অজীর্ণ রোগ, ইহার জিহ্বার দুগ্ধবৎ শুভ্র, পুরু লেপ দ্বারা বিশেষ পরিচিত। কখন কখন উপরিউক্ত শুভ্র লেপের পশ্চাদংশ কথঞ্চিৎ পীতাভ হয়, কখন বা জিহ্বার ধার লালবর্ণ হাজাবৎ থাকে ও গলমধ্যে হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। জিহ্বা শুষ্কও থাকিতে পারে। বিবমিষা ও বমনে ক্রমে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

উদরাময়।—**এণ্টিম ক্রুডের** অজীর্ণে অধিকাংশ সময়েই উদরাময় উপস্থিত হয়। উদর অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা করে এবং স্ফীত থাকে। রোগী বোধ করে যেন উদরমধ্যে ইস্ক্রুপ বসাইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে উদরস্ফীতির বৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপ উদরস্ফীতি টাইফয়েড ও লো-রেমিটেণ্ট জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শুভ্র জিহ্বা, পদের শীতলতা ও **এণ্টিম ক্রুডের** বিশেষ মানসিক লক্ষণ এবং নিদ্রালুতা বা আবল্য উপস্থিত থাকিয়া নিশ্চিতরূপে ইহার প্রদর্শন করে। গ্রীষ্মাতিসারেও উদরাধ্মান একটি প্রধান লক্ষণ।

এণ্টিম ক্রুডের উদরাময় ও উদরাধ্মান অম্লাস্বাদ ওয়াইন প্রভৃতি অম্লবস্তুর পানাহার, শীতল জলে স্নান ও অপরিমিত আহারে বৃদ্ধি পায়। গাউটরোগিদিগের হস্তাঙ্গুলির গাউট স্থানান্তরিত হইয়া অন্ত্রাক্রমণ করিলেও সর্ব্বস্থলেই উদরশূল, উদরাময় ও উদরস্ফীতি জন্মিতে দেখা যায়। এরূপ হইলে অঙ্গুলিসন্ধির গাউটের গিট সকলের বেদনা কমিয়া যায়।

ইহার বিষ্ঠা জলবৎ, ঘন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড মিশ্রিত থাকে। গ্রীষ্মাতিসারে রোগী তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যায় ও গুটলেমিশ্রিত তরল বিষ্ঠা নির্গত হয়। এইরূপ বারম্বার হইয়া উদরস্থ বিষ্ঠা নিঃশেষ হইলে কোঁথানি সহ আমরক্ত রোগারম্ভ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধও ইহাতে বিরল নহে। অজীর্ণরোগে অধিক বমন হইয়া উত্তেজক অজীর্ণ পদার্থের অধিক ভাগ বিদূরিত হইলেই উদরাময়ের পরিবর্ত্তে কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে। বিষ্ঠায় দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র শুষ্ক ও কঠিন খণ্ড খণ্ড

অজীর্ণ পদার্থ থাকে। শিশুদিগের ন্যায় বৃদ্ধাবস্থার উদরবিকারেও **এণ্টিম ক্রুড** উপকারী। বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধে পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটলে মিশ্রিত জলীয় এবং কঠিন, শুষ্ক ও খণ্ড খণ্ড বিষ্ঠা নির্গত হয়।

যকৃৎ-রোগ।—উদরযন্ত্রাদির মধ্যে ইহার দ্বারা **যকৃৎই** অতি প্রবলরূপে আক্রান্ত হয়। যকৃৎ অথবা তাহার অংশবিশেষ কঠিনস্পর্শ হয়, স্ফীত স্থানে বিদারণ ও ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা থাকে। অনেক সময়ে পিত্তকোষ প্রদেশের বেদনা ও কখন কখন ন্যাব্যা রোগও জন্মে।

ইথুসা সাইনেপিয়াম—শিশু দুগ্ধের ছানার ন্যায় বৃহৎ চাপ চাপ বস্তুর বমন করিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হড় হড় করিয়া বমন হইলে দুর্ব্বলতাবশতঃ শিশু নিদ্রাভিভূত ও ক্ষুধা পাইলে জাগ্রত হয়। **এণ্টিম ক্রুড** শিশু দুগ্ধের বমন মাত্রই ক্ষুধিত হয়। বহুকালব্যাপী আহারের অত্যাচারে, গ্রীষ্মতাপে অথবা দন্তোদ্গমের উত্তেজনায় **ইথুসা-রোগ** জন্মে। ডাং ফ্যারিংটনের মতে শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালের দন্তমাড়ির ক্ষতবৎ টাটানি ও বমন ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইপিকাক—ইহার বমন আহারান্তে, কাসিতে কাসিতে এবং অম্ল-বস্তুভক্ষণে উপস্থিত হয়। বমনাপেক্ষা ইহাতে বিবমিষার প্রাধান্য থাকে। অন্য প্রভেদক লক্ষণ এই যে, **ইপিকাকের** জিহ্বা পরিষ্কার অথবা সামান্য সমল, **এণ্টিম ক্রুডের** জিহ্বা পুরু শুভ্রলেপযুক্ত।

ব্রায়নিয়া—ইহা অনেক বিষয়েই **এণ্টিম ক্রুড** তুল্য। ইহাতে শুষ্ক মুখ, শুভ্রলেপ জিহ্বা এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের অমিতাহারে ইহার রোগ জন্মে। প্রভেদ এই যে, **ব্রায়ো** জিহ্বার পার্শ্ব পরিষ্কার, তাহার মধ্যাংশের মূলদেশ পর্য্যন্ত শুভ্রলেপযুক্ত। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা স্থূল, শুষ্ক ও কটাবর্ণ এবং উদরাময় থাকিলে বিষ্ঠা দুর্গন্ধ, জলবৎ এবং পুরাতন পনিরের (cheese) ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়।

পাল্সেটিলা—মানসিক লক্ষণে উভয় ঔষধ তুল্য। শূকরমাংস ভক্ষণে উভয় ঔষধেরই রোগ জন্মে। বমন লক্ষণে উভয়ই পৃথক। **পালসের** বিষ্ঠা ও **এণ্টিমক্রুডের** বিষ্ঠা সমান নহে; **পালসের** বিষ্ঠা সবুজাভ, পীতাভ সবুজ এবং ক্লেদযুক্ত। বরফ কুলপি, পিষ্টক প্রভৃতি মিশ্র খাদ্য আহার, **পাল্স** রোগের প্রধান কারণ।

অর্শরোগ।—শৈত্যসংস্পর্শে, বৃষ্টির দিনে ও শীতল জলে স্নানে গাউটরোগগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের অর্শ প্রদাহ এবং বেদনাযুক্ত হইলে ইহা উপকারী।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ।—জরায়ুভ্রংশ বা পোঁদরোগ।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে **এণ্টিম ক্রুড** নিতান্ত নিষ্ক্রিয় না হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রীরোগে ইহার বিশেষ ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না। শৈত্য-সংস্রবনিবন্ধন ঋতুরোধ প্রযুক্ত জরায়ুভ্রংশ ঘটিলে কোন কোন অবস্থায় ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে অবিশ্রান্ত ঠেল মারার উপস্থিতি নিবন্ধন যোনিপথে জরায়ু নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অনুভূতি জন্মে এবং অণ্ডাধার (ovary) প্রদেশের উপরিভাগ স্পর্শে বেদনাযুক্ত হয়। ইহার **শ্বেতপ্রদর** জলবৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাখণ্ডমিশ্রিত।

রসবাত, গাউট রোগ বা ক্ষুদ্র বাত।—ইহার রসবাতরোগে পেশী, বিশেষতঃ পদের ক্ষুদ্রপেশী আক্রান্ত হওয়ায় পদতলের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্য রোগী কষ্টে মৃত্তিকায় পদনিক্ষেপ করিতে পারে। বেদনা আততভাবের ও তীরবেঁধার ন্যায় এবং পূর্ণতাসহ কশাভাববিশিষ্ট; আক্রান্ত পেশী ও কণ্ডরা বা টেণ্ডনের খর্ব্বতা নিবন্ধন অঙ্গ বক্র হইয়া যায়। উষ্ণ বায়ু এবং সূর্য্য তাপে রোগ বৃদ্ধি পায়; রোগকালে বিবমিষা, বমন, জিহ্বার পুরু শুভ্র লেপ এবং রজনীতে অত্যন্ত তৃষ্ণা উপস্থিত থাকে। যুবকদিগের ধাতুগত পুরাতন গাউট রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। অনেক সন্ধিতে নড়ুল বা গুলিকা জন্মে।

নখরোগ।—নখে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ইহা নখের উপযুক্ত বৃদ্ধি ও উৎকর্ষের বাধা জন্মায়। যদি কোন প্রকারে আঘাত লাগিয়া নখ বিদীর্ণ হয় ও আরোগ্য না হইয়া ফাটা ভাবেই বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, **এণ্টিম ক্রুড** তাহা সংশোধনে সমর্থ। ডাং ফ্যারিংটন তাঁহার ঘোড়ার ফাটা ক্ষুর এতদ্দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন।

ত্বক্‌রোগ।—কাউর, কড়া (corns), পূয়গুটিকা প্রভৃতি। —**এণ্টিমনিয়াম্ ক্রুডামের** ত্বগুদ্ভেদের সাধারণ প্রকৃতি এই যে তাহার স্রাব শুষ্ক হইয়া কঠিন মামড়ি উৎপন্ন করে, এবং ত্বকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিলে তাহা অতীব কঠিন কড়ার ন্যায় শক্ত ও বর্দ্ধনশীল হয়।

এণ্টিমক্রুডের কাউর বা পামা রোগে স্রাব শুষ্ক হইয়া অতি কঠিন শৃঙ্গের ন্যায় মামড়ি জন্মে; ইহা **রেণাঙ্কুলাস বাল্ব** সহ তুলনীয়।

মুখমণ্ডলের **লোহিতবর্ণ ফুসকুড়ি** এবং মদ্যপায়িদিগের বয়োব্রণ রোগে ইহা উপকারী; আমাশয়বিকার, তৃষ্ণা এবং শুভ্রলেপযুক্ত জিহ্বা বর্ত্তমান থাকে।

অতিকৃচ্ছ্র সাধ্য বয়োব্রণ পাকিবার সম্ভাবনা হইলে **এণ্টিম টা** উপকারী।

থুজা বয়োব্রণের অতিশ্রেষ্ঠ ঔষধ মধ্যে গণ্য।

ত্বকের অতি পুরু কঠিন ও কর্কশ বিবৃদ্ধি জন্মিলে তাহা যে কোন শরীরাংশেই হউক **এণ্টিম ক্রু** দ্বারা আরোগ্য হয়। শিশুদিগের মস্তকের মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মামড়িতে ইহা উপকারী।

পদতলের বিশেষতঃ অঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী স্থানের বৃহৎ কড়া ইহাতে আরোগ্য হয়।

লেক্‌চার ২৪ (LECTURE XXIV.)

এণ্টিমনিয়াম্ টার্টারিকাম্ (Antimonium Tartaricum)।

প্রতিনাম।—টার্ট্রেট অব্ এণ্টিমণি এণ্ড পটাস।

সাধারণ নাম।—টার্টার ইমেটিক।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে পরিষ্কার টার্টার ইমেটিকের ট্রিটুরেষণ অথবা ইহার জলমিশ্র হইতে সুরাসারের অরিষ্ট; উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক হইতে ত্রিশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম। সাধারণতঃ ২ × ট্রাইটুরেষণ হইতে ২০০ ক্রম। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা এই—ড্যাং পেইন—ঢেউ আসা যাওয়ার ন্যায় পর্য্যায়ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধি সহ ললাটের বেদনা, সর্ব্বশরীরের বিশেষতঃ উর্দ্ধাঙ্গের অত্যধিক অস্থিরতা; মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে যেরূপ হাই উঠে তদ্রূপ হাই উঠিয়া মূর্চ্ছা যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি এবং ললাটে ও মুখমণ্ডলে বিশেষ প্রকারের শীতল, চট্‌চটে ঘর্ম্ম, ২০০, আরোগ্য। ডাং স্মিথ—স্তন্যপায়ী শিশু; মুখে জাড়ীর ঘা সহ অবিরতঃ বমনের প্রবৃত্তি; স্তন্য পানান্তেই প্রচুর দুগ্ধ বমণ; বমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবমিষা ও চক্ষু হইতে অজস্র জলস্রাব; ৩০, আরোগ্য। ডাং স্মল—২ বৎসরের শিশু; সামান্য কারণেই স্বরভঙ্গ ও ক্রুপবৎ কাসির আক্রমণ হইত; পিতার হাঁপরোগ ছিল এবং মাতা চিররুগ্না ছিলেন। শিশু বলিষ্ঠ না থাকিলেও সাধারণ ভাবে সুস্থ ছিল। রোগাক্রমণের কিছু পূর্ব্বে বিমর্ষভাব ধারণ করিত; বিনা কারণে হঠাৎ মধ্যরজনীতে ক্রুপ বা ঘুংরি কাসির আক্রমণ ও স্বরভঙ্গ হইয়া কাসিতে আরম্ভ করিত। লক্ষণ—শ্বাসকৃচ্ছ্র, মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম্ম এবং স্বরযন্ত্র ও

উপচয়।—আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায়; সন্ধ্যাকালে; রজনীতে শয়নাবস্থায়; গাত্রচালনায়; উষ্ণ গৃহমধ্যে; বসন্তকালের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে (কেলি সাল্ফ)।

উপশম।—মুক্ত শীতল বায়ুমধ্যে; ঋজুভাবে উপবেশনে; উদ্গারে; গয়ার নিষ্ঠুত হইলে; দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে (টেবেক)।

সম্বন্ধ।—এণ্টিম টার্টের কার্য্যপ্রতিষেধক—এসাফি, সিঙ্ক, ককুলাস্, ইপিকা, লরসি, ওপিয়াম্, পাল্স্, সিপিয়া।

এণ্টিম টার্ট যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিপিয়ার।

রোগবিশেষে এণ্টিম টার্ট যাহার সহিত সমক্রিয়।—হাঁপানি, হৃৎপিণ্ডবিকার ও আমাশয়ের প্রতিশ্যায় প্রভৃতিতে আর্সেনিকের; ঘুংরি কাসি ও স্বরযন্ত্রের আক্ষেপের একর; ঘুংরি কাসিতে ব্যারাইটা কার্ব্ব ও ব্রমিনের; ফুস্ফুসের জলশোথ ও নিউমোনিয়ায় ক্যাম্ফর, হিপার, আয়ডি ও কেলি হাইড্রির; নিদ্রাভঙ্গে শ্বাসকৃচ্ছ্র, স্বরযন্ত্রের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, হাঁপানি এবং শ্বাসরোধে ল্যাকেসিসের; শ্বাসযন্ত্রের প্রতিশ্যায় রোগে, এণ্টিম টার্টের বিস্তৃত নাসারন্ধ্রের পরিবর্ত্তে নাসাপুটের পাখার ন্যায় গতি হইলে লাইকর; উদরাময়, উদরশূল, বমন, হিমাঙ্গ এবং অম্ল বস্তুর স্পৃহায় ভিরেট্রামের।

এণ্টিম টার্টে শরীরের অধিকতর ঝাঁকি, নিদ্রালুতা এবং মূত্রবেগ ও ভিরেট্রামে অধিকতর শীতল ঘর্ম্ম এবং মূর্চ্ছা থাকে।

টেকিয়ার দ্রুত সঙ্কোচন; ৩×, আরোগ্য। ডাঃ নিউটন—৮৬ বৎসরের বৃদ্ধ; কটিদেশের তীক্ষ্ণ বেদনা; সামান্য শরীর চালনায় বমনোদ্বেগ, শীতল চট্চটে ঘর্ম্ম এবং পৃষ্ঠে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক বেদনা; ৩, আরোগ্য। ডাঃ ডাজিয়ন—পূয়গুটিকা আরোগ্যান্তে মুখে কদাকার, নীলাভ লোহিত কলঙ্ক থাকিয়া যায়; জননেন্দ্রিয়প্রদেশে ও উরুদেশে ঐরূপ বেদনাযুক্ত উদ্ভেদের বর্ত্তমানতায় উপবেশনে ও ভ্রমণে অশক্ত; বেদনার উত্তেজনায় নিদ্রাহীনতা, ২× ট্রিটু, আরোগ্য।

ইহা ইপিকার সদৃশ হইলেও এণ্টিমে শ্বাসপ্রশ্বাসের অসম্পূর্ণতা বশতঃ অধিকতর নিদ্রালুতা বর্ত্তমান থাকে। ফুস্‌ফুস্ কার্য্যে অশক্ত হওয়ায় কাশি কমিয়া যাইলে অথবা বন্ধ হইলে রোগী যদি আবল্যগ্রস্ত হয় তবে ইপিকার পরিবর্ত্তে এণ্টিম টার্ট ব্যবহার্য্য।

টিকার বা ভ্যাক্‌সিনেসনের কুফল সংশোধনে থুজা কার্য্যকারী এবং সিলিক প্রদর্শিত না হইলে এণ্টিম টার্ট ফলপ্রদ।

ভগ্নস্বাস্থ্য রোগীর হাইড্রকেফালাস, স্বরযন্ত্রপ্রদাহ এবং নিউমনিয়া রোগ প্রভৃতিতে ইহা ফস্‌ফরাস্ সহ সম্বন্ধযুক্ত।

বায়ুনালী মধ্যে আগন্তুক বস্তুর বর্ত্তমানতায় সিলিকের, পূয়ধাতুর রোগ ঘটিলে পাল্‌সের, সেঁতা গৃহে বাসপ্রযুক্ত পীড়ায় টেরিবিন্থের পর এণ্টিম টার্ট প্রযোজ্য।

এণ্টিম টার্ট কর্তৃক জননেন্দ্রিয়প্রদেশে পূয়গুটিকা জন্মিলে কনায়াম তাহা আরোগ্য করে।

এণ্টিম টার্ট যাহার পরে প্রযোজ্য।—ব্যারা কার্ব্ব, পাল্‌স্, ক্যাম্ফর, কষ্টি।

এণ্টিম টার্টের পরে যাহা প্রযোজ্য।—ক্যাম্ফর, ইপিকা, পাল্‌স, সিপিয়া, সালফার।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এণ্টিম ক্রুড, ক্যাম, ডিজি, ইগ্নে, কেলি বাই, ইপিকা, লবে, নাক্‌স ভ, ফস্, টেবেক, ভিরেট ভি, সিকেলি।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—জড়বৎ, রসপূর্ণ ও শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিক্ত নিম্নতল গৃহে অথবা শানের ঘরে বাসনিবন্ধন (এরাণ, আর্স, টেরিবিন্থ) সবিরাম এবং অন্যান্য প্রকারের জ্বর; সবিরামজ্বরে বিবমিষা, ক্ষুধার অভাব ও কোষ্ঠবদ্ধ (এণ্টিম ক্রুড); শিশু নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে; কোলে বেড়াইতে চাহে; কোন ব্যক্তি তাহাকে

স্পর্শ করিলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সুরে ঘ্যান ঘ্যান করে, নাড়ী দেখিতে দেয় না।

রোগী কাসিলে শ্বাসনলীমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা আছে বলিয়া **বোধ হয়** এবং মনে হয় অনেক গয়ার উঠিবে কিন্তু কিছুই উঠে না।

মুখমণ্ডল শীতল, পাণ্ডুর, নীলাভ ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত (টেবেক)।

দক্ষিণ পার্শ্ব ভিন্ন যে কোন প্রকার অবস্থানেই মূর্চ্ছা না হওয়া পর্য্যন্ত বমন; মূর্চ্ছার পরে দুর্ব্বলতা ও নিদ্রালুতা; উদরাময় এবং শীতল ঘর্ম্মযুক্ত সাংঘাতিক প্রকৃতির কলেরা (ভিরেট)।

জলমগ্ন হওয়া; শ্বাসনালীমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয়; ফুস্‌ফুসের আসন্ন পক্ষাবাত এবং স্বরযন্ত্র অথবা ট্রেকিয়া মধ্যে আগন্তুক বস্তু প্রবেশ প্রভৃতির বাধা নিবন্ধন শ্বাসরোধ হেতু আবিল্য এবং চৈতন্যহীনতা সহ মৃত্যুকল্প অবস্থা।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই পাণ্ডুর, শ্বাসহীন এবং খাবি খাওয়ার অবস্থা-বিশিষ্ট; শিশুর শ্বাসরোধ বা আস্ফিক্‌সিয়া নিওনেটরাম; মৃত্যুকালীন ঘড়ঘড়ি (টেরেণ্টুলা)।

অতিশয় নিদ্রালুতা, অথবা প্রায় সকল রোগেই **অদম্য নিদ্রাপ্রবণতা** (নাক্স ম, ওপিয়াম)।

রোগকারণ।—শৈত্যসংস্পর্শ; সিক্ত নিম্নতল গৃহে বাস; খনি প্রভৃতি ভূগর্ভস্থ নিম্ন স্থানে বাস অথবা কর্ম্ম ইহার সাধারণ রোগকারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—এণ্টিম টার্ট সাক্ষাতভাবে মস্তিষ্কের অধোভাগের এবং মেডুলা অব্‌লঙ্গেটার উপর ক্রিয়া করিয়া তদুত্থিত স্নায়ুযোগে ও পরম্পরাভাবে আমাশয়, ফুসফুস এবং যকৃতের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর

বিশেষরূপ বিকারাবস্থা উৎপন্ন করে। উপরিউক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিকারের সঙ্গে সঙ্গেই নিউমগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ু সহযোগে রক্তসঞ্চালক ও শ্বাসযন্ত্রমণ্ডলের প্রভূত অবসাদের অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহা এইরূপে শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর সর্দ্দি জাতীয় প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং ইহার অন্তবিধ ক্রিয়ায় তাহাতে পুয়গুটিকা জন্মে।

ইহার প্রদাহপ্রযুক্ত ত্বকের পুয়পূর্ণ পীড়কা, বসন্তগুটিকার অনুরূপ প্রতীয়মান হয়। এণ্টিম টার্ট বড়ই টিসুক্ষয়ের সাহায্যকারী বস্তু। বিশেষতঃ শিশুদিগের বক্ষমধ্যে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মার সঞ্চয় করিয়া ঘড় ঘড়ি সহ বমন ও নিদ্রালুতা উপস্থিত করা ইহার বিশেষ প্রকৃতি মধ্যে গণ্য।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকামের উপাদান এণ্টিমনি ও পটাস। উভয়ই হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা উৎপাদক বস্তু। ইহার প্রাথমিক ক্রিয়া ডিজিটেলিসের অনুরূপ। ডিজিটেলিসের ন্যায় ইহা প্রথমে মেডুলা অবলঙ্গেটার নিউমগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুবিধানের কেন্দ্রস্থান আক্রমণ করিয়া হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা উৎপাদন ও পরে তাহার মন্থর গতি আনয়ন করে। ডিজিটেলিসের ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের এইরূপ মন্থর গতি আনয়নেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম কেবল এইরূপ ক্রিয়া সাধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। ইহা হৃৎপিণ্ড হইতে পুনরায় কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া মেডুলা অবলঙ্গেটা ও মস্তিষ্কের অধোভাগ আক্রমণ করে এবং তথা হইতে নিউমগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর শাখাদ্বয়ের অন্যতর শ্বাসযন্ত্রশাখা সহযোগে শ্বাসযন্ত্র এবং আমাশয়িক অপর শাখা সহযোগে পরিপাকযন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহারই ফলে একদিকে শ্বাসক্রিয়ার প্রভূত দুর্ব্বলতা, সর্দ্দির ভাব এবং পেশীর অবসন্নতা, অপর দিকে বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় প্রভূত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতার প্রাধান্য থাকিলেও তৎসহ বিবমিষা ও বমন, অধঃ অঙ্গের খল্লী,

সর্ব্বাঙ্গের, বিশেষতঃ মস্তকের কম্প, অত্যধিক অস্থিরতা, মানসিক উত্তেজনা ও অসন্তুষ্টি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া এই দুর্ব্বলতার মধ্যেও যেন সবলতার ভাব লক্ষিত হয়। ইহার বমনের বিশেষত্ব ইপিকাকবমনবর্ণনে প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যতঃ বমনের চিকিৎসায় ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই।

যান্ত্রিক ক্রিয়ায় এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম শ্বাসযন্ত্র, আমাশয় ও যকৃতের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সর্দ্দিকর প্রদাহ উৎপাদন করে। শ্বাসযন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতার সহিত এই যান্ত্রিক ক্রিয়াবিকার যোগে ইহা যে ভয়াবহ দৃশ্য ও সাংঘাতিক ফল উৎপাদন করে তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। ফুস্‌ফুসের নিউমনিয়া সদৃশ প্রদাহাবস্থা উৎপন্ন করা বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া রোগে ইহা প্রয়োগ করিয়া ফল পাইয়া থাকি। ইহার অন্য প্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়াবিকারে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর, বিশেষতঃ তাহার বহির্ব্বিস্তার, ত্বকের উপর একরূপ সপূয় পীড়কা উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ঐরূপ পীড়কা বসন্তোদ্ভেদের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণে অবস্থাবিশেষে ইহা বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে পরিগণিত। শিশু, বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানে সাক্ষাৎ ভাবে এণ্টিম টার্টের কোন ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না, শরীরের সাধারণ দুর্ব্বলতা ও অবসাদ ভাব সহ কিঞ্চিৎ উত্তেজনাপ্রবণতা লক্ষণই মস্তিষ্কবিকারের আভাস দেয় মাত্র।

মস্তিষ্ক মধ্যে গোলমাল ভাব উপস্থিত হওয়ায় রোগী নিদ্রা যাইবার আবশ্যকতা অনুভব করে।

স্পর্শ করিতে যাইলেই শিশু খ্যান খ্যান ও ক্রন্দন করে, মেজাজ অত্যন্ত খারাপ থাকে।

রোগী সন্ধ্যাকালে চীৎকার সহ আনন্দ প্রকাশ করে, কখন বা আশঙ্কান্বিত ও অস্থির হয়; মানসিক অশান্তি জন্মিবে বলিয়া রোগী একাকী থাকিতে ভীত, মানসিক উত্তেজনা থাকে; সামান্য কারণেই ভীতি।

চৈতন্যবিকারে চক্ষু মুদ্রিত করিলে ও ভ্রমণ করিলে চক্ষুর সম্মুখে পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনবৎ ছায়া উপস্থিত হইয়া শিরোঘূর্ণন, মস্তক উত্তোলন করিলেও শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত রোগী শয়ন করিতে বাধ্য।

অত্যন্ত নিদ্রালুতায় হাই উঠিতে থাকে; নিদ্রার অদম্য প্রবৃত্তি; নিদ্রাবেশ হইতে হইতেই শরীর মধ্যে যেন একরূপ আঘাত (shock) ও ঝাঁকি বোধ, যেন তাহা উদর হইতে আসিতেছে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে উচ্চ শব্দের শ্রবণ। বামকর্ণের সম্মুখে বৃহৎ পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ শব্দ শ্রুত ও সঙ্গে সঙ্গে কর্ণে তাপানুভূতি। দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্মুখে কম্পিত ভাবের দৃশ্য। রোগী বোধ করে যেন পুরু ঝিল্লির মধ্য দিয়া দেখিতেছে। মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিলোপ ঘটে।

রসনেন্দ্রিয় বিকারে আস্বাদের বিশেষতার অভাব; আস্বাদ লবণাক্ত, অম্ল, তিক্ত, কথন বা পচাডিম্বের ন্যায়। রোগী খাদ্যের কোন স্বাদ পায় না, তাম্রকুটের স্বাদ পায় না।

গতিপ্রদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারে বহিরাভ্যন্তর সর্ব্বশরীরের ও মস্তকের কম্প, বিশেষতঃ হস্ত চালনা করিলেই অবশভাবসহ দুর্ব্বলতাপ্রকাশক কম্প। অত্যন্ত অস্থিরতা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও আলস্য; শরীরের শয্যাগত অবস্থা এবং জড়তা; মূর্চ্ছাভাব; পর্য্যায়ক্রমে শরীর টলে এবং রোগী অজ্ঞান হয়।

শিরঃশূলে বোধ হয় যেন ললাটপ্রদেশ ব্যাণ্ডেজ দ্বারা দৃঢ় সংবদ্ধ; মদ্যপায়ীর ন্যায় মস্তকের মত্ত ভাব; উপাধান হইতে মস্তকোত্তোলনে মস্তকে ভার বোধ; ললাটে চাপ সহ বেদনা; সূচিবেধবৎ বেদনা বাম চক্ষু অভ্যন্তরে যায়; ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে দপদপানি বেদনা; তাহার দক্ষিণ দেশের টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা নিম্নে জাইগোমা ও উর্দ্ধে চোয়ালে বিস্তৃত। কাসিলে মস্তক বিশেষরূপ কম্পিত হইতে থাকে।

এণ্টিম টার্টরোগীর মুখমণ্ডল পীতাভ, পাণ্ডুর, স্ফীত, আক্ষেপে

কুঞ্চিতপেশীযুক্ত, শীতল ঘর্ম্মাবৃত ও কষ্টব্যঞ্জক; নাসিকা কুঞ্চিত; নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও ঝুলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; নাসাপুট স্পন্দনশীল অর্থাৎ পাখার ন্যায় গতিবিশিষ্ট; চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণরেখাবেষ্টিত; ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কুচিত ও পাণ্ডুবর্ণ; ইহার সহিত মুখের এক পার্শ্বব্যাপী, এমন কি মস্তক ও গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। বমনচেষ্টা থাকিলে মস্তক ও ললাটে উষ্ণ ঘর্ম্ম লক্ষিত হয়।

চক্ষুবিকারে চক্ষু ঘোলাটে ও ভাসমান; চক্ষুর প্রদাহ ও প্রচুর জলস্রাব; চক্ষুপুট ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত; চক্ষুর ক্লান্তি বোধ; চক্ষু মুদ্রিত করিবার প্রবৃত্তি; রোগী চক্ষুপুট সবলে চাপিত করিতে ইচ্ছা করে।

নাসিকারোগে হাঁচি, স্রাবযুক্ত সর্দ্দি এবং শীত ভাবের সহিত ঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তির লোপ। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকার ন্যায় নাসিকামূলের টানটান ভাব সহ অজ্ঞানতার অনুভূতি।

শ্বাসযন্ত্রবিকারে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর, দ্রুত, স্থূল, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং কষ্টকর, ও তজ্জন্য সন্ধ্যাকালে ও ৩টা রজনীতে উপবেশনাবস্থায় থাকিতে হয়; কাসিয়া গয়ার উঠাইতে পারিলে উপশম। **শ্বাসরোধের ন্যায় ভয়ানক কষ্ট, শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। নিষ্ঠীবনে কর্ণেররোধ নিবন্ধন শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অগভীর। গয়ার নিষ্ঠীবনে শ্বাসকৃচ্ছ্রের উপশম।**

কর্কশ শব্দ সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি; কাসি উপস্থিত হইলে রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য; কাসি আর্দ্র ও গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, কিন্তু গয়ার উঠে না। ক্রমেই কাসি অধিকতর সময়ান্তর হইতে থাকে এবং শোণিতে কার্ব্বন সঞ্চয়ে সমলতা নিবন্ধন অপরিষ্কার হওয়ার চিহ্ন রোগীর শরীরে লক্ষিত হয়।

বক্ষমধ্যে অত্যধিক শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও তন্নিবন্ধন ঘড় ঘড় শব্দ—বক্ষ শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া বোধ, কিন্তু নিষ্ঠীবনের শক্তি হীনতা ; বক্ষের যন্ত্রণা বশতঃ উৎকণ্ঠা ও তাপোচ্ছাস যেন হৃৎপিণ্ডে ধাবিত ; বক্ষের সঙ্কোচন।

তন্দ্রাভিভূতাবস্থায় অথবা ক্রন্দন কালে, মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন সহ (বিশেষতঃ শিশুদিগের) **অব্যবহিত পর পর কাসি ও মুখব্যাদান।** শিশুর ক্রোধ হইলেই কাসি হয়।

বক্ষমধ্যে চাঁছাভাবের অনুভূতি সহ কাসি ও পূয়বৎ গয়ারের নিষ্ঠীবণ। ফুসফুসের শোণিতস্রাবান্তে রক্তময় ক্লেদের নিষ্ঠীবণ।

হৃৎকম্প ; হৃৎপিণ্ডের কষ্টানুভূতি ; হৃৎপ্রদেশে উৎকণ্ঠা সহ শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন।

নাড়ী **দ্রুত, দুর্ব্বল ও কম্পমান।** কখন বা নাড়ী পূর্ণ ও মন্থরগতি, অথবা সঙ্কুচিত এবং প্রায় লোপযুক্ত।

ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠোপরি চুলকনাযুক্ত রসবিম্বিকা ; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং শুষ্ক ছালযুক্ত।

দন্তরোগে দন্তমাড়ি রক্তস্রাবপ্রবণ, বেদনা ও স্ফীতিহীন, কিন্তু স্পর্শে বেদনাযুক্ত। চর্ব্বণে, অম্ল বস্তু আহারে এবং শীতল বস্তু মুখে রাখিলে দন্তশূলের বৃদ্ধি। দন্ত শীতল জলে অসহিষ্ণু ; প্রাতঃকালে ভয়ঙ্কর দন্ত কন্‌কনানি ; সবিরাম সর্দ্দিজ দন্তশূল ; দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব।

জিহ্বামধ্য অত্যন্ত লোহিতবর্ণ ও শুষ্ক, জিহ্বা রেখাকারে লোহিত। পুরু শুভ্র কাইর ন্যায় লেপযুক্ত, অত্যন্ত পাতলা শুভ্র লেপময় ও লোহিতবর্ণ কণ্টক বা প্যাপিলিযুক্ত ; জিহ্বা চালনা করা কষ্টকর ও বেদনাপ্রদ।

গলমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা। গলাধঃকরণক্রিয়া কষ্টকর ও বেদনাযুক্ত।

অম্লবস্তু এবং আতা বা আপেল ফলে লালসা সহ তৃষ্ণার বৃদ্ধি ; **সম্পূর্ণ তৃষ্ণাহীনতা ;** রজনীতে পচা ডিম্বের ঘ্রাণযুক্ত উদ্গার।

আহারান্তে আমাশয়মধ্যে ন্যক্কারের ভাব ; আমাশয়োপরি ভারি বোধ সহ **বিবমিষায় উৎকণ্ঠা জন্মিয়া** পরে ললাটমধ্যে শিরঃশূল ; সমুদয় রজনীতেই বমন সহ ঐরূপ হয়।

অনেক চেষ্টায় বমন হয়; মূর্চ্ছা না হওয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী বমন, পরে অলসভাব, নিদ্রালুতা এবং আহারে ঘৃণা সহ শিরঃশূল ও হস্তের কম্প। আমাশয়ের পূর্ণতা ও ভারিবোধ।

আহার ব্যতীতও উদর যেন প্রস্তর খণ্ডে পূর্ণ থাকার অনুভূতি, কিন্তু স্পর্শে কঠিন বোধ হয় না ; মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরের কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা ; উদরাধ্মান।

সরলান্ত্রে সূচিবেধবৎ বেদনা ; প্রভূত পরিমাণ উদরাময় ; বিষ্ঠা পীতাভ কটা, পাতলা, পিত্তময় ও আমযুক্ত ; কখন মলদ্বারের তাপানুভূতিসহ সবুজ বর্ণ ও তরল ; কখন বা মদ্যের গেঁজলার ন্যায় পদার্থযুক্ত, ক্লেদময় ও অতি দুর্গন্ধ বিষ্ঠা। উদর বিষ্ঠাপূর্ণ থাকে ও নিষ্ফল মলবেগ হয় ; বেগ হইলেও মলত্যাগ হয় না।

মূত্র গভীর কটাসে লোহিতবর্ণ, ঘোলা এবং তীব্র ঘ্রাণবিশিষ্ট ; কিয়ৎকাল রাখিলে আবিলগ্রস্ত হয় ও বেগুনি রঙ্গের পার্থিব (earthy, not organic) তলানি পড়ে ; মূত্রস্থালীর তীক্ষ্ণ বেদনা হইয়া অল্প পরিমাণ মূত্র ত্যাগান্তে কতিপয় ফোটা রক্ত পড়ে ; মূত্রে এলবুমেন থাকে ; মূত্রত্যাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রনালীর জ্বালা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকারে উপযুক্ত ঋতুকালের অতি পূর্ব্বে দুই দিন মাত্র মৃদু ঋতুস্রাব। ঋতু হইবার পূর্ব্বে কুচকিতে বেদনা সহ গাত্রে শীত হাঁটিয়া বেড়াইবার ন্যায় অনুভূতি। শ্বেতপ্রদরে আবেশে আবেশে জলবৎ

শোণিতস্রাব, উপবেশনাবস্থায় বর্দ্ধিত। জননেন্দ্রিয়ের বহির্দ্দেশে পূয়পীড়কা জন্মে।

গ্রীবাপেশীর খল্লী; কটিদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা; গ্রীবা চালনার সামান্য চেষ্টা করিলেই বমনের বেগ এবং শীতল চটচটে ঘর্ম্ম; দুর্ব্বলতার বেদনার ন্যায় বেদনা, আহারান্তে ও উপবেশনে উপশমিত; কটিবাত; কশেরুকাস্থি সকলের পরস্পর ঘর্ষণের অনুভূতি।

অঙ্গনিচয়ে অসাড়তা ও শীতভাবের অনুভূতি।

হস্তের মৃদু কম্প; সন্ধ্যাকালে ভ্রমণাবস্থায় উরুর পশ্চাতের পেশীবিশেষের আতত ভাব; উপবেশন মাত্র পদের ঝিনঝিনি।

ত্বগুদ্ভেদ বসন্ত গুটিকার ন্যায় স্থূল, মটরবৎ, বৃহৎ এবং সাধারণতঃ পূয়পূর্ণ; লোহিতবর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত উদ্ভেদ; সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা (vesicle); মুখমণ্ডলে বেদনাযুক্ত সপূয় উদ্ভেদ নিবন্ধন নীলাভ লোহিত কলঙ্ক; বহিস্থ জননেন্দ্রিয়প্রদেশে এবং উরু প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ উদ্ভেদ।

জ্বরাক্রমণে সর্ব্বশরীরের কম্প ও শীতভাব, শরীরে তাপের বৃদ্ধি ও সর্ব্বশরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম; অনেক সময়ে শীতল ও চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

প্রদর্শক লক্ষণ।

বক্ষঃ মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ ও শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত করার ক্ষমতাহীনতা।—এই শব্দ মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যুঘড়ঘড়ীর অনুরূপ। শ্বাসনালী অভ্যন্তরে ঘনীভূত শ্লেষ্মা শ্বাসপ্রশ্বাস সহ উঠিতে নামিতে থাকায় এইরূপ শব্দ। রোগী কাসিলে বোধ হয় যেন কতই শ্লেষ্মা উঠিবে, কিন্তু কিছুই উঠে না। শ্বাসযন্ত্রের শক্তিহীনতা বশতঃ রোগী শ্লেষ্মা তুলিতে অক্ষম হওয়ায় এইরূপ অবস্থা ঘটে। এণ্টিম টার্টের মূলক্রিয়া শ্বাসযন্ত্রপেশীর দুর্ব্বলতা উৎপাদন; সুতরাং নিউমনিয়া প্রভৃতি বক্ষঃরোগের নিশ্চিৎ লক্ষণ, এমন কি এণ্টিম টার্টের সর্ব্ববিধ রোগেই এই

লক্ষণ ন্যূনাধিক বর্ত্তমান থাকে। স্থলবিশেষে স্পষ্টতঃ ঘড় ঘড় শব্দ না থাকিলেও কাসিলে ঘড়াৎ করিয়া গয়ার উঠার ন্যায় শব্দ হয়, কিন্তু কিছুই উঠে না। এই লক্ষণের উপর **এণ্টিম টার্টের** এতই ক্ষমতা যে নিষ্ঠীবনের সাহায্য করিয়াই হউক, আর তাহা না করিয়াই হউক, সর্ব্ববিধ সাংঘাতিক রোগের শেষাবস্থার ঘড়ঘড়ি, এমন কি মৃত্যুর ঘড়ঘড়িও ক্ষণকালের জন্য ইহা নিবারণ করিতে পারে। এস্থলে ইহা **ওপিয়ম** সহ তুলনীয় হইলেও **ওপিয়মের** নাসিকাধ্বনি ও মুখমণ্ডলের ঘোর লোহিত বর্ণের এণ্টিতে অভাব থাকিয়া উভয়কে প্রভেদিত করে।

শীতলঘর্ম্মাচ্ছাদিত, নীলাভ, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল সহ বিস্তৃত নাসারন্ধ্র ও নাসাপুটের পক্ষবৎ সঞ্চালন।— পূর্ব্বকথিত শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ির গভীরতা ও স্থায়িত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইতে থাকে। ইহা শ্বাসযন্ত্রপেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা এবং শোণিতসংস্কারের ন্যূনাধিক অভাব নির্দ্দেশ করে। ফলতঃ **এণ্টিম টার্টের** অধিকাংশ রোগেই ইহার ন্যূনাধিক আভাস থাকে এবং ইহার সুস্পষ্ট উপস্থিতি রোগীর অতি সাংঘাতিক অবস্থা প্রকটিত করে। এবম্বিধ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা অনেক বিষয়ে **ভেরেট্রাম** সহ তুলনীয় হইলেও **ট্যাবেকামে** মুখাকৃতির নীল আভা ও স্থূল শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দের অভাব **এণ্টিম** হইতে ইহাকে প্রভেদিত করে। নাসিকাপুটের পক্ষবৎ সঞ্চালনে ইহা **লাইক** সহ কিঞ্চিৎ তুলনীয়। কিন্তু **লাইক** নাসিকাপেশীর অবশতা জ্ঞাপন করে না, বরং অধিক বায়ু গ্রহণের শক্তি প্রকাশ করে মাত্র। **লাইকর** উদরস্ফীতির বর্ত্তমানতা অন্য প্রভেদক লক্ষণ।

অতিশয় নিদ্রালুতা এবং নিদ্রার অদম্য প্রবৃত্তি।— **এণ্টিম সল্ট** মাত্রই নিদ্রালুতার জন্য প্রসিদ্ধ। অন্যান্য নিদ্রালু

ঔষধের নিদ্রালুতার ন্যায় ইহাদিগের নিদ্রালুতা মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্যজন্য নহে, প্রধানতঃ পেশীদুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্কীয় অবসন্নতাই ইহার কারণ; তথাপি রোগের শেষ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মস্তিষ্কে অপরিষ্কৃত শোণিতের আধিক্য ইহার কিঞ্চিৎ সাহায্য করে। **এপিসের** নিদ্রালুতার কারণ মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য, রোগী মধ্যে মধ্যে অতি কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। **ওপিয়ামরোগী**ও মৃদু বা অপ্রবল রক্তাধিক্য বশতঃ নিদ্রালু হয়। মুখের ঘোর লোহিতবর্ণ, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু এবং বিখ্যাত নাসিকাধ্বনি ইহার প্রভেদক। **নাক্স মস্কের** রোগমাত্রেই এই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, রোগীর অদম্য নিদ্রাপ্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে **এণ্টিম** সহ কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না।

আপেল (আতা বিশেষ) ভক্ষণের অসাধারণ লালসা।—অধুনা আপেল এতদ্দেশীয় শিশুদিগের পরিচিত ফলের মধ্যে পরিগণিত। এ কারণ আপেলের উপর অতিশয় লালসা যে **এণ্টিম** রোগের একটি প্রদর্শক লক্ষণ তাহা চিকিৎসক মাত্রেরই জ্ঞাত থাকা উচিত। **এলোজের** অম্লবস্তুতে এবং **এণ্টিম ক্রুডের** লবণাক্ত আচারে স্পৃহা জন্মে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—মস্তকের অপ্রবল বা শিরা (vein) রক্তাধিক্য-নিবন্ধন শিরঃশূলে **এণ্টিম টার্ট** উপকারী। শৈত্য বা সর্দ্দি সংস্রব ইহার সাধারণ কারণ। স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বর, হাম এবং বসন্তের উদ্ভেদ সুচারুরূপে না উঠিলে অথবা উঠিয়া বসিয়া গেলেও ইহার শিরঃশূল জন্মে। এরূপ ঘটনায় ঘড়ঘড়ি প্রভৃতি এণ্টিম টার্টের সাংঘাতিক লক্ষণের উপস্থিতি নিবন্ধন রোগীর বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঘটে। এস্থলে **এণ্টিম টার্টই** আমাদিগের একমাত্র ভরসা। ইহা অনেক সময়ে উদ্ভেদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রোগীর আরোগ্য সাধন করিতে পারে।

ইহার শিরঃশূল সহ মস্তিষ্কের গোলমাল ভাব উপস্থিত হয়, নিদ্রালুতা এবং নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই থাকে। অনেক সময়ে রোগীর বোধ হয় যেন ললাট প্রদেশে ব্যাণ্ডেজ আটা আছে। মস্তকের পার্শ্বে দপদপানি বেদনা হয়। অন্য প্রকার, অর্থাৎ শৈত্যের সংস্পর্শ নিবন্ধন অস্থিবেষ্টের আক্রমণ বশতঃ শিরঃশূলে ললাটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আ৹ত ভাবের বেদনা তৎপার্শ্বের চুয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা কিম্বা তাহাতে স্পর্শ করা শিশু ভালবাসে না। তাহাতে ক্রোধান্ধ শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয়। ফিটের পরে নিদ্রা যায় এবং বুদ্ধির জড়তা, মানসিক অসন্তুষ্টি ও খিটখিটে ভাবের বৃদ্ধি সহ জাগরিত হয়।

শীতল বায়ু মধ্যে ভ্রমণে এবং মস্তক ধৌত করিলে কষ্টের উপশম। **জেল্‌সের** শিরঃশূলের পূর্ব্বে রোগীর দৃষ্টিশক্তির লোপ হইতে থাকে। **মার্কের** রক্তসঞ্চয়ী শিরঃশূলে লালাস্রাব ইত্যাদি প্রসিদ্ধ মুখলক্ষণ ও তৃষ্ণা থাকা এবং অজস্র ঘর্ম্ম হইলেও যন্ত্রণা দূর না হওয়া, এবং **সাল্‌ফারের** শিরঃশূলে উদরের রক্তাধিক্য সহ কারণগত সম্বন্ধ থাকা পরস্পরের প্রভেদক লক্ষণ।

কাসি বা কফ।—কাসিলে বক্ষমধ্যে সরস শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি। বোধ হয় যেন কতই গয়ের উঠিবে, ফলতঃ কিছুই উঠে না। ক্রমে শ্বাসকৃচ্ছের বৃদ্ধি হয় ও রোগী নিদ্রালু থাকে। বক্ষমধ্যে আলগা শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতা ও ঘড়ঘড়ি এবং গয়ার না উঠা **এণ্টিম টার্ট** কাসির প্রদর্শক। ডাং বেজ বলেন, ইহার ৩X ও ৬X ক্রমের প্রয়োগে কাসির শুষ্কতা জন্মে, ২X ক্রমে কাসির তরলতা উপস্থিত হয়।

ইপিকাক—শ্লেষ্মা তরল থাকে, ঘড়ঘড় করে এবং প্রত্যেক শ্বাসক্রিয়ায় কাসি সহ হাঁপ, বিবমিষা ও বমন হয়। উভয় ঔষধেই গয়ার উঠে না। **এণ্টিমের** বক্ষদুর্ব্বলতা নিবন্ধন এবং **ইপিকাক** শ্লেষ্মা অঠাবৎ শ্বাসনালীতে সংলগ্ন থাকায় এই লক্ষণ উপস্থিত হয়।

হিপার—শ্লেষ্মা সম্পূর্ণ শুষ্ক না হইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকায় শ্বাস-প্রশ্বাসে সরসর শব্দ ও সরভঙ্গ সহ কাসিতে শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি জন্মে।

সিলা—বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করে; অনেকসময় কাসিতে কাসিতে অল্প গয়ার উঠিয়া কাসির হ্রাস হয়।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ।—**এণ্টিমনিয়াম্ টার্টের** ঘুংরি কাসিতে ঘড়ঘড় শব্দ স্বরযন্ত্র হইতে টেুকিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সদ্যঃপ্রসূত শিশুর শ্বাসরোধ বা এস্‌ফিক্‌সিয়া নিওনেটরাম।—সদ্যপ্রসূত শিশুদিগের বক্ষের দুর্ব্বলতা বশতঃ আংশিক বা অসম্পূর্ণ শ্বাসক্রিয়া অথবা খাবি খাওয়ার ন্যায় অবস্থায় যদি বক্ষ মধ্যে ঘড়ঘড় করে ও ক্রমে মুখমণ্ডলের নিলাভা প্রভৃতি শ্বাসাবরোধের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় সেস্থলে **এণ্টিম টার্টই** তাহাদিগের একমাত্র বন্ধু। সদ্যপ্রসূত শিশুর সম্পূর্ণ শ্বাসরোধ হইয়া যদি কেবল খাবি খাওয়া ও মুখমণ্ডলপেশী আনর্ত্তন বর্ত্তমান থাকে এবং মুখাবয়ব নীলবর্ণ হইয়া যায় সে স্থলে **লরসিরেসাস্** একমাত্র ভরসা স্থল।

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত (Paralysis of the lungs)।—বৃদ্ধদিগের শ্বাসযন্ত্রপেশীর দুর্ব্বলতা এবং কখন কখন ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রম হইয়া বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করিতে থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা উঠাইবার ক্ষমতা থাকে না। এ অস্থায় অনেক সময়, বিশেষতঃ শায়িতাবস্থায় শ্বাসরোধ (orthopnœa) ঘটিবার উপক্রম হয়। এস্থলে **এণ্টিম-টার্ট** দ্বারা সম্পূর্ণ ফললাভ না হইলে কার্য্যপূরকরূপে **ব্যারা কার্ব্ব** উপযোগী।

শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ অথবা শ্বাসযন্ত্রের সর্দ্দি রোগের পরিণাম স্বরূপ শক্তিহানি বশতঃ কাসি বন্ধ হইয়া যায় অথবা অনেক পরে পরে হইতে থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা সঞ্চয়ের নিবৃত্তি হয় না। বক্ষমধ্যে প্রবলতর ঘড়ঘড় শব্দ হয়, কিন্তু শিশুর তদনুযায়ী কাসি হয় না। ইহার প্রথমাবস্থায় **ইপিকাক** প্রযোজ্য, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইয়া যদি অধিকতর

ঘড়ঘড়ি এবং আস্যের নীলাভা, শীতল ঘর্ম্ম, নিদ্রালুতা প্রভৃতি উপস্থিত হয় সেস্থলে **এণ্টিম টার্ট** প্রযোজ্য।

ল্যাকেসিস্—ফুসফুসের পক্ষাঘাত লক্ষণ নিদ্রা ভঙ্গে বৃদ্ধি হইলে উপকারী।

কেলি হাই—পক্ষাঘাতাবস্থায় ফুসফুসের জলশোথ (Œdema pulmonum) ও শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়ঘড়ি থাকিলে এবং সামান্য যে গয়ার উঠে তাহা বুদ্‌বুদ্‌ময়, সবুজাভ, সাবানের ফেনার ন্যায় দৃষ্ট হইলে ইহাই উপকারী।

কার্ব্ব ভেজ—রোগের এককালীন শেষাবস্থার ঔষধ। বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করে, প্রশ্বাস বায়ু শীতল, ও জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত শীতল থাকে। ফলতঃ নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও লোপ পর্য্যন্ত **কার্ব্বের** যাবতীয় পতন লক্ষণের ন্যূনাধিক বর্ত্তমানতা প্রকাশ পায়।

মস্কাস্—বক্ষে উচ্চ ঘড়ঘড় শব্দ, অস্থিরতা, নাড়ীর ক্রমিক অবনতি এবং অবশেষে অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বরান্তে যদি ইহা উৎপন্ন হয়, **মস্কাস** শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এমন কার্ব্ব—পূর্ব্বোক্ত অবস্থার অন্যতম ঔষধ।

হুপ্‌শব্দক কাসি বা হুপিং কফ।—শিশু ক্রুদ্ধ হইলে অথবা আহার করিলে কাসির উদ্রেক অথবা বৃদ্ধি হয় এবং ভুক্ত বস্তু ও শ্লেষ্মা বমন হইয়া তাহার শেষ হয়। বক্ষমধ্যে অত্যন্ত ঘড়ঘড় করে, কিন্তু অতি সামান্য গয়ার নিষ্ঠুত হয়, উষ্ণ পানীয় পানে কাসির স্পষ্ট বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। জিহ্বা শুভ্র শিশু বড়ই দুর্ব্বল, উত্তেজনাপ্রবণ, খিটখিটে ও অসন্তুষ্ট থাকে, এবং কেহ নিকটে যাইলে ক্রন্দন করে। বিশেষতঃ উপরিউক্ত লক্ষণ সহ যদি উদরাময় ও জীবনীশক্তির অবসাদভাব বর্ত্তমান থাকে এবং শিশু মধ্যরজনীর অব্যবহিত পরেই ভুক্ত বস্তু বমন করে তাহাতে **এণ্টিম টার্ট**ই তাহার একমাত্র ঔষধ।

নলৌষ ও কৈশিক বায়ুনালীভুজপ্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস ও ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস।—**এণ্টিম টার্ট** দুর্ব্বল,ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের ঔষধ; সুতরাং দুর্ব্বল শিশু এবং পতনোন্মুখ জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের রোগেই ইহা সাধারণতঃ উপযোগী। ব্রঙ্কাইটিস রোগের প্রথম ও শেষ অবস্থায় **এণ্টিম টার্টের** প্রয়োগিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোগ হঠাৎ আরম্ভ হয়। শিশু কখন কখন স্তন্য পান করিতে করিতে তাহা ত্যাগ করিয়া ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসহীন হইয়া পড়ে এবং ঋজুভাবে কোলে রাখিলে ভাল বোধ করে। ইহাই শিশু ব্রঙ্কাইটিসের প্রথমাক্রমণ। শিশু, বৃদ্ধ উভয়ের রোগেরই প্রথমাবস্থায় শা শা শব্দে (wheezing) শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে, বক্ষমধ্যে আলগা শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতার উপলব্ধি হয়, কিন্তু কাসিলে গয়ার উঠে না। বক্ষমধ্যে নাতিনিম্নোচ্চ শব্দে ঘড়ঘড় করিতে থাকে। শিশুর কাসি বিরল এবং শিশু আবিল্যগ্রস্ত বা নিদ্রালু থাকে শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর ও কষ্টকর হয়, এবং ভুক্ত বস্তু ও শ্লেষ্মা বমন হইতে পারে। এতদবস্থায় **এণ্টিম টার্ট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক সময়েই ইহা অঙ্কুরে রোগ বিনাশ করিতে সমর্থ। এ অবস্থায় রোগ প্রশমিত না হইলে শোণিত পরিষ্কারের ব্যাঘাত জন্মে, ও তাহাতে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড সঞ্চিত হয়। শোণিতের অপকৃষ্টতা নিবন্ধন দুর্ব্বলতা ও রোগীর বক্ষমধ্যে ক্রমে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইতে থাকে। ঘড়ঘড়ি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও কাসির ব্যবধান বৃদ্ধি হয় এবং গয়ার নিষ্ঠীবনের অত্যল্পতা বা অভাবহেতু মুখমণ্ডলের নীলাভা, শীতল ঘর্ম্ম, তন্দ্রা এবং নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি পতন লক্ষণ রোগের শেষাবস্থা প্রকটিত করে। ইহাও **এণ্টিম টার্ট** প্রয়োগের উপযুক্ত কাল। ইহাতে উপকার না হইলে শেষ ভরসা স্থল **কার্ব্ব ভেজ**। রোগের প্রথমাবস্থায় **এণ্টিম টার্ট** সহ **ইপিকা** তুলনীয়।

নিউমনিয়া (Pneumonia)।—**এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকামের** ক্রিয়ায় শ্বাসনালী, ফুসফুসের কোষময় উপাদান ও ফুস্‌ফুসবেষ্ট বা প্লুরা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ফুস্‌ফুসোপাদানই প্রদাহিত হওয়ার নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রেও প্লুরাইটিস উপসর্গযুক্ত ব্রঙ্কনিউমনিয়া রোগে ইহার উপকারিতা বিষয়ে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। হিপাটাইজ্‌ড বা ঘনীভূত ফুস্‌ফুসের সর্ব্বস্থলেই শ্লেষ্মার সূক্ষ্ম পুর্‌ পুর্‌ শব্দ শ্রুত হয়। **ইপিকাকের** এই শ্লেষ্মাশব্দ অপেক্ষাকৃত স্থূল। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর হওয়ায় রোগী তাহার উপশমের জন্য উঠিয়া বসিতে বাধ্য। প্রবল জ্বর থাকে ও **ব্রায়নিয়ার** ন্যায় পার্শ্ববেদনায় প্লুরাইটিস বা ফুস্‌ফুসবেষ্টপ্রদাহের বর্ত্তমানতার পরিচয় দেয়। **এণ্টিম** সর্দ্দি বা প্রতিশ্যায়িক রোগের ঔষধ অর্থাৎ যে রোগে তরল শ্লেষ্মা বা মিউকাস স্রাব হয়, শুষ্কীকৃত প্রদাহিক ফাইব্রিণ স্রাব হয় না। যকৃতের রক্তাধিক্য ও শরীরের জ্বালা প্রভৃতি নানা প্রকার পিত্তলক্ষণ সহ বিলিয়াস্‌ নিউমনিয়া রোগেও ইহা প্রযোজ্য। সুস্পষ্ট ন্যাবা লক্ষণ (jaundice), আমাশয়ের উপরি চাপ দিলে বেদনা, উদরে বায়ুসঞ্চয় প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। অবস্থাবিশেষে মদ্যপায়িদিগের রোগেও ইহা প্রযোজ্য। সর্ব্বাবস্থার রোগেই বিশেষ লক্ষণ এই যে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে, রোগীর মনে হয় কাসিলে গয়ার উঠিবে, কিন্তু উঠে না, আবাল বৃদ্ধ সকলের রোগেই জীবনীশক্তির ন্যূনাধিক অবসন্নাবস্থা দৃষ্ট হয় এবং রোগের শেষাবস্থায় পূর্ব্বকথিতরূপ শোণিতদোষ, ঘড়ঘড়ির বৃদ্ধি ও শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি পতন বা কোল্যাপ্‌স লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ইপিকাক এবং **এণ্টিম টার্ট** দ্বারা উপকার না হইলে **কোল কার্ব্ব** দ্বারা অনেক সময়ে ফল প্রত্যাশা করা যায়। অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতায় ঘড়ঘড়, শাঁ শাঁ শব্দ, **বিশেষ যন্ত্রণাকর** কাসি হইলেও অতি কষ্টে সামান্য

কিঞ্চিৎ নিষ্ঠীবন এবং কঠিন সূত্রবৎ শ্লেষ্মা কষ্টে নিষ্ঠুত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে **কেলি বাই** ঔষধ। ফলতঃ **কেলিসল্‌ট** মাত্রই অবস্থা বিশেষে কষ্টকর শ্লেষ্মানিষ্ঠীবনের ঔষধ মধ্যে গণ্য।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—শোণিত কার্ব্বন পরিপূর্ণ ও কলুষিত হওয়ায় মুখমণ্ডল কালচে লোহিতবর্ণ ধারণ করে, ঘড়ঘড় শব্দের কাসি বাতকর্ম্মে নিবৃত্তি হয়, এবং বক্ষ হইতে আমাশয়মধ্যে তাপস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহারা ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

ওলাউঠা বা কলেরা।—ডাং হ্যাস লিখিয়াছেন "আমি কলেরা রোগের অন্যান্য ঔষধমধ্যে ইহাকে এক মাত্র বিশেষ বা জাতিগতসম্বন্ধ যুক্ত (Specific) ঔষধ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ২৫ বৎসরের অধিককাল হইল কলেরা চিকিৎসায় আমার কদাচিৎ অন্য ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং আবশ্যক হইলেও সে কেবল আমাশয় ও অন্ত্রের অতি প্রবল খল্লী নিবারণ জন্য, **কুপ্রাম মেটালিকাম** তাহার উপশম করিয়াছে।"

ডাং হ্যাসের চিকিৎসাধীনে যে প্রকৃতির রোগ ছিল তাহাতে **এণ্টিম টার্ট** কার্য্যকারী হইতে পারে, কিন্তু কলেরার জন্মস্থান ভারতবর্ষে, আমরা কদাচিৎ এণ্টিম চিকিৎস্য রোগী প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ডাং হ্যাস অতি ভক্তিভাজন গ্রন্থকার, তাঁহার কথায় এতদ্দেশীয় রোগ সম্বন্ধে পাছে কাহারও ভ্রান্তি জন্মে, আশঙ্কায় এ বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইল। **এণ্টিম টার্টের** নিম্নলিখিত লক্ষণ নিচয় কলেরা লক্ষণের সদৃশ :—

অতীব কষ্টকর ও উৎকণ্ঠাযুক্ত বিবমিষা ও বমন; বমনান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং তন্দ্রার ভাব; প্রত্যেকবারের বমন এবং উদরাময় সহ হিমাঙ্গ ও হস্ত পদের বরফবৎ শীতলতা। ইহাতে প্রভূত পরিমাণ জলবৎ উদরাময় প্রভৃতি এবং পতন বা কোল্যাপ্‌স লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। **ভেরেট্রাম** লক্ষণ সহ এই সকল লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রভেদ এই যে **ভেরেট্রামে** ললাটদেশে অধিকতর শীতল ঘর্ম্ম এবং **এণ্টিম টার্টে** অধিকতর তন্দ্রাভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

এতদ্দেশীয় সাধারণ কলেরা লক্ষণসহ **এণ্টিম টার্টের** উদর-লক্ষণের প্রভেদ এই যে, বিবমিষা ও কষ্টকর বমনোদ্বেগ অতি বিরল; বমনান্তে দুর্ব্বলতা ও তন্দ্রাভাবও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সাধারণ রোগীর অভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা থাকিলেও বমন ও অতিসারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার আতিশয্যে তন্দ্রাভব দূরের কথা, ছটফটি, এপাশ ওপাশ করা প্রভৃতি সবলতার লক্ষণই লক্ষিত হয়; ডাং ন্যাসের কোন কোন রোগীর খল্লীস্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ রোগীতেই খল্লী একটি প্রধান কষ্টদায়ক লক্ষণ রূপে উপস্থিত থাকে; তৃষ্ণা, **এণ্টিম** রোগীর প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য নহে, কিন্তু তৃষ্ণা কলেরা রোগীর মৃত্যুকল্প যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ।

কোন কোন দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যব্যক্তির কলেরা রোগ হইলে দুই তিন বা অতি অল্পসংখ্যক দাস্ত ও বমনেই রোগী অতি নির্জ্জীব এবং অজ্ঞানভাবে পতিত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে অতিকষ্টব্যঞ্জক মুখব্যাদান দ্বারা বমন করার শক্তির অভাবের পরিচয় দেয়। এরূপ রোগী অতীব বিরল এবং এইরূপ স্থলেই **এণ্টিম টার্টের** প্রয়োগিতা নির্দ্দিষ্ট হয়।

হাম বা মিজল্‌স।—হামের উদ্‌ভেদ সম্যক প্রকাশের বাধা পাইয়া বা বসিয়া যাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি, পীতাভ মুখমণ্ডল, তন্দ্রা এবং পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হইলে **এণ্টিম টার্ট** উদ্‌ভেদ পুনরায়ন করিয়া উপকার করিতে পারে।

ব্রায়নিয়া—উদ্‌ভেদ বিলম্বে বা অনিয়মিত ভাবে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষপ্রদাহ উপস্থিত হইয়া যদি শুষ্ক, বেদনাকর কাসি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের টাটানি এবং বক্ষমধ্যে সূচিবেধৎ বেদনা প্রভৃতি হয়।

ষ্টিক্‌টা—অবিশ্রান্ত, শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি রজনীতে এবং শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়; বিরক্তিকর, গুড়্‌গুড়িযুক্ত কাসি।

ফস্ফরাস্—শুষ্ক, দুর্ব্বলকর কাসি ও শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট।

রুমেক্স্—ব্রঙ্কাই বা বায়ুপথের উত্তেজনাবশতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসির শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

ড্রসিরা—হুপশব্দক কাসির ন্যায় কাসি।

বসন্ত রোগ (Small pox)।—বসন্ত গুটিকা সহ **এণ্টিম-টার্টের** উদ্ভেদের যত দূর-সাদৃশ্য আছে তদ্রূপ অন্য কোন ঔষধেই নাই। ইহার গুটিকাতেও বসন্তগুটিকার ন্যায় রসবিম্বিকা (Lymph vesicles) ও পূয় জন্মে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া প্রভৃতি ও বিশেষ প্রকারের কাসি উৎপন্ন হয়। বসন্তের ন্যায় কটির বেদনা, বমন এবং চক্ষুপ্রদাহও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে। বসন্ত বসিয়া গিয়া যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা কার্য্যকারী। ডাঃ হিউজ বসন্ত রোগে **এণ্টিমকে** নিত্যব্যবহার্য্য ঔষধ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। অনেক চিকিৎসকের মতে ইহা বসন্তের প্রতিষেধক।

বয়স্ফোটক (Acme); চর্ম্মদল বা ইম্পিটিগো।—অতি দুশ্চিকিৎস্য বয়সস্ফোটক পাকিলে **এণ্টিম টার্ট** উপকারী। অণ্ডকোষবেষ্ট ত্বকের চর্ম্মদলরোগেরও ইহা ঔষধ।

লেক্‌চার ২৫ (LECTURE XXV.)

কলসিন্থিস্ (Colocynthis), ইন্দ্রবারুণী।

প্রতিনাম।—কুকুমিস্ কলসিন্থিস্। সিট্রুলাস কলসিন্থিস্।

সাধারণ নাম।—স্কুইটিং কুকুম্বার। বিটার আপেল। রাখাল শশা।

জাতি।—কুকর্ব্বিটেসি।

জন্মস্থান।—পশ্চিম ভূখণ্ডের শুষ্ক প্রদেশ। গুল্মাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—ফলের বল্কল ও বীজবর্জ্জিত শাঁসের টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক মাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ৩× হইতে ২০০ শত ক্রম। তদূর্দ্ধ ক্রমেও ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়া থাকে। *

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ হেনস্—ভ্রমণকালে অথবা গাড়িতে উঠিয়া বামদিকে মস্তক ফিরাইলেই কোন রোগীর শিরোঘূর্ণন হইত; এমন কি তখন কিছু আশ্রয় না করিলে পড়িয়া যাইত; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ হেনেল—স্ত্রীরোগী; ছিন্ন করার ন্যায়।তীক্ষ্ণ শিরঃশূলে বোধ হইত যেন সমুদয় মস্তিষ্ক খনন করিতেছে; ঊর্দ্ধ চক্ষুপুট চালনায় শিরঃশূলের অসহনীয় বৃদ্ধি; ৩, আরোগ্য। ডাঃ স্কানকিভেল—কোন রোগীর মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে (Tic doloreux) দক্ষিণ ললাটপার্শ্ব, কর্ণ, চক্ষু এবং কখন কখন গ্রীবাপার্শ্ব আক্রান্ত হইত; ৩, আরোগ্য। ডাঃ হইন,—পৈত্তিক ধাতুবিশিষ্ট ও রক্তসম্পন্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখমণ্ডলের পুনঃ পুনঃ স্নায়ুশূল, তাপ প্রয়োগ করিলেই উপশমিত হইত; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ওয়াকি—২০ বৎসরের বালিকা, শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন উদরশূলের আক্রমণ ও অবিশ্রান্ত বিবমিষা; নিদ্রা হয় না; শেষ রজনীতে অনেক বার পিত্তবমন হয়. কিন্তু তাহাতে কোন উপশম হয় না; প্রবল

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে; বিশ্রাম কালে; আহার এবং পানান্তে; ক্রোধের পরে।

উপশম।—বায়ুনিঃসরণে; কাফিপানে; ধূমপানে; **শরীর সম্মুখদিকে বক্র করিলে;** কঠিন বস্তু দ্বারা চাপ দিলে।

সম্বন্ধ।—কলসিন্থিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কষ্টিকাম, ক্যাম, কফিয়া, ষ্ট্যাফি; অধিক পরিমাণ সেবনের কুফল সংশোধনে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, মাজুফলসিক্ত জল, ক্যাম্ফর এবং ওপিয়াম। তাম্রকূটের ধূমপানে উদরশূল নিবারণ হয়। কলসিন্থ প্রয়োগে উদরশূলের বৃদ্ধি হইলে এক পেয়ালা কাফি পানে উপশম, প্রয়োজন হইলে কলসিন্থ পুনঃ প্রযোজ্য।

কলসিন্থ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—কষ্টিকামের।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার মানসিক লক্ষণ **কলসিন্থিসের** মানসিক লক্ষণের সদৃশ।

কার্য্যপূরক।—আমরক্ত রোগে অত্যন্ত কুন্থন থাকিলে মার্কুরিয়াস্।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, বেল, বার্ব্বেরিস, ব্রায়, কষ্টি, ক্যাম, চেলি, ককুলাস, কফিয়া, কুপ্রাম্, ডায়স্ক, লাইক, ম্যাগ্নে কা, মার্কু, নাকস ভ, পালস্, ষ্টেনাম।

দক্ষিণ হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত দক্ষিণ সাইয়াটিক স্নায়ু বাহিয়া

জ্বর, ত্বক তপ্ত ও শুষ্ক, নাড়ী কঠিনস্পর্শ ও দ্রুত; উদরের স্থানে স্থানে অসহনীয় কর্ত্তনবৎ বেদনা, উদরত্বক স্পর্শে বেদনাযুক্ত; পদ গুটাইলে কিঞ্চিৎ উপশম; মুখে তিক্তাস্বাদ জলে ঘৃণা; ৩, আরোগ্য। ডাং ডেক—বামপদের বহির্দ্দেশে হিপ হইতে এঙ্কল বা গুল্‌ফসন্ধি পর্য্যন্ত বেদনা; বামকর্ণের পশ্চাৎ হইতে তৎপার্শ্বের চক্ষু এবং মুখ পর্য্যন্ত যুগপৎ বেদনা; ১৫ মিনিটের পর পর আক্রমণ; আক্রান্ত স্থান স্পর্শে বেদনাযুক্ত; রজনীতে বৃদ্ধি; তাপ প্রয়োগে উপশম; চালনায় প্রথমে বেদনার বৃদ্ধি পরে কিঞ্চিৎ উপশম; অনেক কাল চালনায় বৃদ্ধি; আহারান্তে উদরে কামড়ানি; ৩, আরোগ্য।

তীরবেধ ও কর্ত্তনবৎ বেদনার শয়নে, চালনায় এবং পদবিক্ষেপে বৃদ্ধি হইলে এবং উপবেশনে উপশম হইলে **কলসিন্থ** সহ **ন্যাফালিয়া** তুলনীয়।

ক্রোধ, অপ্রকাশিত ঘৃণা এবং গুপ্ত মনদুঃখনিবন্ধন অণ্ডাধার বা ওভারির রোগে অথবা অন্য কোন রোগে **কলসিন্থ,** ষ্টাফিসেগ্রিয়া সহ তুলনীয়।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি; যাহারা কোন প্রশ্ন করিলে দোষ গ্রহণ অথবা ক্রোধ প্রকাশ করে; ক্রোধ বশতঃ যাহারা হস্তস্থিত বস্তু দূরে নিক্ষেপ করে।

ক্রোধনিবন্ধন রোগ, বিশেষতঃ ক্রোধসহ ঘৃণা থাকিলে যে স্থলে উদরশূল, বমন, উদরাময় এবং ঋতুরোধ ঘটে (ক্যাম, ষ্ট্যাফি)।

অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক উদরশূলে রোগী বক্র হইয়া পদ টানিয়া প্রায় মস্তকে সংলগ্ন করে, অস্থির হয় এবং উপশম প্রাপ্তির জন্য শরীর নানা প্রকারে আকুঞ্চিত করিতে থাকে; কঠিন বস্তুর চাপে উপশম (ম্যাগ্নে ফস—তাপে উপশম)।

বেদনায়, আহার ও পানান্তে বৃদ্ধি, রোগী সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য, (ম্যাগ্নে ফস—ডায়স্কর তাহাতে বৃদ্ধি); মানসিক ক্লেশে ঋতুরোধ এবং উদরশূল।

দ্রুত মস্তক ফিরাইলে, **বিশেষতঃ বামপার্শ্বে** ফিরাইলে, শিরোঘূর্ণন হইয়া পড়িবার উপক্রম; উত্তেজক বস্তু সেবনেও তদ্রূপ।

সাইয়াটিক স্নায়ুশূলের খল্লীবৎ বেদনায় অনুভূতি যেন স্নায়ু সাঁড়াশী মধ্যে চাপিত হইতেছে, রোগী আক্রান্তপার্শ্বে শয়ন করে।

বামহিপ, উরু, জানু এবং জানুপশ্চাদ্দেশ প্রভৃতি সমস্ত বাম অঙ্গের ঊর্দ্ধ হইতে অধাভিমুখে তীরবেগে বৈদ্যুতিক আঘাতের ন্যায় বেদনা।

রোগ কারণ।—**বিরক্তি, ঘৃণা, কুব্যবহার প্রযুক্ত দুঃখ ও অপমান** প্রভৃতি মানসিক বিকার, শৈত্যসংস্পর্শ, শীতল বস্তু এবং **ফলাহার** সাধারণতঃ কলসিন্থের ভিন্ন ভিন্ন রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—কলসিন্থ প্রধানতঃ ট্রাইজিমিনাস্ বা মুখ-মণ্ডলের পঞ্চম স্নায়ুযুগল, সোলার প্লেক্সাস্ বা উদরের সহানুভূতিক স্নায়ুজাল, লাম্বার বা কটিদেশের স্নায়ু এবং ক্রুরেল বা উরু দেশের স্নায়ু বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়া সাধারণতঃ তৎসংসৃষ্ট শরীরযন্ত্র ও শরীরোপা-দানাদির বিকারোৎপন্ন করে। ইহা উল্লিখিত স্নায়ুবৃন্দের উদ্দীপনা দ্বারা স্নায়ুশূল উৎপন্ন করিলেও কখন কখন উদ্দীপনার আতিশয্য বশতঃ তাহা প্রকৃত প্রদাহে পরিণত হয়। ইহা সোলার প্লেক্সাস্কে অতি গভীরতর রূপে আক্রমণ করায় পরিপাকযন্ত্র-পথেরও অতি প্রবলতর বিকার জন্মিয়া, বমন, ভেদ ও শূল উপস্থিত হয়। এই সকল স্থলেই অনেক সময়ে প্রদাহ লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের উপর গভীরতর ক্রিয়া উৎপাদনই কলসিন্থের প্রসিদ্ধি লাভের কারণ। ট্রাইজিলিনাস্ স্নায়ু এবং মুখমণ্ডল, চক্ষু ও মস্তকের স্নায়ুশূল, এবং লাম্বার ও ক্রুরেল স্নায়ুর উদ্দীপনা উপস্থিত করিয়া ইহা কটিবাত, সায়াটিকা এবং অন্যান্য স্নায়বিক বেদনা উৎপন্ন করে। এই সকল স্নায়বিক আক্রমণ যন্ত্রাদির উপাদানগত বিশ্লেষণাদি অথবা তাহাদিগের ক্রিয়াবিকার উপস্থিত করে না। ইহার কার্য্যের প্রধান বিশেষতাই ইহার ঔদরিক স্নায়ুশূল, তাহা এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট যে রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া পদ প্রায় মস্তকসংলগ্ন করে, অন্যরূপ অবস্থানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—অতি পুরাকাল হইতে কলসিন্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু একই বিরেচন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ ইহার এই

বিরেচনকে অতি অপক্রিয়াই বলা যাইতে পারে। কেন না রেচনপেক্ষা ইহা অতি ভয়াবহ উদরশূল উৎপন্ন করে। এলিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই অপক্রিয়ার প্রতিষেধার্থ ইহার সহিত অন্যান্য বস্তু, বিশেষতঃ হায়সা মিশ্রিত করিতে বাধ্য হয়েন। পক্ষান্তরে হোমিওপ্যাথি মতে উপরিউক্ত উদরাময় এবং শরীরের স্থান বা উপাদানবিশেষে যে বেদনা উপস্থিত হয় তাহাই কলসিন্থের ঔষধগুণের (medicinal virtue) পরিচায়ক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং তদনুসারেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিমতেও কলসিন্থের প্রয়োগস্থল অতীব সঙ্কীর্ণ, কিন্তু রোগের সীমা সংখ্যাবদ্ধ হইলেও আক্রমণের বহুবিস্তৃতি নিবন্ধন প্রায় নিত্যই ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ইহার স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত অন্য ঔষধের অভাব প্রযুক্ত ইহা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

উদরের গ্রন্থিল স্নায়ুজাল অর্থাৎ সোলার প্লেকসাসের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া হইয়া থাকে। **কলসিন্থ** এই স্নায়ুমণ্ডলের অতি প্রগাঢ় উদ্দীপনা উৎপন্ন করায় তৎসংশ্লিষ্ট অন্ত্রের পেশীমণ্ডলের অতি তীক্ষ্ণ উত্তেজনা ও খল্লীবৎ আক্ষেপিক স্নায়ুশূল জন্মে। রোগী দেহ বক্র করিয়া মস্তক ও পদ প্রায় সংলগ্ন করে; খাটের খুটির মস্তক প্রভৃতি কোন কঠিন অপিচ গোলাকার স্থূল বস্তুর উপর আক্রান্ত উদরস্থান সবলে চাপিত করিলে বেদনার হ্রাস হয়। উপরিউক্ত শরীরাবস্থান ভিন্ন অন্য প্রকার অবস্থানে বেদনার বৃদ্ধি কলসিন্থ বেদনার বিশেষতা। বেদনা সহ বমন ও বিরেচন থাকে। বিষ-লক্ষণের অত্যাধিক্যে অন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব নিবন্ধন অতীব যন্ত্রণাদায়ক বেদনাসহ রক্তাতিসার উপস্থিত হইতে পারে। মূলতঃ ইহা একটি ক্রিয়া বিকারী বস্তু অর্থাৎ ইহাতে উপাদানের বিশ্লেষণ এবং প্রদাহাদি কোন প্রকার যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। কিন্তু কোন কোন স্থলে রোগীর শবচ্ছেদে অন্ত্রাভ্যন্তরে প্রাদাহিক স্রাবের বর্ত্তমানতা এবং পেরিটোনিয়ামে প্রদাহিক ফাইব্রিণ বা তন্তুজানের উপস্থিতি প্রযুক্ত অন্ত্রপরস্পরা মধ্যে

সংযোগাবস্থা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ফলতঃ এরূপ ঘটনা **কলসিন্থের** মৌলিক ক্রিয়াফল নহে। প্রবল বিষক্রিয়া নিবন্ধন আন্ত্রিক উদ্দীপনার আতিশয্য বশতঃ কলসিন্থ-ক্রিয়ার ইহা পরোক্ষ ফল মাত্র। কলসিন্থবিষ্ঠাসহ আম ও রক্তের বর্ত্তমানতা এবং ভয়াবহ উদরশূল সহ কুন্থনের উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর করিয়া অনেক চিকিৎসক ইহাকে আমরক্ত রোগোৎপন্নকারী বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফলতঃ আমরক্ত রোগ সরলান্ত্র এবং তৎসন্নিহিত স্থানে জন্মে তাহাতে কলসিন্থের ক্রিয়ামাত্র নাই। ইহা কেবল ক্ষুদ্রান্ত্রের উপর প্রচণ্ড উত্তেজনা উৎপন্ন করে।

কলসিন্থের অন্যান্য ক্রিয়ার মধ্যে মুখমণ্ডলের পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের উদ্দীপনায় মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, কটিস্থ লাম্বার ও সাইয়াটিক এবং উরু-সম্মুখের ক্রুরেল স্নায়ুর উদ্দীপনায় যথাক্রমে গৃধ্রসী বা লাম্বেগো, সাইয়াটিকা এবং উরুসম্মুখের স্নায়ুশূল প্রধান।

এতৎব্যতীত ইহা দ্বারা অন্যান্য রোগলক্ষণও উৎপাদিত হইয়া থাকে। যন্ত্রবিশেষের উপর ইহার ক্রিয়ার লক্ষণ বর্ণন উপলক্ষে তাহা লিখিত হইবে।

মস্তিষ্কে কলসিন্থের সাক্ষাৎ কোন ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। বেদনার আতিশয্যে এবং উদরযন্ত্রবিকারে পরোক্ষ ভাবে অবস্থানুসারে কখন মানসিক দুর্ব্বলতা এবং অসহিষ্ণুভাবের লক্ষণ উৎপন্ন হয়। রোগী কথা কহিতে ইচ্ছা করে না, কোন কথার উত্তর দেয় না এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে চাহে না। **স্ত্রী-রোগী পত্রের অথবা আত্ম দুর্ভাগ্যনিবন্ধন কাতরতা** প্রকাশ করে। রোগী অবসাদ-গ্রস্ত ও নিরানন্দ থাকে, অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, চিন্তান্বিত ও অধৈর্য্য হয়; এবং সহজেই দোষ গ্রহণ করে। কখন ঘৃণার সহিত ক্রোধান্বিত হয়।

অনুভূতিবিকারে দ্রুত মস্তক ফিরাইলে জানুর কম্প হয় ও রোগী পড়িয়া যাইবার ন্যায় বোধ করে। উদরশূল আরম্ভকালে মস্তকে জড়বৎভাব, বোধ হয় যেন মস্তক ঘুরিতেছে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিপর্য্যয় ঘটিয়া চক্ষুর বিকারে দৃষ্টির ঘোরত্ব ; কর্ণে, বিশেষতঃ বামকর্ণে উচ্চশব্দের শ্রবণ ; রসণেন্দ্রিয়বিকারে খাদ্য ও পানীয়ের তিক্ত এবং কখন পচাটে অথবা ধাতুর ন্যায় আস্বাদ।

চক্ষুকোটরাভ্যন্তরে চাপবৎ বেদনায় মস্তকের গোলমালভাব। ললাটে মৃদু বেদনার মস্তক নত করিলে ও চিৎভাবে শয়নে বৃদ্ধি। মস্তকের সম্মুখভাগে চাপ বোধ সহ অচৈতন্য। চক্ষুর উর্দ্ধ পুট চালনায় সমস্ত মস্তিষ্কাভ্যন্তরে ছিন্ন ও খননবৎ বেদনার অসহনীয়তা। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে গর্ত্ত করার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা। দক্ষিণ শঙ্খদেশের সূচিবেধবৎ বেদনার স্পর্শে অন্তর্দ্ধান। বাম শঙ্খ দেশের মৃদু দপদপানি ক্রমে তীক্ষ্ণতর হয় ও কর্ত্তনবৎ প্রকৃতি ধারণ করে।

নিদ্রালু অবস্থায় হাই উঠিতে থাকে। বেদনাকালে রোগী অস্থির এবং নিদ্রাহীন। স্বপ্নে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে ; অতি স্পষ্ট ও উৎকণ্ঠাজনক স্বপ্ন।

গতিদস্নায়ুবিকারে যাবতীয় পেশীমণ্ডলের বেদনাযুক্ত খল্লী, দুর্ব্বলতার অনুভূতি এবং মুর্চ্ছার ভাব।

রসবাতরোগনিবন্ধন অনুভূতিদস্নায়ুবিকারে নানাপ্রকারের বেদনা, ত্বগুপরি কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং অসাড়তার উপস্থিতি।

মুখাবয়ব ঘোর লোহিত বর্ণ। বাম মেলার অস্থি বা গণ্ডাস্থি মধ্যের সঙ্কোচন ও চাপবৎ অনুভূতি বাম চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের ছিন্নবৎ অথবা জ্বালাময় এবং হুলবেধবৎ বেদনা মস্তক এবং কর্ণ পর্য্যন্ত যায়। উর্দ্ধ চোয়ালে খোঁচা বেঁধার ন্যায় বেদনা। গণ্ডদেশে ছিন্নবৎ বেদনা।

চক্ষু অভ্যন্তরে চনচনি এবং চক্ষুগোলকের বেদনা। বিশেষতঃ মস্তক নত করিলে চক্ষুগোলকের বেদনাযুক্ত চাপানুভূতি। উভয় চক্ষুর বেদনা ও দক্ষিণ চক্ষুগোলকাভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ অনুভূতি। দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধ-পুটের আনর্ত্তন।

কর্ণাভ্যন্তরে কীটবিচরণ ও সূচিবেধবৎ অনুভূতি এবং কণ্ডুয়ন; কর্ত্তনবৎ অথবা কন্‌কনানি বেদনার কর্ণাভ্যন্তরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে উপশম।

শ্বাসযন্ত্র লক্ষণে নাসিকার স্রাবযুক্ত সর্দ্দির মুক্তবায়ু মধ্যে বৃদ্ধি ও গৃহমধ্যে উপশম। নাসিকার বাম পার্শ্ব হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত আঘাতবৎ এবং খনন করার ন্যায় বেদনা।

শ্বাসযন্ত্রাভ্যন্তরে গুড়গুড় ও উত্তেজনা নিবন্ধন রজনীতে কাসি। রজনীতে হাঁপানির ন্যায় ধীর ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাসে কাসির উদ্রেক। সন্ধ্যাকালে এবং মধ্যরজনীর পূর্ব্বে বক্ষস্থলের কষ্ট। রজনীতে বারম্বার গুড়গুড়িযুক্ত কাসি। ফুসফুসের অন্যতর পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

পরিপাকযন্ত্রবিকারে মুখে অবিশ্রান্ত ঘৃণাকর ও তিক্তাস্বাদ। জিহ্বালেপ শুভ্র অথবা হরিদ্রাভ এবং কর্কশ: জিহ্বার উপর জ্বালা। জিহ্বায় ঝল্‌সানবৎ অনুভূতি। দন্তের আকৃষ্ট এবং উৎক্ষেপবৎ বেদনা। প্রথমে বামপার্শ্বের কোন একটি দন্তে পরে অন্য একটি দন্তের আঘাতবৎ বেদনা।

গলাভ্যন্তরে শুষ্ক, কাঁচা ও কর্কশ ভাবের অনুভূতি; বোধ যেন গলাভ্যন্তরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি চাঁছা হইয়াছে।

অস্বাভাবিক ক্ষুধায় যাহা পায় তাহাই খাইতে ইচ্ছা; পাঁউরুটি এবং বিয়ার মধ্যে বিশেষ আগ্রহ। গলমধ্যে চাঁছা বোধ প্রযুক্ত খাদ্য বস্তুতে অশ্রদ্ধা। অত্যধিক তৃষ্ণা।

আমাশয় রোগে শূন্য উদ্‌গার। আমাশয় হইতে বমনের বেগ। তিক্তাস্বাদ, হরিদ্রাবর্ণ, তরল বমন। আমাশয়ে জ্বালাময় বেদনা। আহার করিলেই আমাশয়ে মোচড়ানি বেদনা অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রবলতর। আমাশয়োর্দ্ধে পূর্ণতা বোধ। রজনীতে আমাশয়ের থল্লির উদ্‌গারে উপশম। আমাশয়াভ্যন্তরে শূন্য বোধ। আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরদেশ স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। প্রবল কর্ত্তনবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা বক্ষ ও উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান

হইতে আসিয়া আমাশয়ের উপরিস্থ গহ্বরস্থানে (In pit of Stomach) কেন্দ্রীভূত এবং প্রবল চাপপ্রয়োগে এবং সম্মুখে বক্র হইয়া পদ ও মস্তক প্রায় সংলগ্ন করিলে রোগী উপশম পায়।

বায়ুপূর্ণ উদর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। উদরে বায়ুর রোধ। **উদরের উভয় পার্শ্বের খল্লিবৎ বেদনার চাপপ্রয়োগে** অথবা **টেবিলের উপর উদর রাখিয়া নত হইলে** বৃদ্ধি। পাঁচ অথবা দশ মিনিট পর পর নাভির চতুঃপার্শ্বে ক্রমবর্দ্ধনশীল উদরশূল প্রযুক্ত রোগী শরীর বক্র করিয়া পদ ও মস্তক একত্র করিতে বাধ্য, কারণ অন্য কোন প্রকার শরীরাবস্থানে তাহার বৃদ্ধি হয়; অবস্থানপরিবর্ত্তনে বেদনায় অস্থির হইয়া রোগী চীৎকার করিতে থাকে।

উদরশূল এতদূর কষ্টপ্রদ যে উপশমের জন্য রোগী টেবিলের কোণ কিম্বা খাটের খুঁটির মস্তকের উপর উদর চাপিত করে। উদরশূলবৎ আক্ষেপিক বেদনা। নাভিদেশ হইতে বিস্তৃত বেদনার বায়ু নিঃসরণে উপশম। কখন বাম কখন দক্ষিণ পার্শ্বের অধোদরে গভীর সূচিবেধবৎ বেদনা এবং বোধ যেন তাহা অণ্ডাধার বা ওভারি হইতে উত্থিত হইতেছে। হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধির বেদনার ন্যায় কুচকির বেদনা চাপ দিলে বোধ যেন হার্ণিয়া অন্তর্প্রবিষ্ট হইতেছে।

বারম্বার অত্যধিক মলবেগ হওয়ায় অনুভূতি যেন অধিক কালের পুরাতন উদরাময়বশতঃ সরলান্ত্র ও মলদ্বার দুর্ব্বল হইয়াছে। সামান্য পরিমাণ আহার অথবা পানে আমরক্ত রোগ সদৃশ উদরাময়ের পুনরাক্রমণ। **কলসিন্থের** উদরাময়ে প্রভূত পরিমাণ মলসংযুক্ত বিষ্ঠা সহ অত্যধিক বায়ু নিঃসরণ; রক্তবিরেচন; **আহারান্তে তরল মলত্যাগ সহ** উদরে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয় এবং বেদনা; বুদবুদময়, পাতলা, জাফরাণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ

এবং ছাতাপড়া বস্তুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট মলত্যাগ; বিষ্ঠা কৰ্দ্দমবৎ নরম। কোষ্ঠবদ্ধে প্রস্তরষ্ঠিলার ন্যায় কঠিন গুঁটি গুঁটি মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্রে **কলসিন্থের** ক্রিয়ায় মূত্রপরিপূর্ণ মূত্রস্থালীর উপর ভয়ানক চাপের বায়ু নিঃসরণে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান। **পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগে অল্প অল্প মূত্রত্যাগ**; কটাবর্ণের বিয়ার মদ্যের ন্যায় মূত্র ঠাণ্ডা হইবামাত্র ঘোলা হইয়া যায় এবং প্রভূত পরিমাণ তলানি পড়ে। মূত্র ঘন, পুতিগন্ধবিশিষ্ট চটচটে এবং জিউলির আঠা বা জেলির ন্যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকারবশতঃ, বাম অণ্ডাধারের খল্লিবৎ বেদনায় বোধ যেন আক্রান্ত টিস্থ সাঁড়াশি দ্বারা চাপিত হইতেছে। ওভারিতে গৰ্ত্তকরার ন্যায় তীক্ষ্ণ ও টান টান ভাবের বেদনায় রোগিনী অস্থির ও বক্র হইয়া যায় এবং পায়ে মাথায় প্রায় সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয়। কষ্টদায়ক রজঃস্রাবে জরায়ুর খল্লিবৎ বেদনা প্রযুক্ত রোগিনী প্রভূতরূপে বক্র হইতে বাধ্য; কখন কখন আহার ও পানে বেদনা বৃদ্ধি পায়। ভগোষ্ঠের (Labia) স্ফীতি এবং যোনির তাপ ও টানিয়া বাহির করার ন্যায় বেদনা। জরায়ুর প্রদাহ।

মস্তক চালনা করিতে গ্রীবা-পৃষ্ঠ-পেশীর কাঠিন্য বোধ। বাম গ্রীবা-পেশীর টান টান ভাব ও আকৃষ্টবৎ বেদনার গ্রীবাসঞ্চালনে বৃদ্ধি। গ্রীবার বামপার্শ্বে চাপানুভূতি; ঘাড় ফিরাইলে বেদনার বৃদ্ধি। দক্ষিণ অংসফলক বা ক্যাপুলাস্থির অভ্যন্তরে আকৃষ্টবৎ বেদনায় অনুভূতি যেন রক্তবহা নাড়ী এবং স্নায়ুসকল টান টান বা আতত অবস্থান্বিত। শ্বাসগ্রহণকালে দক্ষিণ কটি বা মাজায় আকৃষ্টতা ও খোঁচার ন্যায় বেদনার চিৎভাবে শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে কটিদেশ ও অধঃ অঙ্গে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

দক্ষিণ করতলে খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনায় হস্ত ও অঙ্গুলি প্রসারণের বাধা। দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টাটানি বেদনাবশতঃ চালনার কষ্ট।

হিপসন্ধি অভ্যন্তরে খল্লিবৎ বেদনায় বোধ যেন আক্রান্ত টিস্থ সাঁড়াশির

মধ্যে চাপিত, তাহার সহিত কটি হইতে বেদনা নিম্নে পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাম হিপসন্ধি ও কটিপ্রদেশে আকৃষ্টবৎ ও দপদপানি বেদনা এবং আনর্ত্তন।

ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুর বেদনায় বোধ যেন তাহার প্রধান পেশীর খর্ব্বতা জন্মিয়াছে। দক্ষিণ উরুর আকৃষ্টবৎ বেদনা জানু পর্য্যন্ত যায়। অপরাহ্নে বাম উরুর অভ্যন্তর পার্শ্বের (Inner side) আকৃষ্টতা। ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ বাহিয়া বিদ্যুদ্বেগে তীর বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা; কটিদেশের বেদনা হিপসন্ধি অভিমুখে যাইয়া পরে উরুর পশ্চাদ্ভাগ বাহিয়া জানুসন্ধির গহ্বর পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং আক্রান্ত শরীরস্থানের স্পর্শজ্ঞান মন্দীভূত। জানু ও পদেয় ঝিনঝিনি। বাম জঙ্ঘার পশ্চাতে খল্লি। বামপদের আকৃষ্টবৎ বেদনা। জানু ও পদের ঝাঁকি।

সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এবং সন্ধির ছিন্ন করার ন্যায় অথবা আকৃষ্টবৎ রসবাতিক বেদনা।

ত্বকের উপর **কলসিন্থের** ক্রিয়ায় সমস্ত ত্বকের ছাল উঠিয়া যায়।

ইহার জ্বরে সমস্ত শরীরাভ্যন্তরে শৈত্যানুভূতি। শরীরে, বিশেষতঃ শরীরোর্দ্ধপ্রদেশে অধিকতর শুষ্ক তাপ। রজনীতে ঘর্ম্ম হয় এবং প্রভাতকালে তাহাতে মূত্রাঘ্রাণ পাওয়া যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

কঠিন বস্তুর প্রবল চাপে বেদনার উপশম।—**কলসিন্থ** প্রধানতঃ প্রদাহহীন স্নায়ুশূল উৎপন্নকারী বস্তু এবং ইহার প্রয়োগও ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশের প্রদাহহীন স্নায়ুশূলেই হইয়া থাকে। উদরশূলে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া **টেবিলের কোণের** অথবা **খাটের খুটির মস্তকোপরি উদর রাখিয়া প্রবল চাপ দিলে উপশম** পায়। সায়েটিকা বা গৃধ্রসী প্রভৃতি স্নায়ুশূলেও রোগী **আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া**

শয়ন করে ও তাহাতে বেদনার উপশম হয়। চাপ দেওয়ায় বেদনার উপশম হওয়া বিষয়ে ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধমধ্যে **ব্রায়নিয়া** প্রধান। প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে **ব্রায়** আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে। অন্যান্য লক্ষণে **কলসিন্থ** ও **ব্রায়র** প্রভেদ এত অধিক যে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। শিশুর **উদর স্কন্ধোপরি রাখিয়া** কোলে করিয়া বেড়াইলে **ষ্টেনামের** উদরশূল উপশমিত হয়; ইহাকেও চাপে উপশম বলা যায়।

বক্র হইয়া শরীর দ্বিভাঁজ করা বা পদসহ মস্তক প্রায় সংলগ্ন করা।—উদরের স্নায়ুশূল রোগই **কলসিন্থের** প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। এই স্নায়ুশূল অণ্ডাধার, নাভির চতুঃপার্শ্ব অথবা আমাশয় প্রভৃতি উদরের যে স্থানেই হউক, রোগী **সম্মুখে বক্র হইয়া শরীর দ্বিভাঁজ করিলে** তাহার **উপশম** হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইবে যে প্রকৃতপক্ষে ইহাকেও চাপে উপশম বলা যাইতে পারে; কেননা উপরিলিখিত শরীরাবস্থানে উদরের যন্ত্রনিচয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বেদনাস্থানে ন্যূনাধিক চাপ পায়। **কলসির** এই লক্ষণসহ তুলনীয় অন্যান্য উপযুক্ত ঔষধমধ্যে **ভিরেট্রাম** এবং **বভিষ্টা** প্রধান। প্রভেদ এই যে **ভিরাট্রাম** রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলেও উপশম জন্য **পায়চারি** করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার **ললাটে শীতল ঘর্ম্ম** থাকে। **বভিষ্টা** রোগীর আহারান্তে উদরশূলে **বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ** হইলে তাহার উপশম হয়।

বেদনার খল্লিবৎ প্রকৃতি।—এই রূপ বেদনাপ্রকৃতি দ্বারা ঔষধনির্ব্বাচনপক্ষে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্তির আশা স্বল্পতর হইলেও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সর্ব্বস্থানের **কলসি** বেদনারই ইহা প্রধান প্রকৃতি।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—বিরক্তি ও অপমান হইতে **কলসিন্থের** স্বাধীন শিরঃশূল উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত কারণে পিত্তদোষ ঘটিয়া রোগ জন্মে। গাউট বা ক্ষুদ্রবাতরোগগ্রস্ত রোগিদিগের গাউট মস্তক আক্রমণ করিলে ইহার অন্য প্রকার শিরঃশূল জন্মে। অনেক সময়ে ইহা **কলসিন্থের** চক্ষুরোগের—আইরাইটিস বা উপতারা-প্রদাহ, গ্লকমা এবং চক্ষুর উর্দ্ধদেশের স্নায়ুশূল—সহানুভূতি নিবন্ধন বা সংশ্রবে জন্মিয়া থাকে। মানসিক কারণে মস্তকের বাম পার্শ্বে ছিন্ন করার ন্যায় থল্লিবৎ বেদনা হয়। ইহার শিরঃশূলের সাধারণ লক্ষণে মস্তকাভ্যন্তরে গর্ত্তকরার ন্যায় ও ছিন্নবৎ এবং গর্ত্তকরার ন্যায় ও সূচিবেধবৎ বেদনা, চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকাভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনার স্থিরভাবে থাকিলে ও মস্তক নত করিলে বৃদ্ধি এবং প্রবল চাপে ও ভ্রমণে হ্রাস হয়; মস্তক নত করিলে বোধ হয় যেন চক্ষু ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে; চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয়। উপরিউক্ত লক্ষণে ইহা **ক্যামমিলা, সিড্রন, স্পিজিলিয়া** এবং **প্রুনাস স্পাইনসা** সহ তুলনীয়।

ক্যাম—ইহাতে ক্রোধ এবং পিত্তবিকার নিবন্ধন মস্তকের বাম পার্শ্বে ছিন্নকরার ন্যায় বেদনা হয়, কিন্তু **কলসি** অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর মুখরক্তিমা ও উষ্ণ ঘর্ম্ম এবং মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতাদি থাকায় পরস্পরকে প্রভেদ করা যায়।

সিড্রন—ইহাতে চক্ষুর চতুর্দ্দিকের বেদনার **সাময়িক আক্রমণ** হয়; অধিকাংশ সময়ে চক্ষুর উর্দ্ধের স্নায়ু বেদনাক্রান্ত থাকে। রোগের কারণ ম্যালেরিয়া হইতে পারে।

স্পিজিলিয়া—অনেকাংশে **কলসিন্থ** তুল্য। চক্ষুগোলকের আয়তন চক্ষুকোটরাপেক্ষা যেন বৃহত্তর বলিয়া বোধ হয়; ইহার বেদনার

প্রকৃতি ছুরিকাঘাত ও ছিন্ন করার ন্যায় এবং চতুঃপার্শ্বে বিস্তারশীল ; চাপে ও শরীরচালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয় ; উষ্ণ গৃহে, ভ্রমণে ও চাপে **কলসির** বেদনার উপশম হয়।

প্রুনাস—ইহাতে বিদীর্ণকরার ন্যায় বেদনার প্রাদুর্ভাব থাকে এবং অনুভূতি হয় যেন আক্রান্ত অংশ চাপদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—ঘৃণা, বিরক্তি প্রভৃতি মানসিক ভাববৈপরীত্য এবং সর্দ্দি বা শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন তরুণ স্নায়ুশূল রোগে **কলসি** উপকারী। ইহার আক্রমণ সাধারণতঃ শরীরের বাম পার্শ্বে হইলেও সায়াটিকা বা গৃধ্রসী রোগ দক্ষিণ পার্শ্বেই ঘটে। বেদনার প্রকৃতি ছিন্নন ও চাপবৎ ; বেদনা আবেশে আবেশে আক্রমণ করে এবং শরীরস্থান চালনা করিলে ও তাহাতে চাপ দিলে বর্দ্ধিত এবং বিশ্রামে ও তাপপ্রয়োগে হ্রাস হয়। **কলসিম্ব** প্রদাহিক স্নায়ুশূলের ঔষধ নহে, বাতজ রোগই ইহার প্রধান অধিকার। উদরের ও অণ্ডাধারের স্নায়ুশূলে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ চাপে ও তাপে বেদনা উপশমিত হয় কিন্তু চাপ অপনয়ন করিবা মাত্রই পুনরাক্রমণ ঘটে।

নাক্স্ ভম্—স্নায়ুশূল রোগের একটি প্রধান ঔষধ। ডাঃ জসেট এ রোগে ইহার উচ্চ ক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন। উদরের রোগ বাম পার্শ্বে হয়।

ষ্টেনাম—সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় বেদনার ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। সবিরাম জ্বরান্তের ও কুইনাইনের অপব্যবহারপ্রযুক্ত চক্ষূর্দ্ধ প্রদেশের বা সুপ্রা অর্ব্বিটাল স্নায়ুশূলের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

রাস্টক্স্—আহারের অমিতাচারঘটিত রোগের ঔষধ।

গৃধ্রসী বা সায়াটিকা।—অতীব কঠিন প্রকৃতির সায়াটিকা রোগ **কলসিম্ব** দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। নিতম্বদেশের বেদনা উরু বহিয়া জানু এবং কখন

কখন গুল্‌ফ বা গোড়ালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আক্রান্ত অঙ্গের চালনায়, শৈত্য সংস্রবে ও রজনীতে বেদনার বৃদ্ধি ; বেদনা আবেশে আবেশে আক্রমণ করে এবং পরে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা ও পক্ষাঘাত জন্মে, পেশীনিচয়ের ভয়ঙ্কর আততাবস্থা হয় এবং অনেক সময়ে রোগী বোধ করে যেন তাহার অঙ্গ লৌহপতর দ্বারা আবদ্ধ অথবা সাঁড়াশির দ্বারা চাপযুক্ত রহিয়াছে। ভ্রমণকালে অঙ্গমধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভূতি জন্মে। নূতন রোগের পক্ষেই **কলসিন্থ** বিশেষরূপে উপকারী, রোগ অধিক দিনের হইলে অঙ্গের পুষ্টিহানি জন্মিয়া রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। ডাং এগিডা একটি অতি পুরাতন রোগীকে ৩× ক্রম দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। অতি প্রবল বেদনাসহ রোগীর অঙ্গের আক্ষেপ ছিল। **কলসিন্থ বেদনায়** স্নায়ুর প্রদাহ থাকে না। ইহা সম্পূর্ণরূপেই বাতজ।

কটিদেশের অন্যান্য রোগ এবং তন্নিবন্ধন বেদনাতেও **কলসি** দ্বারা আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকি ; বিশেষতঃ **দক্ষিণ পার্শ্বের হিপ** বা **বঙ্ক্ষণসন্ধির রস-বাতিক বেদনায়**। ভ্রমণকালে সন্ধি অভ্যন্তরে মৃদু সুচিবেধবৎ অনুভূতি বশতঃ রোগী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হয়, পরে আক্রান্ত শরীরস্থান স্পর্শে বেদনাযুক্ত ও গুরু বোধ করে এবং তাহার খল্লিবৎ বেদনায় বোধ হয় যেন তাহা সাঁড়াশির মধ্যে চাপিত হইতেছে ; রোগী আক্রান্ত অংশ চাপিয়া ও জানু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া শয়ন করে। হিপসন্ধি সঙ্কুচিত বোধ হয়। কখন কখন বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হঠাৎই ছাড়িয়া যায়। বেদনার প্রকৃতি খোঁচাবৎ ও জ্বালাকর ; শৈত্যে, আর্দ্রতায় ও রজনীতে তাহার বৃদ্ধি হইলে কিভাবে অঙ্গ রাখিলে যে সোয়াস্তি পাইবে রোগী তাহা স্থির করিতে পারে না। ডাং ডিউই এ রোগে ৬ অপেক্ষা নিম্ন ক্রম প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন।

আর্সেনিক—ইহাও প্রদাহহীন স্নায়ুশূলের ঔষধ। ইহার সম্পূর্ণ

প্রত্যেক রজনীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে সবিচ্ছেদ বেদনার আক্রমণ। জ্বালাময় বেদনায় রোগী অত্যন্ত অস্থির থাকে। তাপে বেদনার হ্রাস।

ক্যামমিলা—প্রদাহহীন রোগের ঔষধ। রোগী বেদনায় অসহিষ্ণু ও অস্থির। শরীরের তাপের বৃদ্ধিতে বেদনার বৃদ্ধি।

ন্যাফালিয়াম—সম্পূর্ণ সায়াটিক স্নায়ু ও তাহার শাখানিচয় বাহিয়া পদতল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে বেদনা ও অসাড় ভাব হইতে থাকে। অনেকের মতেই **কলসি** এ রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। **ন্যাফা**সহ ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শয়নে, অঙ্গচালনায় এবং পদবিক্ষেপে **ন্যাফার** বেদনার বৃদ্ধি ও চেয়ারে বসিয়া থাকিলে হ্রাস হয়।

টেরিবিন্থ—অধঃঅঙ্গের অতি তীক্ষ্ণ স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং স্নায়ুর মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ, ছিন্ন করার ন্যায় ও অবশকর বেদনা।

পেশীর খল্লী থাকায় **কলসিন্থ নাক্স ভ, ভিরেট্রএ** এবং **এলোজ** ও **টেরা পাইনি** সহ তুলনীয়।

প্যারাফাইমোসিস্ বা **উল্টামুদ্দা**।—পেশীর সঙ্কোচন নিবারণে **কলসিন্থের** ক্ষমতা থাকায় ইহা এ রোগে ব্যবহৃত হইলে রোগের তরুণ অবস্থায় ফলপ্রদ হইয়াছে।

উদরশূল বা কলিক।—রসবাত এবং গাউট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি দিগের প্রদাহ হীন উদরশূল রোগে **কলসিন্থ** অমোঘ ফলপ্রদ ঔষধ। উদরের কামড়ানিবৎ বেদনায় রোগীর সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হওয়া এবং উদরের বেদনাস্থান কোন কঠিন বস্তুর উপর সবলে চাপিত করা, ইহার অব্যর্থ প্রদর্শক লক্ষণ। উদরে বায়ুর ও অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর বর্ত্তমানতা অথবা ভয়ঙ্কর ক্রোধাবিষ্টতা প্রভৃতি কোন প্রকার প্রচণ্ড মানসিক আবেগ এই বেদনার সাক্ষাৎ কারণ। উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে, উদরের কামড়ানি তাহার পূর্ব্বে এবং সঙ্গে থাকে; বায়ুনিঃসরণে

অথবা মলত্যাগে বেদনার উপশম। ইহা ঋতু-দোষ ও মূত্রস্থালীর বিকারনিবন্ধন উদরশূলেও স্থলবিশেষে উপকারী।

একনাইট—প্রদাহিক উদরশূলে রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয়, কিন্তু তাহাতে সোয়াস্তি পায় না।

বেলাডনা—ইহার প্রদাহিক রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উদরশূলে শিশু পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইতে থাকে। রোগী চীৎকার করে এবং উদরের আড়াআড়ি ভাবে কোলন অন্ত্রাংশ ক্ষুদ্র বালিশের ন্যায় স্ফীত হয়।

ভেরেট্রাম এ—বেদনায় রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া উপশম জন্য ভ্রমণ করিতে বাধ্য। ললাটের শীতল ঘর্ম্ম বিশেষ লক্ষণ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনিকা—ফল অথবা শাক সবজি আহারে সবুজবর্ণ, আমময় উদরাময়সহ কামড়ানির ন্যায় উদরশূলে রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয়।

কষ্টিকাম—কলসি ফলপ্রদ না হইলে কখন কখন ইহা-দ্বারা উপকার হয়।

ডায়স্কোরিয়া—উদরে বায়ুশূল। নাভির চতুঃপার্শ্বে অবিশ্রান্ত বেদনা, সময়ে সময়ে অত্যন্ত তিক্ষ্ণ হয়, শরীর সম্মুখে দ্বিভাঁজ না করিয়া রোগী প্রবলরূপে বিস্তৃত করিতে বাধ্য। পিত্তজ, রসবাতজ এবং স্নায়বিক উদরশূল। বেদনা পৃষ্ঠ এবং বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষতঃ ইহা অজীর্ণদোষ-নিবন্ধন উদরশূলের মহৌষধ। পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইলে ইহার প্রদাহহীন উদরশূল উপশম পায়।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফরিকা—ইহার বেদনা সবিরাম প্রকৃতির; সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে, আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে, তাপপ্রয়োগে এবং উদ্গার উঠিলে উপশম। বায়ুকর্ত্তৃক উদরশূলে শিশু জানু উত্থিত করিয়া থাকিলে শান্তি পায়। ডাঃ মর্গ্যান বলিয়াছেন "সদ্যপ্রসূত শিশুদিগের এই রোগে **কলসির** ৩০ ক্রম প্রয়োগমাত্র, নিশ্চিত উপকার

হয়"। ডাঃ ডিউয়ি বলেন উদরশূলগ্রস্ত শিশু, যাহারা দিবা-রজনীর অর্দ্ধ সময় ক্রন্দন করিয়া কাটায়, তাহাদিগের ইহা উপকার করিতে পারে। তাপে উপশম ইহার প্রদর্শক।

ক্যামমিলা—অত্যধিক মানসিক আবেগ বশতঃ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের উদরশূলে ইহা এবং কলসিন্থ উভয় ঔষধই উপকারী। ক্যামর অত্যধিক উদরস্ফীতি, তপ্ত গণ্ড, মুখের রক্তিমা, উষ্ণ ঘর্ম্ম এবং প্রধানতঃ ইহার বেদনার অসহনীয়তা বশতঃ ভয়ঙ্কর মানসিক উদ্বেগ ইহাকে কলসি হইতে প্রভেদিত করে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ইহার উদরশূল ক্রোধ অথবা উদরের অস্ত্রচিকিৎসাজনিত। ইহাও শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উপকারী। কলসি দ্বারা কার্য্য না হইলে ইহা প্রযোজ্য।

ককুলাস—ইহাতে উদরের স্ফীতিসহ উদরশূল হইয়া থাকে এবং তাহা পুনরাবর্ত্তনশীল হয়। গুল্মবায়ুঘটিত উদরশূলে ইহা উপকারী।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বের অপব্যবহারনিবন্ধন উদরের কামড়ানি বেদনার কলসি সংশোধন করে।

উদরাময় ও আমরক্ত রোগ—এই সকল রোগে কলসির কোন প্রসিদ্ধি নাই। ফলতঃ ইহার রোগ উদরশূলের আনুসঙ্গিক ব্যতীত কখনই উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। উভয় প্রকার রোগেই ভয়াবহ উদরশূল ও তাহার উপশম জন্য শরীর সম্মুখে বক্র করিয়া দ্বিভাঁজ করার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিয়া কলসি নির্ব্বাচনের সাহায্য করে। অজীর্ণ দোষ অধিক থাকিলে অবিশ্রান্ত মুখের তিক্তাস্বাদ, অত্যধিক তৃষ্ণা, শূন্য উদ্গার, বিবমিষা, ভুক্তবস্তুর অথবা তিক্তরসের বমন এবং পূর্ব্বকথিত উদরের কামড়ানি সহ প্রভূত পরিমাণ, তরল, ঘন অথবা বায়ুযুক্ত উদরাময় জন্মে।

সরলান্ত্রে কলসির কোন প্রাদাহিক ক্রিয়া হয় না, একারণ প্রকৃত আমরক্ত জন্মে না; ফলতঃ উদরশূলের প্রবলতর স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ

ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী উদ্দীপ্ত হইলে উদরশূলের তীক্ষ্ণতার বৃদ্ধি হয় ও তদানুষঙ্গিক লক্ষণাদিও প্রবলতর হইতে থাকে। রোগী উদরশূলের প্রশমন জন্য আক্রান্ত স্থানে পূর্ব্ববৎ চাপ দেয়, বক্র হয় এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রবল কুন্থনদ্বারা ক্লেদ ও রক্তযুক্ত বিষ্ঠা নিঃসারিত করে। মলত্যাগান্তে কুন্থন ও অনেক সময়ে উদরের কামড়ানির নিবৃত্তি হয়। এস্থলে **নাক্স ভমিকা** সহ **কলসিন্থের** সাদৃশ্য থাকিলেও **নাক্সের** নিষ্ফল মলবেগ ইহাতে নাই। আহারান্তেই মলত্যাগ হওয়া লক্ষণে ইহা **পড** ও **সিঙ্কনার** তুল্য এবং **পডর** উদরাময়েও ইহারই ন্যায় **তাপপ্রয়োগে** ও **সম্মুখে বক্র** হইলে উদরশূলের উপশম হয়। আমরক্ত রোগের অনেক লক্ষণেই ইহা **ক্যান্থারিসের** তুল্য; বিশেষতঃ শেষোক্ত ঔষধেও উদরশূল উপশমের জন্য **বিভাঁজ হইতে হয়**। ক্লেদ ও রক্তময় বিষ্ঠা এবং আহার ও পানান্তে রোগের বৃদ্ধি উভয় ঔষধেই তুল্য; **ক্যান্থারিস** রোগ প্রদাহনিবন্ধন জন্মে, ইহাই প্রভেদ।

অণ্ডাধার রোগ।—ওভারিসংস্পৃষ্ট উদরশূলের কামড়ানি বেদনাতেও রোগী পূর্ব্ববৎ বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয় এবং দক্ষিণ অণ্ডাধারের গভীর-প্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা থাকে। ডাঃ সাদিকের মতে বাম অণ্ডাধারের প্রদাহরোগেও পূর্ব্ববৎ উদরশূল থাকিলে **কলসিন্থ** উপকারী। **কলসিন্থ** ও **বভিষ্টা** অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ (Tumour) রোগ আরোগ্য করিয়াছে।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্ ও গাউট।—**কলসিন্থ** দ্বারা অনেক সময়ে রসবাত রোগের, বিশেষতঃ রসবাত ও গাউট ঘটিত সন্ধির অনমনীয়তার উপকার হয়। এস্থলে ইহা **কষ্টিকাম, গুয়েকাম** ও **লিডাম** সহ তুলনীয়। শেষোক্ত তিন ঔষধে সন্ধিতে গাউট-বর্ত্তুল জন্মিয়া তাহার কাঠিন্য উৎপন্ন করে।

লেক্‌চার ২৬ (LECTURE XXVI)

কুপ্রাম্ মেটালিকাম্ (Cuprum Metallicum)।

সাধারণ নাম।—কপার। তাম্র।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে পরিশুদ্ধ কপার হইতে ট্রিটুরেষণ; উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৩ ক্রম হইতে ২০০ ক্রম তদূর্দ্ধও অবস্থানুসারে ব্যবহৃত হয়। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা—ডাং ক্রটাগ—শিশু হঠাৎ কনভালসনাক্রান্ত হয় ও দংশন করিতে আরম্ভ করে; ৩০ কুপ্রাম এক মাত্রায় ফিট নিবারণ হয়, কিন্তু মানসিক বিকার থাকিয়া যাওয়ায় দংশন, আঘাত করা প্রভৃতি নান প্রকারে রক্ষয়িত্রীকে বিরক্ত করিতে থাকে; ৩০ ক্রমের ঔষধ প্রতিসপ্তাহে এক মাত্রা সেবনে আরোগ্য। ডাং মোসা—৬০ বৎসরের পুরুষ; ওষ্ঠ নীলাভ পাণ্ডুর; জিহ্বা নীলাভ-লোহিত; নাসিকা স্ফীত এবং তাহার অগ্র লোহিত; পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসের গয়ার সহ অল্প রক্ত থাকিত; কোষ্ঠবদ্ধ; রজনীতে শয়ন করিবার সময় গৃহপ্রবেশ করিলে, বিশেষতঃ যদি চক্ষু মুদ্রিত করে, গৃহ ভূতপরিপূর্ণ দেখে; কর্ণমধ্যে গুণ গুণ করে ও ঢক্কাধ্বনি হয়, ললাটে শূল ছিল, রোগী বোধ করিত যেন মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইবে; চক্ষুর সম্মুখে আবছায়া দেখিত; দূরে কিছু দেখিতে পাইত না, নিকটদৃষ্টি পরিষ্কার ছিল; স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা; মাথা ঘোরা; সর্ব্বদা হস্তের শীতলতা ও জলসিক্ত হইলে তাহার নীলাভা; কুপ এসেট ২, আরোগ্য। ডাং উড্‌ওয়ার্ড—৪ বৎসরের শিশু; লগ্ন শ্লৈষ্মিক জ্বর; লক্ষণ—খিটখিটে ও অস্থির; নিদ্রাকালে চমকিয়া ওঠা; রক্তবর্ণ চক্ষু, অতর্পনীয় পিপাসা; হস্ত ও পদ শীতল। কেঁকানি; নিদ্রাকালেও ঘূর্ণায়মান চক্ষু। দুই সপ্তাহ মলত্যাগ হয় না; মূত্র ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ;

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে; রজনীতে; বিশ্রামকালে; আহার এবং পানান্তে; ক্রোধে; শীতল হাওয়ায়; প্রবল শীতল বায়ু বহিলে; পদের ঘর্ম্ম ও হামাদি উদ্‌ভেদ বসিয়া যাইলে।

উপশম।—বায়ুনিঃসরণে; কাফি পানে; ধুম পানে; **বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে**; প্রবল চাপে। এক ঢোক শীতল জল পান করিলে বিবমিষা, বমন ও কাসির উপশম।

সম্বন্ধ।—কুপ্রামের কার্য্যপ্রতিষেধক—অরাম, বেল, ক্যাম্ফর, সিঙ্ক, কনা, ককুলাস, ডাল্কা, হিপার, ইপিকা, নাক্স ভ, মার্ক। বিষমাত্রার—শর্করা, অণ্ডলাল।

খাদ্যবস্তুসহ কুপ্রাম মিশ্রিত থাকায় বিষলক্ষণ জন্মিলে হিপার সাল্‌ফ অথবা পটাসের সোপ বা সাবান তাহা প্রতিষেধ করিতে পারে।

কুপ্রামের উপচয় অথবা ক্রিয়াধিক্য ঘটিলে, এল্‌কহল সহ ক্যাম্ফর মিশ্রের আঘ্রাণ তাহার প্রশমনকারী।

জ্বর এবং স্নায়ুবিকার ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং চতুর্থ দিবসে কন্‌ভালসন হওয়ার উপক্রম দেখা যায়; কুপ্রাম মেট ৩০, আরোগ্য। ডাং স্মল—২ বৎসরের শিশুর ললাটদেশে তাপসহ জলবৎ বমন, উদরশূল এবং আক্ষেপ; শীতল জল কিছুকাল বমন নিবারণ করিলেও হিক্কা থাকিয়া যায় এবং কন্‌ভালসনের পরে তাহা শেষ হইয়া ২৪ ঘণ্টাকাল শিশু অজ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে; মস্তকের অত্যধিক তাপসহ শিশু গভীর অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত, হস্ত শীতল ও অঙ্গুলি নীলবর্ণ ছিল। কুপ্রাম মেট ৩, আরোগ্য। ডাং গ্রেভেল—একটি যুবা পুরুষের আমজ্বরের পরে, শ্বাসরোধকারী শুষ্ক কাসি, বিশেষতঃ রজনীতে উপস্থিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিত; কুপ্রাম মেট ২০০, আরোগ্য। ডাং হার্স—(মিলিয়ারি এজমা) এক বৎসরের কোমল ধাতুর শিশুর ক্রমে ৬ রাত্রির কাসিশূন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র এক এক আক্রমণ ৫।১০ মিনিট স্থায়ী; কুপ্রাম ৯, আরোগ্য। ডাং লেমকি—বিবমিষা, আমাশয়ে চাপানুভূতি, বক্ষের ক্লেশ, হৃৎপিণ্ড, হস্ত ও পদের কম্প এবং দুর্ব্বলতায় শয্যাগত; কুপ্রাম ১, আরোগ্য। ডাং চাইল্ডস্—খঞ্জ বামপদ টানিয়া চলে, বামবাহুর আবর্ত্তন হয়; কথা জড়িত; জিহ্বা কম্পমান; কোন বস্তু ধরিতে পারে না; কুপ্রাম মেট ৪০০০ (4m), আরোগ্য।

কুপ্রাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক।—অরাম, ওপিয়াম।

কুপ্রামের পরে প্রয়োজ্য ঔষধ—হুপিং কাফে ভেরেট্রাম হাম প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া যাইলে এপিস এবং জিঙ্কাম।

কার্য্যপূরক।—ক্যাল্কে অষ্ট্রী।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, বেল, ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, ককুলাস, হিপার, ইপিকা, নাক্স ভ, প্লাম্বাম, পাল্স্, সিকেলি, ষ্ট্র্যাম, সাল্ফার, ভেরেট এ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ও **অনিদ্রা** নিবন্ধন মানসিক ও শারীরিক অবসাদ (ককুলাস, নাক্স); অনিবার্য্য উৎকণ্ঠা।

আক্ষেপ এবং খল্লি প্রভৃতি লক্ষণের আবেশে আবেশে সাময়িক আক্রমণ।

লালাস্রাবসহ মুখাস্বাদ উগ্র, মিষ্ট, ধাতুবৎ এবং তামাটে (রাস)।

সর্পের জিহ্বার ন্যায় অবিশ্রান্ত মুখবহির্দ্দেশে জিহ্বার পতন ও মুখাভ্যন্তরে পুনরাবর্ত্তন (ল্যাকে)।

পানকালে তরল বস্তু গড় গড় শব্দে নামে (আর্স, থুজা)।

সাংঘাতিক বা এসিয়াটিক কলেরায় উদরমধ্যে এবং পায়ের "ডিমে" খল্লি হয়।

উদ্ভেদের অন্তর্প্রবেশ বা বসিয়া যাওয়ার (বাহির না হওয়ার, জিঙ্ক), কুফলস্বরূপ মস্তিষ্করোগ, স্থানিক আক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং বমন; পদের ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার কুফল (সিলিক, জিঙ্ক)।

মুখের নীলবর্ণ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কঠিন আকুঞ্চনসহ কন্ভাল্সন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খল্লি; পদতলের এবং পায়ের ডিমের অত্যন্ত ক্লান্তি ও বেদনা।

ভীতি অথবা বিরক্তিবশতঃ আক্ষেপ; অন্য যন্ত্রের রোগ স্থানপরিবর্ত্তন করিয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ (জিঙ্ক); গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ; এবং সুতিকাক্ষেপ বা পিয়র্পিরাল কন্‌ভাল্‌সন; ক্ষণিক আক্ষেপ (clonic spasm) অঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আরম্ভ এবং সর্ব্বশরীরোপরে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে পরিণত।

জিহ্বার পক্ষাঘাত এবং অসম্পূর্ণ ও তোতলা কথা।

মৃগীরোগের "অরা" জানুমধ্যে আরম্ভ এবং উর্দ্ধে উত্থিত; রজনীতে নিদ্রাবস্থায় রোগের বৃদ্ধি (বাফো)। নিয়মিত সময়ান্তর পূর্ণিমার সম সম কালে (ঋতুস্রাবকালে); আছাড় খাইলে, অথবা মস্তকোপরি আঘাত লাগিলে; এবং জলসিক্ত হওয়ায় আক্ষেপের আক্রমণ।

কাসিলে, বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় **গড় গড় শব্দ**।

শীতল জলপানে কাসির উপশম (কষ্টি;—শীতল জল পানে বৃদ্ধি, স্পঞ্জি)।

অনেক সময় স্থায়ী, শ্বাসরোধকর ও আক্ষেপিক হুপিং কাসিতে রোগী কথা কহিতে পারে না; শ্বাসের অভাব, মুখের নীলিমা এবং শরীরের বংশবৎ কাঠিন্য; পর পর তিনবার কাসির আক্রমণ (ষ্টেনাম); সংজ্ঞা প্রাপ্তির পর কঠিনতর ভুক্ত বস্তুর বমন (ক্যানা); কাসির আক্রমণের সহিত শরীরের অদমনীয় নিষ্ক্রিয় এবং আক্ষেপিক কাঠিন্যাবস্থা (Cataleptic state)।

প্রসবান্তিক জরায়ুবেদনা; "পায়ের ডিমে" ও পদতলে কঠিন ও কষ্টপ্রদ বেদনা।

রোগকারণ।—ঘাম প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদ ও অভ্যাসগত কোন স্রাব বসিয়া যাওয়া এবং অত্যধিক মানসিক শ্রম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কুপ্রামরোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—কুপ্রাম প্রধানতঃ পরিপাকযন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা তাহার প্রদাহ, উদরশূল, বমন ও উদরাময় প্রভৃতি রোগোৎপন্ন

করে। পরস্পরাভাবে ইহা স্নায়ুকেন্দ্রনিচয় প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করিয়া নানা প্রকার আক্ষেপিক রোগ, খল্লি, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। কুপ্রামক্রিয়ার প্রধান প্রকৃতি এই যে ইহার লক্ষণাদি সাময়িকরূপে ও অনেকগুলি যুগপৎ বা দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—কুপ্রাম প্রথমে ও প্রধানতঃ সোলার প্লেক্সাস্ বা উদরস্থ সহানুভূতিক স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ুজালবিশেষ এবং যুগপৎ সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত অন্ত্র আক্রমণ করে এবং ফলস্বরূপ আমাশয়ের অতি প্রবল উদ্দীপনা এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরতাপ উপস্থিত হয়। উপরিউক্ত আন্ত্রিক উদ্দীপনা নিবন্ধন প্রথমে অতি প্রবল উদরশূল উপস্থিত হইলে তাহার সহিত কখন উদরাময় কখন বা কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাশয়ের উদ্দীপনাবশতঃ বিবমিষা অথবা বমন উপস্থিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ বহুদর্শী চিকিৎসকের মতে উপরিলিখিত উদ্দীপনা ও সংসৃষ্ট রক্তাধিক্য যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা তরুণ ও প্রবল প্রদাহে পরিণত হয় না।

উল্লিখিত উদরশূল আন্ত্রিক পেশীর প্রবল আক্ষেপ প্রযুক্ত ঘটে এবং বেদনার সবিচ্ছেদ আক্রমণ তাহার আক্ষেপিক প্রকৃতির পরিচয় দেয়। ফলতঃ কুপ্রামক্রিয়া স্বল্লাধিক স্থান ও সময় ব্যাপক আক্ষেপ উৎপাদন জন্যই খ্যাত। ইহাতে শরীরস্থ ক্ষুদ্রবৃহৎ সমগ্র পেশী, এমন কি রক্তবহা নাড়ীর অতি ক্ষুদ্র পেশীও আক্ষেপাক্রান্ত হয় এবং এই আক্ষেপোৎপাদকশক্তিই ইহার সর্ব্বপ্রধান প্রদর্শক প্রকৃতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কোন প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণের বর্ত্তমানতা ব্যতীত **কুপ্রামের** বিষক্রিয়া অথবা রোগ চিকিৎসায় উপযোগিতা জন্মে না। বেদনা, বমন, কাসি, কলেরা প্রভৃতি সাধারণ রোগ আক্ষেপযুক্ত হইলে এবং অন্যান্য নানা প্রকার আক্ষেপিক রোগে ইহা একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য।

আমরা উপরে **কুপ্রাম**-ক্রিয়ায় সর্ব্বাঙ্গীন পেশীমণ্ডলীর যে

আক্ষেপের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল নহে। সোলার প্লেক্‌সাসের প্রবল উদ্দীপনার সহিত সহানুভূতিবশতঃ বা পরম্পরাভাবে মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার উত্তেজনা হয়; এই উত্তেজনা গতিপ্রদ স্নায়ুদ্বারা যাবতীয় পেশীমমণ্ডলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যুগপৎ তাহাদিগের অনেকগুলির আক্ষেপ উপস্থিত করে। ফলতঃ কুপ্রামক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ পেশীশ্রেণী আক্রান্ত হয়, কোন একটিমাত্র পেশীর আক্রমণে তাহা সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহা রক্তবহা নাড়ীর পেশীর আক্ষেপ উপস্থিত করিয়া ধমনীমণ্ডলের সঙ্কোচনে রক্তগতির বাধা ঘটায়। শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রনিচয়ে রক্তাধিক্য হয় এবং ফুসফুসে শোণিতের সম্যক অক্‌সিডেষণ বা মলদাহন ও অম্লজানসঞ্চয় না হওয়ায় শরীরে শিরাশোণিতের আধিক্য ও শরীরতাপের হ্রাস হয়। শোণিতসঞ্চলনের বাধানিবন্ধন এবং শিরাশোণিতের আধিক্যে ত্বক্ বা শরীরবহির্দ্দেশ শীতল, নীলবর্ণ, সঙ্কুচিত ও শীতলঘর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ কলাপ্স বা পতনাবস্থার লক্ষণ যুক্ত হয়।

কুপ্রাম, বিশেষতঃ **কুপ্রাম সাল্‌ফ প্রভৃতি সল্ট** বা লবণ, উগ্রগুণবিশিষ্ট বস্তু হইলেও অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ায় প্রবল ও তরুণ প্রদাহ উৎপন্ন করে না। কিন্তু ইহাদিগের ক্রিয়াফলস্বরূপ **প্রতিক্রিয়াহীন** জীবনীশক্তি বিশিষ্ট দেহে পুষ্টিহীন, অপকৃষ্ট শিরাশোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয়, এবং শিরাশোণিতের ধীর উদ্দীপনাবশতঃ অপকৃষ্ট শিরাশোণিতপুষ্ট দেহোপাদান বিশ্লিষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে **জড়ভাবাপন্ন** ও আরোগ্যশক্তি বিহীন ক্ষতোৎপন্ন হয়। পুরাতন উদরাময় ও আমরক্ত রোগ নিবন্ধন অন্ত্রের এবং ত্বকের নিরামিয়িক শক্তিহীন ক্ষত আমরা অনেক সময়ে **কুপ্রাম** প্রয়োগে আরোগ্য হইতে দেখিয়া থাকি। অনেক দিন ধরিয়া অল্প মাত্রায় **কুপ্রাম** সেবনে ইহার ক্রিয়ার পুরাতনফলস্বরূপ নানা প্রকার স্নায়বিক রোগলক্ষণ জন্মে; তন্মধ্যে পেশীর খল্লী ও অঙ্গ-বিশেষের পক্ষাঘাত বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই পক্ষাঘাত **প্রাম্বামের**

পক্ষাঘাতের তুল্য! পক্ষাঘাতের ফলস্বরূপ অঙ্গবিশেষের পুষ্টিহানি ও শুষ্কতাও জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

কুপ্রামক্রিয়ার একটি বিশেষ প্রকৃতি এই যে ইহার পতনাবস্থা প্রতিক্রিয়াহীন অর্থাৎ ইহাতে শৈত্যান্তে তাপাবির্ভাবরূপ স্বাভাবিক জৈব প্রতিক্রিয়া সম্যক স্ফূর্ত্তি পায় না। একারণ কোন রোগীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাববশতঃ উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগে কার্য্য না হইলে, যেমন হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগে উদ্‌ভেদ বাহির না হইয়া রোগীর যদি কোলাপ্স বা পতনাবস্থা উপস্থিত হয় অথবা কলাপ্স হওয়ায় উদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়ায় যদি উপযুক্ত ঔষধে কোন কার্য্য না হয়, সেস্থলে **কুপ্রাম** প্রতিক্রিয়াশক্তির পুনরুদ্দীপনা দ্বারা (উদ্ভেদ বহিরানয়ন করিয়া) ঔষধবিশেষের ক্রিয়াপথ পরিষ্কার করিতে সমর্থ। এরূপ ক্রিয়াশীল অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগস্থল বর্ণনা দ্বারা পরস্পরের কার্য্যস্থল পরিষ্কার করা যাইতেছে।

কুপ্রাম—সোরাধাতু বিশিষ্ট রোগীর পতনাবস্থায় প্রতিক্রিয়া না হইয়া আক্ষেপ হইতে থাকিলে।

সাল্‌ফার—সদৃশ ত্বগুদ্‌ভেদ অন্তর্প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার অভাব ঘটিলে।

সোরিনাম—সাল্‌ফারে কার্য্য না হইলে সোরিনাম প্রযোজ্য। দূষিত টাইফয়েডলক্ষণযুক্ত তরুণ রোগে যন্ত্রাদির উপাদানগত কোন বিকারাভাবেও যদি উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগে ক্রিয়া না হয় এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও আশাহীন হইতে থাকে, সেস্থলে অবস্থাবিশেষে সাল্‌ফ ও সোরির অন্যতর ঔষধ, অথবা সাল্‌ফারে কার্য্য না হইলে সোরিনাম প্রয়োগে প্রতিক্রিয়াশক্তি উদ্দীপিত হয়।

সিঙ্কনা—শোণিত, শুক্র প্রভৃতি জীবনীরসক্ষয়নিবন্ধন আকস্মিক শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কলাপ্স্ অবস্থা উপস্থিত হইয়া জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব ঘটিলে ইহা প্রযোজ্য। উপরিউক্ত কারণে রজনীঘর্ম্ম

থাকিলে **চায়না** ও **সোরিনাম** প্রযোজ্য। শেষোক্ত ঔষধে রোগশান্তি বিষয়ে রোগীর নৈরাশ্য থাকে।

লরসিরেসাস্—কঠিন শ্বাসযন্ত্ররোগপ্রযুক্ত জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাবে।

ওপিয়াম—প্রতিক্রিয়াহীনাবস্থায় রোগীর শিবনেত্র, অজ্ঞান ও অলসভাব থাকিলে।

ভ্যালেরিয়ান ও **এম্ব্রাগ্রিসিয়া**—গুল্মবায়ু প্রভৃতি স্নায়বিক রোগে, প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাবনিবন্ধন উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা ফল না হইলে।

কার্ব্বভেজ—জীবনিশক্তির অতি নিস্তেজাবস্থায় শরীর বরফের ন্যায় শীতল এবং নাড়ী অতি ক্ষীণ, দ্রুত অথবা লুপ্তপ্রায় হইলে এবং প্রতি-ক্রিয়া পুনরাবৃত্ত না হইলে **চায়নার** পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার্য্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **কুপ্রাম**-ক্রিয়ায় শোণিতসঞ্চলনের বাধা প্রযুক্ত শারীরিক কলাপস্ লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা থাকায় প্রবল আক্ষেপিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহার মস্তিষ্কলক্ষণে শোণিতসঞ্চলনের উপরিউক্তরূপ নিস্তেজ ভাব ও অতি প্রবল ও সাময়িক স্নায়বিক উত্তেজনার লক্ষণ থাকিলেও নিস্তেজ ও পুষ্টিশক্তিবিহীন শোণিতপুষ্ট মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা লক্ষণেরই প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে। ইহার প্রলাপ লক্ষণের প্রচণ্ডতা **বেলাডনার** তুল্য হইলেও তাহার ধমনীশোণিতের প্রাধান্য ইহাতে থাকে না এবং **হায়সায়ামাসের** প্রলাপ ও তাহার শোণিতসঞ্চলনের নিস্তেজ ভাব এবং শিরাশোণিতের আধিক্য থাকিলেও **হায়** অপেক্ষা **কুপ্রামের** স্নায়বিক উত্তেজনা অধিকতর। নিম্নে **কুপ্রামের** স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষণসকল বিবৃত হইল।

মানসিকবিকারে রোগী লক্ষ্যহীন কথা বলে। মানসক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভ্রান্ত ও উৎকণ্ঠাযুক্ত কল্পনাশ্রেণীর দ্রুত আবির্ভাব হয়; মনে

করে রোগী অতি উচ্চশ্রেণীর সৈন্যাধ্যক্ষ। উন্মাদলক্ষণে রোগী দংশন ও প্রহার, বস্ত্রাদি ছিন্ন এবং খণ্ড খণ্ড করে; রোগী এই অবস্থায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকে। মানসিক ভাব পরিবর্ত্তনশীল হয়; শিশু কখন উত্তেজনাপ্রবণ ও খিটখিটে, কখন বা উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করে। রোগী অনেক সময় ক্রন্দন করে। প্রলাপাবস্থায় কেহ তাহার নিকটে আসিলে ভীতি প্রযুক্ত রোগী জড়সড় হয়, পলায়নের চেষ্টা করে। অদম্য দুঃখভারাবনত রোগী সর্ব্বদা অস্থির থাকে, বোধ করে যেন কোন দুর্দ্দৈব আগতপ্রায়; মনে করে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিবে। ইন্দ্রিয়শক্তির তীক্ষ্ণতার হ্রাস হয়; কখন বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতি তীক্ষ্ণতানিবন্ধন অসহিষ্ণুতা জন্মে। রোগী অতি অস্থিরাবস্থায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা নিদ্রাহীনতাবশতঃ মানসিক ও শারীরিক বলক্ষয় ঘটে।

চৈতন্যবিকলতা ঘটিয়া মস্তিষ্কের ক্লান্তিপ্রযুক্ত রোগীর সম্মুখ পার্শ্বে পতিত হইবার উপক্রম হয়; শরীরচালনায় তাহার বৃদ্ধি ও শয়নে হ্রাস হয়।

ইন্দ্রিয়বিপর্য্যয়ে দৃষ্টিশক্তির মালিন্য জন্মে। প্রাতঃকালে শায়িতাবস্থায় উপাধানসংলগ্ন কর্ণে দূরাগত ঢক্কাধ্বনি শ্রুত হয়, গাত্রোত্থানে তাহার তিরোধান ঘটে। ঘ্রাণশক্তির লোপ। রসনেন্দ্রিয়ের তিক্তাস্বাদ।

নিদ্রাবিকারে গভীর নিদ্রায় যেন জ্ঞানলোপের ভাব অনুমিত হয়। রোগী নিদ্রালু থাকে কিন্তু নিদ্রা হয় না। স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হয়।

গতিদ স্নায়ুবিকারসংযুক্ত রোগেই কুপ্রামের বিশেষ পরিচয়। দীর্ঘকালব্যাপী ক্লান্তি উৎপন্ন হয়। পেশীমণ্ডলী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়। শয্যাগত রোগীর অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রসূত অবিশ্রান্ত অস্থিরতাবশতঃ রোগী শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য। স্নায়বিক কম্প সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও অসহিষ্ণুভাব।

সামান্য পেশী আনর্ত্তন, শরীরের ঝাঁকি ও নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা প্রভৃতি অল্পকালস্থায়ী ক্ষুদ্র আক্ষেপ হইতে অতি প্রবল ও দীর্ঘকালব্যাপী

নানাবিধ ক্ষুদ্রবৃহৎ আক্ষেপলক্ষণ উৎপন্ন হয়। রোগীর সমস্ত দেহ কঠিন হইয়া সম্মুখপার্শ্বে বক্র হইতে থাকে। পেশী এবং কণ্ডরার সঙ্কোচন ঘটে। মস্তিষ্কবিকারে অঙ্গুলীতে, বিশেষতঃ অঙ্গুষ্ঠে স্বল্পস্থায়ী (clonic) আক্ষেপারম্ভ হয়। মৃগী রোগতুল্য সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের পূর্ব্বে বাম বাহুর আকৃষ্টতা, "অরা"ও থরথর কম্প হইয়া রোগী টলিতে টলিতে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে, শরীর পশ্চাৎপার্শ্বে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহির্দ্দিকে বক্র হইতে থাকে; রজনীতে নিদ্রাকালে এবং প্রত্যেক অমাবস্যায় আক্ষেপের আক্রমণ। এক আবেশের অন্তে, অন্য আবেশের আক্রমণকাল পর্য্যন্ত রোগী শয্যায় ঘুরিতে থাকে ও শরীর মোচড়ায়; আক্রমণের শেষে শিরঃশূল।

অনুভূতিদস্নায়ুবিকারে স্থানবিশেষে ক্ষতবৎ, চাপের, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকার এবং বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনার অনুভূতি জন্মে।

রোগী মস্তকমধ্যে ভারি বোধ করে; মস্তিষ্কমধ্যে এবং চক্ষুচালনায় চক্ষু-কোটরমধ্যে ঘৃষ্ট বোধ হয়। ললাট, ললাটপার্শ্ব, মূর্দ্ধা অথবা মস্তকপশ্চাদ্দেশমধ্যে সবিরাম ছুরিকাঘাতের অনুভূতির চাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। মুর্দ্ধামধ্যে বিজাতীয় চনচনি বোধ; অনুভূতি যেন মুর্দ্ধামধ্যে কীট বিচরণ করিতেছে।

রোগীর মুখাকৃতি অবসাদভাবযুক্ত এবং দুঃখ, ক্লেশ ও দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক। কখন মুখমণ্ডল আরক্ত থাকে ও মুদ্রিত চক্ষুর গোলক ঘূর্ণায়মান হয়; কখন বা মুখ নীলাভ, পাণ্ডুর অথবা ধূসরবর্ণ, সমল, বসা, ক্ষয়প্রাপ্ত এবং বরফবৎ শীতল থাকে। মুখ কঠিনরূপে আবদ্ধ ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ।

চক্ষুতে চাপবৎ বেদনা। চক্ষুচালনায় চক্ষুকোটরমধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। চক্ষুর অস্থিরতা ও আক্ষেপিক চালনা। সন্ধ্যার প্রাক্কালে চক্ষুমধ্যে ভয়ঙ্কর চুলকণা।

কর্ণের পশ্চাদ্দিকে ও মধ্যে গর্ত্ত করার ন্যায় এবং সম্মুখে চাপবৎ অনুভূতি। কর্ণরন্ধ্রের বহিরাংশের স্ফীতি।

শ্বাসযন্ত্রবিকারে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব। নাসিকার সন্ধিতে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব। নাসিকার রোধ।

অবিশ্রান্ত স্বরভঙ্গ; একটি কথাও বলিতে পারে না। **কাসিতে** শ্বাসপ্রশ্বাস **বাধাপ্রাপ্ত** ও রুদ্ধপ্রায়। অত্যন্ত ক্লান্তিজনক কাসিতে নাসিকা হইতে রক্তময় শ্লেষ্মার ক্ষরণ। বিশেষতঃ জলপানান্তে বেদনাসহ বক্ষের সঙ্কোচন। আক্ষেপিক শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষ সঙ্কুচিত বোধ এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টসাধ্য; এমন কি শ্বাস-রোধ হইয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উৎকণ্ঠাভাব। হৃৎপিণ্ডের অধোদেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডমধ্যে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা প্রযুক্ত নাড়ীস্পন্দন ও হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার দুর্ব্বলতা। এবং হৃৎপিণ্ডশূল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়।

নাড়ীস্পন্দন অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল; কখন আতত ও সূত্রবৎ, কখন ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ এবং অসম্ভব দ্রুত।

মুখ হইতে বুদবুদের নির্গমন। মুখ শুষ্ক ও তিক্তাস্বাদযুক্ত।

জিহ্বাবিকারে জিহ্বায় মিষ্ট অথবা মিষ্টতাযুক্ত ধাতুর এবং তাম্রের আস্বাদ। অবস্থাবিশেষে জিহ্বা লোহিতবর্ণ, বর্দ্ধিতকণ্টক বা প্যাপিলিযুক্ত, শুষ্ক এবং কর্কশ অথবা শুভ্র, পীতাভ কিম্বা কটাবর্ণ।

গলমধ্য সঙ্কুচিত ও তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত বোধ। অন্ননালীপথে পানীয় বস্তু নামিতে গড় গড় শব্দ।

আমাশয়লক্ষণে ক্ষুধার অভাব এবং স্নিগ্ধকর পানীয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। দুগ্ধপান করিলে মুখে জল উঠে।

অত্যধিক বিবমিষা জন্মে। হিক্কা এবং অবিরাম উদ্গার উঠিতে থাকে। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বমনচেষ্টাসহ অন্ননালীর এবং আড়াআড়ি ভাবে বক্ষের সঙ্কোচভাব অধোভিমুখে ডাইয়াফ্রামে যায়। জলপানান্তে পীতাভ তরল বস্তুর বমন ও গলদেশ পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত বিবমিষা; কখন বা হঠাৎ ভয়ানক

প্রবলতাসহ জলের বমন, সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণ সবুজাভ উদরাময় ও উদরশূল ; শীতল জল পানে বমনের উপশম। স্পর্শে এবং শরীর চালনায় আমাশয়োর্দ্ধের চাপানুভূতির বৃদ্ধি। **আবেশে আবেশে ভয়ানক চাপসহ আমাশয়ে সঙ্কোচবৎ বেদনা।** আমাশয়োপরি ও আমাশয়মধ্যে অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা।

উদর টান টান, উষ্ণ এবং স্পর্শে বেদনা-যুক্ত। উদর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট এবং স্পর্শে ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত। **উদরপেশীসমূহের আক্ষেপিক সঞ্চলন। অতি প্রচণ্ড সবিরাম উদরশূল ;** বেদনাপ্রকৃতি কর্ত্তন ও আকৃষ্টবৎ।

প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা হইয়া কুন্থনসহ অতি কষ্টে পিচকারির ন্যায় বেগে প্রচুর সবুজ মল ও বায়ু নির্গত ; পর্দ্দাকার স্তরময়, ধূসরবর্ণ বিষ্ঠা। প্রচুর জলবৎ অতিসার। ঘোলের ন্যায় মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্রবিকারে অত্যল্প মূত্রত্যাগ অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব বা মূত্রাঘাত। রজনীতে শয্যায় মূত্রত্যাগ। মূত্র উগ্রগুণ ও খড়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ; কিছুকাল থাকিলে ঘোলাটে ভাব ধারণ করে এবং মূত্রের পাত্রে লোহিতাভ, পাতলা তলানি পড়ে।

স্ত্রীং ও পুং উভয় জননেন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়াতেই **কুপ্রাম** পূয়ধাতুর ন্যায়, পরিবর্ত্তনশীল এবং পরিমাণে প্রচুর স্রাব জন্মায় ; মূত্ররন্ধ্রের মুখ জুড়িয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়লক্ষণে ঋতুর পূর্ব্বে অথবা সময়ে কিংবা তাহার রোধ ঘটিলে উদরমধ্যে অসহনীয় খল্লী হইয়া ঊর্দ্ধে বক্ষমধ্যে বিস্তৃত ; বিবমিষা, বমন ও কখন কখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপ প্রযুক্ত রোগিনী হৃদয়ভেদি চীৎকার করিতে থাকে। যোনির আক্ষেপ। ঋতুর পূর্ব্বে আক্ষেপিক শ্বাসকৃচ্ছ্র।

গ্রীবা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃষ্ঠপেশীর পক্ষাঘাত; কখন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত নিবন্ধন অধঃ অঙ্গের শোথ জন্মে, কিন্তু স্পর্শজ্ঞানের অভাব হয় না।

বাহুর অসাড়ভাব ও দুর্ব্বলতা। হস্তের এবং হস্তাঙ্গুলির আনর্ত্তন ও সঙ্কোচনবৎ। ঊর্দ্ধাঙ্গে সূচিবেধ, ছিন্ন করার ন্যায় ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। হস্ত ও অঙ্গুল্যাদি কঠিন এবং প্রদাহযুক্ত। কনুই বা কফোনীসন্ধির অভ্যন্তর পার্শ্বে স্রাবী উদ্ভেদ ও হরিদ্রাভ মামড়ি জন্মিয়া সর্ব্বদা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ভয়ঙ্কর চুলকায়। অঙ্গুলীনিচয়ের অগ্রভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি হইতে জলবৎ স্রাব।

অধঃ অঙ্গের সংকোচন নিবন্ধন পশ্চাৎপার্শ্বে আকৃষ্টতা। অধঃ অঙ্গ-পেশীর সঙ্কোচনবশতঃ খঞ্জতা। পদের অত্যন্ত দুর্ব্বলতায় চলিতে জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে। **"পায়ের ডিমের" আক্ষেপ** এবং **খল্লী।** পদতলের জ্বালা। পায়ের ডিমের মধ্যে টানিয়া ধরা ও খনন করার ন্যায় বেদনা। পদতলের ঘর্ম্ম বসিয়া যায় এবং পদ বরফের ন্যায় শীতল থাকে।

সম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খল্লী, ক্লান্তি, সঙ্কোচন এবং নীলিমার উপস্থিত।

ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া লেইয়ের ন্যায় হয়। কোন উদ্ভেদ ব্যতীতও ত্বকের অসহ্য চুলকনা। ত্বকে পুরাতন প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া-হীন ক্ষত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

আক্ষেপ, খল্লী এবং পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি।—ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, অল্প অথবা অধিক শরীরাংশে লগ্ন ভাবের এবং অল্প কিম্বা দীর্ঘকালব্যাপী যে কোন প্রকার আক্ষেপের বর্ত্তমানতাই কুপ্রামরোগের একমাত্র প্রদর্শক। হস্তাঙ্গুলির সামান্য আনর্ত্তন বা সঙ্কোচন হইতে সর্ব্বাঙ্গীন প্রবল আক্ষেপ পর্য্যন্ত কোন না কোন প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণের

উপস্থিতি ব্যতীত **কুপ্রামের** পরিচয় হয় না। ইহার চিকিৎসা সর্ব্বপ্রকার রোগেই এবিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। **কুপ্রামের** এই আক্ষেপ রোগবিশেষে অন্য লক্ষণসহ বিজড়িত থাকায় সহজে তাহা অনুভব করা কিঞ্চিৎ কঠিন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলেই প্রকৃত রোগের স্থান ব্যতীত অন্য শরীরাংশে আক্ষেপ পরিস্ফুট থাকিয়া সন্দেহ বিদূরিত করে; অন্যথা রোগলক্ষণের আক্ষেপিক প্রকৃতিতেই নিঃসন্দেহ করিয়া দেয়। এইরূপে কাসি, বমন, উদরের বেদনা এবং কষ্টরজঃ প্রভৃতি রোগে অন্য শরীরাংশে আক্ষেপ উপস্থিত না হইলেও এই সকল রোগের ভয়াবহ আক্ষেপিক প্রকৃতিই ঔষধনির্ব্বাচনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্যকারী। ডাঃ ন্যাসের মতে **হস্ত ও পদাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত আনর্ত্তন** বা **সঙ্কোচনরূপ আক্ষেপ কুপ্রাম**-আক্ষেপের বিশেষতা জ্ঞাপন করে।

ডাঃ ফ্যারিংটন "অত্যধিক মানসিক শ্রম এবং অনিদ্রানিবন্ধন মানসিক এবং শারীরিক বলহানি" লক্ষণকে বিশেষতা প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে ইহা **ককুলাস** ও **নাক্স্ ভমিকা** সহ তুলনীয়। ইহাদিগের পরস্পরের সাধারণ লক্ষণ তাহাদিগের প্রভেদক।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ বা মিনিঞ্জাইটিস্।—আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটীনা, হাম, বিসর্প প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ায় সাধারণতঃ **কুপ্রাম** রোগ জন্মে। উদ্ভেদ অন্তর্ম্মুখী হইয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলেই রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং চীৎকার সহ কন্ভাল্সন্ উপস্থিত হয়। অতি প্রবল জ্বর, জ্বরসহ প্রচণ্ড প্রলাপ ও মুখমণ্ডলের রক্তিমা প্রভৃতি ধমনী-শোণিতের প্রবলতর লক্ষণযুক্ত রোগের প্রথমাবস্থায় **বেলাডনা**

আমাদিগের স্মরণপথে উপস্থিত হয়; কিন্তু উদ্ভেদের তিরোভাব ঘটিত রোগে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। রোগের প্রথমাক্রমণের অতি পরিস্ফুট লক্ষণেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। প্রথমোক্ত রোগে **ষ্ট্র্যামনিয়াম** বিশেষ উপযোগী ঔষধ হইলেও **কুপ্রাম** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। রোগের কিঞ্চিৎ শেষাবস্থাতেই ইহার লক্ষণ ও প্রয়োগকাল উপস্থিত হয়। প্রচণ্ড প্রলাপে রোগী গেলাস বাটি প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পায় তাহাই দংশন করে; নিদ্রোত্থিত হইয়া অনবরত প্রলাপ কহিতে থাকে অথবা সংজ্ঞালাভে ভীত ও চকিত হয়। **ষ্ট্র্যামনিয়ামেও** এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু **কুপ্রামের** ক্রিয়া তদপেক্ষা গভীরতর। ইহার কন্‌ভাল্‌সনে প্রথমে মস্তিষ্কবিকার আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ ধারণ করে, চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত এবং মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে থাকে। সাধারণতঃ প্রথমে হস্ত ও পদাঙ্গুলির আনর্ত্তন বা সঙ্কোচন আরম্ভ হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি কঠিনরূপে আকৃষ্ট হয় ও পরে তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে পরিণতি ঘটে। আক্ষেপে প্রধানতঃ অঙ্গের সঙ্কোচনী পেশী আক্রান্ত হয়।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি।—**কুপ্রামের** বিষক্রিয়ায় অতি পরিস্ফুট মৃগীবৎ আক্ষেপিক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রেও এই রোগচিকিৎসায় ইহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা অল্প-বয়স্ক রোগিদিগের রোগের অতি গভীরক্রিয়াশীল ঔষধ। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে ইহার "অরা"র স্থান হইলেও প্রকৃত আক্ষেপের সূচনা মস্তিষ্ক হইতে হয়। **কুপ্রাম-রোগের** অরা অধিককাল স্থায়ী হওয়ায় রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয় না। অনেক সময়েই সংজ্ঞালোপের পূর্ব্বে হস্ত ও পদাঙ্গুলির সঙ্কোচন রোগের পূর্ব্বাভাষ দেয়। আবেশারম্ভে নীলবর্ণ মুখমণ্ডল এবং ঘূর্ণিত চক্ষু প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিতরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপলক্ষণ উপস্থিত হয়। আক্ষেপ অতি কর্কশ চীৎকারসহ আরম্ভ হইয়া অতীব প্রচণ্ড

রূপ ধারণ করে ও অধিককালস্থায়ী হয়। নিয়মিত কালের ব্যবধানান্তর রজনীতে রোগাক্রমণ হইলে—যেমন স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেক ঋতুস্রাব কালে রজনীতে রোগ হইলে **কুপ্রাম** তাহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে পরিগণিত। স্বগুচ্ছেদের অন্তর্দ্ধানে এবং দন্তোদ্গমকালে মৃগীবৎ আক্ষেপ উৎপন্ন হইলেও ইহা উপকারী। ডাং হালবার্ট বলেন, "রোগাক্রমণের সংখ্যা আশানুরূপ হ্রাস করিতে অন্যান্য সকল ঔষধাপেক্ষা **কুপ্রাম** অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পুরাতন ও কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগের পক্ষে ইহা একমাত্র অবলম্বনীয় ঔষধ"।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম—রোগাক্রমণের চারি অথবা পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে চক্ষুতারকার বিস্তৃতি এবং আক্রমণের শেষ হইলে অস্থিরতা ও হস্তের কম্প থাকা ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহাও ঋতুসংক্রান্ত এবং ভীতিপ্রযুক্ত রোগের ঔষধ। আক্ষেপের অনেক পূর্ব্ব হইতে ইহার অরা আরম্ভ হয়।

ইনান্থি—ইহার বিষক্রিয়ায় যেরূপ পরিস্ফুট মৃগীরোগসদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা অন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধে বিরল; এবং রোগের চিকিৎসাতেও ইহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়াছে। ইহার বিশেষ লক্ষণমধ্যে হঠাৎ সম্পূর্ণ চৈতন্যাবস্থা, স্ফীত কালচে ও লোহিতবর্ণ মুখশ্রী, মুখ হইতে ফেনোদ্গীরণ, বিস্তৃত অথবা অসমান চক্ষুতারকা, আক্ষেপকালে হনুস্তম্ভ ও হস্তপদের শীতলতা প্রধান।

সিকুটা ভিরসা—হঠাৎ শরীর কঠিন হইয়া ঝাঁকি ও অঙ্গাদির ভয়ঙ্কর বক্রতা উপস্থিত হয় এবং আবেশের শেষে রোগী দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বল, অবসন্নভাবই ইহার প্রদর্শক। অন্যান্য সাধারণলক্ষণমধ্যে শ্বাসকৃচ্ছ্র, হনুস্তম্ভ, কালচে লোহিতবর্ণ মুখমণ্ডল, মুখ হইতে ফেনোদ্গীরণ এবং দেহের পশ্চাৎ পার্শ্বে বক্রতা প্রভৃতি উপস্থিত থাকে। বিস্ফারিত চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি সিকুটার অন্য বিশেষ লক্ষণ।

তাণ্ডব বা নৃত্যরোগ (Chorea)।—ডাঃ বেয়ারের মতে **কুপ্রাম** তাণ্ডব রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। তিনি বলিয়াছেন "ইহা প্রয়োগ করিলে রোগ প্রায়ই তিন চারি সপ্তাহের উর্দ্ধকাল বর্ত্তমান থাকে না"। ইহার রোগীর হস্ত ও পদাঙ্গুলীর পেশীতে নৃত্য বা কম্পভাব আরম্ভ হইয়া তথা হইতে অন্যান্য অঙ্গে বিস্তৃত হয়; নিদ্রাবস্থায় রোগী সম্পূর্ণ অথবা অনেক পরিমাণে সুস্থ থাকে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় শরীরের ভয়াবহ বক্রতা ও বিকট চালনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহাতে লম্ফপ্রদানবৎ আক্ষেপও উপস্থিত হইতে পারে। তাণ্ডবরোগগ্রস্ত শিশুদিগের আক্ষেপ উপস্থিত হইলে অথবা জ্বরসহ তরুণ নৃত্যরোগে ডাং এলেন **সিকুটার** ৬ ক্রম প্রয়োগের উপদেশ দেন। মেরুমজ্জার বিকারোৎপন্ন তাণ্ডবরোগে **নাক্স ভমিকা** বিশেষ কার্য্যকারী। চলিতে পা টলা, পদ টানিয়া চলা, আক্রান্ত শরীরাংশে কীটবিচরণের ন্যায় অনুভূতি এবং কোষ্ঠবদ্ধের বর্ত্তমানতা ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ। **কুপ্রাম** প্রয়োগান্তে পক্ষাঘাত থাকিয়া যাইলে **ককুলাস** উপকারী।

স্নায়ুশূল রোগ।—এ রোগে **কুপ্রামের** প্রয়োগস্থল বিরলতর হইলেও কখন কখন অনৈচ্ছিক পেশীর স্নায়ুর প্রবল রক্তাধিক্য-বশতঃ হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। উদরযন্ত্রের স্নায়ুশূলরোগে ডাং ক্যারিংটন **কুপ্রাম আর্সেনিকোসামের** ৩ ক্রম ব্যবহার দ্বারা ফল পাইয়াছেন।

হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কাফ।—কাসিতে কাসিতে কন্‌ভালসন উপস্থিত হইয়া রোগাবেশ অধিককাল স্থায়ী হইলে এবং মধ্যে মধ্যে বিরামবৎ ব্যবধান থাকিলে **কুপ্রাম** উপকারী। ইহাতে অঙ্গের সঙ্কোচনীপেশীমণ্ডলেরই অধিকতর আক্ষেপ হয়। অতি প্রচণ্ড কাসি হইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম। **ড্রসিরা** প্রয়োগের পর ইহা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। জিউলির আঠার ন্যায় কঠিনতর

শ্লেষ্মা উঠে, বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় করে এবং মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠ নীলাভ হয়। **"এক ঢোক শীতল জল পান করিলেই কাসির উপশম" কুপ্রামের** বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। ডাং হেল বলেন, "যে সকল রোগীর কাসির সময় আক্ষেপ হইয়া হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ থাকে তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপকারী"।

করেলিয়াম্ রুব্রাম—স্নায়বিক আক্ষেপপ্রধান রোগের শেষাবস্থায় ইহা অতীব ফলপ্রদ ঔষধ। কাসির পূর্ব্বেই শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি হইয়া কিয়ৎকাল শিশুর খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাসকষ্ট হয় ও মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। ত্বরিতগতিতে ইহার ধাতুপাত্রের শব্দবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসিকে চলিত কথায় "মিনিট গান্" কাসি বলে। শ্বাসগ্রহণকালে খাবি খাওয়ায় ও কর্কশশব্দের কাসিতে শ্বাসরোধকর অবস্থা হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্যেকবারের কাসির আবেশান্তে বলক্ষয় হইয়া শিশু ঢলিয়া পড়ে। ইহার হুপ্ শব্দ **মেফিটিসের** হুপ্‌শব্দের ন্যায় পরিস্ফুট হয় না। ডাং ট্রিষ্ট **করেলিয়াম** ও **চেলিডশিয়াম্‌কে** হুপিংকাসির চিকিৎসাপক্ষে যথেষ্ট বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। অতীব প্রবল রোগে ডাং ডানহাম **করেলিয়ামের** প্রশংসা করিয়াছেন।

মেফিটিস্—ইহা স্বরযন্ত্রের অতি পরিস্ফুট আক্ষেপ ও হুপ্ শব্দকর কাসির ঔষধ। রজনীতে শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি ও শ্বাসরোধের অনুভূতি হইয়া শিশু নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। **মেফিটিসে** শ্লেষ্মালক্ষণ অধিক থাকে না, কিন্তু হুপশব্দ অতি উচ্চতর হয়। ইহাতে **কাসির সময়ে শ্বাসরোধের ভাব** এবং **করেলিয়ামে কাসির পূর্ব্বে তাহা** হইয়া কাসির অন্তে শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ডাং ফিশার শিশুরোগে **নেপ্‌থালিনকে মেফিটিস্** অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া মনে করেন। শ্লেষ্মালক্ষণ ও অপরিস্ফুট

শুষ্ক কাসির আক্রমণ অত্যধিককালস্থায়ী হইলে ও বক্ষে সঙ্কোচন থাকিলে ডাং ডিউইর মতে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। **লিডাম** হুপিং কাসির উপকার করিতে পারে বলিয়া হানিমান উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ড্রসিরা—খ্যাক খ্যাক কাসি এতাদৃশ শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে যে রোগী শ্বাসপ্রশ্বাসের অবসর পায় না; কাসি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়। গয়ার উঠাইবার চেষ্টা করিতে করিতে তাহা বমনচেষ্টা ও বমনে পর্য্যবসিত হয়। মধ্য রজনীর পর কাসির আক্রমণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং শিশু কাসিবার সময় উদর চাপিয়া ধরে। ডাং বেজ বলেন "আমাদিগের মেটিরিয়া মেডিকাতে হুপিং কাফের যত ঔষধ আছে তন্মধ্যে **ড্রসিরা** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"। তিনি ইহার প্রথম ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করেন।

নিউমনিয়া।—ফুসফুসের রোগাক্রমণ প্রবল না হইয়াও যদি রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাসরোধবৎ অবস্থা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হিমাঙ্গ ও শরীর শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকে এবং উপযুক্ত ঔষধে কার্য্য না করে, সে স্থলে **কুপ্রাম** প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়া উপকার করিতে সমর্থ।

এঞ্জাইনা পেক্টরিস বা হৃৎশূল।—এরোগে **কুপ্রামের** নাড়ী ধীরগতিবিশিষ্ট। রোগী হৃৎপ্রদেশে একরূপ অসোয়াস্তি বোধ করে। তাম্রকুটসেবননিবন্ধন কষ্টপ্রদ হৃৎশূলের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাম্রকুটসেবনে হৃদ্রোগ জন্মিলে **নাক্স ভমিকা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** এবং **ভেরেট্রাম**ও উপকার করে। সৌত্রিক উপাদানের উদ্দীপনাপ্রযুক্ত ধমনীরন্ধ্ররোধবশতঃ হৃদ্রোগে **ভেরেট্রাম** ৩× ক্রমে উপকার করিয়াছে। যন্ত্রবিকারঘটিত হৃৎপিণ্ডশূলে "লৌহ হস্ত" দ্বারা হৃৎপিণ্ড দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরার ন্যায় অনুভূতি থাকিলে **ক্যাক্টাস** তাহার ঔষধ হইতে পারে। **আর্ণিকার** রোগে বোধ হয় যেন হঠাৎ হৃৎপিণ্ড নিষ্পেষিত হয় এবং বেদনা বাম বাহু ও বাম বক্ষে যায়। থেঁতলান ক্ষতবৎ বেদনা থাকিলে **আর্ণিকা** অব্যর্থ ঔষধ।

তাম্রকূটের লক্ষণযুক্ত হৃদ্রোগের অন্য ঔষধ **ক্যালমিয়া।** **লিলিয়াম** হৃদ্রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ বাহু ও হস্তের অসাড়তা ইহার প্রদর্শক।

উদরশূল বা কলিক।—**কুপ্রামের** উদরশূল অমিশ্র স্নায়ুবিকারোৎপন্ন নহে। ইহাতে অন্ত্রাংশ প্রবল ও তরুণ প্রদাহাক্রান্ত না হইলেও অতি গভীর রক্তাধিক্যের উদ্দীপনাই যে রোগের কারণ তাহা নিশ্চিত। ইহাতে অন্ত্র ও আমাশয় উভয়ই সংসৃষ্ট থাকে। উদর-প্রাচীর অত্যন্ত কঠিন হয় এবং ভয়াবহ বেদনায় বোধ হয় যেন উদর-মধ্যে ছুরিকাঘাত হইতেছে। শীতল জল পান করিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সবিচ্ছেদ অসহনীয় বেদনার যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিতে থাকে। সাধারণতঃ **কুপ্রামের** কলিক বা উদরশূল সহ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। কখন কখন আক্রমণের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া পরে রক্তযুক্ত, সবুজাভ জলবৎ উদরাময় এবং অতি ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক বমনও উপস্থিত হইতে পারে। **কুপ্রাম আর্সেনিক** অতি প্রচণ্ড আন্ত্রিক স্নায়ুশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষ্টেনাম—শিশুদিগের উদরশূল চাপে উপশম হইলে।

প্লামবাম্—উদরশূল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও উদরপ্রাচীর সংহরিত হয়। ইহাও সম্পূর্ণ স্নায়বিক রোগ নহে। পদে খল্লী এবং অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, বায়ু জন্মে না। উদর প্রস্তরের ন্যায় কঠিন থাকে এবং বোধ হয় যেন উদরপ্রাচীর রজ্জু দ্বারা পৃষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট আছে, ঘর্ষণে ও প্রবল চাপে তাহার উপশম। ইহার বিষক্রিয়ায় অতি ভয়ানক ও অদম্য উদরশূল জন্মে। **ওপিয়ামকে** ইহার অমোঘ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য ঔষধমধ্যে **বেল, এলুমিনা, কুপ্রাম** এবং **নাক্স্** উল্লেখযোগ্য।

কলেরা বা ওলাউঠা।—আমরা ইতিপূর্ব্বে **কুপ্রাম** বিষ-

ক্রিয়ার আক্ষেপিক লক্ষণের প্রাধান্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং রোগচিকিৎসায় আক্ষেপের বর্ত্তমানতা যে ইহার নির্ব্বাচনের একমাত্র উপায় তাহাও বিবৃত করিয়াছি। কলেরারোগে অতি ভয়াবহ আক্ষেপের উপস্থিতিই **কুপ্রামের** প্রয়োজনীয়তার একমাত্র নির্দ্ধারক।

কুপ্রাম—ইহার কলেরায় অতিসারের উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষতা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং বিষ্ঠার পরিমাণও তাদৃশ প্রচুর থাকে না। রোগী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে এবং অস্থিরতাসহ পার্শ্বপরিবর্ত্তন বা ছটফট করিতে থাকে। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ রেখা পড়ে, এবং চক্ষু বসিয়া যায়। রোগী উষ্ণ বস্তু আহার ও পান করিতে ইচ্ছা করে। অতি ভয়ঙ্কর বমনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্দ্দাকার বস্তুসহ জলীয় পদার্থ উঠে। ন্যূনাধিক তারতম্যসহ উপরিউক্ত লক্ষণনিচয় কলেরারোগমাত্রেই প্রায় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ **অল্পাধিক-কালস্থায়ী** ও বিস্তৃত **শরীরস্থানব্যাপী অতি ভয়াবহ, প্রচণ্ড** ও **সবিচ্ছেদ আক্ষেপ** অর্থাৎ **ক্র্যাম্প** বা **খল্লীর** উপস্থিতিই **কুপ্রাম** কলেরার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

অধিকাংশ সময়ে হস্তাঙ্গুলিতে খল্লী আরম্ভ হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি আকুঞ্চিত ও দৃঢ়রূপে করতলসংলগ্ন হয়। পদ ও জঙ্ঘার অতি প্রবল খল্লী হইয়া "পায়ের ডিম" অত্যন্ত কঠিন হয় ও একাধিক পিণ্ডের আকার ধারণ করিতে থাকে। **আমাশয়ের অত্যন্ত আক্ষেপ হয়** এবং **বুকের মধ্যে শাঁটিয়া ধরায় মৃত্যু হওয়ার অনুভূতি জন্মে। উদরমধ্যে** স্থানবিশেষ অণ্ডাকারে কঠিন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উদরপ্রাচীর এবং হস্তপদাদি নানা শরীরস্থানে আক্ষেপ হওয়ায় রোগী কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। গলদেশের আক্ষেপে রোগী

কথা কহিতে পারে না এবং **বক্ষপেশীর আক্ষেপ নিবন্ধন ভয়ঙ্কর শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়।** ইহা অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির রোগের ঔষধ। অধিকাংশ চিকিৎসকের দ্বারা **কুপ্রাম এসেটিকাম** বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। ডাঃ হেল **কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম** প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। আমরা কেবল খল্লীর প্রাধান্য থাকিলেই **কুপ্রাম মেট** অথবা **কুপ্রাম এসেটের** যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। উপরিউক্ত **খল্লীসহ আর্সের অল্প অল্প জলের অতর্পণীয় তৃষ্ণা** এবং **ভয়াবহ উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুভীতিসহ অদম্য অস্থিরতার বর্ত্তমানতায় কুপ্রাম আর্স দ্বারা মহদুপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।** অতি দুষ্টপ্রকৃতির কলেরার সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধমধ্যে **ক্যাম্ফর, ভিরেট এ, আর্জ্জেণ্ট নাই** এবং **সিকেলির, কুপ্রাম** সহ তুলনা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হয়।

ক্যাম্ফর—ইহার অতি **ভয়াবহ দুর্ব্বলতা ও পতনাবস্থা বিরেচনের উপর নির্ভর করে না।** এমন কি অতি **সামান্য অতিসার ও বমন হইয়া অথবা বমন বিরেচনাদি না হইয়াই রোগীর সাংঘাতিক কলেরালক্ষণ** প্রকাশ পায়। অতীব সাংঘাতিক কলেরাবিষে রোগীর যান্ত্রিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অভিভূতি ঘটায় **অতিসার, বমন ও অধিকাংশ সময়ে, ঘর্ম্ম পর্য্যন্ত হয় না।** রোগীর শরীর হঠাৎ **বরফবৎ শীতল হইয়া যায়,** কিন্তু তদবস্থাতেও রোগী **গাত্রে বস্ত্র রক্ষা করিতে অক্ষম থাকে।** ইহাতে রোগীর **উর্দ্ধোষ্ঠ**

সঙ্কুচিত হওয়ায় দন্ত অনাবৃত হইয়া পড়ে। কুপ্রাম রোগী জলপান করিলে বক্ষমধ্যে গড় গড় শব্দ হয়।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম—বমন, বিরেচন, উদরের বেদনা এবং কলাপস্ বা পতন লক্ষণের গভীরতায় উভয় ঔষধই প্রায় সমকক্ষ। ভিরেট্রামের ললাটদেশের শীতল ঘর্ম্ম, চক্ষুতারকার সঙ্কুচিত অবস্থা এবং অধিক পরিমাণে শীতল জল ও অম্লরসপানের ইচ্ছা এবং কুপ্রামের পূর্ব্বকথিতরূপ ভয়াবহ আক্ষেপের অধিকতর প্রবলতা, নিম্নাঙ্গে তাহার প্রথম আক্রমণ ও খল্লীনিবন্ধন বৃদ্ধাঙ্গুলির করতল-সহ দৃঢ়সংলগ্নাবস্থা, উষ্ণখাদ্যে ও পানীয়ে ইচ্ছা এবং জলপানে বক্ষমধ্যে গড় গড় শব্দ প্রভৃতি উভয় ঔষধকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম—শিশুদিগের হঠাৎ কলেরা-ক্রমণের কোন কোন লক্ষণে কুপ্রামসহ ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহাতে কুপ্রামের আক্ষেপের বিশেষ প্রবলতার অভাব; এবং আর্জেণ্টের ফর ফর শব্দ বা বায়ু-নির্গমসহ বেগে মলত্যাগ, উদ্গার উঠাইবার নিস্ফলচেষ্টাপ্রযুক্ত গলদেশের আকুঞ্চনে শ্বাসরোধ ও অবশেষে উদ্গার উঠিয়া তাহার নিবারণ, এবং অধিক পরিমাণ শর্করা ভোজনে রোগের উৎপত্তি প্রভৃতির কুপ্রামে অভাব থাকায় উভয় ঔষধের প্রভেদ সূচিত হয়।

সিকেলি কর্ণু য়েটাম—অনেক লক্ষণের উভয় ঔষধমধ্যে

সাদৃশ্য থাকিলেও থল্লীর প্রকৃতি **কুপ্রামকে সিকেলি** হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে। **কুপ্রামে সঙ্কোচনী পেশীর আক্ষেপ** হওয়ায় **হস্তপদাঙ্গুলিনিচয় আকুঞ্চিত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি করতলে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়; সিকেলিতে প্রসারক পেশীর আক্ষেপ** হওয়ায় উপরোক্ত **অঙ্গুল্যাদি পশ্চাৎ ও বাহির্দ্দিকে বক্র** বা **প্রসারিত** হইয়া **পরস্পর ব্যবধান**যুক্ত হইতে থাকে।

য়ুরিমিক কন্‌ভাল্‌সন বা মূত্রক্ষয় আক্ষেপ।—অধিকাংশ সময়ে কলেরার পরিণামফলস্বরূপ অথবা অন্যবিধ কারণে মূত্রস্রাবাভাবনিবন্ধন সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, উল্লিখিত **কুপ্রাম**-আক্ষেপের প্রকৃতি ধারণ করিয়া ইহার উপযোগিতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

মৃৎপাণ্ডুরোগ বা ক্লরসিস্।—**আইয়ারণ** বা **লৌহ-ঘটিত** ঔষধের অপব্যবহারপ্রযুক্ত মৃৎপাণ্ডু রোগে **কুপ্রাম** উপকারী।

হাম, আরক্তজ্বর প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদযুক্ত জ্বর।—(Exanthema) এই সকল রোগে শারীরিক প্রতিক্রিয়াহীনতা বশতঃ উদ্ভেদ বহির্গত না হইলে অথবা বসিয়া যাইয়া অতি গভীর কোলাপ্স লক্ষণসহ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, আক্ষেপের প্রকৃতি যদি **কুপ্রাম** সদৃশ হয়, তাহা হইলে ইহা প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা দ্বারা উদ্ভেদ আনয়ন করিয়া রোগীর উপকার সাধনে ও অন্য উপযোগী ঔষধের ক্রিয়াপথ পরিষ্কার করণে সমর্থ হয়।

লেকচার ২৭ (LECTURE XXVII.)

লাইকপোডিয়াম্ ।—(Lycopodium) ।

প্রতিনাম ।—লাইকপোডিয়াম্ ক্লাভেটাম্ ।

সাধারণ নাম ।—ক্লাব্‌মস । উল্‌ফ্‌স্ ফুট ।

জন্মস্থান ।—পৃথিবীর সর্ব্বাংশে, বিশেষতঃ উত্তরাংশে ইহা শৈবালাকারে জন্মে ।

প্রয়োগরূপ ।—পরাগের গুড়িকা বা টি্‌ট্‌রেষণ ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—ন্যূনাধিক এক মাস ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম ।—প্রায়শঃ ৩০ হইতে ২০০ ক্রম; নিম্নক্রমে ২ হইতে উচ্চ ১০০০০০ ক্রম পর্য্যন্তও প্রয়োগ হইতে দেখা যায় ।

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল-লাভ করিয়াছেন তাহা এই—ডাং এলেন্—কোন ব্যক্তির স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতাবশতঃ লিখিতে অক্ষরসন্নিবেশের গোলমাল ও বাক্যে শব্দের স্খলন হইত; চিন্তার শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা ঘটিত. ৩×, আরোগ্য । ডাং এল্‌ব—৬১ বৎসরের অবিবাহিতা স্ত্রীলোক; ১৯ বৎসরের বিষাদোন্মত্ততা রোগ; মানসিক প্রকৃতি স্থির ও অনধিকারচর্চ্চারহিত; সে তাহার সম্বন্ধে অথবা তাহার নিকটে কি আলোচনা হইতেছে তদ্বিষয়ে উদাসীন; কার্য্যে প্রবৃত্তিহীন; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না; বালিকাবস্থায় যোনিকপাটোপরি চুলকনা হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত চুলকাইত ও চুলকাইলে সুখবোধ হইত; অধিক বয়সে, কষ্ট হইলেও, অনেক সময় লজ্জাকর কার্য্য বিবেচনায় চুলকাইতে বিরত থাকিত; টি্‌ট্, ২×, আরোগ্য । ডাং এম্ব—৩ বৎসর দেড় মাসের শিশু; একন ও ব্রায় প্রয়োগে পর দিবস ব্রঙ্কাইটিস অন্তর্হিত হয়, কিন্তু প্রবল জ্বর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম শ্বাসপ্রশ্বাস, সংজ্ঞাহীনতা, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম, হঠাৎ চীৎকার, উপতারার বিস্তৃতি ও আলোকানুভূতিহীনতা এবং মূত্রত্যাগের অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়; বেল দেওয়ায় কোন ফল না হইয়া রোগীর মূত্রাঘাত, সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, হিমাঙ্গ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং নাড়ী

উপচয়।—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত; আহারান্তে; শীতলবস্তু ভক্ষণে বা পানে; শম্বুকাদি এবং লোনা বস্তু আহারে।

উপশম।—শৈত্যসংস্পর্শে; গাত্র উন্মুক্ত করিলে; উষ্ণ বস্তু ভক্ষণে এবং পানে; গাত্রবস্ত্র শিথিল করিলে।

সম্বন্ধ।—লাইকপোডিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম্ফর, কষ্টি, ক্যাম, গ্র্যাফা, ওপিয়াম, পাল্স্ এবং কাফি পান।

লাইকপোডিয়াম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিঙ্কনা।

লাইকপোডিয়ামের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—গ্র্যাফা, ল্যাকে, লিডাম, ফস্, সিলিক।

ক্ষুদ্র, কম্পমান ও অগণনীয়রূপ দ্রুত হয়; ৬, আরোগ্য। ডাং এক্কেন—রজনী অন্ধত্ব বা রাত কানা রোগ; বয়স ১৯; পিতলের কারখানায় কার্য্য করিতে করিতে অক্টোবর মাসে একদিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়; ঐ সময়ের পর রজনীতে আর দেখিতে পাইত না; চক্ষুর কর্ত্তনবৎ বেদনা হইয়া হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়; ২০০, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং আর্কলেরিয়াস—মুর্দ্ধাদেশের চক্রাকার স্থানের কেশ স্খলিত, স্ফীত স্থানের নিম্নে কোষময় ঝিল্লী-মধ্যে পূয়সঞ্চয় ও মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে দুর্গন্ধ ও রক্তময় পূয় নির্গত হইত; ৩০, আরোগ্য। ডাং গারন্‌সি—ক্ষৌরকর্ম্মের পর দক্ষিণ গণ্ডে স্থূল, শুষ্ক ও শল্কময় উদ্ভেদ; বাম গণ্ড আক্রান্ত হইবার উপক্রম হয় কিন্তু হয় নাই, ৪৩০০০ (.43 m), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং সোয়া—ঊর্দ্ধমাড়ি ও মেলার বা গণ্ডাস্থির মধ্যবর্ত্তীস্থান স্ফীত হওয়ায় পর দিবস প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে প্রবল শিরঃশূল ও মস্তকোপরি দপদপানি; ১০০০০ (10 m) আরোগ্য। ডাং গুড্রো—দুইটি মারাত্মক গলক্ষত বা ডিফ্‌থিরিয়া রোগী; একটি ২০০, অপরটি ৬০০ ক্রমে আরোগ্য। ডাং বোরজ—৬ দিবস হইতে গলার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত আরম্ভ; ২ দিন জিহ্বা স্ফীত, দন্তের বাহিরে জিহ্বা আনিতে এবং কথা কহিতে পারিত না; নাড়ী স্পন্দন ১৩০; গাত্র উষ্ণ; রজনীতে অস্থিরতা; মুখলালার বৃদ্ধি; প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; দুই দিবস বাম গণ্ড স্ফীত; প্রথমে ২০০, পরে ৫০০০, আরোগ্য। ডাং জিন্‌স—৪৫ বৎসরের পুরুষ; অস্বাভাবিক বা অতি ক্ষুধা, কিন্তু আহার করিতে আরম্ভ করিলে সামান্য আহারেই আমাশয়ের পূর্ণতা, স্ফীতি ও অধিক আহারের অনুভূতিতে আহার বন্ধ করিতে বাধ্য হইত; স্বাদবিহীন

লাইকপোডিয়াম্ যাহার পরে প্রযোজ্য—ক্যাল্‌কে অথবা ল্যাকেসিস।

কোন পুরাতন রোগের চিকিৎসারম্ভের প্রথমেই লাইকপোডিয়ামের প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত নহে; প্রথমে অন্য কোন এণ্টিসোরিক ঔষধের প্রয়োগ শুভফলপ্রদ।

কার্য্যপূরক।—আইওডিয়ামের।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, বেল, ব্রায়, ক্যাল্‌কে কা, কার্ব্ব, চেলি, সিঙ্ক, সাইক্লে, গ্র্যাফা, আয়ড, আইরিস, হিপার সা, কেলি বাই, ম্যাগ্নে কা, মার্কু, নেট মি, নাই এসি, নাক্স্ ভ, পেট্রলি, ফস্, পাল্স্, রাস্, সিপি, সিলিক, সাল্ফ ও জিঙ্ক।

বায়ুর উদ্গার ও শিরোঘূর্ণন; ৪, প্রতিদিন ১ মাত্রা, ১০ দিনে আরোগ্য। ডাঃ কিস্—সবিরাম জ্বর রুদ্ধ হইয়া উদরী রোগ; উদরের স্ফীতি; ললাটপার্শ্বে চাপানুভূতি; আক্ষেপযুক্ত মূত্রত্যাগ এবং মূত্রত্যাগকালে সূচিবেধবৎ বেদনা; ব্রায় ৩০ ও সাল্ফ ২০০ প্রয়োগে কোন উপকার হয় নাই; উদরে চাপ ও আমাশয়ে সঙ্কোচনানুভূতি; প্রতিদিন ২।৩ বার মলত্যাগ; মুখের লোহিতাভা ও সর্ব্বগাত্রে ঘর্ম্ম; অম্ল ও মৎস্যে লালসা এবং উভয় কোঁকের চাপ, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি; প্রথমে ৩০ পরে ২০০ প্রয়োগে আরোগ্য। ডাঃ লিপি—৬৪ বৎসরের ভদ্রমহিলা; অতিরিক্ত মূত্রস্রাবে দুর্ব্বলতা; প্রথমে সবেগে মূত্রত্যাগ, অনেক সময় বসিয়া থাকিতে থাকিতে থানা থানা বস্ত্র পড়িত; উপবেশনাবস্থা হইতে দাঁড়াইলে উভয় কুঁচকিতে তীক্ষ্ণ বেদনা, শরীরচালনায় তাহার হ্রাস; ১০০০০ (10 m), আরোগ্য। ডাঃ কোনেণ্ট—২৭ বৎসরের কুমারী; পিত্তপ্রকৃতি; সহজেই দন্তক্ষত; দন্ত শিথিল ও কনকনানিযুক্ত; আহারান্তে উদরশূল; উদরমধ্যে বায়ুচালনার অনুভূতি; কষ্টে বিষ্ঠাসহ বায়ুনির্গমন; মূত্র উষ্ণ, পূর্ব্বে তাহাতে তলানি পড়িত, কিন্তু পরে তলানিহীন ও উষ্ণ; দণ্ডায়মানাবস্থায় পৃষ্ঠে বেদনা; ১০০০ (1 m), আরোগ্য। ডাঃ টিব্রজ—পাঁচ দিন পূর্ব্বে মূত্রত্যাগ, ২ দিন হইল স্তনাগ্রের টাটানি ও বিদীর্ণাবস্থা; কোষ্ঠবদ্ধ; ২০০ আরোগ্য। ডাঃ ওসেলস—১৫ বৎসরের রসবাতজাতীয় গাউট রোগ; সন্ধির গঠন কদাকার, তন্মধ্যে গাউটের পাথরি সঞ্চয়; সর্ব্বাঙ্গীন ঘর্ম্ম; ২০০০০, আরোগ্য।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—তীক্ষ্ণবুদ্ধি অথচ দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তি, যাহাদিগের শরীরোর্দ্ধাংশ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত ও নিম্নার্দ্ধ শোথিত, একহারা এবং ফুসফুস ও যকৃদ্রোগপ্রবণ ব্যক্তি এবং অতি শিশু বা অতি বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী।

শিশু দুর্ব্বল ও শীর্ণ, মস্তক সুগঠিত ও উন্নত, কিন্তু শরীর ক্ষুদ্রাকার ও রুগ্ন।

আত্মশান্তিবিধানে অক্ষম, ক্রন্দনশীল ও অতিশয় উত্তেজনাপ্রবণ স্ত্রীলোক; যে স্ত্রীলোক ধন্যবাদ দিলেও ক্রন্দন করে।

শিশু উত্তেজনাপ্রবণ; নিদ্রাভঙ্গে অসন্তুষ্ট এবং খিটখিটে; কুস্বভাব, পা ছোঁড়ে এবং চীৎকার করে; সামান্য কারণেই যাহারা ক্রোধাবিষ্ট হয়; কোন বিষয়ে বাধা অথবা প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না; কলহ খুঁজিয়া বেড়ায়; আত্মহারা হয়।

কোলের শিশু সমস্ত দিন ক্রন্দন করে, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় (জালাপি ও সোরিতে বিপরীত)।

ধনলোভী, পেটুক, কৃপণস্বভাব, দ্বেষপরায়ণ ও নীচাশয় ব্যক্তি।

ভীতি, ক্রোধ, অপমান অথবা অন্তর্নিহিত অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি (ষ্ট্যাফি) বশতঃ রোগ।

নাসিকায় শুষ্ক সর্দ্দি, তজ্জন্য **রজনীতে রোগীর নাসিকা রুদ্ধ থাকে,** মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন হয় (এমন কা, নাক্স্ ভ, সেম্ব্); রোগী হাঁচে, শিশু নাসিকা ঘর্ষণ করিতে করিতে নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে; নাসিকামূলের ও ললাটগহ্বর বা ফ্রন্টাল সাইনাসের সর্দ্দি; শুষ্ক **সর্দ্দিনিবন্ধন মামড়ি ও ছিপির আকারের স্থিতিস্থাপক শ্লেষ্মা** (কেলি বাই, টিউক্রি)।

গভীর ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পুরাতন রোগ (chronic disease)।

প্রধানতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনাযুক্ত চাপ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং অপরাহ্ন ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি।

ভীতি; একা থাকিতে ভীতি, সঙ্গিহীন হইবে বলিয়া ভীতি (আর্স, বিস্‌মাথ, কেলি কা)

মূত্রে এবং **শিশুর বস্ত্রে** লোহিতবর্ণ বালুকার তলানি (ক্স); **মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশুর ক্রন্দন** (বোর); মূত্রত্যাগান্তে পৃষ্ঠের বেদনার হ্রাস।

আমাশয় রোগে অত্যন্ত বায়ুর সঞ্চয়; **সর্ব্বদাই ভোজনান্তিক তৃপ্তিবোধ**; ক্ষুধা ভাল থাকে, কিন্তু কতিপয় গ্রাস আহার করিলেই **গলা পর্য্যন্ত পূর্ণানুভূতি প্রযুক্ত** রোগী উদর স্ফীত বোধ করে; উদরে গড় গড় শব্দ।

শরীরের বর্ণ পাণ্ডুর, সমল, ধুলামাটি মাখার ন্যায়, পীতাভ এবং রোগব্যঞ্জক; **নাসাপুটের পাখার ন্যায় গতি** (এণ্টি টা); প্রকৃত বয়সাপেক্ষা রোগীকে অধিক বয়স্ক দেখায়।

শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব রোগাক্রান্ত, অথবা রোগ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে যায়; এইরূপে গলাভ্যন্তর, বক্ষ, উদর এবং অণ্ডাধার রোগাক্রান্ত হয়।

এক পদ তপ্ত অন্য পদ শীতল (সিঙ্ক, ডিজি, ইপিকা)।

যৌবনকালাবধি এবং শেষবারের মূত্রত্যাগের পর হইতে কোষ্ঠবদ্ধ; বিদেশে বা স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিলে কোষ্ঠবদ্ধ; শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ; নিষ্ফল মলবেগ হয়, মলত্যাগকালে সরলান্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া মলদ্বারের বাহিরে আইসে এবং ক্রমশঃ অর্শ জন্মে।

হস্তমৈথুন অথবা অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন যুবা ব্যক্তিদিগের ধ্বজভঙ্গ; শিশ্ন ক্ষুদ্রাকার, শীতল ও শিথিল হয়; **বৃদ্ধদিগের ধ্বজভঙ্গে কামেচ্ছা প্রবল থাকে, কিন্তু**

উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান হয় না, সঙ্গমকালে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে : উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে রেতস্খলন।

যোনির শুষ্কতা প্রযুক্ত সঙ্গমকালে ও তাহার পরে যোনিমধ্যে জ্বালা ও (লাইসি) সঙ্গমের বাধা। জরায়ুর বায়ুস্ফীতি।

প্রত্যেক মলত্যাগের সঙ্গেই জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব।

গর্ভিনীর অনুভূতি—ভ্রূণের ডিগবাজি খাওয়ার ন্যায় অবস্থানের পরিবর্ত্তন হইতেছে।

নিউমনিয়ারোগ দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের অধোভাগ বিশেষরূপে আক্রমণ করিলে যদি তাহা উপেক্ষিত অথবা কুচিকিৎসিত হয়, সে স্থলে ইহা প্রাদাহিক স্রাবের ত্বরিৎ শোষণের অথবা নিষ্ঠীবনের সাহায্য করিতে পারে।

কাসি গভীর ও ফাঁপা শব্দবিশিষ্ট ; প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হইলেও স্বস্তি হয় না।

রোগকারণ।—অভ্যাসগত স্রাবের রোধ **লাইকপোডিয়ামের** প্রধান রোগকারণ ; অভ্যাসগত ও অপরমিত মদ্যপানে, অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে প্রায়শঃ, এবং শৈত্যসংস্পর্শে অনেক সময়ে ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—পরিপোষণযন্ত্রমণ্ডলী **লাইকপোডিয়াম** দ্বারা বিশেষ ও প্রবলরূপে আক্রান্ত হওয়ায় উপাদানশ্রেণীর পোষণ ও পুনরুৎপাদিকাশক্তি বিধ্বস্ত, মন্দীভূত এবং দুর্ব্বলীভূত হইয়া যায়। উপরিউক্ত কারণে **লাইক**-রোগীর শরীরবিধানের তান্তবোপাদানমাত্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহার এই ক্রিয়া শ্বাসযন্ত্র, পরিপাকযন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের মিউকাস মেম্বেনে বা শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ও ত্বগুপরি বিশেষরূপে প্রকটিত হয়। ইহা প্রথমতঃ যকৃৎ এবং পরিপাকমার্গে অতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহারই ফলস্বরূপ পরিপাকযন্ত্ররোগ জন্মিয়া যকৃতের রক্তাধিক্য ও ক্রিয়াজড়ত্বনিবন্ধন প্রধানতঃ কোষ্ঠবদ্ধ এবং বৃক্ক বা

কিড্‌নির ক্রিয়াবিকারবশতঃ "য়ুরিক এসিড ধাতুদোষ বা ডাইয়াথেসিস্" জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় লসীকাযন্ত্রমণ্ডলী দুর্ব্বল, গ্রীবার রসগ্রন্থিনিচয় বিশেষরূপে কঠিন ও স্ফীত এবং ত্বকের ক্রিয়া মন্দীভূত হওয়ায় রোগী ত্বক্‌রোগগ্রস্ত হয়। উদরমধ্যে অত্যধিক বায়ু সঞ্চিত করাই **লাইকপোডিয়ামের** প্রধান প্রকৃতি।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—**লাইকপোডিয়াম** অতীব গভীরক্রিয়াশীল "এণ্টিসরিক" "এণ্টি-সিফিলিটিক" ও "এণ্টিসাইকটিক" ঔষধ। সাক্ষাৎ ভাবে ইহা শোণিতের পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তক না হইলেও টাইফয়েড জ্বরাদির অতি প্রগাঢ় ও সাংঘাতিক অবস্থায় এতদ্দ্বারা যেরূপ উপকার দর্শে তাহাতে, (গৌণভাবে হইলেও) শোণিতে যে ইহা অতি গভীর পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত। ইহা অতি ধীর অপিচ গভীর ও স্থায়ীপরিবর্ত্তনকারী বস্তু। শরীরের নিগূঢ়তম জৈবোপাদান পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়া ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, লসীকামণ্ডলী, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, শোণিতবহা নাড়ী, যকৃত প্রমুখ পরিপাকযন্ত্র, জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রপথ প্রভৃতি কোমলোপাদান এবং অস্থি পর্য্যন্ত অতীব প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করে। কার্য্যক্ষেত্রেও তরুণত্বের প্রবলতাহীন; তথাপি গভীরতর, স্থায়ী এবং পুরাতন রোগেই ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়।

লাইকপোডিয়াম প্রগাঢ়রূপ পরিপাকবিভ্রাট জন্মাইয়া অতি প্রভূত পোষণ-বিকার-লক্ষণস্বরূপ গুটিকোৎপত্তি বা টিউবার্কুলসস প্রভৃতি নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য এবং গুরুতর রোগের কারণীভূত হয়। পরিপাকযন্ত্রমধ্যে যকৃতই ইহার মৌলিক ক্রিয়াস্থল। ইহা যকৃতের অতি গভীর ও সাংঘাতিক পরিবর্ত্তন সংঘটনে সমর্থ। ইহার ক্রিয়ায় যকৃৎশিরাপথে রক্তগতির বাধা জন্মে এবং যকৃতে রক্তাধিক্যের ক্রমবৃদ্ধি বশতঃ ক্রিয়ার জড়ত্ব উপস্থিত হইলে উদরী, অর্শ প্রভৃতি

নানা প্রকার রোগোৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা পরিপাকশক্তি বিপর্য্যস্ত হওয়ায় আমাশয়ে অম্ল ও উদরে প্রভূত পরিমাণ বায়ুসঞ্চার ঘটে। ফলতঃ আমাশয়ে অম্লের উৎপত্তি, উদরে বায়ু-সঞ্চয় এবং কোষ্ঠবদ্ধই ইহার প্রধান রোগজননক্রিয়ামধ্যে গণ্য।

পরিপাকক্রিয়া উপরিউক্তরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় প্রগাঢ় শারীরিক পুষ্টিহানির লক্ষণস্বরূপ শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ রোগীর শরীরের নিম্নার্দ্ধ শোথযুক্ত থাকায় শরীরোর্দ্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিম্নাংশ স্থূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। **লাইকপোডিয়াম** যে সকল বহিরভ্যন্তরীণ উপাদানগত পরিবর্ত্তন, স্রাববিকার ও ক্ষত প্রভৃতি রোগলক্ষণ উৎপাদন করে, তাহা গুরুত্বে, গভীরতায় ও ব্যাপকতায় "সোরা", "সিফিলিস" এবং "সাইকসিস্" রোগবিষঘটিত শারীরিক রোগজ পরিবর্ত্তন ও লক্ষণাদির ন্যূনাধিক সমপ্রকার; এই জন্য ইহা একটি প্রধান "এণ্টিসরিক", "এণ্টি-সিফিলিটিক" এবং "এণ্টিসাইকটিক" ঔষধমধ্যে পরিগণিত।

লাইক-রোগীর শরীরতুলনায় মস্তকায়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং বুদ্ধিবৃত্তিও তীক্ষ্ণতর বলিয়াই অনুমিত; কিন্তু তাহার প্রকৃত ক্রিয়োৎকর্ষ লক্ষিত হয় না। বিষয়বিশেষে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হইলেও তাহা সুব্যবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

রোগীর স্মরণশক্তির গোলমাল হেতু কার্য্যকারিতার অভাব বা অসম্পূর্ণতা ঘটে; কোন বিষয় লিখিতে অক্ষরসন্নিবেশের গোলমাল ঘটে, অক্ষর বা শব্দাংশ স্থানভ্রষ্ট এবং বাক্যাংশ পরিত্যক্ত হয়। মনের ভাব অভ্রান্ত থাকে, কিন্তু প্রকাশে অপ্রযোজ্য শব্দাদির ব্যবহার হয়। রোগী বড়ই অন্যমনস্ক থাকে এবং তাহার এক সময়ে দুই স্থানে থাকার অনুভূতি জন্মে। মনুষ্য দেখিলে ভীত হয়, একা থাকিতে চায়; কখন বা একা থাকিলে ভীতিবশতঃ বিমর্ষ ও উত্তেজনা-প্রবণ হয়। অবস্থানুসারে **লাইকপোডিয়াম**-রোগীর মানসিক ভাবের বড়ই

বিরুদ্ধপ্রকৃতি দৃষ্ট হয়। এই ভাববৈপরীত্য রোগীর মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার ও বাতপৈত্তিক ধাতুর পরিচয় দেয়।

রোগী অত্যন্ত ঔদ্ধত্য সহকারে প্রভুত্বব্যঞ্জক হুকুম দেয়; তিরস্কার করে। কোন কোন অবস্থায় মানসিক অবসাদবশতঃ রোগী সর্ব্বদাই ক্রন্দন করে, কিছুতেই মনের শান্তিবিধান করিতে পারে না। মানসিক স্থৈর্য্যের অভাবে রোগী দুঃখিত হয়, কখন বা সন্তুষ্টি ও আহ্লাদ প্রকাশ করে। আত্মশক্তিবিষয়ে আগ্রহীনতা। রোগী মুক্তিসম্বন্ধে বিশ্বাস হারায়, মৃত্যু নিকট ভাবিয়া ব্যাকুল হয়, এমন কি শেষ কর্ত্তব্যবিষয় স্থির করিয়া রাখে। বিশেষতঃ, প্রাতঃকালে জীবনে পরিতৃপ্তি অথবা বিতৃষ্ণার বোধ। রোগী উদাসীন ও নির্ব্বাক ভাব ধারণ করে, এবং এতই উত্তেজনা-প্রবণ হয় যে ধন্যবাদ দিলেও ক্রন্দন করে। অতিশয় উগ্রতাসহ ক্রোধান্ধ রোগী একগুঁয়েমি প্রকাশ করে। ভীতি হইতে যকৃদ্বিকার উপস্থিত হয়।

মস্তিষ্কের অনুভূতিবিকারে কিছু পানকালে শিরোঘূর্ণন, অজ্ঞানকর শিরঃশূলে ললাটপার্শ্বের ও কর্ণের তাপ এবং জিহ্বার ও মুখের শুষ্কতা জন্মে, এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ও উত্থানকালে অথবা শয়নে তাহার বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের উপক্রমে তন্দ্রাভাব ও বিস্ফারিত চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি হয় এবং হনু ঝুলিয়া পড়ে।

প্রধানতঃ দক্ষিণ ললাটপার্শ্বের অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিকে সূচিবেধের অনুভূতি। ললাটপার্শ্বদ্বয় স্ক্রুপের পাকদ্বারা পরস্পর চাপিত হওয়ার ন্যায় বেদনার ঋতুর সময়ে বৃদ্ধি। মূর্দ্ধাদেশের চাপানুভূতি অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত অধিকতর থাকে ও মস্তক নত করিলে বর্দ্ধিত হয়; পরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে। ললাটদেশের অথবা মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুখমণ্ডল, চক্ষু ও দন্তমধ্যেও ঐরূপ অনুভূতি হইয়া সকলই

গাত্রোত্থানে বর্দ্ধিত এবং শয়নে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মস্তকমধ্যে টান টান বোধ, প্রাতরাশের পর শিরঃশূল।

মস্তকপশ্চাতে সহজে রক্তস্রাবযুক্ত ও দুর্গন্ধরসস্রাবী উদ্ভেদ আরম্ভ হইয়া ঘন মামড়ি জন্মে ও চুলকাইলে এবং তাপ লাগিলে স্রাবের বৃদ্ধি হয়। মস্তকত্বকের স্থানে স্থানে খুস্কি উৎপন্ন হয়। উদররোগে এবং প্রসবান্তে, বিশেষতঃ দিবসের পরিশ্রম বশতঃ দেহ উষ্ণ হইলে, মস্তক-ত্বকের জ্বালা ও ঝলসানবৎ অনুভূতি জন্মে, এবং চুলকাইলে কেশ স্খলিত হয়। কেশের অকালপক্কতা জন্মে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাট ঘটিয়া অন্ধকারমধ্যে চক্ষুসম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। রজনীঅন্ধত্বে চক্ষুসম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কের উপস্থিতি। বস্তুর বামার্দ্ধমাত্র স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। চক্ষুসম্মুখে পালকের ন্যায় আবরণ থাকায় দৃষ্টির বাধা জন্মে। চক্ষু তপ্ত, ঔজ্জ্বল্যহীন, বিস্ফারিত এবং আলোকানুভূতি-বর্জ্জিত। শ্রবণশক্তির অসহিষ্ণু ভাব। কর্ণে গর্জ্জন, গুণ গুণ এবং সোঁ সোঁ শব্দে শ্রবণশক্তির হ্রাস। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকারে ঘ্রাণশক্তির কষ্টকর তীক্ষ্ণতা জন্মে। স্বাদশক্তির অস্বাভাবিকতা নিবন্ধন মুখে অম্ল, তিক্ত এবং বসাবৎ আস্বাদ।

গতিদ-স্নায়ুর রোগে পর্য্যায়ক্রমে পেশীনিচয়ের অনৈচ্ছিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইতে থাকে, রোগী চীৎকার করে, মুখে ফেনা উঠে এবং হৃৎ-প্রদেশের উৎকণ্ঠাবশতঃ মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে। অধিকাংশ যান্ত্রিক ক্রিয়াই অবসাদগ্রস্ত হয়। অত্যধিক শীর্ণতাসহ অভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা জন্মে। পক্ষাঘাত।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর বিকারে আক্রান্ত অঙ্গোপরি কীটবিচরণের অনুভূতি জন্মে। বেদনার প্রকৃতি আকর্ষণ ও ছিন্ন করার ন্যায়, রজনীতে তাহার বৃদ্ধি; পেশী ও সন্ধিনিচয়ের কাঠিন্যবোধ এবং রুগ্ন শরীরাংশের অবসন্নভাব।

নিদ্রাবিকারে দিবসে হাই উঠে ও রোগী নিদ্রালু থাকে। অশান্তিপ্রদ ও স্থৈর্য্যহীন, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা। নিদ্রাবেশ হইলে রোগী চমকিয়া উঠিয়া বসে; টাইফয়েড ও উদ্ভেদিক জ্বরে অজ্ঞানবৎ নিদ্রা। নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রত হইয়া ক্রন্দন এবং কখন কখন হাস্য করিয়া উঠে। অবিদূরি-ক্লান্তির অবস্থায় রোগী খিটখিটে থাকে ও ভর্ৎসনা করে এবং পা ছোড়ে। নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুধা পায়।

মুখমণ্ডলের বর্ণ হরিদ্রাভ ধূসর এবং কখন বা পাণ্ডুরোগব্যঞ্জক ও স্ফীত। মুখে তাপোচ্ছ্বাস। ললাটে তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ জন্মে। মুখমণ্ডলাস্থি-নিচয়ের ছিন্নবৎ বেদনা। মুখের পেশীর আনর্ত্তন।

বলক্ষয়কারী জ্বরের অজ্ঞানাবস্থায়, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে, নিম্নচুয়াল ঝুলিয়া পড়ে। মুখের চতুষ্পার্শ্বে উদ্ভেদ জন্মে; মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত। নিম্নৌষ্ঠে বৃহৎ ক্ষত।

প্রদাহ নিবন্ধন চক্ষু লোহিতবর্ণ ও তাহার কোণ চুলকানিযুক্ত; চক্ষুপুটদ্বয় স্ফীত এবং শুষ্ক বোধ হয় এবং রজনীতে জুড়িয়া থাকে। রক্তিমাহীন চক্ষুর খোঁচানির প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। চক্ষুর পিঁচুটি মুছিয়া না ফেলিলে রোগী পরিষ্কার দেখিতে পায় না। কাঁচা মাংসখণ্ডের ন্যায় চক্ষুর শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হইতে পূযস্রাব হয় এবং স্ফীত চক্ষুপুট বাহির হইয়া পড়ে। চক্ষুপুটের দানাময় অবস্থা (granular lids)। চক্ষুপুটের অভ্যন্তর কোণে অধিকসংখ্যক স্ফোটক এবং অঞ্জনী। চক্ষু চন চন করে ও তাহাতে অত্যন্ত শ্লেষ্মা জন্মে।

কর্ণের উপরে ও পশ্চাতে আর্দ্র, পূযযুক্ত মামড়ি জন্মে। কর্ণ হইতে বিদাহী পূযাকার স্রাব।

প্রবল সর্দ্দিতে নাসিকা স্ফীত এবং তীব্রস্রাবযুক্ত। দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে বিদাহী স্রাবের আরম্ভ। **সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে নাসিকার শুষ্কতা এবং রজনীতে রোধ**

ঘটায় শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না। নাসিকা-পক্ষের পাখার ন্যায় গতি।

স্বরযন্ত্রে **লাইকর** ক্রিয়ায় স্বরভঙ্গ এবং কখন মৃদু ও হুস্ হুস্ শব্দের স্বর; শ্বাসনালীর শুষ্কতা; স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে চুলকানি ও সুড়সুড়ি উপস্থিত হওয়ায় রোগী বেগের সহিত কাসিতে বাধ্য হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা; বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় অধিকতর। শ্বাস-প্রশ্বাসে গন্ধকের বাষ্পাঘ্রাণবৎ কষ্ট। আক্ষেপ হেতু বক্ষ সঙ্কুচিত থাকার ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্র। গন্ধকবাষ্প কর্তৃক স্বরযন্ত্রের উত্তেজনার অনুভূতি ও তজ্জন্য গভীর শ্বাসগ্রহণে দিবারাত্রি শুষ্ক কাসি হওয়ায় আমাশয়-বেদনা; সন্ধ্যারাত্রে শয়নের পূর্ব্বে স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে পালকের সুড়সুড়িবৎ চুলকানিতে কাসির উদ্রেক। রজনীতে কাসি হইয়া আমাশয় ও ডাইয়াফ্রামের কষ্ট, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কাসির হ্রাস। প্রবল কাসিতে বক্ষ শাটিয়া ধরে।

অবস্থানুসারে ঘন, হরিদ্রাভ, রক্তময়, পূযাকার, ধূসরবর্ণ এবং লবণাক্ত প্রভৃতি নানাপ্রকারের অল্প পরিমাণ গয়ারের নিষ্ঠীবণ। ফুসফুসের সর্ব্বস্থানেই মৃদু কনকনানি ও বক্ষের সঙ্কুচিতভাব। বক্ষের সূচিবেধবৎ বেদনা; শ্বাস টানিলেও তদ্বৎ। বক্ষের ভয়াবহ যন্ত্রণা।

সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায় হৃৎকম্প, নাড়ীস্পন্দনের বৃদ্ধি এবং মুখমণ্ডল ও পদের শীতলতা।

স্পর্শে দন্ত অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; সম্মুখের দন্ত শিথিল অথবা দীর্ঘতর হওয়ার অনুভূতি; পীতবর্ণ দন্ত; দন্তশূল ও গণ্ডের স্ফীতি, শয্যাতাপে এবং তাপসেকে উপশম। দন্তমাড়ি স্পর্শ করিলে অতি প্রবলবেগে রক্তস্রাব। দন্তপুপ্পুট (Gum boil, মাড়ির স্ফোটক)।

জিহ্বার সবেগে বহিঃসরণ এবং ইতস্ততঃ চালনা; জিহ্বার আক্ষেপ; জিহ্বা স্থূল ও কম্পমান; প্রাতঃকালে জিহ্বা শুষ্ক ও কঠিন থাকায় কথার অস্পষ্টতা; জিহ্বা লোহিতবর্ণ ও শুষ্ক; ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ও বিদীর্ণ;

জিহ্বার কোন কোন স্থান স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত; জিহ্বায় গুটিকোৎপত্তি; জিহ্বা অত্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় রোগীর নির্ব্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক মুখাবয়ব। জিহ্বাগ্রে বিস্ফোটকোৎপত্তি নিবন্ধন ঝলসান ও কাঁচা ভাবের অনুভূতি। জিহ্বার অধঃ ও উর্দ্ধ প্রদেশে ক্ষত।

মুখ এবং জিহ্বার শুষ্কতা, কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না; প্রাতঃকালে মুখের শুষ্কতা ও তিক্তাস্বাদ। মুখের দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে অধিকতর। লালা শুষ্ক হইয়া তালুদেশে ও ওষ্ঠোপরি কঠিন হইয়া থাকে। লালা লবণাস্বাদ।

গলমধ্যের বেদনা ও টাটানি গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ। গলমধ্য কটাসে লোহিত; ডিফথিরিয়াবৎ দাগ (Dyptheritic patches) দক্ষিণ টন্‌সিল-গ্রন্থি হইতে বিস্তৃত হইয়া বাম টন্‌সিলে যায়, অথবা নাসিকারন্ধ্র হইতে অধঃদেশে আইসে; শীতল বস্তু পান করিলে এবং নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম টন্‌সিলে স্ফীতি ও পূযসঞ্চার। টন্‌সিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি। গলা খাঁকর দিলে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা হরিদাভ পীতবর্ণের গয়ার উঠে; অন্ননালীমধ্যে কোন কঠিন বস্তুর অনুভূতি। গলনলী সঙ্কুচিত বোধ হওয়ায় রোগী কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না; খাদ্য এবং পানীয় নাসিকারন্ধ্রপথে উদ্‌গত। সাব্‌ম্যাক্‌সিলারি বা হনু অধঃগ্রন্থি বেদনাযুক্ত।

অপরিমিত ক্ষুধা; যত খায় আরও খাইতে চায়। অস্বাভাবিক ক্ষুধা, কিন্তু সামান্য আহারেই উদরের পূর্ণতাবোধ; সর্ব্বদাই তৃপ্তভাব। ক্ষুধার অভাব ঘটে, যাহা কিছু খায় সহ্য হয় না, বমনও হইয়া থাকে। কাফি এবং তাম্রকুটে ঘৃণা।

তীব্র উদ্‌গার; অসম্পূর্ণ ও জ্বালাকর হিক্কা। অম্লাস্বাদ আমাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাতে তীব্র কামড়ানি। বুক জ্বালা করে ও মুখে জল উঠে। প্রাতঃকালে আহার না করিলে গলদেশে ও আমাশয়ে বিবমিষার অনুভূতি।

আমাশয়ের স্ফীতি ও খল্লী। ভুক্তবস্তু ও পিত্ত বমন; আহারান্তে মুখে জল উঠিয়া বমন; ঋতুস্রাবকালে বমন, মুক্তবায়ুমধ্যে উপশম। সন্ধ্যাকালে কিছু আহার করিলে আমাশয়ের গুরুত্ব ও স্ফীতির অনুভূতি। বিলম্বে পরিপাক। আমাশয়োর্দ্ধের কোটরবৎস্থান স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত; তথা হইতে উৎকণ্ঠার অনুভূতি। আমাশয়মধ্যে ও কোঁকে সঙ্কুচিতবৎ ও কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূতি।

শ্বাস প্রশ্বাসে যকৃৎ প্রদেশে টাটানি ও চাপ সহ পিষ্টবৎ বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি, এবং অনুভূতি যেন উদরের বামপার্শ্বে কোন ভারি বস্তু রহিয়াছে। বায়ু জন্মিয়া উদরের অত্যধিক পূর্ণতা ও স্ফীতির বাতকর্ম্মে উপশম। উদরের নানাস্থানে—কোঁকের মধ্যে, উদরপশ্চাতে, পশুকাদেশে ও বক্ষমধ্যে —টান টান বোধ ও পুট পুট শব্দ উৎপাদক বায়ুসঞ্চার; শূন্যোদ্গারে তাহার উপশম। উদরের কামড়ানি। রুদ্ধবায়ুপ্রযুক্ত উদরমধ্যে টান টান ও বেদনার অনুভূত। উদরের ডাক এবং উচ্চ গোলমাল শব্দ। উদরোপরি কটা বর্ণের কলঙ্ক।

কঠিন বিষ্ঠা ত্যাগে সরলান্ত্রের সঙ্কোচন ও বহির্নিক্রমণ। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগে গুহ্যদ্বারের জ্বালা। সরলান্ত্রের সূচিবেধবৎ বেদনানুভূতি ও খল্লী। উপবেশন করিলে ও স্পর্শে বহির্নিক্রান্ত অর্শ অতিশয় বেদনাযুক্ত থাকে ও মলত্যাগকালে রক্তস্রাব হয়। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা শুষ্ক ও কঠিন, অথবা প্রথমে চাপ চাপ, পরে কোমল; মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন অনেক বিষ্ঠা রহিয়া গেল।

মূত্রযন্ত্রবিকার নিবন্ধন তীক্ষ্ণ পৃষ্ঠবেদনার মূত্রত্যাগান্তে হ্রাস। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা, কিন্তু অল্প মূত্রত্যাগ কালে মূত্রদ্বারের জ্বালা। মূত্রে লোহিতবর্ণ বালুকার ন্যায় তলানি, মূত্রস্থালীর প্রদাহে ঘোলাটে মূত্রে দুগ্ধবৎ, দুর্গন্ধ ও পূযাকার তলানি; মূত্রস্থালীতে ও উদরে মৃদু চাপানুভূতি (পাথরি বা কাঙ্করাই উৎপাদক ধাতু)। অবারিত মূত্র

ক্ষরণ; মূত্র জন্মে না। রক্তময় মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশু বেদনার জন্য চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করে; শিশুর বস্ত্রে লোহিতবর্ণ বালুকা দেখা যায়।

পুংজননেন্দ্রিয়ে **লাইকর** ক্রিয়ায় ধ্বজভঙ্গ হইয়া শিশ্ন ক্ষুদ্র, শিথিল ও শীতল থাকে। কামেচ্ছার হ্রাস। মেঢ্রত্বগভ্যন্তর-প্রদেশে ও অণ্ড-কোষত্বগুপরি চুলকনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়-রোগে অত্যধিক পরিমাণ ও অধিককালস্থায়ী ঋতুস্রাব বা ঋতুরোধ। যোনিমধ্যে শুষ্কতার অনুভূতি। সঙ্গমকালে ও পরে যোনি-মধ্যে জ্বালা। দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদর, রক্তময় অথবা ক্ষতোৎপাদক হয়। অধোদরের দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা। যোনি হইতে বায়ুনিঃসরণ।

গ্রীবাদেশের কাঠিন্য ও টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, গ্রীবাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত এবং গ্রীবা ও মস্তকের পশ্চাদ্দেশে টান টান ভাবের বেদনা। **অংসফলকাস্থিদ্বয়ের (Scapula) মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বলন্ত-অঙ্গারস্পর্শবৎ জ্বালা।** যকৃতে রক্তাধিক্য নিবন্ধন পৃষ্ঠে এবং তাহার দক্ষিণপার্শ্বে বেদনা, বৃক্ক বা কিড্‌নির মধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভূতি সরলান্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও চাপে বৃদ্ধি; বৃক্কপ্রদেশে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গের স্কন্ধ এবং কণুই-সন্ধিমধ্যে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। কক্ষগ্রন্থিনিচয় স্ফীত। বাহু ও হস্তাঙ্গুলির সহজেই ঝিন্‌ঝিনি। বাহুর অভ্যন্তরপ্রদেশে (Inner side) আকৃষ্টবৎ বেদনা। অঙ্গুলিসন্ধিনিচয়ে প্রদাহ, লোহিতবর্ণ ও স্ফীতি।

অধঃঅঙ্গের জানুসন্ধি স্ফীত ও অনমনীয়। ঊরুর অভ্যন্তর (Inner) পার্শ্বে টাটানি ও দংশন ভাবের চুলকনা জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঊরুর অভ্যন্তর (Inner) দেশের কটাকলঙ্কময় স্থানে প্রদাহ নিবন্ধন জ্বালা।

দক্ষিণ উরুর মধ্যভাগে ছিন্নবৎ বেদনা। পদের স্ফীতি। রজনীতে "পায়ের ডিমের" খল্লী। ভ্রমণকালে পদতলে বেদনা। পদাঙ্গুলি-নিচয়ের ব্যবধান স্থানের চনচনি সহ টাটানি। পদ শীতল **ঘর্ম্মযুক্ত।** অতিশয় ঘর্ম্মে পদতল ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত। এক পদ তপ্ত, অন্য পদ শীতল।

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃষ্টতা ও ছিন্নবৎ বেদনা। সন্ধিনিচয়ের বেদনা ও অনমনীয়তা।

ত্বগুপরি আর্দ্র, পূযস্রাবী উদ্ভেদ। চুলকনাযুক্ত পিত্তকলঙ্ক বা "লিভার স্পট্‌স"। নিতম্বদেশে স্ফোটক। ত্বকে চুলকনাযুক্ত ফুস্‌কুড়ি। ত্বকের ছাল উঠিয়া যায় (Intertrigo) ও ঐ কাঁচা স্থান হইতে সহজে রক্ত পড়ে। পুরাতন আমবাত। অসুস্থ ত্বকে ক্ষতকরস্রাবযুক্ত বিম্বিকা। ত্বকের যকৃত ও রক্তার্ব্বুদ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

উদরাধ্মান।—উদরে বায়ুসঞ্চার **লাইকপোডিয়ামের** অতি প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। ইহার অধিকাংশ রোগ সহ পরিপাক-যন্ত্রবিকার উপস্থিত থাকায় উদরে প্রভূত বায়ুর সঞ্চয় হইয় **লাইকর** প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। বায়ুনিবন্ধন উদরে গড় গড়, কোঁ কোঁ প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দ হইতে থাকে। কখন বায়ুর অত্যাধিক্য বশতঃ ঊর্দ্ধাভিমুখে বক্ষে চাপ লাগিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়; কখন বা অন্ত্রাংশের স্থানবিশেষে, বিশেষতঃ বামকুক্ষিমধ্যে বায়ুর রোধ বশতঃ উদরশূল জন্মিয়া রোগী যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা বোধ করে। অনেক ঔষধেই উদরাধ্মান জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এবিষয়ে **লাইক, কার্ব্ব** এবং **চায়না**ই সর্ব্বাগ্রগণ্য বিধায় ইহাদিগের প্রভেদক-প্রকৃতি নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। **লাইকর** উদরাধ্মানের বিশেষতা এই যে, ইহাতে বিশেষরূপে **অধোদর**

আক্রান্ত হয় ও অধিকাংশ বায়ু উদরের **বাম কুক্ষিদেশে সঞ্চিত হইয়া উদর ডাকিতে থাকে।** ইহাতে পুরাতন **যকৃৎ রোগ বর্ত্তমান থাকায় গভীর পরিপাকদোষ প্রকাশ পায়, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে** ও তাহাতে নিষ্ফল মলবেগ হইতে পারে এবং উদরস্ফীতি অধিক হইলে উর্দ্ধে চাপ হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ নাসিকাপক্ষের **পাখার ন্যায় গতি** হয়; **অপরাহ্ন ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত** এই লক্ষণের উপস্থিতি প্রকৃষ্ট প্রভেদক বলিয়া জানিতে হইবে। **কার্ব্বের** উদরস্ফীতির প্রধান স্থান **উর্দ্ধোদর** বা **আমাশয়**; ইহাতেও বায়ুকর্তৃক **বক্ষের চাপ হওয়ায় শ্বাসকষ্টে রোগী পাখার বাতাস চাহে**; রোগীর **জীবনীশক্তির** দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ **বহু পূর্ব্বেও যদি আহারাদির কোনপ্রকার অপচার ঘটিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা** ইহার কারণ রূপে বর্ত্তমান থাকে; অধিকাংশ সময়ে ন্যূনাধিক কলাপ্সের লক্ষণ—নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি—বর্ত্তমান থাকে, এবং রোগীর **উদরাময়** হয়। **চায়নার** বায়ু **উদরের সর্ব্বস্থানেই আক্রমণ** করায় প্রভূত উদরস্ফীতি জন্মে; শারীরিক **রসক্ষয়-প্রযুক্ত** পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা ও অপক্ক ফল আহার প্রভৃতি ইহার বায়ুজননের কারণ; ভুক্ত বস্তু অধিক কালে **পরিপাক হয়** অথবা **বহু সময় অপক্কাবস্থায় উদরে থাকিয়া যায় এবং অপরিবর্ত্তিতভাবে** কখন কখন **বমন অথবা বিরেচন হইয়া, কিম্বা উভয় প্রকারে নির্গত হইতে থাকে**; তথাপি **অস্বাভাবিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না**; রোগী দুর্ব্বল হইলেও **কার্ব্বের**

ন্যায় গভীর কলাপসের অবস্থা **হয় না,** এবং **উদরাময় থাকে।**

অতিক্ষুধার বর্ত্তমানতা, কিন্তু অল্পাহারেই পরিতোষ।—অত্যধিক ক্ষুধা হওয়ায় রোগী অতি আগ্রহের সহিত ভোজনারম্ভ করে, কিন্তু ২।৪ গ্রাস আহারেই অতিভোজনের অনুভূতি জন্মে, এমন কি উদরের অত্যধিক পূর্ণতাবোধে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। এইরূপ **অতিক্ষুধা** এবং **অল্পাহারে তৃপ্তি ও কষ্টদ উদরপূর্ণতার পর্য্যায়ক্রমিক উপস্থিতি** অন্য ঔষধে বিরল।

কোষ্ঠবদ্ধসহ নিষ্ফল মলবেগের উপস্থিতি।—**লাইকপোডিয়াম** কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান ঔষধ। বহুতর ঔষধেই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, কিন্তু নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা কেবল ইহাতে ও **নাক্স-ভমিকায়** বিশেষরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। **বেল, সিপিয়া** ও **পালস** প্রভৃতি ঔষধে ভ্রান্তিজনক মলবেগ উপস্থিত হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা অধোদরের ও বস্তিকোটরের যন্ত্রনিচয়ের আক্ষেপ বশতঃ অধোভিমুখে তাহাদিগের ঠেলমারা মাত্র, প্রকৃত মলবেগ নহে। এস্থলে **নাক্সই** ইহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সরলান্ত্রের অসমঞ্জসীভূত ও আক্ষেপিক ক্রিয়া নাক্সের—এবং মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ মল নির্গমনে বাধা এবং সরলান্ত্রের আক্ষেপিক ক্রিয়া **লাইকর** নিষ্ফল মলবেগের কারণ। **নাক্সের** কোষ্ঠবদ্ধে উদরস্ফীতির প্রাধান্য থাকে না এবং প্রাতঃকালে রোগবৃদ্ধি হয়; **লাইকর** কোষ্ঠবদ্ধে প্রভূত উদরস্ফীতি অপরাহ্ন ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত অধিকতর

শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের আক্রমণ অথবা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে গমন।—বিশেষ বিশেষ শরীরাংশ এবং যন্ত্র সহ ঔষধ মাত্রেরই যদ্রূপ বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীরের পার্শ্বসহও

ঔষধাদির ন্যূনাধিক স্পষ্ট সম্বন্ধ থাকে। অতএব রোগবিশেষের পার্শ্ববিশেষে আক্রমণ এবং পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে বিস্তৃতি বিশেষ বিশেষ ঔষধের **প্রদর্শক**-লক্ষণ-মধ্যে পরিগণিত।

লাইক শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণকারী একটি বিশেষ ঔষধ। ইহার রোগে শরীরের বামপার্শ্ব আক্রান্ত হইলেও তাহা দক্ষিণ পার্শ্বের রোগের বিস্তৃতি মাত্র। সাধারণ গলক্ষত, টন্‌সিলাইটিস্, ডিফ্‌থিরিয়া অর্থাৎ মারাত্মক গলক্ষত (ঊর্দ্ধে নাসিকা হইতে অধোভিমুখেও গতি হয়), অণ্ডাধাররোগ, জরায়ুবেদনা, ত্বগুদ্ভেদ প্রভৃতি সকলই দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং তথা হইতে বাম পার্শ্বে যায়; ইহার দক্ষিণ পদ শীতল হইয়া যায়, বামপদ তপ্ত থাকে। **মার্কুরিয়াস্ প্রোটো আয়ডের** ডিফ্‌থিরিয়ারোগও গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহার নিঃশ্বাসের পচাটে ঘ্রাণ, **দন্তছাপ কলঙ্কিত**-পার্শ্বযুক্ত ও শিথিল জিহ্বা ও তাহার মূলদেশের হরিদ্রাভ পুরু লেপ ইহাকে **লাইক** হইতে যথেষ্ট রূপে প্রভেদিত করে। **ব্রমিয়াম**-ডিফ্‌থিরিয়ার গলাধঃদেশে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে যাওয়া **লাইকের** বিপরীত। **বেলাডনাও** গলার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ও শরীরের ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রবলতাবিশিষ্ট শোণিতসঞ্চলন, এবং মস্তিস্কীয় লক্ষণ প্রভৃতি প্রভেদকরূপে বর্ত্তমান থাকে।

অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী **৮টা** পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি **লাইকরোগের** একটি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ। এরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি অন্য কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা দ্বারা চিকিৎসিতব্য প্রধান ও তরুণ রোগ মাত্রেই—যথা, সাধারণ জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, আরক্ত জ্বর, রসবাত ও গাউটরোগ এবং নিউমোনিয়া, তরুণ প্রতিশ্যায় প্রভৃতি প্রাদাহিক রোগে—ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অম্লদোষ প্রভৃতি বহুবিধ পুরাতন রোগ চিকিৎসায়ও এই

লক্ষণ দ্বারা আমরা ঔষধনির্ব্বাচনপক্ষে বহুতর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

মূত্রে প্রভূত পরিমাণ লোহিতবর্ণ বালুকাবৎতলানি; সকল প্রকার নিস্রাবেই দুর্গন্ধের বর্ত্তমানতা; শৈত্যে রোগের বৃদ্ধি; শ্বাসগ্রহণে নাসাপুটের পাখার ন্যায় গতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বিশেষ বিশেষ স্থলে ন্যূনাধিকরূপে লাইক-নির্ব্বাচনের সাহায্য করিয়া থাকে। উপযুক্ত স্থানে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—অবসাদ বায়ু বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস্; বিষাদোন্মত্ততা।—লাইকপোডিয়াম অতি গভীর আক্রমণকারী সরিক ঔষধ। ইহার ক্রিয়ায় যকৃতাদি পরিপাক-যন্ত্রমণ্ডলের প্রগাঢ়তর যান্ত্রিক ও ক্রিয়াবিকারীর অবস্থা উৎপন্ন হয়। দূষিত ও অনুপযুক্ত পোষণরস কর্ত্তৃক পরিপোষিত শরীরোপাদাননিচয় নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য অথবা অসাধ্য রোগাক্রান্ত হইলে স্বাভাবিক সহানুভূতি প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে পুষ্টিহীন দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সহজেই বিচলিত হয়। রোগ মৃদুপ্রকারের বাতুলতার ভাব ধারণ করায় রোগী মানসিক অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পড়ে। রোগী ভরসাহীন, বিষাদিত ও উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া আত্মপরকালবিষয়ে বড়ই সন্দিগ্ধমনা হয়। স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ চিন্তাবিভ্রাট ঘটে। পরিপাকক্রিয়ার অত্যধিক বিধ্বস্ত অবস্থায় রোগী অতিশয় খিটখিটে, অসহিষ্ণু ও বিষাদিত থাকে, অথবা তাহার ইচ্ছার ও কার্য্যের সামান্য প্রতিবাদ করিলেই সে ক্রোধান্ধ হয়। কখন বা অত্যন্ত উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারীর ভাব ধারণ করিয়া আপনাকে

অতি গৌরবান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করে। **সাল্‌ফার, ভিরেট্রাম, বেলেডনা** এবং **প্ল্যাটিনাম** প্রভৃতি ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ।

অনিদ্রা।—প্রভৃত অজীর্ণদোষনিবন্ধন শারীরিক ও মানসিক অশান্তি **লাইকপোডিয়ামের** নিদ্রাহীনতার কারণ। রোগী শয়ন করিয়া কোনপ্রকার শরীরাবস্থানেই স্বস্তি পায় না। শান্তিহীন নিদ্রা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, কখন চমকিয়া উঠে, হস্ত পদের ঝাঁকি হয় এবং শিশু নিদ্রা ভঙ্গে রাগান্ধ হইয়া পা ছুড়িতে থাকে ও ভর্ৎসনা করে। নিদ্রায় তৃপ্তি জন্মে না। দিবসে নিদ্রালু থাকে, রজনীতে নিদ্রোত্থিত হইয়া ক্ষুধা প্রকাশ করে।

নাক্‌স্‌ভমিকা—পরিপাকবিকার ও উদরের রক্তাধিক্য ইহারও নিদ্রাহীনতা রোগের কারণ। অপরিমিত মদ্য, কাফি ও চা প্রভৃতির পানে এবং মাংসাদি আহারে যে সকল ব্যক্তির উপরিউক্তরূপ পরিপাক দোষ জন্মে তাহাদিগের অনিদ্রারোগেই **নাক্‌স্‌** বিশেষ ফলপ্রদ। প্রথম রজনীতে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় ইহারা ঝিমাইতে থাকে, নিদ্রার উপযুক্ত কালে অশান্তিপ্রদ ও তৃপ্তিহীন নিদ্রা হয় এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত ও ভীতিময় স্বপ্ন দেখিয়া বারম্বার জাগিয়া উঠে। রজনী ৪।৫ টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া কিয়ৎকাল অস্থির ভাবে থাকিয়া প্রাতঃকালে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে এবং গাত্রোত্থান করিতে অযথা বিলম্ব হইয়া যায়।

কুপ্রাম, ষ্ট্র্যামনিয়াম এবং জিঙ্কাম—এই সকল ঔষধের অনিদ্রারোগেও নিদ্রাবেশমাত্র ভীতিপ্রদ স্বপ্নে রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

নাসিকা সর্দ্দি।—**লাইকপোডিয়াম**-সর্দ্দিতে দিবারজনী অবিশ্রান্ত ভাবে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে। অতি যৎসামান্য বিদাহী স্রাব হয়। **নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎভাগের সম্পূর্ণ**

শুষ্কতা এবং রোধ এবং **সম্মুখভাগ হইতে কিঞ্চিৎ স্রাব** ইহার সর্দ্দি রোগের প্রদর্শক। নিদ্রাবস্থায় শিশুর শ্বাসরোধ হওয়ায় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে।

বক্ষঃরোগ—ব্রঙ্কাইটিস; নিউমোনিয়া প্রভৃতি।—অতি কঠিন ও সাংঘাতিক প্রকারের তরুণ ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে এবং যত্নের শৈথিল্য ও কুচিকিৎসা বশতঃ বর্দ্ধিত নিউমোনিয়া রোগে **লাইকপোডিয়াম** দ্বারা অনেক সময়ে আমরা আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়া থাকি। স্ক্রফুলা বা গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিগণই এবম্বিধ রোগের কার্য্যক্ষেত্র। এই সকল ব্যক্তি ন্যূনাধিক যকৃৎ ও অজীর্ণরোগগ্রস্ত। যকৃতের বেদনা, অম্লদোষ, উদরে বায়ুসঞ্চয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি এই সকল রোগের চিরসঙ্গী থাকায় রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় ও তাহা অতিশয় কষ্ট প্রদান করে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয় প্রকার শ্বাসনালীর অতি তীক্ষ্ণ ও তরুণ প্রতিশ্যায় বা ব্রঙ্কাইটিসরোগে দিবাভাগে শিশুদিগের বক্ষাভ্যন্তরে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় বশতঃ সাঁই সাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে। সময়ে সময়ে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ি জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি শরীরচালনায় ও নিদ্রাকালে বর্দ্ধিত হয়। চিৎভাবে শয়নে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। রোগ লক্ষণ **সন্ধ্যা ৬টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টপ্রদ। নাসাপক্ষের পাখার ন্যায় গতি হইতে থাকে।** মস্তক নত করিলে, শয়ন করিলে এবং আহার ও শীতল পানীয় পান করিলে ইহার রোগের বৃদ্ধি হয়। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত দুর্ব্বল, শীর্ণ ও উত্তেজনাপ্রবণ শিশুদিগের পুরাতন কাস রোগেও **লাইক** বিশেষ উপকারী ঔষধ।

অজীর্ণ ও যকৃৎরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের **পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস** রোগের পক্ষে ও অবস্থা বিশেষে, **লাইক** আমাদিগের শেষ ভরসা স্থল।

হরিদ্রাবর্ণ মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধ, দক্ষিণ বক্ষের নিম্নাংশে অবিরত বেদনা, মুখের হরিদ্রাভা এবং হরিদ্রাবর্ণ, ধূসরাভ হরিদ্রাবর্ণ ও সমল গয়ার ইহার সাধারণ লক্ষণ। কাসির সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের অত্যন্ত দ্রুততা জন্মে, তাহার নিবৃত্তি হইলে সহজ হইয়া যায়। উপরিউক্ত প্রকারের কাসি প্রভৃতি **ফুসফুসের বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা,** ফুসফুস নলীর **বিস্তৃতি বা ডাইলেটেসন এবং বৃদ্ধদিগের কাসি বা সেনাইল ক্যাটার** রোগে প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয়। রজনীতে সুড় সুড়ি হইয়া অনবরত খুক খুক কাসি হয় এবং বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড়ি জন্মে, কিন্তু ক্কচিৎ সামান্য কিঞ্চিৎ গয়ের উঠে।

দক্ষিণ ফুসফুসে পূয় সঞ্চার প্রযুক্ত প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর হইলে যদি পূর্ব্বোল্লিখিত পরিপাক ও যকৃৎ বিকার উপস্থিত থাকে তাহাতে **লাইক** উপকার করিতে পারে।

নিউমোনিয়া রোগে যে স্থলে ফুসফুসের অতি বিস্তৃত অংশের ঘনীভূত অবস্থা বা সলিডিফিকেসন প্রযুক্ত রোগীর অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ নাসিকা পক্ষের বিস্তৃতি হইতে থাকে, বক্ষের সঙ্কোচ ভাব ও ফুসফুসে বেদনানুভূতি হয় এবং প্রাদাহিক স্রাব পরিপাকের (Resolution) কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না তথায় **লাইক** বিশেষ ফলপ্রদ।

চিকিৎসাবিভ্রাট বশতঃ অথবা রোগের ধর্ম্মানুসারে যে সকল **রোগ টাইফইড দশা প্রাপ্ত হয়** অথবা যাহাতে **ফুসফুসে পুয়ের সঞ্চয় ঘটে** তাহাতে ইহা উপকারী। ডাং হিউজের মতে উপরিউক্ত কারণঘটিত **তরুণ থাইসিস রোগেও** ইহা অতি উচ্চ স্থানীয় ঔষধ।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক সঝিল্লিক গলক্ষত।—**লাইকপোডিয়ামের** ডিফ্‌থিরিয়া রোগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না

কিন্তু ইহার রোগ লক্ষণাদি অতি পরিস্ফুট। রোগ প্রায়শঃ গলার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে, অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে যায়। অনেক সময়ে রোগ নাসিকাভ্যন্তরে আরম্ভ হইয়া গলা বাহিয়া নিম্নাভিমুখে গল-নলী অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়। ফলতঃ রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় যখন গলার উভয় পার্শ্বই আক্রান্ত হয় তখনও দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণ তীক্ষ্ণতর থাকে ও তথায় অধিকতর সঝিল্লিক পদার্থের বর্ত্তমানতা **লাইক** নির্দ্দেশ করে। রোগের **দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ** অথবা **দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বামে গমন** এবং **অপরাহ্ন ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত যন্ত্রণার বৃদ্ধি,** ইহার প্রকৃষ্ট নির্ব্বাচক লক্ষণ। নাসিকা আক্রমণে নাসিকা পথের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। টন্‌সিল ও গলদেশের অত্যন্ত স্ফীতি ও বেদনায় পুনঃপুনঃ গলাধঃকরণ চেষ্টা করিলে গলদেশের আক্ষেপ হইয়া থাকে। রোগী নাসিকা, গলদেশ এবং বক্ষ সঙ্কুচিতবৎ অনুভব করে। ইহা রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থার অন্যতম প্রসিদ্ধ ঔষধ। রোগের অতি চরমাবস্থায় রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞানাভিভূত থাকে; স্ফীত জিহ্বা বহির্নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঝুলিয়া পড়ায় রোগী নির্ব্বোধের ন্যায় অবয়ব ধারণ করে; জাগ্রৎ এবং অজ্ঞান উভয় অবস্থাতেই দন্ত কিড়িমিড়ি থাকে; মূত্রের পরিমাণ কম হইয়া যায় এবং তাহাতে লোহিত বর্ণ বালুকার তলানি দৃষ্ট হয়। কোন প্রকার বস্তু, বিশেষতঃ শীতল পানীয় পান করিতে রোগী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে।

ল্যাকেসিস—লাইকপোডিয়াম যেরূপ গল-দেশের দক্ষিণ পার্শ্ব, **ল্যাকেসিস** তদ্রূপ বাম পার্শ্ব আক্রমণে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। **ল্যাকেসিস** ও **লাইক** উভয় রোগীরই শীতল পানীয় পানে এবং নিদ্রাভঙ্গে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। **লাইক** রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস সহ নাসাপুট বিস্তৃত হইতে থাকে; **ল্যাকেসিস** রোগী অপেক্ষাকৃত সহজে কঠিন বস্তু গলাধঃ করিতে

পারে। উভয়ই রোগের অতীব সাংঘাতিক অবস্থার ঔষধ। কখন কখন **ল্যাকেসিস** প্রয়োগে বাম পার্শ্বের রোগের উপকার হইয়া দক্ষিণের রোগ সমভাবে থাকিয়া যায়, এবং **লাইক** তাহা আরোগ্য করিতে পারে।

অজীর্ণ রোগ।—**লাইকপোডিয়াম** অতি পুরাতন ও কঠিন প্রকৃতির অম্ল ও বাতাজীর্ণের ঔষধ। ইহা বিশেষতঃ অন্ত্রের কোলনাংশমধ্যে প্রভূত পরিমাণে বায়ু উৎপন্ন করে। বায়ু সহজে নির্গত হয় না এবং ঊর্দ্ধে বক্ষোপরে তাহার চাপ হওয়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও **নাসাপুটের বিস্তৃতি** হইতে থাকে। ইহার অন্যান্য প্রকৃষ্ট লক্ষণ এই যে, **রোগী অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া আহার করিতে উপবেশন করে,** কিন্তু **অতি স্বল্পাহারেই উদরের স্ফীতি ও ক্ষণিক কষ্টপ্রদ তৃপ্তি বশতঃ ভোজন পরিসমাপ্ত করিতে বাধ্য হয়,** উদরে যেন আর সামান্য আহারেরও স্থানাভাব ঘটে; **আহারের সঙ্গে সঙ্গেই রোগী কষ্টানুভব করিতে থাকে;** কোমরে কোন প্রকার **চাপ সহ্য করিতে,** এমন কি **পরিহিত বস্ত্রের সহজ চাপও সহ্য করিতে পারে না,** তাহা শিথিল করিতে বাধ্য হয়। এবং **আহারান্তে অদমনীয় নিদ্রাকর্ষণ** হয়। **রোগী অতি বিলম্বে ও কষ্টে ভুক্ত বস্তু জীর্ণ** করিতে পারে। কখন বা হঠাৎ অতি অস্বাভাবিক ক্ষুধা জন্মিলে রোগী যাহা পায় আহার করিতে ইচ্ছা করে এবং আহার না করিলে শিরঃশূল হয়; অসময়ে আহার করিলে রজনী পর্য্যন্ত উদরের পূর্ণতা থাকিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

আমাশয়ের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অজীর্ণ রোগের পক্ষে **লাইক** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমাশয়ে অম্ল জন্মিলে মুখে অম্লাস্বাদ হয়, অম্লোদ্গার

উঠে, কিন্তু তাহাতে কষ্টের লাঘব হয় না। আমাশয়োপরিস্থ কোটরস্থান স্ফীত থাকে, কিন্তু কচিৎ বমন হইয়া অম্ল পদার্থ বহির্নিক্ষিপ্ত হয়। রোগী উষ্ণ পানীয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

নাক্স্ ভমিকা—অজীর্ণের সাধারণ লক্ষণে উভয় ঔষধ মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয় রোগীরই আহারান্তে কষ্ট উপস্থিত হয়; **লাইকর** কষ্ট আহারের সঙ্গে সঙ্গে, **নাক্সের** অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে। প্রথমের বায়ু ঊর্দ্ধাভিমুখে ঠেইলমারায় শ্বাসকষ্ট, দ্বিতীয়ের বায়ু অধাভিমুখে চাপ দেওয়ায় নিষ্ফল মলবেগের উপস্থিতি ঘটে; মলদ্বারের সঙ্কোচন লাইকর নিষ্ফল মলবেগের কারণ, **নাক্সের** তাহা অন্ত্রের বিশৃঙ্খল ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। উভয়ই কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান ঔষধ।

লাইকপোডিয়াম-অজীর্ণ-রোগীর যকৃৎ অতি গভীর রোগগ্রস্ত থাকে; ফলতঃ প্রভূত যকৃদ্দোষই ইহার অজীর্ণের প্রধান কারণ; রোগীর গাউট রোগ জন্মে ও তাহার মূত্র অধিকতর **অম্লগুণ** এবং **লিথেট** অথবা **য়ুরিক এসিড পূর্ণ থাকিয়া ঘোর হরিদ্রাবর্ণ হয় ও মূত্রে লোহিতবর্ণ তলানি পড়ে।** ইহার প্রগাঢ় অজীর্ণ দোষে বহুবিধ লক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সহিত অন্যান্য ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকায় ইহাকে অনেক ঔষধ সহ তুলনা করা যাইতে পারে।

পাল্স এবং **এনাকার্ডিও** আহারান্তে কষ্ট উপস্থিত হয়, কিন্তু **লাইকর** ন্যায় **আহারের অব্যবহিত পরেই** নহে, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে; **নাক্সের** কষ্ট অর্দ্ধ হইতে প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে হয়। **নাক্স মস্কেটাতে** আহারের সঙ্গে সঙ্গে কষ্টানুভূতি ও কোমরে সামান্য চাপেরও অসহনীয়তা **লাইকর** ন্যায়ই, কিন্তু ইহার তৃষ্ণাহীনতা সহ মুখগহ্বরের অত্যন্ত শুষ্কতা, আহার মাত্রই উদরে

প্রভৃত বায়ুর সঞ্চার, উদরাময় এবং অজ্ঞানতার ভাবসহ নিদ্রালুতা ইহাকে **লাইক** হইতে প্রভেদিত করে। আহারান্তে **ল্যাকেসিসের** উদরোপরে কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না। **লাইকতে** এ লক্ষণ কেবল আহারান্তে হয়, **ল্যাকেসিসে** ইহা সর্ব্ব সময়েই ন্যূনাধিক বর্ত্তমান থাকে।

সামান্য আহারেই **লাইকর** ক্ষুধার নিবৃত্তি ও ভরপূর আহারের অনুভূতি অন্যান্য ঔষধেও দৃষ্টিগোচর হয়। এই লক্ষণ সহ **আর্সেনিকের** জ্বালাকর আমাশয়বেদনা, মুহুর্ম্মুহু জলপান, অস্থিরতা, আহার মাত্রই বমন, বায়ুসঞ্চারের অপ্রাচুর্য্য এবং অধিকাংশ সময়ে দুই প্রহর রজনীর পর উদরাময় প্রভৃতি—**কার্ব্ব ভেজের** বায়ুর ঊর্দ্ধাভিমুখীন চাপ নিবন্ধন শ্বাসকষ্টে. **পাখার বাতাসের** আবশ্যকতা, উদরাময়ের বর্ত্তমানতা, **ভুক্ত বস্তুর পচনশীলতা** এবং জীবনীরসাপচয় নিবন্ধন রোগীর **জীবনীশক্তির অবসাদ** বশতঃ দৈহিক **তাপাল্পতা** প্রভৃতি—**চায়নার** জৈব রসক্ষয় বশতঃ দুর্ব্বলীভূত আমাশয়ের ফলাদি খাদ্যবস্তু পরিপাকের অক্ষমতা, বহু সময় পরেও উদরাময়ে **অপরিপক্কাবস্থায় ভুক্ত বস্তুর নির্গমন, তদ্রূপই বমন,** রজনীতে ও আহারান্তে উদরাময়ের বৃদ্ধি অথবা **শিরোঘূর্ণন** এবং **কর্ণের ঘণ্টাধ্বনি** প্রভৃতি—**সিপিয়ার** পূর্ব্বাহ্ন ১১টায় আমাশয় প্রদেশের কষ্টপ্রদ শূন্যানুভূতি, পুরাতন যকৃদ্রোগব্যঞ্জক **নাসিকোপরি আরম্ভ হইয়া উভয় গণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত অশ্ব-জিনবৎ হরিদ্রাবর্ণ কলঙ্ক,** স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রোগের প্রাধান্য এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগবশতঃ উদর ও বস্তিযন্ত্রের ঠেইল মারা ও কোষ্ঠবদ্ধে **সরলান্ত্রাভ্যন্তরে বস্তু খণ্ড থাকার অনুভূতি** প্রভৃতি—**সালফারের শ্বেত** সারময় বস্তু আহারে

মিষ্ট বস্তু আহারে লালসা এবং তাহাতে আমাশয়ে অম্ল জন্মিলে বুক জ্বালা ও অম্ল বমন, **উগ্রমদ্যে ও দুগ্ধে অদম্য প্রবৃত্তি** এবং তাহাতে অম্লের বৃদ্ধি এবং ইহার **তাপোচ্ছ্বাস** ও **শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে জ্বালার অনুভূতি**—প্রভৃতি লক্ষণ **লাইককে** অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

লাইক-রোগীর আবেশে আবেশে হঠাৎ অতি ক্ষুধার আক্রমণে তখনই **আহার না করিলে শিরঃশূলের** উপস্থিতি **কাক্‌টাস্ গ্র্যাণ্ডি** ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষোক্ত ঔষধের অজীর্ণ রোগ **হৃৎপিণ্ডবিকারের ফল**।

উদরাধ্মান বা ফ্লাটুলেন্‌স্।—উদরে বায়ুর সঞ্চার বিষয়ে **লাইক** একটি প্রধান ঔষধ। অন্যান্য ঔষধের সহিত তুলনা দ্বারা ইহার বিশেষতা প্রদর্শিত হইল।

লাইক ও কার্ব্বভেজ—প্রথমে অন্ত্রের, দ্বিতীয়ে বিশেষরূপে আমাশয়ের আধ্মান জন্মে। **লাইকর** অজীর্ণে অম্ল উৎপন্ন হইয়া মুখ অম্লাস্বাদ হয় ও অম্লোদ্‌গার উঠে, **কার্ব্বের** অজীর্ণে ভুক্তবস্তু উদর মধ্যে পচিয়া মুখের তিক্তাস্বাদ জন্মে এবং পচা ও দুর্গন্ধ উদ্‌গার ও বাতকর্ম্ম হয়। উভয় ঔষধেই শ্বাসকষ্ট আছে; **লাইকর** তাহাতে **নাসাপুটের বিস্তৃতি** হইতে থাকে, **কার্ব্ব পাখার বাতাস চাহে**; একে কোষ্ঠবদ্ধ ও অপরে উদরাময় অথবা আমরক্তরোগ থাকে। **কার্ব্ব-রোগী** ন্যূনাধিক পতন বা কোলাপ্স অবস্থাগ্রস্ত হওয়ায় তাহার নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হয়।

গ্রাফাইটিস—ইহাতেও উদর স্ফীতি জন্মে, অধিকন্তু ইহাতে আমাশয়ের স্নায়ুশূল উৎপন্ন হওয়ায় আমাশয়ের জ্বালা সহ আক্ষেপিক বেদনা হয়। উদরাধ্মানবশতঃ ইহার হঠাৎ শ্বাসকৃচ্ছ্রের ও আমাশয়ের বেদনার আহারে উপশম হয়। কোষ্ঠবদ্ধে শ্লেষ্মাজড়িত মলের সহিত থানা থানা

শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতা এবং মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বিদারণ প্রভৃতি ইহাকে **লাইক** হইতে প্রভেদিত করে।

সাল্‌ফার—ইহাতে রোগীর বাম কুচকির উর্দ্ধে বায়ুর সঞ্চয় হয় ও মুখে অম্ল এবং তিক্তাস্বাদ থাকে।

র‍্যাফেনাস—উদরে বায়ুর সঞ্চয় হইয়া আটকাইয়া থাকে, মোটেই সরে না।

যকৃৎরোগ—সিরসিস্ বা যকৃৎক্ষয়রোগ।—**লাইক-পোডিয়াম্** সামান্য হইতে অতি কঠিন ও সাংঘাতিক যকৃৎরোগ-চিকিৎসার অন্যতম প্রয়োগপযুক্ত ঔষধ। রোগ অসাধ্য হইলেও এতদ্দ্বারা আমরা রোগীর অনেক আনুষঙ্গিক কষ্টের উপশম করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। যকৃৎরোগই ইহার পূর্ব্ববর্ণিত নানা প্রকার অজীর্ণ লক্ষণের মূল কারণ। ইহা "নাট্‌মেগ্ লিভার", "সিরসিস্ বা যকৃতের ক্ষয়রোগ", যকৃৎস্ফোটক ও পিত্তশিলা প্রভৃতি কঠিন কঠিন পুরাতন যকৃৎরোগের বিশেষ উপশমকারী ঔষধ। সাধারণ লক্ষণ—লেপযুক্ত জিহ্বা এবং অম্ল ও কখন কখন প্রাতঃকালে পচা আস্বাদযুক্ত মুখ; অতি ক্ষুধায় অল্লাহারেই অতি ভোজনের অনুভূতি; উদরের প্রভূত বায়ুসঞ্চার; যকৃৎস্থানে স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং আকৃষ্টতা ও যকৃতে ঝাঁকি লাগার ন্যায় টাটানি; কুক্ষিদেশ পতর দ্বারা ও আমাশয়োর্দ্ধদেশ পাশাপাশি ভাবে রজ্জু দ্বারা কষিয়া রাখার ন্যায় অনুভূতিতে রোগী শরীর প্রসারণে অক্ষম। ন্যাবা লক্ষণের স্থলে ইহার রোগে বিশেষ পাণ্ডুরতা জন্মে। পিত্তশিলা জন্মিলে অতি ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক বেদনা এবং অনেক সময়ে বমন পর্য্যন্ত হয়। অধিকাংশ সময়ে অতিরিক্ত মদ্যপান **লাইকরোগের** কারণ; উদরি ও পদশোথ প্রভৃতি ইহার পরিণাম ফল।

চেলিডনিয়াম্ প্রভৃতি ঔষধ সহ ইহার বেদনাদি অনেক লক্ষণের সাদৃশ্য আছে (প্রঃ খঃ চেলি পৃঃ ৩৬৭—৩৭২)।

নেট্রাম সাল্ফ—রোগীর মুখ ক্লেদবৎ বিকটাস্বাদযুক্ত, সে মনে করে তাহার পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। যকৃতের গুরুত্বানুভূতি ও টাটানি, রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে, কিন্তু বাম পার্শ্বে শয়নে যকৃৎ যেন ঝুলিয়া পড়ার ও তাহাতে টান লাগার অনুভূতি জন্মে। ডাং শালারের টিস্যুরেমিডিতে ইহা যকৃৎ রোগের একটী প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। এতদ্দ্বারা অনেকের উপকারও হইয়াছে। ডাং আলফ্রেডপোপ পুরাতন যকৃৎ রোগে **লাইককে** প্রধান স্থান প্রদান করেন। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের ও পৃষ্ঠের বেদনা নিবারণে ইহা মহৌষধ। পৃষ্ঠের উভয় অংসফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে জলন্ত অঙ্গারদাহনবৎ জ্বালা এবং কোমরের বেদনা, আকৃষ্ট ভাব ও কাঠিন্য এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগ।—**লাইকপডিয়াম্** কোষ্ঠবদ্ধ রোগের একটি প্রধান ঔষধ; সরলান্ত্রের সঙ্কোচন প্রযুক্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। মলত্যাগ করিবার পরেও অন্ত্রাভ্যন্তরে বিষ্ঠা থাকিয়া যাওয়ার অনুভূতি জন্মে। বিষ্ঠা শুষ্ক ও কঠিন, অথবা তাহার প্রথমাংশ কঠিন ও শেষাংশ কোমল। সরলান্ত্রের সঙ্কোচন বশতঃ মল নির্গত না হওয়ায় পুনঃপুনঃ সবলে বেগ দিলে অন্ত্রাংশ বহির্নিষ্ক্রান্ত হয় ও ক্রমে অর্শ জন্মে। শিশু ও গর্ভিনীদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা উপকারী; ডাং হার্টম্যান এস্থলে ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মলত্যাগের পরেই **উদরের গড় গড় শব্দে ডাক** ইহার কোষ্ঠবদ্ধের প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

সিলিসিয়া—ইহাতেও **লাইকর** ন্যায় সরলান্ত্রের সঙ্কোচন হয়, কিন্তু বিষ্ঠা বাহির হইতে হইতে অন্ত্র মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করে।

নাক্স্ ভমিকা—**লাইকর** ন্যায় ইহাতেও নিষ্ফল মলবেগ হয়। **নাক্সের** তাহা অন্ত্রের অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়া নিবন্ধন, **লাইকর** তাহা সরলান্ত্রের সঙ্কোচন এবং বায়ুর অধোভিমুখীন চাপ বশতঃ; মানসিক লক্ষণ উভয় ঔষধকে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে।

অর্শরোগ।—স্রাবী অর্শের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অর্শের আকার তুলনায় অত্যধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হয়। ইহার অন্তর্বিধ অর্শ রক্তস্রাবের পর পূর্ব্বাবয়বপ্রাপ্ত হয় না, অধিকাংশ স্থলে শুষ্ক হইয়া নীলাভ, কঠিন ও ক্ষুদ্র আকার প্রাপ্ত হয়।

মূত্রযন্ত্র রোগ—গ্রাভেল বা পাথরি, অথবা লিথিমিয়া বা মূত্রের লোহিতবর্ণ বালুকা।—শিশুদিগের মধ্যে অনেক সময়ে মূত্র সহ লোহিত বর্ণ বালুকা নির্গত হইয়া থাকে; **শিশুর শয্যা বস্ত্রে লোহিত বর্ণ কলঙ্ক** দৃষ্ট হয়। এই বালুকা "লিথিক এসিডের অতি ক্ষুদ্রাকার দানা মাত্র"। কখন কখন কতিপয় দানা একত্রে জমাট বাঁধিয়া "পাথরি" বা "গ্রাভেলের" আকারে পরিণত হয়।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকারস্বরে ক্রন্দন, অথবা **নিদ্রা হইতে ক্রুদ্ধভাবে ও উত্তেজনা প্রবণাবস্থায় জাগ্রত হইয়া সবলে ইতস্ততঃ পদনিক্ষিপ্ত করিয়া শয্যাবস্ত্র দূরে নিক্ষিপ্ত করা ও নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রহার করা** লক্ষণ দ্বারা শিশুদিগের মধ্যে উপরিউক্ত মূত্ররোগ প্রকটিত হয়। "সোরাদোষের" ক্রিয়া নিবন্ধন বিশেষ প্রকারের ধাতুদোষ ঘটিত একরূপ "মূত্ররোগপ্রবণতার' বা "য়ুরিকএসিড ডায়াথেসিসের" ইহা ফল। যকৃদ্রোগপ্রমুখ অজীর্ণদোষ ইহার সাক্ষাৎ কারণ, এবং **লাইকর** নানাপ্রকার অজীর্ণ লক্ষণসহ জ্বর প্রভৃতি কোন কোন রোগের উপসর্গরূপেও ইহা উপস্থিত হইয়া **লাইক** নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে।

সিপিয়া—ইহাও মূত্রের লিথিকএসিডরোগপ্রশমনকারী ঔষধ। মূত্রে **লোহিতাভ, কর্দ্দমবর্ণ তলানি** বা **লোহিত বর্ণ বালুকা** দৃষ্ট হয়। ইহার মূত্রের দুর্গন্ধ ইহাকে এই পর্য্যায়ের অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে। বর্ত্তমানে এইরূপ

মূত্র-দোষবিশিষ্ট একটি রোগী আমার চিকিৎসাধীন আছেন। মূত্রসহ প্রভূত পরিমাণ ঈষৎ লাল আভাযুক্ত সমল শুভ্রবর্ণ পদার্থ মূত্রপাত্রের নিম্নে থিতিয়া পড়ে ও তাহাতে সংলগ্ন হইয়া যায়। মূত্রে ঐরূপ পদার্থের বৃদ্ধি হইলে এক মাত্রা **সিপিয়াতে** মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। মূত্রের উপরিউক্ত অবস্থার বৃদ্ধি সহ রোগীর হৃৎকম্প ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পায়। এক এক রজনীতে রোগী প্রায় ৮।১০ সের মূত্র ও তদুপযুক্ত পরিমাণ বালুকা ত্যাগ করে, **সিপিয়া** প্রয়োগে এক সময় মূত্র ও বালুকার পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় ভয়াবহ হৃৎকম্প, গাত্র ও গলদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত পরিপাকযন্ত্রপথের জ্বালা, অস্থিরতা ও আহারে অপারকতা প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যুপ্রায় অবস্থা ঘটিয়াছিল, এক মাত্রা **ল্যাকেসিস্** প্রয়োগে তাহা বিদূরিত হয়।

প্রথম নিদ্রাবস্থার শয্যা-মূত্র রোগেও **সিপিয়া** উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেঞ্জইক এসিড ও সার্সাপেরিলা—এই দুই ঔষধেও শিশু মূত্রত্যাগ কালে ক্রন্দন করে ও মূত্রে তলানি পড়ে। কিন্তু **প্রথমের মূত্রের অশ্বের মূত্রের ন্যায় উগ্র ঘ্রাণ** ও **দ্বিতীয়ের মূত্রের** অল্পতা, তাহাতে শুভ্রবর্ণ বালুকার বর্ত্তমানতা, মূত্রের ক্লেদময় অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরমিশ্রিত ভাব এবং **মূত্রত্যাগান্তে মূত্রনালীর অধিকতর বেদনা,** ইহাদিগকে **লাইক** হইতে প্রভেদিত করে। শেষোক্তের পরিষ্কার মূত্রের অধোদেশে তলানি পড়ে।

নেট্রাম মিউ—ইহাতেও মূত্র সহ "লোহিত বালুকা" বা "ইষ্টক গুড়িকার ন্যায় পদার্থ" নির্গত হয়; রোগী মূত্রত্যাগান্তে মূত্রপথের জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং উদরাভ্যন্তরে আক্ষেপিক সঙ্কোচন অনুভব করে।

ডিজিটালিস্—মূত্রত্যাগে মূত্রস্থালী-গ্রীবার দপদপানি বেদনা হয় ও অল্প পরিমাণ ঘোলাটে মূত্রে লোহিতবর্ণ বালুকা থাকে।

কুপ্রাম্, বেল, ষ্ট্র্যাম এবং **জিঙ্কাম** প্রভৃতি ঔষধেও **লাইকর** ন্যায় রোগীর যেন ভীত অবস্থায় ক্রন্দন সহ নিদ্রাভঙ্গ হয়।

ককাস্ কেক্টাই—মূত্রদোষের অনেক লক্ষণেই **লাইক** সহ ইহার সাদৃশ্য আছে। "লিথিকএসিড বা গাউট রোগ প্রবণতা"র পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুক্রমেহ রোগ বা স্পার্ম্মাটরিয়া।—**লাইকপোডিয়াম্** এ রোগের বড় শোচনীয় অবস্থার ঔষধ। লিঙ্গ প্রায় সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়া জড় সড় ও শীতল অবস্থায় থাকে। লিঙ্গোত্থান না হইয়াই রেতস্খলন হয়। ডাং লিলিয়েন্থাল ইহাকে "বৃদ্ধের শান্তি" বা "ওল্ড ম্যান্স্ বাম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রোগীর **লাইক** সদৃশ অজীর্ণ দোষাদি থাকে। ইহা বিশেষরূপে অধিক বয়স্ক ভগ্নহৃদয় রোগিদিগের পক্ষে উপযোগী।

উপদংশ রোগ বা সিফিলিস্।—পুরাতন উপদংশ ঘটিত গলাভ্যন্তর দেশের ক্ষত এবং ললাটে ধূসরাভ তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ আরোগ্য বিষয়ে **লাইক** বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ডাং জার এরূপ রোগে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা নিরাময়িক প্রতিক্রিয়া আনয়ন দ্বারা আরোগ্য-চিহ্নবিরহিত উপদংশ ক্ষত আরোগ্য করিতে সক্ষম।

শিরারোগ—জটুল বা নিভাস (Nævus) শিরা প্রসারণ বা ভেরিকজ ভেন্স।—শরীরের স্থান বিশেষের এক প্রকার আজন্ম কলঙ্ককে জটুল বলে। ইহা আরোগ্য করিতে ঔষধের বিশেষ কোন ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। তথাপি **লাইক** ও **ফ্লুওরিক এসিড** স্থান-বিশেষে ইহা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া শ্রুত হয়।

যকৃৎশিরায় শোণিতগতির রোধবশতঃ অধঃ-অঙ্গের স্থানবিশেষে **শিরা-স্ফীতি** বা তাহার **ভেরিকজ অবস্থা** **লাইক** আরোগ্য

করিতে সক্ষম। পদের, বিশেষতঃ দক্ষিণ পদের এবং গর্ভিনী স্ত্রীলোকদিগের ভগৌষ্ঠের বা লেবিয়ার শিরাস্ফীতি রোগে ইহা উপকারী।

সবিরাম জ্বর।—এই জ্বরের শীতকম্প অপরাহ্ন ৪টা হইতে রজনী ৮টার মধ্যে যে কোন সময়ে আক্রমণ করে। সন্ধ্যা ৭টার সময় ভয়ঙ্কর কম্পসহ যে শীত হয় তাহাতে রোগী বিলক্ষণরূপে বস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও বরফের উপর শয়ন করিয়া থাকার ন্যায় শৈত্যানুভব করে। শীত দুই ঘণ্টা কাল থাকার পর রোগী স্বপ্নময় নিদ্রাগ্রস্ত হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে শরীরময় ঘর্ম্ম দেখা দেয়। ঘর্ম্মান্তে অত্যধিক তৃষ্ণা ও শীতাবস্থায় বরফবৎ শৈত্যানুভূতিই এই জ্বরের বিশেষতা।

অন্যপ্রকার জ্বরে বিবমিষা এবং বমন হইয়া শীতকম্প ও তদন্তে তাপ না হইয়াই ঘর্ম্মের উপস্থিতি। তাপের অভাব এ জ্বরের প্রদর্শক। শীতান্তে তাপ হইলে তাপকালে তৃষ্ণা হইয়া রোগী মুহুর্ম্মুহু অল্প পরিমাণ জলপান করে। তাপ হইলে সন্ধ্যাকালে মধ্যে মধ্যে তাহার উচ্ছ্বাস হইতে থাকে। শীত এবং তাপের মধ্যবর্ত্তী কালে অম্ল বমন হয়। শীতের পরে মুখমণ্ডল ও হস্তে স্ফীতির ভাব হইয়া তাপোচ্ছ্বাস হয়।

টাইফয়েড জ্বর বা জ্বরবিকার।—**লাইক**—এরূপ জ্বরের প্রথমাবস্থায় ক্বচিৎ ইহার লক্ষণ উপস্থিত হয। জ্বরের শেষ বা গভীরতর অবস্থায়, প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ণ হইবার সময়, নিয়মিত উদ্ভেদ বাহির না হইলে রোগের অতি গুরুতর অবস্থায় নিম্ন লিখিত লক্ষণ উপস্থিত হইলে **লাইক** দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সংজ্ঞা লোপ হইয়া রোগী অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করে, শয্যা খোঁটে; উদর স্ফীত হইয়া ডাকিতে থাকে; কোষ্ঠবদ্ধ হয়; অঙ্গাদির স্থানে স্থানে হঠাৎ ঝাঁকি এবং অনৈচ্ছুক মূত্রত্যাগ অথবা মূত্ররোধ ঘটে; অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগে শয্যোপরি লোহিতাভ কলঙ্ক পড়ে। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার সহ পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রন্দন অনেক সময়ে টাইফয়েড জ্বরে অথবা টাইফয়েড অবস্থাগ্রস্ত স্কার্লেটিনা

প্রভৃতি অনেক রোগে **লাইকর** উপযোগিতা বিষয়ে প্রথমে আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে।

রোগের অতি শোচনীয় অবস্থার সময় মস্তিষ্কের প্রভূত দুর্ব্বলতাবশতঃ যখন রোগীর সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়া এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের উপক্রম সূচিত করে তখন **ল্যাকেসিসের** কার্য্যপূরকস্বরূপে ইহা রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়া থাকে। **লাইকর** টাইফয়েড জ্বরাদিতে রোগীর **এক পদ শীতল, অন্য পদ তপ্ত থাকা** প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

শোথ বা ড্রপ্সি—উদরী প্রভৃতি।—**লাইকপোডিয়াম্** অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য যকৃৎরোগের ঔষধ। যকৃচ্ছিরায় শোণিত গতির বাধা জন্মিয়া উদরযন্ত্রাদির রক্তাধিক্য বশতঃ উদর ও পদ প্রভৃতি অধঃ শরীরার্দ্ধে জলশোথ উৎপন্ন হইয়া যদি স্ফীত পদের স্থানে স্থানে ক্ষত জন্মে এবং তাহা হইতে রস বা সিরাম্ ক্ষরণ হয় তৎপক্ষে **লাইক** অতি **প্রধান** ও উৎকৃষ্ট ঔষধ; **রাস** অথবা **আর্স** অন্যতম ঔষধ। **হৃৎপিণ্ডবেষ্টঝিল্লীর জলশোথ** বা **হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম্** রোগেও **আর্স** দ্বারা ফল না হইলে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

লেক্‌চার ২৮ (LECTURE XXVIII)

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা (Calcarea Carbonica).

প্রতিনাম।—ক্যাল্‌কেরিয়া অষ্ট্রিয়ারাম হানিম্যানাই।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে শম্বুকাবরণের (শম্বুকের খোলোষ) বহিরভ্যন্তর মধ্যবর্ত্তী শুভ্র পদার্থের ট্রিটুরেষন বা চূর্ণ, উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—প্রায় দুই মাস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ১২ হইতে ৩০ এবং ২০০ ক্রম, কচিৎ ৩ ট্রিটুরেষনও ব্যবহৃত হয়। ইহার অতি উচ্চ ১০০০০০ (c. m.) ক্রমের ব্যবহারও বিরল নহে।

উপচয়।—পূর্ব্বাহ্নে, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে অথবা মধ্য রজনীতে; শৈত্যে এবং শীতল বায়ুতে। উচ্চারোহণে; সঙ্গমকালে ও তাহার পরে; পরিশ্রমে; ভ্রমণে; আহারান্তে; দুগ্ধপানে; পূর্ণিমার সমসম কালে অথবা পূর্ণিমার সময়ে।

উপশম।—পুরাতন অসুস্থাবস্থায় প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবসে; শুষ্ক, উষ্ণ আবহাওয়ায়; বেদনাযুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে।

সম্বন্ধ।—ক্যাল্কেরিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, নাই এসি, নাইট্র. স্পি. ডা, নাক্‌স্ ভ, সাল্‌ফার।

ক্যাল্‌কেরিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এসেটিক এসি, বিস্‌মাথ, সিঙ্কনা, সিঙ্ক সাল্‌ফ, নাই এসি, সাল্‌ফার।

ক্যাল্‌কেরিয়া যাহার পরে প্রয়োজ্য—সিঙ্কনা, কুপ্রাম, নাই এসি, সাল্‌ফার।

ক্যাল্‌কেরিয়ার পরে প্রযোজ্য লাইক, নাই এসি, ফস্‌ফরাস্‌, সিলিক।

ক্যাল্‌কেরিয়ার কার্য্যপূরক—বেল।

ক্যাল্‌কেরিয়া এবং **টুবাকু্র্লিনাম্‌** যে রোগের পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য, সেই রোগের তরুণ অবস্থায় **বেল** কার্য্যকারী, অর্থাৎ বেল, ক্যাল্কে ও টুবাকু্র্র তরুণ প্রতিরূপ।

হানিমান বলিয়াছেন "**নাই এসি ও সাল্‌ফারের** পূর্ব্বে **ক্যাল্‌কেরিয়া** ব্যবহার করা সুফলপ্রদ নহে" কেন না তাহা বৃথা উপদ্রব উপস্থিত করিতে পারে।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্ণি, আর্স, ব্যারা কা, বেল, ক্যাল্কে ফস্‌, সিঙ্ক, কুপ্রাম্‌, আয়ডি, গ্র্যাফা, লাইক, ক্যালি কা, ম্যাগ্নে কা, নাই এসি, মার্কু, ফস, সিপিয়া, সিলিক ও সালফার।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যাহারা শ্লৈষ্মিক (Leucophlegmatic) ধাতুবিশিষ্ট; যাহাদিগের কেশ কটা, রেশমের ন্যায় সুন্দর; ত্বক কোমল এবং চক্ষু নীলবর্ণ; যাহারা গণ্ড-মালাধাতুবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল, ভীরু এবং ভ্রমণে সহজেই ক্লান্ত; যাহারা উপরতলায় উঠিলে শ্বাসবিহীন হইয়া উপবেশন করিতে বাধ্য হয়; যাহাদিগের উচ্চে আরোহণে ও নিম্নে অবরোহণে শিরোঘূর্ণন হয় (বোরাক্স); **শরীর সহজেই স্থূল** ও **উদর বৃহৎ হইয়া** যাহারা জড়প্রায় হইয়া যায়, এবং যে সকল শিশুর মুখমণ্ডল রক্তিমাবিশিষ্ট, পেশী শ্লথ্‌থসে বা শিথিল; যাহারা সহজে ঘামে ও তজ্জন্য **শৈত্যাক্রান্ত হয়**; যাহাদিগের মস্তক ও উদর বৃহৎ; যাহাদিগের মূর্দ্ধারন্ধ্র ও মস্তকাস্থির সন্ধিনিচয় উন্মুক্ত; নিদ্রাকালে মস্তকে অধিক ঘর্ম্ম হয় ও অধিক স্থান ব্যাপিয়া উপাধান ঘর্ম্ম সিক্ত থাকে (স্যানি, সিলিক); যে সকল শিশু দন্তোৎগমকালে রোগাক্রান্ত হয় এবং

যাহাদিগের রোগকালে অথবা রোগারোগ্যাবস্থায় **ডিম্বের উপর লালসা জন্মে** তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

পরিপাকযন্ত্রপথের অম্লরোগ, অম্লোদ্গার, অম্লবমন, অম্লবিষ্ঠা, সংদয় শরীরে অম্লঘ্রাণ (হিপার, রিয়াম)।

যে সকল বালিকা **স্থূলকায়, শোণিতসম্পন্ন** ও **দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু ;** যাহাদিগের প্রথম ঋতু প্রচুর এবং অধিককাল স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত **শীঘ্র আরম্ভ হয়,** এবং অবশেষে আর্ত্তবাভাব ঘটে এবং মৃৎপাণ্ডু অথবা ক্লরসিস্ হইয়া স্বল্প ঋতুস্রাব অথবা ঋতুরোধ হয়।

বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব হয়; পদ সর্ব্বদা শীতল ও আর্দ্র থাকায় যাহারা বোধ করে যেন পদে **শীতল ও আর্দ্র ষ্টকিং** পরিহিত আছে; ইহাদিগের ঋতুরোধ করা কঠিন যে হেতু সামান্য মানসিক উত্তেজনাতেই প্রচুর ঋতুস্রাব পুনরাগত হয় (সাল্ভার, টুবাকু´)।

বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবে বলিয়া অথবা কেহ তাহার মানসিক গোলমাল ভাব বুঝিতে পারিবে বলিয়া স্ত্রী রোগী ভীত হয় (একটিয়া)।

শীতল বায়ুতে অনিচ্ছা; সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ হইলে রোগী বোধ করে যেন তাহা শরীরের গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে; আর্দ্র শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অসহিষ্ণু।

উপযুক্ত সমীকরণ (Assimilation) অভাবে পুষ্টিহানি প্রযুক্ত রোগ; **অস্থিজননের অসম্পূর্ণতা**; শিশু সহজে হাটিতে পারে না এবং তজ্জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টাও করে না।

রোগী পরিষ্কার মুক্ত বায়ুর জন্য প্রবল ইচ্ছা, তাহাতে মানসিক স্ফূর্ত্তি হয়, উপকৃত বোধ করে এবং শক্তি পায় (সালফার)।

সর্ব্ব শরীরে, **শরীরাংশ বিশেষে** (বেঞ্জো, কেলি বাই), বিশেষতঃ মস্তকে, আমাশয়ে, উদরে, পদে এবং জঙ্ঘায় শৈত্যানুভূতি।

শরীরাংশ বিশেষের ঘর্ম্ম; **মস্তক** সিক্ত ও শীতল থাকে; মস্তকের পশ্চাৎ ভাগের, গ্রীবা পশ্চাতের, বক্ষের, কক্ষদেশের, জননেন্দ্রিয়ের, হস্তের, জানুর, এবং পদের (টুবাকু, সিপিয়া) প্রচুর ঘর্ম্ম।

আমাশয়োর্দ্ধপ্রদেশের (pit of stomach) **গামলার তলার ন্যায়** স্ফীতি ও চাপে বেদনা। শীতল জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিলে অথবা ছাঁচ কিম্বা পুঁতুল প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য শীতল কর্দ্দমের কার্য্য করিলে মূত্ররোগাদি জন্মে।

কোষ্ঠবদ্ধে সরলান্ত্র ক্রিয়াহীন থাকে ও বিষ্ঠা অস্বাভাবিক উপায়ে নির্গত করিতে হয় (এলোজ, স্থানিকু, সিলি, সিপি, সিলিক)।

প্রাতঃকালে বেদনাহীন স্বরভঙ্গ। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সর্ব্বপ্রকারে ভাল থাকে। ম্যাগ্নেটিকশক্তি লাগাইতে ইচ্ছা করে (ফস্‌)।

রোগকারণ।—শীতল জল মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া কর্ম্মাদি; কুম্ভকার ও ইষ্টকনির্ম্মাণকারী প্রভৃতির শীতল কর্দ্দমের কার্য্যাদি; বাগানের মালির ও তরকারির এবং ফলের চাষিদিগের শীতল তরিতরকারি ও ফল নাড়াচাড়া (জিঙ্ক, ভ্যালে,) **ক্যাল্কেরিয়ার** সাধারণ রোগ কারণ। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা; শরীরের বিকম্পন (Concussion); মানসিক শ্রম ও উত্তেজনা; শারীরিক শ্রমাধিক্য; শোণিতাদি জীবনীরসক্ষয়; অজীর্ণ; সুরাবিষয়ক অমিতাচার এবং হস্তমৈথুন প্রভৃতি ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাল্কেরিয়ার আদি বা মূল ক্রিয়া শারীরিক পুষ্টি, বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ এবং উপাদানের পুনরুৎপাদন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদক যন্ত্রমণ্ডলে হইয়া থাকে। ইহা স্রাব, নিস্রাব ও পোষণ ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ উত্তেজনা উপস্থিত করে এবং তন্নিবন্ধন শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপিত হওয়ায় তাহাদিগের পুষ্টি ও ক্রিয়াবিকার উপস্থিত হইলে শরীরোপাদানাভ্যন্তরে পার্থিব লবণ সঞ্চয় ও শোণিতোপাদানের গভীর

পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইহারই ফলে সমীকরণ ও উপাদান পুনরুৎপাদনের বিকার জন্মিয়া গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা, গুটিকোৎপত্তি বা টিউবার্কুলোসিস্ ও অস্থিবিকার প্রভৃতি তিন প্রকার পুষ্টিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই কারণে এই ত্রিবিধ রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিকিৎসায় ক্যাল্কেরিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—পেশী, অস্থি, দন্ত এবং রস, রক্ত ও স্রাব প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বপ্রকার শরীরিক পদার্থের ক্যাল্কেরিয়া বা চূর্ণ একটী অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই কারণে দেহোপাদানে উপরিউক্ত পদার্থের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে শরীর গঠন ও যান্ত্রিক ক্রিয়াদির নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত গণ্ডমালাদি এইরূপ ক্রিয়া-বিকার ঘটিত রোগ।

বহু পূর্ব্ব হইতেই শিশুদিগের দুগ্ধ পরিপাকের সাহায্যার্থ ও বয়ঃপ্রাপ্ত-দিগের অম্লনিবারণ উদ্দেশ্যে ইহা স্থূলভাবে যথাক্রমে চূণের জল ও চাখড়িরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু মহাত্মা হানিমানই কঠিন কঠিন রোগে ইহার বহু বিস্তৃত ভেষজগুণ সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, তিনি কেবল ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব ও ক্যাল্কেরিয়া এসেট পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অধুনা ইহার অন্যান্য লবণ বা সল্টেরও ব্যবহার হইতেছে। তন্মধ্যে ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ব্যতীত অপর সল্টগুলির পরীক্ষার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

শম্বুকাবরণের বহিরভ্যন্তরস্তরমধ্যস্থ পদার্থ অবিমিশ্র ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনেট বলিয়া বিশ্বাস থাকায় হানিমান ইহার ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা নামকরণ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার সহিত কিঞ্চিৎ জান্তব পদার্থ ও কাল্কেরিয়া ফস্ও থাকে। এই কারণে ডাং হেরিং ইহাকে ক্যাল্কেরিয়া অষ্ট্রীয়ারাম নামপ্রদান করিয়াছেন।

ক্যাল্কেরিয়া উগ্রগুণ বিশিষ্ট পদার্থ। ইহা পরিপাক, সমীকরণ ও উপাদানের পুনরুৎপাদন ক্রিয়া প্রভৃতির বিকার উপস্থিত করে। পরিপাকের

অপকর্ষ হেতু ভুক্তদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয় না এবং অপরিপক্ক, অপকৃষ্ট ও উগ্র পুষ্টি রসের সৃষ্টি হয়। এই রস ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপাদানে নীত হইয়া তাহাদিগকে মৃদুভাবে উদ্দীপিত করে এবং এই উদ্দীপনা হেতু শরীরোপাদাননিচয়ের পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহারই ফলে অতীব দ্রুত গতিতে শরীরের গঠনোপাদান সকল সৃষ্ট হইতে থাকে। এই উপাদান দেহোপাদানের সমজাতীয় জৈব পদার্থ হইলেও অস্বাভাবিক ত্বরিত গতিতে সৃষ্ট হওয়ায় অপক্কতা দোষ ঘটে এবং অতিশয় ধ্বংসপ্রবণ হয়, এবং উহা দ্বারা যে সকল দেহোপাদান বর্দ্ধিতায়তন হয় তাহাও নিতান্ত শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। শরীরে বসা পদার্থের বৃদ্ধি হয়, এবং কোন কোন স্থলে যন্ত্রবিশেষে ইহা টুবার্কল বা গুটীকারূপ রোগজ পদার্থ উৎপাদিত করে। উপরোক্ত অপকৃষ্ট উপাদানগঠিত দেহ স্থূল, শিথিল ও অসৌষ্ঠবগঠন হয় এবং রঞ্জন পদার্থের অপরিপক্কতা হেতু বর্ণের পাণ্ডুরতা জন্মে। সর্ব্বপ্রকার শরীরোপাদানেই ক্যাল্‌কেরিয়ার ক্রিয়া আছে, কিন্তু রসগ্রন্থিমণ্ডল ও অস্থির সহিত ইহার বস্তুগত নির্ব্বাচিত ক্রিয়া সম্বন্ধ থাকায় উপরোক্ত রূপ রোগজ ক্রিয়া গ্রন্থিমণ্ডল ও অস্থির বিকারে ও বিশেষ বিশেষ শরীরযন্ত্রের গুটিকোৎপত্তিতেই বিশেষরূপে স্পষ্টিকৃত হয়।

বর্দ্ধিতোন্মুখ শিশুশরীরেই ক্যাল্‌কেরিয়া ধাতুর বিশেষ পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। শিশুর মস্তকাস্থির অসম্পূর্ণ গঠন হেতু ব্রহ্মরন্ধ্রাস্থি বিলম্বে পরিপূরিত হয়। অস্থির কোমলতা বশতঃ অঙ্গবৈকল্য ঘটে, শরীর স্থূল, গোল গাল ও কিঞ্চিৎ ভুঁড়িবিশিষ্ট ও বর্ণ ফ্যাকাসে হয়। চলিত ভাষায় শিশু বিলক্ষণ নাদুশ নুদুশ, সুন্দর, নীলচক্ষু ও প্রিয়দর্শন হয়, এবং তাহাকে দেখিলেই লোকে স্বতঃই কোলে লইতে ইচ্ছা করে। এই সকল শিশু স্বভাবতঃ ধীর, জড়প্রায় ও নিস্তেজমস্তিষ্কবিশিষ্ট এবং ইহাদিগের শিশুসুলভ ঔদ্ধত্য ও কোলবিশেষের আকৃষ্টতা না থাকায় ইহারা সহজেই লোকপ্রিয় হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত কারণাদিতে শরীরোপাদানাদির যে রোগপ্রবণ অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাকে গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা বলা হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্ববর্ণিত "সোরা"রই প্রকারভেদ মাত্র। গণ্ডমালা ঘটিত রক্ত দোষ ও রোগপ্রবণতাবিশিষ্ট শারীরিক প্রকৃতিকে "গণ্ডমালা নিবন্ধন ধাতুদোষ" [Dyscrasia] এবং গণ্ডমালাঘটিত শারীরিক অসুস্থাবস্থাকে "গণ্ডমালীয় ভগ্নস্বাস্থ্য" (Cachexia) এবং গণ্ডমালা কর্তৃক পরিবর্ত্তিত শারীরিক ও মানসিক স্বভাবকে "গণ্ডমালা ধাতু" বলা যায়।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা অথবা অষ্ট্রীয়ারামই গণ্ডমালা রোগের সাধারণ ঔষধ এবং ইহারই ঔষধ গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। ঔষধ গুণ বিষয়ে ক্যাল্কেরিয়া এসেট্রিকা সহ ইহার বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ইহার অন্যান্য নবাবিষ্কৃত সল্ট মধ্যে ক্যাল্কে আর্স, পরিস্ফুট গণ্ডমালা রোগীর আর্সেনিক সদৃশ টাইফয়েড লক্ষণে—আর্সেনিকের লক্ষণাদিযুক্ত গভীর, পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ উপস্থিত হইলে—ক্যাল্কে ফ্লুয়রেটা, গণ্ডমালাঘটিত অস্থিরোগে—ক্যাল্কে আয়ডেটা গণ্ডমালাপ্রযুক্ত রসগ্রন্থিস্ফীতির প্রাধান্য থাকিলে—ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্রিয়ায় শিশু বড় বিস্মৃতিশীল হয়। বাক্যগঠনে এক স্থানের কথা অন্যস্থানে ব্যবহার করে, মনের ভাব যথাযথ প্রকাশে অক্ষম হয়। কোন বিষয় চিন্তা করা কষ্টসাধ্য হয়। কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকে না, এবং শিশুর মানসিক অবসাদ, বিষণ্ণতা এবং ক্রন্দনশীলতা বর্ত্তমান থাকে। শীঘ্রই যেন কোন অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া সর্ব্বদা ভয়। সন্ধ্যাসমাগমে ভীতি ও কম্প, বোধ যেন ভীতির বিষয় আমাশয় হইতে উত্থিত হইতেছে। **বুদ্ধিহারা হইবে অথবা লোকে তাহার মানসিক অস্থৈর্য্য বুঝিতে পারিবে বলিয়া ভীতি। অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং হৃৎকম্প।** বিনা কারণেই মেজাজের অসহিষ্ণু ভাব, শিশু খিটখিটে ও একগুঁয়ে হয়। মানসিক অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা।

অনুভূতি শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়া মুক্ত বায়ু মধ্যে ভ্রমণ কালে, **বিশেষতঃ দ্রুত মস্তক ফিরাইলে শিরোঘূর্ণন।** উচ্চে আরোহণে এবং উর্দ্ধদিকে তাকাইলে বোধ যেন সকল বস্তুই চক্রাকারে ঘুরিতেছে। মস্তকে শোণিতোচ্ছাস নিবন্ধন **তাপানুভূতি এবং মুখমণ্ডলের রক্তিমা ও স্ফীতি।** সর্ব্বদাই মস্তক মধ্যে গোলমাল বোধ ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা। মস্তকের উপরে, অভ্যন্তরে এবং অন্যতর পার্শ্বে শৈত্যানুভূতি।

গতিদস্নায়ু বিকারে পেশীর আনর্ত্তন ও শরীরের কম্প। কথা কহিতে দুর্ব্বলতার অনুভূতি বশতঃ রোগী কথা বন্ধ করিতে বাধ্য। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হেতু হাঁটিতে পারে না। শিশুগণ হাঁটিতে পারে না; হাঁটিতে প্রবৃত্তি থাকে না, এবং মাটিতে পা পাতে না। প্রাতঃকালে হৃতশক্তি শিশু দোতলায় উঠিতে পারে না, উঠিলে অধিকতর দুর্ব্বল বোধ করে। তাণ্ডবরোগবৎ কম্প ও মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ।

অনুভূতিদ স্নায়ুর ক্রিয়ারবিকার বশতঃ শরীরের গুরুত্বানুভূতি। শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যহানির অনুভূতি।

দিবসে নিদ্রালুতা ও ক্লান্তি বোধ। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে চক্ষুর উন্মীলন অথবা গাত্রোত্থান কষ্টকর। অবিশ্রান্ত নিদ্রাহীনতা; চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কাল্পনিক অবয়বের দৃষ্টি; রজনীতে শীঘ্র নিদ্রা হয় না। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শনে উৎকণ্ঠা জন্মে।

শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তকোপরি তক্তা স্থাপিত। ললাট দেশের গুরুত্ব, পাঠে এবং লিখিতে বৃদ্ধি। ললাটের বেদনাযুক্ত চাপ নাসিকা মধ্যে যায়। সন্ধ্যাকালে বাম মস্তকে সূচিবেধবৎ বেদনা; মস্তকের অন্যতর পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ কনকনানি ও শূন্য উদ্গার; ব্রহ্মরন্ধ্র যথাসময়ে সংপূরিত হয় না, এবং মস্তক বৃহদাকার থাকে; মস্তকের চুলকনা; শিশুকে বিরক্ত করিলে মস্তক চুলকায়; নিদ্রোত্থিত হইলে মস্তকের অতি ভয়াবহ চুলকানি।

কেশ, বিশেষতঃ মস্তক পার্শ্বের কেশ স্খলিত হয়। কেশযুক্ত স্থানে মামড়ি জন্মে। ললাটোপরে ফুসকুড়ি।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিপর্য্যয়ে অস্বাভাবিক দূরদৃষ্টি। চক্ষুর সম্মুখে ছায়ার ন্যায় দৃশ্য, দ্রষ্টব্য বস্তুর এক পার্শ্ব অস্পষ্ট হইয়া যায়। চক্ষুর সম্মুখে বিরক্তিকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা নৃত্য করিতে থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াহানি বশতঃ বধিরতা। কুইনাইন দ্বারা সবিরাম জ্বর রোধ করিলেও এইরূপ। কর্ণমধ্যে গীতিবৎ ও উচ্চ শব্দ শ্রুত হয় এবং বিদারণবৎ চড়চড় করে। চর্ব্বণ করিতে কর্ণাভ্যন্তরে চড়চড় শব্দ। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় কর্ণমধ্যে অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দবিশেষের উৎপত্তি। কর্ণমধ্যে দিপদিপানি। ঘ্রাণশক্তির দুর্ব্বলতা। নাসিকায় পশুর বিষ্ঠা অথবা পচা ডিম্বের গন্ধ। রসনেন্দ্রিয়-বিকারে জিহ্বায় অম্ল, তিক্ত এবং অতি ঘৃণাজনক আস্বাদ।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও স্ফীত চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ রেখা; রোগী কখন পাণ্ডুর এবং শুষ্ক; অবস্থান্তরে বৃদ্ধের ন্যায় লোলচর্ম্ম, এবং দন্তোদ্‌গমে বাধা জন্মে। রোগী বোধ করে যেন তাহার মুখ স্ফীত হইয়াছে। মুখাস্থিসকলের বিদারণবৎ বেদনা ও ললাটের এবং গণ্ডের খুস্কীযুক্ত আর্দ্র উদ্ভেদের জ্বালাময় বেদনা; মুখমণ্ডলে ও শ্মশ্রু মধ্যে চুলকায় ও উদ্ভেদ জন্মে। ওষ্ঠে ও মুখে উদ্‌ভেদ। প্রাতঃকালে ঊর্দ্ধৌষ্ঠ স্ফীত। **হনুনিম্নগ্রন্থির (Submaxillary glands) বেদনাযুক্ত স্ফীতি।** চক্ষু মধ্যে বালুকাকণা প্রবেশের ন্যায় অনুভূতি ও বেদনা। চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব; কণীনিকার বিস্তৃতি। চক্ষুপুট স্ফীত ও লোহিতবর্ণ, রজনীতে ও প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষু জলপূর্ণ। চক্ষুপুটের কিনারায় চুলকানি। ঊর্দ্ধ-চক্ষুপুটের আনর্ত্তন। চক্ষুর অভ্যন্তর (inner) কোণের জ্বালা ও সূচিবেধবৎ বেদনা।

বাম কর্ণের সম্মুখের স্ফীতি স্পর্শে বেদনাযুক্ত। কর্ণমধ্যে তাপ ও দপদপানি। কর্ণ হইতে পূয়স্রাব। দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতের উদ্ভেদ আর্দ্র হইয়া যায়।

নাসিকার, বিশেষতঃ তাহার মূলদেশের স্ফীতি। নাসিকারন্ধ্রের ক্ষত ও টাটানি। সর্দ্দি ব্যতীতই অথবা শুষ্ক সর্দ্দিসহ বারম্বার হাঁচি। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর নাসিকারন্ধ্রের রোধ। সর্দ্দিস্রাব সহ শিরঃশূল। রজনীতে নাসিকারন্ধ্রের শুষ্কতা; বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

রজনীতে শয়ন করিলে স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে সাঁই সাঁই শব্দ। **প্রাতঃকালে বেদনাহীন স্বরভঙ্গ।** পুনঃপুনঃ গভীর শ্বাসগ্রহণের আবশ্যকতা। **সামান্য উচ্চারোহণেই শ্বাসরোধের অনুভূতি।** রজনীতে কণ্ঠায় পালককর্ত্তৃক শুড়শুড়ির ন্যায় অনুভূতি; বিশেষতঃ রজনীতে শুষ্ক কাসি; স্বরযন্ত্র হইতে কিছু ছিঁড়িয়া আলগা হওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত ও প্রবল কাসি, প্রথমে শুষ্ক থাকিয়া পরে লবণাক্ত গয়ার উঠে; প্রাতঃকালের কাসিতে পীতাভ গয়ারের নিষ্ঠীবন। একটা ছিপির ন্যায় বস্তু গলাভ্যন্তরে উঠা নামা করার অনুভূতি হইয়া কাসির উদ্রেক হয়। শ্বাসগ্রহণে, বাঁশি বাজাইলে ও আহারে কাসির উত্তেজনা। মিষ্ট আস্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা এবং বক্ষমধ্যে কর্কশ ভাব ও টাটানি সহ রক্ত নিষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যাকালে শ্বাসপ্রশ্বাসে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। কাসিতে বক্ষের অবদারণবৎ বেদনা। **শ্বাসগ্রহণে ও স্পর্শে বক্ষের বেদনাকর অসহিষ্ণু ভাব।** অত্যধিক রক্তপূর্ণ থাকার ন্যায় বক্ষের কশাভাব ও কষ্টানুভূতি। শ্বাসগ্রহণে বক্ষাভ্যন্তরে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও উৎকণ্ঠা। শ্বাসগ্রহণে বক্ষাভ্যন্তরে টাটানি। হৃৎকম্প নিবন্ধন উৎকণ্ঠা।

নাড়ী পূর্ণ, দ্রুত, অনেক সময়ে কম্পভাবযুক্ত। শোণিতবহা নাড়ীর অভ্যন্তরে অত্যধিক আঘাতানুভূতি।

শীতল বায়ু প্রবাহ সংস্পর্শে অথবা শীতল জল পানে দন্তের কন্‌কনানি। দন্ত ঘর্ষণের প্রবৃত্তি। কষ্টকর দন্তোদ্গম। ঋতুস্রাবের পর দন্তশূল। দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব এবং তাহার স্ফীতি।

জিহ্বা শুভ্রলেপযুক্ত। জিহ্বাগ্র হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালাময় বেদনার উষ্ণবস্তুর আহারে ও পানে বৃদ্ধি। গিলিতে জিহ্বার অধঃদেশে বেদনা; মুখাস্বাদ অম্ল, ক্লেদের ন্যায় ও ঘৃণাজনক।

গলাভ্যন্তরে বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গলাধঃকরণ কালে গলদেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। তালু, উপজিহ্বা অথবা টন্‌সিলের প্রাদাহিক স্ফীতি বশতঃ গলাধঃকরণে বোধ যেন গলদেশ সঙ্কুচিত, গলনিম্ন ও অন্ননালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

অণ্ডে অত্যন্ত লালসা; ওয়াইন মদ্য, লবণ ও মিষ্ট বস্তু পানাহারে প্রবৃত্তি। **প্রাতঃকালে অস্বাভাবিক ক্ষুধা।** অবস্থা বিশেষে ক্ষুধাহানি; কিন্তু আহার করিতে আরম্ভ করিলে আহারে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, মাংসাহারে অপ্রবৃত্তি; ধূমপানে ঘৃণা। অত্যন্ত তৃষ্ণা।

দুগ্ধপানে বিবমিষা এবং অম্লোদ্‌গার; মুখে জল উঠে। আহারান্তে বিবমিষা সহ উদরে উষ্ণবোধ ও বায়ুসঞ্চার; আমাশয় ও উদরে বেদনা; পুনঃপুনঃ ভুক্তবস্তুর আস্বাদসহ উদ্গার; উদ্গার সহ আস্বাদহীন জল উঠে। প্রাতঃকালে আমাশয়ের অবক্তব্য ন্যক্কার ভাব হইয়া বমনের প্রবৃত্তিতে চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দৃশ্য। বিবমিষায় মুখ হইতে স্রোত বহিয়া অম্লজল পড়ে; দন্তোদ্‌গমকালে অম্লবমন। **আমাশয়োর্দ্ধের নিম্নস্থান (Pit of stomach) স্ফীত হইয়া গামলার পৃষ্ঠের ন্যায় দেখায়। প্রত্যেক বার আহারের পর** আমাশয়ের জ্বালা গলদেশ পর্য্যন্ত উঠে। আমাশয়োপরিস্থ স্থান স্পর্শে বেদনাযুক্ত। আমাশয়োর্দ্ধের নিম্ন স্থান হইতে তপ্ত শোণিত স্রোত মস্তক মধ্যে ধাবিত। আহারান্তে আমাশয়াভ্যন্তরে পিণ্ডাকার বস্তুর চাপ থাকার অনুভূতি। আমাশয়োর্দ্ধের নিম্ন স্থানে কঠিন চাপ বোধ।

কুক্ষি প্রদেশে কসিয়া বস্ত্র পরিধান অসহ্য। কুক্ষির নিম্নে ফিতা আটা থাকার অনুভূতি সহ আমাশয়োর্দ্ধে

কম্পভাব ও দপদপানি। প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে যকৃৎ প্রদেশে চাপ। নত হইলে অথবা তাহার পরে যকৃৎ প্রদেশে সূচিবেধের অনুভূতি। **উদর অত্যধিক স্ফীত ও কঠিন।** বিশেষতঃ প্রত্যেক সন্ধ্যায় ও রজনীতে অন্ত্রপথের পুনঃ পুনঃ প্রবল খল্লী সহ উরুতে শৈত্যানুভূতি; উদরের পশ্চাৎভাগের আকৃষ্টবৎ বেদনা পৃষ্ঠাভিমুখে এবং দক্ষিণ কুক্ষি দেশের ঐরূপ বেদনা পিউবিসের সন্ধির দিকে যায়। উদর মধ্যে টান টান ভাবের বেদনা। অন্ত্ররুদ্ধবায়ু গড় গড় শব্দে ডাকে। শিশুদিগের মিসেণ্টারিক গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির (অন্ত্রাংশ পরম্পরার সংযোগকারী ঝিল্লীমধ্যস্থ লসীকা গ্রন্থি) স্ফীতি ও কাঠিন্য। **কুচকির লসীকা গ্রন্থির স্ফীতি ও বেদনা।** শারীরিক শ্রমে অধোদরের বেদনাযুক্ত চাপ।

মলত্যাগকালে স্ফীত অর্শ নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় মলদ্বারের বেদনা। সরলান্ত্র হইতে রক্ত নির্গত হয়। সরলান্ত্রের অধো অংশে গুরুত্বানুভূতি। পূর্ব্বাহ্নে সরলান্ত্রের খল্লী, মোচড়ানি ও সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতিতে উদ্বেগ হওয়ায় উপবেশনে অক্ষম হইয়া রোগী পায়চারি করিতে বাধ্য। সরলান্ত্র ও মলদ্বারের জ্বালা। সরলান্ত্রাভ্যন্তরে আলপিনবৎ কৃমির বিড় বিড়ি; বারম্বার মলত্যাগ; বিষ্ঠার প্রথমাংশ কঠিন, মধ্যভাগ কাদার ন্যায়, শেষাংশ তরল। বিষ্ঠা অজীর্ণ পদার্থযুক্ত, পচাডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধময়, শুভ্র এবং অম্লগুণ। শিশুদিগের দন্তোদ্‌গম কালের বিষ্ঠা চা খড়ি খণ্ডের ন্যায়; কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠা কঠিন ও স্থূল।

মূত্রের অধোভাগে লোহিতবর্ণ তলানি পড়ে। রক্তমিশ্রিতবৎ ঘোর লোহিত মূত্র। লিঙ্গমণির অগ্রভাগের জ্বালা। রজনীতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

পুরুষদিগের ৩টা রজনীতে কামেচ্ছার বৃদ্ধি। কামেচ্ছা অত্যধিক প্রবল হইলেও তদ্রূপ লিঙ্গোত্থান হয় না, এবং সঙ্গম কালে অতি শীঘ্র রেতস্খলন হয়; শুক্রস্খলন কালে লিঙ্গাভ্যন্তরে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা। রজনীতে

স্বপ্নদোষ প্রযুক্ত মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। লিঙ্গত্বক্ ও মূত্রনালী মুখের প্রদাহ নিবন্ধন তথায় অল্প পরিমাণ পীতাভ পূয।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে অতি শীঘ্র, অধিক পরিমাণ এবং অধিক কাল স্থায়ী ঋতুস্রাব। ঋতুর ব্যবধান কালে মানসিক উত্তেজনায় বা শারীরিক শ্রমে পুনর্ব্বার স্রাব দেখা দেয়। জলমধ্যে কার্য্য করিলে বলিষ্ঠা নারীদিগের ঋতুরোধ ঘটে। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে স্তনের স্ফীতি জন্মে। জরায়ু মুখে বা অসে হুলবেঁধার ন্যায় অনুভূতি ও যোনিমধ্যে কন্‌কনানি। দুগ্ধবৎ শুভ্র শ্বেতপ্রদরসংস্পৃষ্ট স্থানের চুলকনা। জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা ও টাটানি। যোনি-কপাটে ভয়ানক চুলকানি। জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও স্ফীতি। পরিশ্রমকারি-দিগের জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে। ভগোষ্ঠ পার্শ্বে জ্বালাময় চিপিটিকা। যোনিস্থানের প্রচুর ঘর্ম্ম।

গ্রীবাগ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও কাঠিন্য। গ্রীবাদেশে, মস্তকের কেশযুক্ত স্থানের কিনারায় গ্রন্থির বেদনাহীন স্ফীতি। গ্রীবাগ্রন্থির বেদনা। মস্তক ফিরাইতে গ্রীবার বেদনায় বোধ যেন তাহা হইতে অর্ব্বুদ বহির্গত হইবে। কোমরে ও পৃষ্ঠে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা; উপবেশনাবস্থা হইতে রোগী কষ্টে উত্থান করিতে পারে। স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে আকৃষ্টবৎ বেদনা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যশরীরাংশের চালনানিবন্ধন বেদনায় শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা জন্মে।

অঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি। দীর্ঘাস্থি ও সন্ধিনিচয়ের ঘৃষ্টবৎ বেদনায় অবশতার ভাব জন্মে; কটির চালনা হইলেও ঐরূপ হয়।

বাহুদ্বয় চালনা করিলে অথবা চাপিয়া ধরিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনার অনুভূতি। বাহু চাপিয়া শয়ন করিলে বেদনা সহ ঝিন ঝিনি। অন্যতর হস্তের সর্ব্বাংশেই খল্লী। বাম বাহুর দুর্ব্বলতা ও বিশেষ একরূপ অবশতা। দক্ষিণ মণিবন্ধের বেদনায় বোধ যেন তাহাতে মোচড় লাগিয়াছে অথবা তাহা হইতে কিছু টানিয়া ছিন্ন করা হইয়াছে বা তাহার অস্থি স্খলিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইলে সন্ধির বেদনায় বোধ যেন তাহা স্ফীত হইয়াছে

কিন্তু স্ফীতি দেখা যায় না। হস্তের কম্প ; অঙ্গুলিসন্ধিনিচয় অত্যন্ত স্ফীত। হস্ততলের ঘর্ম্ম।

অধোঅঙ্গের, বিশেষতঃ উরু এবং পদের অধিককাল ভ্রমণ করার ন্যায় বেদনা সহ ক্লান্তি ভাব। সঙ্গমান্তে পদের কম্প। জানু সন্ধির স্ফীতি; তাহাতে সূচিবেধ ও ছিন্নবৎ অনুভূতি। ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে পদক্ষেপ কালে পাটিলাস্থিতে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। জঙ্ঘার, রজনীতে পায়ের ডিমের, পদবিস্তৃত করিতে জানুপশ্চাতের গর্ত্তের, পায়ের তলার, এবং পদাঙ্গুলির খল্লী। সন্ধ্যায় উপবেশন কালে পদের ঝিন ঝিনি। পদতলের জ্বালা। **পদ শীতল ও আর্দ্র বোধ ;** পদের ঘর্ম্ম।

নিম্নাঙ্গে টিবিয়া অস্থির ত্বগুপরিস্থ লোহিতবর্ণ উন্নত রেখাকার স্থান অত্যন্ত চুলকায় ও চুলকাইলে জ্বালা। রুগ্ন ও ক্ষতপ্রবণতা বিশিষ্ট ত্বগের সামান্য ক্ষতও পাকিয়া উঠে। ত্বকের নানাস্থানে কঠিন ও কর্কশ আঁচিল (Warts) জন্মে। আমবাত প্রায়শঃ শীতলবায়ু সংস্পর্শে অন্তর্হিত হয়। ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চুলকনা। নিম্নোষ্ঠের লোহিতবর্ণ অংশের কিনারায় খুস্কিবিশিষ্ট ফুস্‌কুড়ি। খুস্কিযুক্ত আর্দ্র ত্বগুদ্ভেদ।

প্রদর্শক।

রস-শ্লৈষ্মিক ধাতু।—শরীরে অপকৃষ্ট রসের ও বসার সঞ্চয় **ক্যাল্কেরিয়া ধাতুর** একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। শিশু ও যুবকদিগের মধ্যেই ইহা বিশেষতা প্রাপ্ত হয়; ইহারা **স্থূলকায়, বৃহদুদর** ও **পাতলা** বা **ফ্যাকাসে বর্ণ**। এই ধাতুর ব্যক্তিগণ স্বভাবতই মানসিক ও শারীরিক জড়তাবিশিষ্ট। ফলতঃ স্থূলকায়, আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশের গামলার তলার ন্যায় উচ্চতাবিশিষ্ট স্থূলোদর ও মিথ্যাবর্ণ-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন,

জড়বুদ্ধি এবং নিশ্চেষ্টশরীর শিশুই ক্যাল্‌কেরিয়া ক্রিয়ার বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র।

বৃহৎ মস্তক, উন্মুক্ত মূর্দ্ধা, এবং মস্তকের ঘর্ম্ম।—**ক্যাল্‌কেরিয়াধাতুবিশিষ্ট** শিশুদিগের শরীরাপেক্ষা মস্তক অতি স্পষ্টতঃ বৃহত্তর হয়, বিশেষতঃ রজনীতে এই সকল শিশুর মস্তকে এত অধিক ঘর্ম্ম হয় যে তাহাতে উপাধান সিক্ত হইয়া যায়, এবং অনেক দিবস পর্য্যন্ত মূর্দ্ধার অস্থায়ী রন্ধ্র অস্থিপূর্ণ হয় না। উপরি উক্ত মস্তক লক্ষণাদি **ক্যাল্‌কে কার্ব্বের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক। ক্যাল্‌কে ফসের মস্তকে ঘর্ম্ম থাকে না ও মস্তকের পশ্চাৎদিগের রন্ধ্র অধিককাল মুক্ত থাকে।

রসগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি বা স্ফীতি।—উপরি বর্ণিত **ক্যাল্কেরিয়ার** অবয়বাদি সহ শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানের রসগ্রন্থি নিচয়ের ন্যূনাধিক স্ফীতি ও বিবৃদ্ধি থাকা **ক্যাল্‌কে** প্রদর্শক। **ক্যাল্কেরিয়া** ধাতুর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ বিশেষ পরিস্ফুট না থাকিলেও অনুসন্ধান করিলে কুক্ষি গ্রীবা ও কুচকি প্রভৃতি স্থানের রসগ্রন্থির কিঞ্চিৎ স্ফীতি অধিকাংশ স্থলে পরিদৃশ্যমান হয় ও ইহার নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক লক্ষণরূপে সন্দেহাপনোদন করে। আমরক্ত রোগগ্রস্ত একটি স্থূলকায় শিশুর মলত্যাগাদির লক্ষণ **ক্যাল্‌কেরিয়া** সদৃশ না থাকিলেও কুক্ষিদেশ ও গ্রীবার কতিপয় রসগ্রন্থির অত্যধিক বিবৃদ্ধ অবস্থা দৃষ্টে আমি তাহাকে একমাত্রা **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** ৩০ দেওয়ায় এক দিবসের মধ্যে আশ্চর্য্য ও আশাতীত রূপে আরোগ্য লাভ করে। এসম্বন্ধে ডাঃ হেরিংসের মহার্ঘ উপদেশ এই—"রোগের ঔষধ দিবে না, রোগীকে ঔষধ দিবে" অর্থাৎ রোগীর ধাতুলক্ষণাদি ঔষধ নির্ব্বাচনের উপযুক্ত বিবেচ্য বিষয়, রোগের নামানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন সফলতার নিদান নহে।

শৈত্যানুভূতি ও শীতলতা।—গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের তুলনীয় ঔষধ **ক্যাল্‌কেরিয়া, সালফার** ও **ফস্‌ফরাস্‌** মধ্যে শেষোক্ত ঔষধদ্বয় জ্বালাপ্রধান। **ক্যাল্কেরিয়া শৈত্যানু-ভুতি** প্রধান ঔষধ ও **শীতলতাই ইহার বিশেষ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। পদের শীতলতা** ও **আর্দ্র-তায়** রোগী অনুভব করে যেন সে **আদ্র-শীতল মোজা পরিধান করিয়া আছে,** পদ শীতল থাকে ও রজনীতে শীতল ঘর্ম্ম হয়; **মস্তকোপরি বরফ সংলগ্ন থাকার ন্যায়** রোগী **মস্তকের বহিরভ্যন্তরে শৈত্যানুভব করে,** মুখমণ্ডল পাণ্ডুর থাকে ও **রোগীর শরীরাভ্য-ন্তরেও অরক্তব্য শৈত্যানুভুতি হয়।** রোগীর **পদের আর্দ্রতা সহ শৈত্যানুভুতি** এবং স্পর্শ করিলেও **পদ** ও **হস্ত শীতল** এবং **আর্দ্র প্রতীয়মান হওয়া, ক্যাল্‌কেরিয়ার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ** বলিয়া জানিতে হইবে।

ডিম্বের প্রতি প্রবল লালসা।—ইহা এত প্রবল যে, যে সকল শিশু ডিম্বাহারে বিশেষ অভ্যস্ত নহে তাহারাও তজ্জন্য লালায়িত হয়। য়ুরোপ দেশীয় শিশুগণের ও অস্মদ্দেশের যে সকল গৃহস্থ পরিবারে ডিম্বের সর্ব্বদা ব্যবহার আছে তাহাদিগের পক্ষে ইহা সম্ভব হইলেও অস্মদ্দেশীয় সাধারণ শিশুর পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু এই লালসা ক্যাল্কেরিয়া রোগের এতই উচ্চ স্থানীয় প্রদর্শক লক্ষণ রূপে উপস্থিত হয় যে ইহার স্থলে সমপ্রকৃতির কোন লক্ষণ এতদ্দেশের শিশু রোগীতেও উপস্থিত থাকা অসম্ভব নহে, সে জন্য চিকিৎসকের তাহা স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক।

অম্লাতিশয্য।—উদ্‌গার, বমিত পদার্থ, দুগ্ধচাপ এবং বিষ্ঠা

প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্র-পথের সকলই অম্লগুণ বিশিষ্ট ও ঘর্ম্মও তদ্রূপ এবং সকল হইতেই অম্লঘ্রাণ নির্গত হয়। **ক্যাল্‌কেরিয়া রোগী** মাত্রেরই প্রায় অজীর্ণ দোষ একটী প্রধান লক্ষণ, একারণ অধিকাংশ রোগ সহই অম্লদোষ বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফালাস্।—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের রোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অতি উপযোগী ঔষধ। বৃহৎ মস্তকাদিবিশিষ্ট শারীরিক গঠন, মস্তকের ঘর্ম্ম, স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা ও কারণ ব্যতীত মধ্যেমধ্যে চীৎকার প্রভৃতি **ক্যাল্‌কেরিয়ার** পরিস্ফুট লক্ষণ দৃষ্ট করিয়া রোগাক্রমণের পূর্ব্বে **ক্যাল্‌কেরিয়ার** প্রয়োগ আক্রমণ নিবারিত রাখিতে পারে। প্রকৃত রোগাক্রমণের প্রথম ও প্রবল অবস্থায় যদি **বেলাডনা** দ্বারা কার্য্য না হয় সেস্থলেও **ক্যালকেরিয়া** দ্বারা আমরা অনেক সময়েই ফল পাইয়া থাকি। ফলতঃ পূর্ব্বকথিত বৃহৎ মস্তক, নিদ্রাকালে তাহাতে ঘর্ম্ম, গামলার তলবৎ বৃহৎ উদর, স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা এবং লসিকাগ্রন্থির স্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত শিশুদিগের যে কোন রোগ হউক না কেন রোগের সাক্ষাৎ লক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ না করিয়াও **ক্যাল্‌কেরিয়া** প্রয়োগে মহদুপকার সাধিত হয়। গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের রোগের প্রথমাবস্থায় **সাল্‌ফার** প্রদর্শিত ও প্রযুক্ত হইয়াও উপকার না হইলে অথবা সম্পূর্ণ উপকার না হইলে ইহা প্রযোজ্য। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইবার পরেও এতদ্দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

বিষাদোন্মত্ততা বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস্।—মানসিক অবসন্নতা ও ক্রন্দনে প্রবৃত্তি জন্মে; মধ্যে মধ্যে শোণিতোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইয়া রোগী মানসিক উৎকণ্ঠা সহ যন্ত্রণা বোধ করে ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হৃৎপ্রদেশে যেন আঘাত বোধ করে, স্বাস্থ্য বিষয়ে হতাশ্বাস হয় এবং

মনে করে তাহার কোন অমঙ্গল ঘটিবে, যেন সে সংক্রামক রোগগ্রস্ত ও উন্মাদ হইবে। মৃত্যুভীতি জন্মে ও জ্ঞানেন্দ্রিয়নিচয়ের অসহিষ্ণুভাব উপস্থিত হয়, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে ও রোগী মানসিক শ্রমে অপারগ থাকে। **ক্যাল্‌কেরিয়া** এবং **সাল্‌ফার** উভয়ই গণ্ডমালা ধাতুদোষ-যুক্ত রোগীর ঔষধ। উদরের রক্তাধিক্য ও অর্শ থাকিলে প্রথমে **সাল্‌ফার** প্রয়োগের পর **ক্যাল্‌কেরিয়া** আরোগ্য সম্পূর্ণ করে।

অনিদ্রা।—নিদ্রার সাময়িক ব্যাঘাত, অর্থাৎ যাহাতে রোগীর প্রথম অথবা শেষ রজনীতে নিদ্রা হয় না, **ক্যাল্‌কেরিয়ার** অনিদ্রা তদ্রূপ নহে। ইহাতে রোগীর মোটেই নিদ্রা হয় না। এরূপ অনিদ্রা কোন রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে অথবা কোন ভাবী কঠিন রোগের পূর্ব্বগামী-লক্ষণ স্বরূপে উপস্থিত হয় সদ্যপ্রসূতাবস্থায় রমণীদিগের সূতিকোন্মাদাদি রোগের পূর্ব্বগামী লক্ষণরূপে উপস্থিত হইলে রোগিনী চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভীতিপূর্ণ ভ্রান্তদৃশ্য দর্শন করে; সামান্য শব্দেই চমকিয়া উঠে ও উৎকণ্ঠায় আত্মহারা হয়। জিহ্বা শুষ্ক থাকে। উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠে। ডাং ফ্যারিংটন ৩ ঘণ্টান্তর একমাত্রা ৩০ ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করেন, তিনি বলেন ইহাতে পর দিবস রজনীতে নিশ্চিত নিদ্রা হইবার সম্ভাবনা।

মদাত্যয় রোগ।—এ রোগেও প্রথমে উপরোক্ত রূপ অনিদ্রা ও তল্লক্ষণাদি উপস্থিত হয়। রোগী ক্রমে উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ করে ও তাহার অপরিহার্য্য ধারণা জন্মে যে, সে উন্মত্ত হইবে। অগ্নি ও হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ক ভয়াবহ প্রলাপ কথা বলে। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভ্রমপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিয়া আশঙ্কান্বিত হয়। নানা প্রকার ইন্দুরের কাল্পনিক দৃশ্য **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বের** বিশেষতা জ্ঞাপক। **বেল** এবং **ষ্ট্র্যাম** দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ না হইলে ইহা প্রযোজ্য।

মৃগীরোগ বা অপস্মার।—বদ্ধমূল মৃগী রোগ মাত্রই প্রায় পুরাতন রোগ-বিষ-দুষ্ট ধাতুর ব্যক্তিদিগের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য

ক্যাল্‌কেরিয়া প্রভৃতি সোরাদোষঘ্ন ঔষধ ব্যতীত এরোগে স্থায়ী ফলের আশা দুরাশা মাত্র। কারণ অস্থি বিকৃতি, গুটিকাদোষযুক্ত ধাতু (Tubercular constitution), গণ্ডমালা লক্ষণাদি—অর্থাৎ বৃহৎ মস্তক ও উদর, ব্রহ্মরন্ধ্রের অপূরণ ও দন্তোদ্‌গমের বিলম্ব প্রভৃতি ঘটনা শিশুদিগের শরীরে লাইম সল্টের (খটিকা) স্বল্পতার প্রমাণ। এবম্বিধ অবস্থায় মস্তিষ্কের পোষণাপকর্ষ বশতঃ মৃগীরোগ জন্মে। এস্থলে **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** সমীকরণ সামঞ্জস্য বিধানে সমূল রোগারোগ্যে সমর্থ।

নিদ্রাকালে শরীরের শিথিলতা এবং **মস্তকের ও গ্রীবাপশ্চাতের ঘর্ম্ম** ইহার অতি উৎকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ। এই সকল রোগী সতত রোগাক্রমণের আশঙ্কায় মনুষ্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিভৃতে বসিয়া কেবল রোগ চিন্তায় অভিভূত থাকে ও ক্রমে বিষাদবায়ুগ্রস্ত হয়। এরূপ মানসিক অবস্থা দূর করিতেও **ক্যাল্‌কেরিয়া** অনন্যসাধারণ ঔষধ। **ক্যাল্‌কেরিয়ার** অপস্মার রোগের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনাপ্রবণতা, স্মরণ-শক্তির দুর্ব্বলতা, আবেশকালের অজ্ঞানতা, শিরোঘূর্ণন এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন প্রভৃতি প্রদর্শক।

ভীতি, পুরাতন ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্দ্ধান, হস্তমৈথুন অথবা অত্যধিক ইন্দ্রিয়-সেবাঘটিত মৃগীরোগে **সাল্‌ফার** প্রয়োগান্তে **ক্যাল্‌কেরিয়া** প্রযোজ্য। ইহার "অরা" সোলার প্লেক্‌সাস্‌ বা উদরস্থ সহানুভূতিক স্নায়ুজাল হইতে উর্দ্ধাভিমুখে প্রধাবিত হইতে পারে অথবা আমাশয়োপরিস্থ কোটরবৎ প্রদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে জরায়ু ও অধো অঙ্গে যায়। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে **সাল্‌ফার** এবং **ক্যাল্‌কেরিয়া** উভয় ঔষধের অরাতেই অনুভব হয় যেন ইন্দুর হস্ত বাহিয়া উর্দ্ধদিকে দৌড়াইতেছে। **কষ্টিকামও** এরোগে **ক্যাল্‌কেরিয়ার** সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ; ইহা ঋতুবিকারঘটিত যৌবনকালীন মৃগীরোগে উপকারী।

সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কনভাল্‌সন।—গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালীন উদ্দীপনাপ্রযুক্ত ধমনীমণ্ডলস্থ রক্তসঞ্চলনের প্রাবল্যসহ জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে **বেলাডনা** ও **ক্যাল্‌-কেরিয়া** উপকারী ঔষধ।

তাণ্ডব বা নৃত্যরোগ (Chorea)।—বদ্ধমূল তাণ্ডবরোগ, একটি ধাতুদোষঘটিত পীড়া। গণ্ডমালা ধাতুর শিশুগণের ভীতি অথবা হস্তমৈথুন-নিবন্ধন কোরিয়া রোগে, **ক্যাল্‌কেরিয়া** টিস্যুর পুষ্টিহীনতা বিদূরিত করিয়া রোগারোগ্য করিতে ক্ষমবান। পুরাতন রোগবিষ দূষিত ধাতুর ব্যক্তিদিগের তাণ্ডবরোগে অবস্থাবিশেষে **সাল্‌ফার এবং সরিনাম**ও **ক্যাল্‌কেরিয়া** সদৃশ কার্য্যকারী ঔষধ। গুটিকাদুষ্ট (Tubercular) ধাতুর দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু শিশুদিগের পক্ষে **ফস্‌ফরাস্‌** এবং হস্তমৈথুন অথবা অন্যান্য প্রকারে যাহাদিগের জৈবরসের অপচয় ঘটিয়াছে তাহাদিগের পক্ষে **চায়না** মহৌষধ।

স্নায়ুশূল।—অধঃ চোয়ালের দক্ষিণাংশের প্রায় মধ্যস্থল হইতে চোয়াল বাহিয়া বেদনা দক্ষিণ কর্ণ পর্য্যন্ত যায়। তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম হয়। বেদনা কালে বারম্বার মূত্রত্যাগ হইতে থাকে। গণ্ডমালা ধাতুর ও শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির স্থূলকায় ও শিথিলমাংস ব্যক্তি, যাহারা শীতল বায়ু ভালবাসে না, তাহা যেন তাহাদিগের শরীরাভ্যন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করে এবং যাহাদিগের পদ আর্দ্র ও শীতল থাকে তাহাদিগের পক্ষে **ক্যালকেরিয়া** উপযোগী।

কর্ণরোগ—কর্ণপ্রদাহ, কাণপাকা, বহুপাদার্ব্বুদ রোগ বা পলিপাস্‌।—গণ্ডমালায় শিশুদিগের বহিঃকর্ণ অথবা কর্ণরন্ধ্র এবং মধ্যকর্ণের কোটর কিম্বা কর্ণপটহের রোগে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা বিশেষ উপকারী। **ক্যাল্‌কেরিয়া** রোগে প্রথমতঃ পটহ স্থূল হওয়ায় শ্রবণশক্তির বিকার জন্মে। কর্ণমধ্যে গুণ, গুণ, ভন্‌ ভন্‌ ও উচ্চ শব্দ শ্রুত

হয়। কর্ণস্রাব পূয়ময় এবং আর্দ্র কাগজ চূর্ণবৎ পদার্থের অথবা বসার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট থাকে। রোগের শেষাবস্থায়, কর্ণপটহ ছিদ্র হইয়া যায়। পটহস্থ ছিদ্রের পার্শ্ব হইতে **পলিপাস্** বা **বহুপদার্ব্বুদ** উৎপন্ন হইতে পারে। হঠাৎ ঝাঁকি লাগার ন্যায় এবং দিপ্ দিপ্ বেদনা থাকে।

ক্যালকেরিয়ার দ্বারা ফল প্রাপ্ত না হইলে **সিলিসিয়া** প্রযোজ্য। দেহায়তনের তুলনায় **সিলিসিয়া** রোগীর মস্তক বৃহত্তর থাকে। ইহার সম্পূর্ণ মস্তক ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হয়; পদে ঘর্ম্ম হইয়া পদ হাজিয়া যায় ও টাটায়; **ক্যালকেরুর** ঘর্ম্ম মস্তকের কেশাচ্ছাদিত স্থানে ও গ্রীবাপশ্চাতে হয়। এস্থলে **ক্যালকেরিয়া** সহ **হিপার** এবং **মার্কুরিয়াস** ও তুলনীয়। জলমধ্যে অধিককাল থাকায় বধিরতা জন্মিলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** তাহার ঔষধ।

নাইট্রিক এসিড—উপদংশ প্রযুক্ত কর্ণরোগ ও ম্যাষ্টইড প্রসেসের বা কর্ণপশ্চাদ্দেশের পূয়শোথে (abscess) উপকারী।

কেলি বাইক্রমিকাম্—মধ্যকর্ণের প্রদাহনিবন্ধন কর্ণ পটহের ক্ষত। আটা, সূত্রবৎ ও পূযময় স্রাব। সূচিবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা।

অরাম—রক্তাধিক্য বশতঃ কর্ণাভ্যন্তরীণ উচ্চ শব্দ, কর্ণের উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা, দুর্গন্ধস্রাব, পটহের বিদারণ, অস্থিক্ষত, ম্যাষ্টইড অস্থিতে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা।

আয়ডিন—সর্দ্দিঘটিত বধিরতা।

চক্ষুরোগ—যোজক ঝিল্লীপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস; গণ্ডমালায় চক্ষুপ্রদাহ বা স্ক্রফুলাস অপথ্যাল্মিয়া; কর্ণিয়া-ক্ষত।—গণ্ডমালা অথবা ক্যাল্কেরিয়াধাতু এবং তদনুরূপ শারীরিক গঠন ও লক্ষণ প্রভৃতি যে কোন প্রকার চক্ষুরোগেই **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকার** মূলপ্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। কোন প্রকার চক্ষুপ্রদাহের তরুণাবস্থায় ইহা প্রায়শঃ উপকারী নহে। গণ্ডমালায়

(Scrofulous) চক্ষু প্রদাহের ন্যূনাধিক পুরাতন ও অতি কঠিন অবস্থায় কণীনিকার অস্বচ্ছতা ও ক্ষত উৎপন্ন হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** দ্বারা আমরা মহদুপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অনুগ্র স্রাব, কণীনিকার অস্বচ্ছতা এবং চক্ষুপুটের স্থূলত্ব জন্মে। কণীনিকার উপরে পূয়গুটিকা ও রসপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্বাকর ফোস্কা (phlyctœnules) উৎপন্ন হইয়া তদ্দ্বারা কণীনিকায় ক্ষত ও ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়। ক্ষতের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান রক্তাধিক্য বশতঃ লোহিতবর্ণ হয় এবং চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। আলোকে, বিশেষতঃ প্রদীপাদির আলোকে চক্ষুর অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন রোগী সর্ব্বদা তাহা আবৃত রাখিতে বাধ্য ; চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জল স্রাব। **ক্যাল্‌কেরিয়া** ধাতুবিশিষ্ট শিশুগণের নানাবিধ চক্ষুরোগের তরুণ ও প্রবলাবস্থার অবসানে চক্ষুর জলবহা নলীর বা ল্যাক্রমাল কেনেলের নালীক্ষত রোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া** সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষুপ্রদাহে ইহা **রাস্‌টক্সের** ন্যায় উপকারী।

স্যাকেরাম্ অফিসিন্যালিস্—চক্ষুরোগে ইহাও **ক্যাল্‌কেরিয়ার** ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। বৃহৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও শিথিল শরীর স্থূলকায়, এবং জলশোথরোগপ্রবণ শিশুগণের পক্ষে ইহা উপযোগী। অধিক পরিমাণ ইক্ষু শর্করা ভক্ষণে যে কণীনিকার অস্বচ্ছতা জন্মে তাহার নিদর্শন বিরল নহে। ডাঃ ফারিংটন নিম্নলিখিত লক্ষণ ইহার প্রদর্শক বলিয়া স্থির করিয়াছেন—শিশু খাদ্যবিষয়ে অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী, প্রকৃত পুষ্টিকর খাদ্যে লালসাহীন, মুখরোচক এটুকু, সেটুকু ভাবের খাদ্যে লালসাযুক্ত। শিশু অতিশয় খিটখিটে, ঘ্যান ঘ্যানে এবং কিঞ্চিৎ বয়স্ক হইলে অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়ে, সকলই তাহার নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়।

সাল্‌ফার—পুরাতন চক্ষুরোগে **সাল্‌ফার** ব্যবহারে আরোগ্যোপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা না হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী।

নাইট্রিক এসিড—গণ্ডমালাঘটিত চক্ষুরোগে কণীনিকার ক্ষত ছিদ্রে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে তন্নিবারণে ইহা ক্ষমতা প্রকাশ করে।

নাসিকা সর্দ্দি বা করাইজা।—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের পুরাতন নাসিকাসর্দ্দিরোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** আমাদিগের প্রধান সহায়। নাসিকাপুটদ্বয় স্থূল ও ক্ষতযুক্ত হয়। নাসিকারন্ধ্র পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কাউরের ন্যায় আর্দ্র উদ্ভেদ জন্মে; নাসিকা হইতে পচা ডিম্বের, বারুদের অথবা ভূমির পচা সারের ন্যায় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। ঘন ও পীতাভ পূয় কর্ত্তৃক নাসারন্ধ্র রুদ্ধ থাকে। অনেক সময়ে প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

নাসিকারন্ধ্রের পশ্চাদংশের প্রতিশ্যায় রোগেও (post nasal Catarrh) **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী। এরোগে ইহার সহিত **ব্যারাইটা কার্ব্বের** বিশেষ সাদৃশ্য আছে। রন্ধ্রের পশ্চাদংশে ও উপজিহ্বামূলে (আলজিব) মামড়ি জন্মে এবং নাসিকা ও উর্দ্ধৌষ্ঠ স্ফীত হয়। মানসিক লক্ষণই উভয় ঔষধের প্রভেদক। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ সর্দ্দির আক্রমণ হইয়া নাসিকা হইতে টপ টপ করিয়া পরিষ্কার জল পড়িলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অব্যর্থ ঔষধ।

সর্দ্দিপ্রবণ ধাতুর ব্যক্তিদিগের সর্দ্দিপ্রবণতা দূর করিতে **নাক্স** এবং **ক্যাল্‌কেরিয়া** বিশেষ পারদর্শী।

গুটিকোৎপত্তি রোগ বা **টুবাকুলসিস্**—**যক্ষ্মাকাস** বা **থাইসিস্**।—এরোগেও **ক্যাল্‌কেরিয়ার** ধাতুই ইহার প্রয়োগের একমাত্র প্রদর্শক। ইহার রোগী রক্তহীন, পাণ্ডুর, সহজে রোগপ্রবণ, ধীর, অলস, শ্লৈষ্মিক প্রকৃতি ও স্থূলকায়। রোগের বর্দ্ধিত বা তৃতীয় অবস্থায়—যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ফুসফুসে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর জন্মিতে (cavity) আরম্ভ হয়—ইহা উপযোগী ঔষধ। দক্ষিণ ফুসফুসের তৃতীয়াংশের আক্রমণেই ইহা বিশেষ উপযোগী। আক্রান্ত ফুসফুসে, বিশেষতঃ

তাহার মধ্য তৃতীয়াংশের সর্ব্বত্রই উচ্চ "র‍্যাল্‌" বা আর্দ্র শ্লেষ্মার শব্দ শ্রুত হয় ও ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত সরল অথবা সন্ধ্যাকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি উপস্থিত হয়। বক্ষের অত্যন্ত টাটানি ও শারীরিক ক্লান্তি জন্মে এবং উপরতলায় উঠিতে অথবা কোন উচ্চস্থানে উঠিবার চেষ্টা করিলে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে। বোধ হয় যেন বক্ষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং অবিশ্রান্ত বেদনাহীন স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। পূয়ময়, পীতাভসবুজ এবং রক্তযুক্ত গয়ার উঠে। আমিষ খাদ্যে ঘৃণা জন্মে, উদরাময় সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয় ও বিষ্ঠার সহিত অপক্ক মাংস নির্গত হয়। শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, ঘর্ম্ম থাকে এবং স্ত্রীরোগীদিগের ঋতুর অভাব ঘটে। শেষোক্ত কতিপয় লক্ষণ বয়স্থা বালিকাদিগের থাইসিস্‌ রোগের অপরিস্ফুট অবস্থা বিজ্ঞাপন করে। থাইসিস্‌ রোগের উপক্রমে **সাল্‌ফার** উপকারী। **সাল্‌ফার** নিষ্ফল হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অথবা **ফস্‌ফরাস্‌** একমাত্র ভরসাস্থল। নিম্নে উপরিউক্ত তিন ঔষধ তুলনা করা যাইতেছে :—

ক্যাল্‌কেরিয়া।	সাল্‌ফার।	ফস্‌ফরাস।
১। স্থূলকায়, শিথিল-শরীর, বৃহতোদর ও মস্তক বিশিষ্ট, পাণ্ডুর এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি। মস্তক ও গ্রীবার ঘর্ম্ম। পদ আর্দ্র ও শীতল।	১। একহারা, কুব্জদেহ ব্যক্তি, যাহারা গ্রীবা নত করিয়া ভ্রমণ ও উপবেশন করে। যাহাদিগের গাত্র সমল।	১। দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু যুবক যুবতী; দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ ও গৌরবর্ণ ব্যক্তি, যাহারা শরীর প্রায় নত করিয়া চলে।
২। ভীরু, আলস্যপর-তন্ত্র, কর্ম্মবিদ্বেষী ও জড়বুদ্ধি ব্যক্তি।	২। বাতপ্রকৃতি; ক্রোধ-প্রবণ; দ্রুত শরীর-চালনাশীল ব্যক্তি।	২। খরকর্ম্মা, সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী এবং দ্রুতবোদ্ধা, অসহিষ্ণু ব্যক্তি।

ক্যাল্কেরিয়া।	সাল্ফার।	ফস্ফরাস্।
৩। দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্য-তৃতীয়াংশ বিশেষ-রূপে আক্রান্ত; চিৎ-ভাবে শয়নে কষ্টের বৃদ্ধি।	৩। বাম ফুসফুসচূড়া বিশেষরূপে আক্রান্ত, অক্ষম।	৩। বামফুসফুস্ আক্রান্ত, বামপার্শ্বে শয়নে কষ্টের বৃদ্ধি।
৪। সর্ব্ব শরীরে অথবা হস্ত, পদ, উদর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অঙ্গে শৈত্যানুভূতি। মুক্ত ও আর্দ্র বায়ুতে অসহিষ্ণুতা।	৪। শরীরে অত্যন্ত তাপানুভূতি, তাপোচ্ছ্বাস; মূর্দ্ধা, হস্ত, পদ প্রভৃতির জ্বালা, মুক্ত বায়ুর আকাঙ্ক্ষা।	৪। গণ্ডে রক্তিমা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বক্ষে তাপোচ্ছ্বাস। সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ মেরুদণ্ড বাহিয়া ঊর্দ্ধগামী জ্বালা।
৫। বক্ষমধ্যে টাটানি, বক্ষ যেন আঘাত প্রাপ্ত। বেদনায় সহিষ্ণু। উচ্চারোহণে অত্যন্ত ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট।	৫। বামস্তনাগ্র হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা।	৫। সামান্যশৈত্যসংস্পর্শে বক্ষের সঙ্কোচন বোধ। ফুসফুস চূড়ায় বেদনা। বেদনায় অতি অসহিষ্ণু।
৬। আমিষ খাদ্যে ঘৃণা।	৬। পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় আমাশয়ে শূন্য বোধ ও মূর্চ্ছার অনুভূতি; রোগী নিয়মিত আহার কালের জন্য অপেক্ষা করিতে অসমর্থ। আহার অল্প, জলপান অধিক।	৬। পূর্ব্বাহ্ণ ১০।১১ টার সময় আমাশয়ে শূন্যবোধ। রজনীতে ক্ষুধাবশতঃ মূর্চ্ছাবৎ অনুভূতিতে রোগী আহার করিতে বাধ্য।

৭। সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ এবং মুক্ত ও আর্দ্র বায়ু অসহনীয়।	৭। স্নান অথবা গাত্র ধৌত করণে অনিচ্ছা।	৭। মুক্ত বায়ু অসহনীয়; সামান্য কারণে সর্দ্দির আক্রমণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরিকা—রোগ সহ শিরঃশূল এবং অবসাদের ভাব মস্তিষ্কাবরণীর বিকার সূচিত করে। রোগী অতি শীঘ্র শীর্ণ হইতে থাকে এবং শীর্ণতা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে। সবুজাভ পূয়ময় গয়ার নিষ্ঠুত হয়।

ক্যাল্কেরিয়া আয়ডেটা—দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু যুবাব্যক্তিদিগের অত্যধিক গ্রন্থিস্ফীতি উপস্থিত থাকিলে ইহা **ক্যালকে কার্ব্বের** স্থলে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শুড়্শুড়িযুক্ত, বিরক্তিকর কাসি, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন এবং তাপাধিক্য, ফুস্‌ফুসের দ্রুত ঘনীভূততার প্রমাণ (Solidification) বিজ্ঞাপিত করে। ইহার রোগ মিলিয়ারি টুবাকুর্লোসিস্ বা ঘামাচিবৎ গুটিকোৎপত্তি রোগের তুল্য।

টুবাকুর্লিনাম্ অথবা **বেসিলিনাম্**—ইহা কতিপয় বৎসর হইতে থাইসিস রোগে ব্যবহৃত হইয়া চিকিৎসক মণ্ডলী মধ্যে কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। লণ্ডনের সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক ডাং বার্ণেট কতিপয় রোগীর এতদ্দ্বারা রোগারোগ্য হওয়ার অথবা উপকার পাওয়ার বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই।

দন্তোদ্‌ভেদ ঘটিত রোগ।—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের দন্তোদ্‌গম বিকার ঘটিত রোগে **ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব** আমাদিগের অন্যতম সহায়। অনেক সময়েই ইহা **বেলাডনার** পরে উপযোগী। পোষণাপকর্ষ বশতঃ বিলম্বে দন্তোদ্‌গমকালে কঠিন দন্তমাড়ি সহজে ভিন্ন না হওয়ায় অথবা অযথা শীঘ্রতাসহ দন্তোদ্ভেদ্ হওয়ায় দন্তমাড়ির উদ্দীপনা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

এতদবস্থায় দন্তোদগমের সাহায্য করিয়া ইহা আমাদিগের মহদুপকার সাধন করে। গণ্ডমালা রোগোৎপত্তির আভাস ও দন্তমাড়ির সন্তষিত দন্তোদ্গম-স্থানের দন্তশূন্যতা ও চাকচিক্য ইহার প্রদর্শক।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা।—ইহার রোগী শীর্ণকায় ও অস্থিরোগ-গ্রস্ত; শিশুর মস্তকের অস্থায়ী রন্ধ্র (Fontanelles), বিশেষতঃ মস্তক পশ্চাতের রন্ধ্র অসম্পূরিত থাকে। শিশুর বাতাজীর্ণ ও উদরাময় হয়। মস্তকে ঘর্ম্ম হয় না। **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব রোগী** স্থূলকায় হয়, তাহার মস্তকের সম্মুখরন্ধ্রপথ (Anterior Fontanel) অসম্পূরিত ও নিদ্রাকালে মস্তক ঘর্ম্মযুক্ত থাকে।

অজীর্ণরোগ—বমন, উদরাময়, শিশুকলেরা।—শিশুদিগের আমাশয়াজীর্ণ রোগে আমাশয়ে প্রভূত অম্লোৎপত্তি হয়। শিশু দুগ্ধপান করিলে তাহা **বড় বড় চাপ বাঁধিয়া বমন** হইয়া যায় ও বমিত পদার্থ অম্ল ঘ্রাণ ছাড়ে। অজীর্ণ প্রযুক্ত প্রবল ও তরুণ উদরাময়ে অথবা শিশু কলেরা রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অণ্ডের প্রতি লালসা শিশুউদরাময়ের সাধারণ আনুষঙ্গিক লক্ষণ; ইহা প্রায়শঃই উপস্থিত থাকে। দুগ্ধ পরিপাক হয় না, চাপ বাঁধিয়া বমন হয় অথবা বমনের কিঞ্চিৎ হ্রাস থাকিলে ছানার আকারে ক্ষুদ্র, বৃহৎ চাপ চাপ অজীর্ণ দুগ্ধ বিষ্ঠাসহ নির্গত হয়। শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা ও অত্যন্ত তৃষ্ণার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়। ইহার উদরাময়ের বৃদ্ধি সন্ধ্যাকালে হয়, **সালফারের** উদরাময়ের বৃদ্ধির কাল প্রত্যূষ ও সকাল। **ক্যালকেরিয়ার** দুগ্ধাজীর্ণ নিবন্ধন উদরাময়ে বিষ্ঠাসহ শুভ্র দুগ্ধচাপ থাকে ও তাহা অত্যন্ত অম্লঘ্রাণ যুক্ত হয়। শিশুকলেরার বিরেচন প্রধানতঃ সবুজাভ; ইহাতে কখন প্রচুর পরিমাণ সাদাটে অজীর্ণ পদার্থ থাকে কখন বা ইহার জলবৎ হরিদ্রাভ বিষ্ঠা কেবল পরিহিত অথবা শয্যাবস্ত্র কলঙ্কিত করে। ইহার সর্ব্বপ্রকার বিষ্ঠাই

প্রায় ন্যূনাধিক অম্লঘ্রাণবিশিষ্ট। উদরাময় রোগে ইহা **ক্যাল্‌কে-রিয়া ফস, সিলিসিয়া, সাল্‌ফার, ফস্‌ফরিক এসিড, ক্যাল্‌কেরিয়া এসেট, ইথুসা সাইনে, এর্গট ক্রু** এবং **ক্রিয়াজোট** সহ তুলনীয়।

ক্যাল্‌কে ফস্—ইহার উদরাময়ে অত্যন্ত বায়ু জন্মে এবং জলবৎ, সবুজাভ অথবা অজীর্ণ মলত্যাগ কালে প্রভূত পরিমাণ দুর্গন্ধ বায়ু পট্‌পট শব্দে নির্গত হয়। **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** স্থূলকায় এবং **ক্যাল্‌কে ফস্** শীর্ণ ও লোলচর্ম্ম শিশুরোগীর পক্ষে উপযোগী।

সিলিসিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে ফস এবং **সালফার** গণ্ডমালা ও অস্থিবিকারবিশিষ্ট শিশুর উদরাময়ের প্রধান ঔষধ। **সিলিসিয়ার** উদরাময়ে বিষ্ঠাসহ অজীর্ণ ভুক্তবস্তু নির্গত হয়, বিষ্ঠা প্রায়শঃ অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে ও বমন হয়। **ক্যাল্‌কেরিয়া** সহ ইহা বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। প্রভেদ এই যে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অপেক্ষা ইহার ঘর্ম্ম শরীরের অধিক স্থান ব্যাপক। ইহার অম্লঘ্রাণবিশিষ্ট ঘর্ম্ম সমস্ত মস্তকে ও ললাটে হয় এবং **ললাট দেশ সাধারণতঃ শীতল থাকে, কিন্তু সামান্য আবরণেই তাহা উষ্ণ হইয়া উঠে। সাল্‌ফারের** উদরাময়ের প্রাতঃকালীন বৃদ্ধি এবং বিষ্ঠার পরিবর্ত্তনশীলতা ইহাকে **ক্যাল্‌কেরিয়া** হইতে প্রভেদিত করে।

ফস্‌ফরিক এসিড—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় ইহাতেও অস্বাভাবিক ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় এবং উদরাময়ের আক্রমণে উভয় ঔষধের রোগীই দুর্ব্বল হয় না। প্রভেদ এই যে **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** রোগীর ক্ষুধার বৃদ্ধি অধিকতর, **ফস এসি** রোগীর বলহীনতার অভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয়, এমন কি শেষোক্ত রোগী

রোগাবস্থায় স্থূলতাও প্রাপ্ত হইতে পারে। **ক্যাল্‌কে এসেট** রোগীরও ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ।

রিয়াম—অন্যান্য ঔষধ, বিশেষতঃ **ক্যাল্‌কেরিয়া** সহ তুলনায় ইহার বিষ্ঠা অম্লঘ্রাণের জন্য প্রসিদ্ধ, এমন কি শরীর হইতেও অম্লঘ্রাণ নির্গত হয়। অন্যান্য প্রভেদক লক্ষণ মধ্যে উদরের কামড়ানিবেদনা হইয়া কুন্থন, অনেক সময়ে মলত্যাগান্তেও বেদনার বর্ত্তমানতা এবং মলত্যাগ কালে শীতানুভূতি প্রধান। **ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বের** বিষ্ঠাও অম্লগন্ধ কিন্তু পচা পুষ্করিণীর জলোপরি ভাসমান সবুজ বর্ণ ফেনার ন্যায় ইহার সফেন সবুজ বর্ণ বিষ্ঠা এবং দুর্ব্বলতা, প্রভেদক।

ইথুসা সাইনেপিয়াম—শিশু পানীয়, বিশেষতঃ দুগ্ধপান মাত্রই বমন করে। বমিত পদার্থ শুভ্র, পীতাভ অথবা সবুজাভ চাপময় হয়। বমনের পর অত্যন্ত বলক্ষয় বশতঃ শিশু নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে।

এণ্টিক্রুড—দুগ্ধ পানান্তর শিশু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুগ্ধের চাপ বমন করে, আর দুগ্ধ পান করিতে চাহে না। **ইথুসা** রোগী বমন মাত্রই পুনঃ দুগ্ধ পান করিতে চাহে। **ক্রিয়াজোট** রোগী আমাশয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ ভুক্ত বস্তু ধারণই করিতে পারে না, আহার মাত্রই অথবা ন্যূনাধিক সময় পরে ভুক্ত বস্তু বমন করিয়া ফেলে। **এণ্টিক্রুড** রোগীর দুগ্ধবৎ পুরু শুভ্র জিহ্বালেপ অন্য ঔষধে বিরল।

শয্যা মূত্র।—শিশুর রজনীতে নিদ্রাবস্থায় শয্যায় মূত্রত্যাগ দোষে **বেলাডনার** লক্ষণ থাকিয়াও তাহাতে রোগীর উপকার না হইলে অথবা তাহার উপকার স্থায়ী না হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী।

শুক্রমেহ রোগ।—**ক্যাল্‌কেরিয়া** রোগীর রেতস্খলন হইলেই রজনীঘর্ম্ম এবং সঙ্গমের পর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়। স্থূলকায়, বদ্ধিষ্ণু যুবকদিগের ভগ্নস্বাস্থ্য নিবন্ধন রোগের

পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। হস্তমৈথুন, বা অন্যান্য উপায়ে অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা ইহার রোগের কারণ। রোগীর কামপ্রবৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়, কিন্তু তদনুষঙ্গিক লিঙ্গোত্থান প্রভৃতি যান্ত্রিক উত্তেজনা তাদৃশ প্রবল হয় না। সঙ্গমকালে অসম্পূর্ণ বা ক্ষীণতর লিঙ্গোত্থান সহ অতি শীঘ্র অথবা আংশিক রেতস্খলন হয়। রজনী ৩টা কিংবা তাহারও পরে স্বপ্নদোষ ঘটে। জননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণতা এবং মূত্রনালীর অসহিষ্ণু ভাব জন্মে। ধ্বজভঙ্গ সহ জননেন্দ্রিয়ের মিথ্যা উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে। সঙ্গমান্তে পৃষ্ঠবেদনা, শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, পদকম্পন এবং অনেক সময়ে হস্তে চটচটে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগসম্বন্ধে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অতি উচ্চ স্থানীয় ঔষধ। ফলতঃ **ক্যাল্‌কেরিয়ার** ঔষধ গুণ পরীক্ষার্থ তদুপযুক্ত ধাতুর স্ত্রীলোককে ইহা সেবন করাইলে অচিরাৎ ঋতুবিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। জরায়ুতে ইহার প্রধান ক্রিয়ার ফলস্বরূপ বৈকারিক রক্তস্রাব উপস্থিত হয়। স্থূলকায়, গৌরবর্ণ এবং গণ্ডমালা ধাতুর যুবতীগণই ইহার অনুকুল ক্রিয়াক্ষেত্র; উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে ইহার কার্য্য অব্যর্থ। একটী ২০।২২ বৎসর বয়স্কা যুবতীর ঋতুবিকার ছিল। উল্লিখিত বয়স পর্য্যন্তও তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ একরূপ হতাশ হইয়াছিলেন। পরন্তু স্ত্রীরোগের ধুরন্ধর ডাক্তার ও ধাত্রীর মতে তাঁহার সন্তানাদি হইবে না এইরূপই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইহাঁর শারীরিক গঠন অস্বাভাবিকরূপে পুষ্টিহীন, অর্থাৎ হস্ত, পদ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অতি শীর্ণ, বক্ষঃস্থল এতাদৃশ স্বল্পায়তন যে প্রসারিত হস্ত দ্বারা তাহা প্রায় আচ্ছাদন করা যাইত এবং শীর্ণতা বশতঃই রোগিণী যেন দীর্ঘাকার বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। উল্লিখিত লক্ষণাদি **ক্যাল্কে কার্ব্বের** সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও "পদে আর্দ্র-শীতল বা সিক্ত মোজা পরিহিত

থাকার অনুভূতি” ও “স্পর্শে পদের আর্দ্র শীতল ভাব” **ক্যাল্‌কে-রিয়ার** প্রসিদ্ধ লক্ষণ অতি পরিস্ফুটরূপে বর্ত্তমান থাকায় আমি দ্বিধাশূন্য হইয়া রোগিণীকে যথাবিহিতরূপে ৫।৬ বৎসর কাল **ক্যাল্‌কেরিয়া** সেবন করাই। এই সুদীর্ঘকালে ঔষধ আপনার ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে, রোগিনী পুত্রের মুখদর্শন করিয়াছেন। ইনি পর পর দুইটি সন্তানের জননী হইয়াছেন (পুস্তক পুনর্মুদ্রণ কালে, ১৯২১ খৃঃ চারিটী প্রসব দুইটি পরে মৃত) প্রথমটির বোধ হয় পোষণাভাব বশতঃ প্রসবের ৪।৫ দিবস পরে মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়টী প্রায় ৩ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া সুস্থাবস্থায় মাতৃক্রোড় সুশোভিত করিতেছে। উপযুক্ত স্থলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** এবম্বিধ অব্যর্থ ফলই প্রকাশ করিয়া থাকে।

আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া।—গণ্ডমালা ধাতুর (স্বল্পরক্তঃ) গৌরবর্ণ স্থূলকায় যুবতীদিগের সহজেই মস্তকাদি প্রদেশে ঘর্ম্ম হইলে এবং প্রবল অম্ল রোগ থাকিলে, তাহাদিগের রোগে **ক্যাল্‌কে-রিয়া** প্রশস্ত ঔষধ। এই সকল যুবতীর আদ্য ঋতুর বিলম্ব নিবন্ধন প্রায়শঃ মস্তক ও বক্ষের রক্তাধিক্য বশতঃ শিরোঘূর্ণন, শিরঃশূল প্রভৃতি মস্তিষ্করোগ এবং কাসি ও বক্ষবেদনা প্রভৃতি ফুস্ফুসবিকার উপস্থিত হয়। এই সকল স্থলে আমরা **ক্যালকেরিয়া** দ্বারা মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। উল্লিখিত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের ঋতুরোধ ঘটিলেও **ক্যালকেরিয়া** তাহার বিশেষ ফলবিধায়ক ঔষধ। হৃৎকম্প, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বিশেষতঃ উর্দ্ধে উঠিতে তাহার বৃদ্ধি এবং পদের শীতলতা প্রভৃতি ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

বেলাডনা—ঋতুরোধ নিবন্ধন মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত ঋতুরোধ বশতঃ অধোদরের যন্ত্রাদির নিম্নাভিমুখীন ঠেল-মারার অনুভূতি, দপ্‌দপানি বেদনা এবং কষ্টের সহিত মূত্রনিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিলে **বেল** উপকারী।

জেল্‌সিমিয়াম—ইহার ঋতুরোধরোগে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তকে স্নায়ুশূল জন্মে ও রোগী অজ্ঞানাভিভূত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

গ্লনইন্—ঋতুরোধ ঘটিয়া মস্তকের অতি প্রবল, তীক্ষ্ণ দপ্‌দপানি ও মূত্রসহ অণ্ডলালা বা এলবুমেন থাকিলে ইহা প্রযোজ্য।

একন; একটিয়া স্পাই, লাইক, ওপিয়াম, এবং **ভিরেট এ** ভীতিপ্রযুক্ত ঋতুরোধের ঔষধ।

রজোবাহুল্য বা রক্তমাদ্রী, মেনরেজিয়া।—বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের কখন কখন দুই তিন সপ্তাহের পর পরই প্রভূত পরিমাণ ঋতুস্রাব হয় ও তাহা অনিয়মিত রজঃস্রাবের সীমা অতিক্রম করিয়া জরায়ুর প্রকৃত **শোণিতস্রাবরোগের** প্রকৃতি ধারণ করে। ইহার পক্ষে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মানসিক উত্তেজনায় ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। **মস্তকের ঘর্ম্ম ও পদের শীতলতা** ইহার প্রদর্শক। ডাং ফ্যারিংটন প্রদর্শক লক্ষণশূন্য ও দুর্ব্বলকারী, প্রভূত রক্তপ্রদর রোগে **ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম** প্রয়োগে কখন নিষ্ফল হন নাই।

শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া।—রোগীর ধাতুর প্রকৃতি এবং সাধারণ শারীরিক গঠনের বিশেষতার প্রতি লক্ষ করিয়া **ক্যাল্‌কেরিয়ার** উপযোগিতা নির্দ্ধারণ ও প্রয়োগ করা রোগারোগ্যের পক্ষে সাফল্যের নিদান। অধিকাংশ স্থলেই এই সকল রোগীর গ্রীবাদেশে বিবৃদ্ধ বা স্ফীত অস্থি দৃশ্যমান হয়। প্রচুর পরিমাণ, বদ্ধমূল বা লগ্ন, দুগ্ধবৎ অথবা পীতবর্ণ স্রাব জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন ও জ্বালা উৎপন্ন করে। অল্পবয়স্কা বালিকার আদ্য ঋতুর অব্যবহিত পরের রোগচিকিৎসাতেই ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি লক্ষিত হয়। উপরিউক্ত ধাতুবিশিষ্ট বালিকাগণ এতদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইতে থাকে। কখন কখন বয়োপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর ব্যবধান কালেও এই রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস—গণ্ডমালাধাতুর স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধবৎ অনুগ শ্বেত প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্যালফার—ইহার স্রাবসংস্পৃষ্ট জননেন্দ্রিয়স্থান হাজিয়া যায় ও টাটায়।

কলফাইলাম্—ইহাতেও অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদর আরোগ্য হয়। স্রাব অধিক পরিমাণে হওয়ায় বালিকা বড়ই দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে।

সিমিসিফুগা—বাতপ্রকৃতির স্নায়ুশূলরোগগ্রস্ত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর রোগে ডাং ডাইস্ ব্রাউন ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন।

গণ্ডমালা রোগ বা স্ক্রফুলা।—যে স্থলে ইহা কোন রোগ বিশেষের সংস্রবে উপস্থিত হয় না অথবা বিশেষ কোন রোগরূপে ক্রিয়া প্রকাশ করে না কেবল সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ উৎপন্ন করে, সে স্থলে ইহাকে স্বাধীন রোগ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। আমরা নিম্নে তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

স্ক্রফুলা রোগের পক্ষে **ক্যাল্‌কেরিয়া** শ্রেষ্ঠতম ঔষধ। ইহার লক্ষণে আমরা গণ্ডমালার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মস্তকের কেশময় দেশের অম্ল ও দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, লসীকাগ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও সহজে পূয়সঞ্চারপ্রবণতা, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূরিত অবস্থা, বৃহদুদর, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের স্থূলতা, আলস্যপরতন্ত্রতা ও সর্ব্ববিষয়ে দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি ইহার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিশেষ প্রকাশক। এই সকল শিশুর বিলম্বে দন্তোদ্গম হয়, এবং ঘর্ম্মে পদ চট্‌চটে ও শীতল থাকে। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা চাখড়ির ন্যায় শুভ্র থাকে। শরীরাংশ বিশেষের ঘর্ম্মপ্রবণতার চিহ্নস্বরূপ রজনীতে মস্তকে ও গ্রীবাদেশে ঘর্ম্ম হয়। শরীর জীর্ণ হইয়া চর্ম্ম লোল ও মাংস থস্‌থসে হয়। এই সকল শিশু বিলম্বে

কথা কহিতে ও হাঁটিতে শিখে। পোষণ ও সমীকরণ প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন না হওয়ায় ইহারা মেরুদণ্ড ও বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধির গণ্ডমালা রোগপ্রবণ হয়; ইহাদিগের গণ্ডমালায় চক্ষুপ্রদাহ ও কাণ পাকা জন্মে এবং ইহারা চর্ম্মরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই সকল রোগীর অণ্ডের উপরে অত্যন্ত লালসা দেখা যায়।

ফস্‌ফরাস্—ফস্‌ফরাস্‌গণ্ডমালাধাতুর শিশু বিলক্ষণ কোমল ও মার্জ্জিতস্বভাব এবং বুদ্ধিমান। শিশু বিলক্ষণ সুশ্রী, একহারা ও দীর্ঘচ্ছন্দ, কিন্তু যক্ষ্মারোগপ্রবণ

কষ্টিকাম্—স্নায়ুমণ্ডলের পুষ্টির অপকর্ষ নিবন্ধন দুর্ব্বল স্নায়ু-শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্—যাহারা সমধিক টিউবারকুলার ও অস্থি-রোগপ্রবণ তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী। গণ্ডমালা রোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** সহ তুলনীয় ঔষধের মধ্যে **সাল্‌ফার, ব্যারাইটা কা, সিলিসিয়া,** গ্রাফাইটিস্, ম্যাগ্নেসিয়া মিউ প্রভৃতি প্রধান।

লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটীক গ্ল্যাণ্ডের রোগ।—

গ্রীবা এবং কক্ষ প্রদেশের লসীকাগ্রন্থি মণ্ডলের গণ্ডমালা রোগ হইলে তাহারা প্রায়শঃ স্ফীত, কঠিনস্পর্শ এবং নিকটস্থ টিসুসহ কঠিনরূপে আবদ্ধ হয়। **ক্যাল্‌কেরিয়া** ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাং হেলমাথ ইহার ক্রিয়ায় **এডিনমা অর্ব্বুদ** (Tumour) অন্তর্দ্ধান করিতে দেখিয়াছেন; বিশেষতঃ ইহা **সাল্‌ফারের** পর উপযোগী। গলগণ্ড রোগও **ক্যাল্‌কেরিয়া** আরোগ্য করিয়াছে।

সিলিসিয়া এবং **এপিস** দ্বারা সিষ্টক বা রসকোটরযুক্ত গলগণ্ডরোগ আরোগ্য হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পলিপাস্ (Polypus) বা বহুপাদার্ব্বুদ।—নাসারন্ধ্র, কর্ণ

প্রভৃতি স্থানের পলিপাস্ রোগে **ক্যালকেরিয়া** ফলপ্রদ। পলিপাস্ হইতে রক্তস্রাব হইলে **ফসফরাস** উপকারী। **টুক্রিয়াম** ও **সাঙ্গুইনেরিয়া** ইহার অন্যতম ঔষধ।

রক্তহীনতা এবং ক্লরসিস্ বা মৃৎপাণ্ডু রোগ।—গভীরতর পোষণবিপর্যায়কারী ঔষধ মাত্রই শোণিতের অপকর্ষ ও হ্রাস উপস্থিত করে। একারণ **ক্যাল্কেরিয়ার** ন্যায় গভীর পোষণ-বিকারোৎপাদক ঔষধ যে এবম্বিধ রোগ নিরাকরণে স্থলবিশেষে আমাদিগের সাহায্যকারী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগীর গণ্ডমালা ধাতু ও গণ্ডমালা রোগপ্রবণতাই এ স্থলে মূল প্রদর্শক। মাংসে ঘৃণা, অম্ল ও অপরিপাচ্য বস্তুতে স্পৃহা, বর্দ্ধিতোদর, শিরোঘূর্ণন এবং উপর তলায় আরোহণ করিতে হৃৎকম্প প্রভৃতি ইহার সাধারণ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকার মৃৎপাণ্ডু ও রক্তহীনতা রোগে সাধারণ যুবতীদিগের মুখ, ওষ্ঠ ও কর্ণের বর্ণ পাণ্ডুর এবং গৌরবর্ণা-দিগের মুখ প্রায় শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়, ইহাদিগের হাসিও রোগব্যাঞ্জক। ঋতুস্রাব শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে।

মাতৃস্তন্যের অভাব ও অনুপযুক্ত আহার প্রযুক্ত গণ্ডমালারোগ প্রবণ শিশুদিগের রক্তহীনতা জন্মিলে **এলুমিনা**, আমাশয় ও অন্ত্রের বিকার-ঘটিত অম্লতায় **নাক্স ভমিকা** এবং কোষ্ঠবদ্ধ সহ মৃৎপাণ্ডু রোগে **প্লাম্বাম** উপকারী। সরাদুষিত যুবতিদিগের মৃৎপাণ্ডুরোগে শ্লেট-পেনসিল ও চা খড়ি প্রভৃতি অপাচ্য বস্তুর জন্য অস্বাভাবিক লালসা জন্মিলেও **এলুমিনা** রোগারোগ্যে সক্ষম।

অস্থিরোগ।—গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিগের পোষণক্রিয়ার অপকর্ষ বশতঃ অস্থিবিকার জন্মে। পৃষ্ঠকশেরুকাস্থির ক্ষত রোগে (Caries of dorsal vertebra) শিশু কুব্জপৃষ্ঠ হয় এবং বিলম্বে হাটিতে শিখে। তাহা-দিগের গুল্‌ফসন্ধির (Ankle) দুর্ব্বলতা বশতঃ পেশীবিশেষের ক্রিয়ায় অবস্থা

বিশেষে পদ বহিঃপার্শ্বে (outer) অথবা অভ্যন্তর (inner) পার্শ্বে বক্র হইয়া যায়। **ক্যালকেরিয়া** ইহার মহৌষধ। ডাঃ ফ্যারিংটন এজন্য **পাইনাস্‌ সিলভেষ্ট্রিজ** ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। **ক্যাল্‌কে** ফ্লু, অস্থির ক্ষতের অথবা অস্থির ক্ষতযুক্ত অর্ব্বুদের ঔষধ।

রসবাত, গাউট বা ক্ষুদ্রবাত এবং সাইনভাইটিস্‌।—অধিক কাল জলসিক্ত হইয়া কার্য্য করিলে যে রসবাত রোগ জন্মে তাহাতে **রাস** দ্বারা সম্পূর্ণ ফললাভ না হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী। ইহার সহিত অঙ্গুলির সান্নিধ্যে গাউটের গুটিকাও (Nodule) উপস্থিত থাকে। ফলতঃ গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিগের ধাতুগত রসবাত ও গাউটদোষ নিবন্ধন বিশেষ প্রকারের জীর্ণস্বাস্থ্য (cachexia) সংশোধন পূর্ব্বক সাইনভাইটিস্‌ এবং রসবাত ও গাউট জনিত সন্ধিবৈকল্য (Arthritic deformity) নিবারণেও সাহায্যকারী।

ক্যাল্‌কেরিয়া ও **রাস** কটিবাতের প্রসিদ্ধ ঔষধ মধ্যে গণ্য। লক্ষণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। উভয় ঔষধেই অঙ্গচালনার প্রথমাবস্থায় বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু চালনা করিতে করিতে পরে তাহার উপশম হয়।

আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ ও পেশীর টানাটানি, এই দুই কারণের সংযোগে **আর্ণিকার** রোগ জন্মে। আক্রান্ত শরীরাংশের টাটানি ও থেঁতলান প্রকৃতির বেদনা হয়। পঞ্জরাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থ পেশীর বাতরোগেও ইহা উপকারী। মস্তক ও গ্রীবা সিক্ত হইয়া গ্রীবার কাঠিন্য জন্মিলে **বেল** তাহার ঔষধ। ত্রিকাস্থি বা সেক্রাম (নিম্নতম প্রদেশ) প্রদেশের রসবাতজ বেদনা পদ বাহিয়া অধোভিমুখে বিস্তৃত হইলে **ক্যাল্‌কে ফস** ঔষধ। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ইহার কারণ।

টাইফয়েড জ্বর বা জ্বরবিকার।—এই জ্বরের প্রথমাবস্থায়

স্নায়বিক অধৈর্য্য নিবন্ধন রোগীর নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিলে ইহা উপকারী; অস্বাস্তিপ্রদ নিদ্রায় অভিভূত রোগীর বিরক্তিকর স্বপ্ন দর্শনে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। রোগী যতবার নিদ্রা যায় তত বারই ঐরূপ ঘটে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে বস্তু বিশেষ ও মনুষ্যের আকৃতি প্রভৃতি চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং চক্ষু উন্মোচন করিলেই অদৃশ্য হইয়া যায়। রোগের শেষ অবস্থায় বা দ্বিতীয় সপ্তাহে যদি টাইফয়েড উদ্ভেদ বহির্গত না হয় এবং রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে তাহাতেও ইহা উপকারী। এ অবস্থায় উদরস্ফীতির বৃদ্ধি হয় এবং অস্থিরতা, চীৎকার, শূন্যে কাল্পনিক পদার্থ ধরা প্রভৃতি অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিকার লক্ষণও উপস্থিত থাকে। এস্থলে **ক্যালকেরিয়ার** কার্য্য পূরক রূপে **লাইকপ** ব্যবহার হয়।

ত্বক্-রোগ।—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের নিম্নলিখিত ত্বক্ রোগের **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব** দ্বারা উপকার হইয়াছে। মস্তকের কেশময় স্থানের **কাউর** ও **পামা** বা **একজিমা** রোগ মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শুভ্র মামড়ি জন্মে, তাহাতে প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে শিশু ক্ষিপ্তের ন্যায় আক্রান্ত স্থান ভয়ানকরূপে চুলকাইতে থাকে। পুরাতন **আমবাত** দুগ্ধ পানে বর্দ্ধিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়বিকার ঘটিত **বক্ষোব্রণ** (অরাম মিউ, নেট্‌ মিউ।) ইহাদ্বারা আরোগ্য হয়।

———o———

লেক্‌চার ২৯ (LECTURE XXIX)

ক্যান্থারিস্ (Cantharis)

প্রতিনাম। ক্যান্থারিস্ ভিসিকেটরিয়া।

সাধারণ নাম। স্প্যানিস্ ফ্লাই।

প্রয়োগরূপ। এলকহল বা সুরাসার সহ টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল। কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম :—সাধারণতঃ ২ হইতে ২০০ ক্রম, এক্ষণে ১০০০০০ (cm) ক্রমেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। *

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং বাঘস—হস্তমৈথুন প্রযুক্ত উন্মাদরোগের ইহা একমাত্র ঔষধ। একটী স্ত্রীলোক আপনাকে অপদেবতা বলিয়া মনে করিত ও যে বস্তুই সম্মুখে পাইত তাহাই নষ্ট করিত, অতি সৎ ও নম্র প্রকৃতিবিশিষ্টা থাকিলেও দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে হস্তমৈথুন করিয়া স্বভাব মন্দ হইয়া যায়, তাড়না অথবা উপদেশ কিছুতেই অভ্যাস ত্যাগ করে না; ৪৫০০ (45m). আরোগ্য; পরে হস্তমৈথুন করিয়াও রোগ ফেরে নাই। ডাং সরকার—হার্ম্মনিয়াম্ বাজাইতে তাহার "বেলো" ছিন্ন হওয়ায় কোনো ব্যক্তির দক্ষিণ পদ হইতে মস্তকের দক্ষিণপার্শ্ব পর্য্যন্ত ঝাঁকি লাগিয়া শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে বেদনা হয়, বেদনা থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে প্রবল হইতে আরম্ভ হয় ও অসহনীয় হইয়া উঠে; রোগীর প্রকৃতি ক্রমে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়; পাপ কার্য্য বুঝিতে পারিয়াও ভগবানের নিন্দা করে; উদরে বায়ু রুদ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে উদরমধ্যে বেদনা হয়; ৬, আরোগ্য। ডাং বিংহাম—লক্ষণ—রক্তময় বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মের ন্যায় আম, পরিমাণে অল্প, পুনঃ পুনঃ হয়, রজনীতে বৃদ্ধি; মলত্যাগের পূর্ব্বে, বিশেষরূপে নিম্নোদর

উপচয় ।—তৈল ও কাফি ব্যবহারের কুফলে; শীতল জলপানে এমন কি জল দেখিলেই (ষ্ট্রাম, লাইসিন); মধ্য রজনীর পরে এবং দিবসে।

উপশম ।—উষ্ণ প্রয়োগে; ঘর্ষণে; শয়নে।

সম্বন্ধ ।—ক্যান্থারিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম্ফর, লরসি ও পালস্।

ভেদ করিয়া প্রবল কর্ত্তনবৎবেদনা, এই বেদনা ও মলদ্বারের জ্বালা মলত্যাগের সময়েও থাকিত; মলত্যাগের পর কম্পসহ ভয়ঙ্কর কোঁথানি, তাহাতে হালিস বাহির হইত; রোগী অস্থির ও উত্তেজনাপ্রবণ; মুখ পাণ্ডুর; মুখাকৃতি ক্লেশ ও দুঃখব্যঞ্জক; উদর স্পর্শে বেদনাযুক্ত; পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ, মূত্রত্যাগান্তে মূত্রনালীর জ্বালা এবং মূত্রস্রোত আক্ষেপিক বাধাপ্রাপ্ত ও যন্ত্রণাদায়ক; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ টেম্পল—বিরেচন, বমন ও খল্লীর আরোগ্যান্তে কোন রোগীর অত্যন্ত অস্থিরতা সহ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং ভয়ানক তৃষ্ণা থাকিয়া যায়; ৩, দুই মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ গুডন—অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, বয়স ৪০; প্রত্যেক ৫ হইতে ১০ মিনিটের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূত্রস্রাব; ত্বরিৎ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ আল্‌রিচ—৪ বৎসরের বালকের দুই বৎসর যাবৎ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ; মূত্রবেগ আসিলে বালক শরীর ও পদ ভয়ঙ্কর রূপ চালনা করে; স্থির থাকিতে পারেনা, বক্র হইয়া কুঁথিতে থাকে, চীৎকার করে; সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম হয়, কোঁথের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প মলত্যাগ হয়; লিঙ্গোত্থান হয় ও লিঙ্গ নাল হইয়া রক্তসহ অল্প মূত্রস্রাব হয়; ১৮, আরোগ্য। ডাঃ হুইন—মূত্রস্থালীর প্রতিশ্যায় নিবন্ধন তাহার পক্ষাঘাত ও মূত্ররোধ; ২, আরোগ্য। ডাঃ—গেলাভার্ডিন—মূত্রস্থালীর ও প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ডের উপরের অর্শরোগসহ ভ্রান্তি এবং মানসিক বিশৃঙ্খলা বশতঃ চিন্তাবিভ্রাট, ১২ আরোগ্য। ডাঃ উইসেল্‌হুফ—স্ত্রী রোগী, ৪ সপ্তাহ ব্যাপী হস্তের কাউর বা এক্‌জিমা, হস্ত ও অঙ্গুলি পশ্চাতে এবং অঙ্গুলিনিচয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে জ্বালা ও চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতি হইয়া রসপূর্ণ ফুসকুড়ি উঠে এবং শীঘ্র শুষ্ক হইয়া মামড়ি জন্মে ও ছাল উঠিয়া যায়; অঙ্গুলি কঠিন হওয়ায় অব্যবহার্য্য হয়। শীতল আবহাওয়ায় উপশম ও উষ্ণ ব্যবহারে বৃদ্ধি। ২০, আরোগ্য।

ক্যান্থারিস সহ **কফিয়ার** বিরুদ্ধ বা প্রতিযোগী সম্বন্ধ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এপিস, আর্স, বেল, ক্যাম্ফর, ক্যানা স্থাট, ক্যাপ্স্, কপেবা, কেলি বাই ফস, মার্ক কর, নাই এসি, স্থাবাই, সাল্‌ফার ও টেরিবিন্থ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—অসহিষ্ণু ভাব।

বেদনার অবদরণ ভাব ও টাটানি, বহিরভ্যন্তর উভয় শরীরস্থানের **সকল প্রকার বেদনাই জ্বালাকর** ও চুলকলকর; প্রত্যেক শরীরস্থানই অত্যধিক উত্তেজনাপ্রবণ।

পানীয়, খাদ্য, তাম্রকূট, প্রত্যেক বস্তুর উপরেই ঘৃণা।

সামান্য পরিমাণ জলপানেই মূত্রস্থালীর বেদনার বৃদ্ধি। অবিশ্রান্ত মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তিতে অতি যৎসামান্য রক্তময় মূত্রত্যাগ (হঠাৎ মূত্রত্যাগেচ্ছা), মূত্রনলীর চুলকানি (পেট্রলি)। মূত্রত্যাগের সময়ে ও তাহার পরে মূত্রস্থালীর অত্যন্ত বেগ। **মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীতে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা**; ভয়াবহ কুন্থনসহ মূত্রকৃচ্ছ্র।

অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি চাঁছিয়া আসার ন্যায় রক্তমিশ্রিত শুভ্র অথবা ফেকাসে লোহিতবর্ণের কঠিন শ্লেষ্মা বিষ্ঠাসহ নির্গত হয় (কার্ব্ব এসি, কলচি)।

রজনীতে রক্তযুক্ত রেতস্খলন (লডাম, মার, পেট্র)। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কামেচ্ছার বৃদ্ধি নিবন্ধন নিদ্রার ব্যাঘাত; অত্যন্ত বেদনার সহিত প্রবল লিঙ্গোত্থান (নাই এসি)।

ত্বকের বিম্বিকোদ্‌ভেদসহ বিসর্প (Erysipelas); গাত্রময় বিম্বিকোদ্‌ভেদে টাটানি বেদনা ও পূয় সঞ্চয়।

সূর্য্যাতাপসংস্পর্শে ত্বকের লোহিত উদ্ভেদ।

রোগ কারণ। সূর্য্য রশ্মি ও অগ্নি সংস্পর্শ, গাত্রধাবণ ও স্নান ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—**ক্যান্থারিস** মূলতঃ ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্রিয়া প্রকাশ করে। ক্যান্থারিসবিষাক্ত রোগীর শরীর হইতে মূত্রযন্ত্র দ্বার বিষ বহির্নিক্ষিপ্ত হয়, একারণ মূত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অতি সামান্য উত্তেজনা হইতে অতি ভয়াবহ ধ্বংসকর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া ইহা এই ঝিল্লীর আংশিক অথবা সর্ব্বাঙ্গীণ ধ্বংস সাধন করে। ইহা পরিপাকযন্ত্রপথের, বিশেষতঃ তাহার সর্ব্বাধঃ অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীরও অতি প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করে। কুন্থন সহ মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় বেদনাসহ অল্প অল্প মূত্রস্রাব হইতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ কাঠিন্য জন্মে। ইহা ত্বকের লোহিতাভা ও স্থান বিশেষে বিসর্পবৎ প্রদাহ উৎপন্ন করে; ত্বগুপরি ক্রিয়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ ফোস্কা জন্মে এবং অবস্থা বিশেষে ফোস্কাযুক্ত স্থানের ধ্বংস হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—স্পেন দেশীয় এক প্রকার পতঙ্গের নির্যাস হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। বহুকাল হইতে এলোপ্যাথিক মতে অভ্যন্তরীণ বেদনা, শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চিত রোগজ রস প্রভৃতি নিরাকরণার্থে ও ত্বকের প্রদাহ উৎপন্ন করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ত্বগুপরি ক্যান্থারিসের উপযুক্ত প্রয়োগরূপের প্রলেপে তাহার শক্তি ও লগ্ন রাখাকালের তারতম্যানুসারে ত্বক্‌স্থানের সামান্য উদ্দীপনা ও লোহিতাভা হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকার প্রবল প্রদাহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। প্রদাহিত স্থানে ফাইব্রিণ ও সিরামরসপূর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ ফোস্কা উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল ফোস্কার অভ্যন্তরস্থ ফাইব্রিণ জমাট বাঁধিয়া পর্দ্দার আকার ধারণ করিলে তদধঃদেশে রসের সঞ্চয় দৃষ্টিগোচর হয়। ক্যান্থারিসের প্রলেপ

অতিশয় বিদাহী বলিয়া শরীরে অধিক কাল সংলগ্ন রাখিলে অথবা রোগীর স্বাস্থ্য মন্দ থাকিলে প্রদাহিত ত্বক্‌স্থানের ধ্বংশ হইয়া তথায় পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। উপরিউক্ত প্রদাহিত স্থানে জ্বালাময় বেদনা হয়; প্রদাহ প্রবলতর হইলে ত্বগধস্থ স্নায়ুর উদ্দীপনা বশতঃ কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে।

কখন কখন ঔষধসংলগ্ন স্থান ব্যতীত অন্যান্য ত্বগংশেও প্রদাহ লক্ষণ—ফোস্কাদি দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রদাহিত স্থান হইতে বিষ শোষিত হইয়া অনেক সময়ে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রবিশেষেও প্রদাহ বা উদ্দীপনা উপস্থিত করিয়া থাকে। সেবন, শোষণ প্রভৃতি যে কোন প্রকারেই হউক, বিষ একবার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিলে তাহা শরীরাভ্যন্তরস্থ সকল শরীরোপাদনই আক্রমণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বৃক্কক বা কিডনি হইতে লিঙ্গাগ্র পর্য্যন্ত মূত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই অধিকতর আক্রান্ত হয়। অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে পরিপাকযন্ত্রপথের নিম্নাংশও ইহাদ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ত্বক, সিরাস্ মেম্ব্রেণ বা রসঝিল্লী প্রভৃতি শরীরোপাদানের মধ্যে ত্বগুপরিই ইহা অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মূত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সামান্য উত্তেজনা হইতে ইহা অতি প্রবল ও তীক্ষ্ণ প্রদাহ উৎপন্ন করায় কিড্‌নি প্রদেশ, অধোদর বা মূত্রস্থলী প্রদেশ এবং লিঙ্গে অতি স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, পুরুষের মূত্রপথে জ্বালাময় বেদনা, স্ত্রীলোকের তথায় অধিকাংশ সময়ে চনচনি হইয়া থাকে। মূত্র অতিশয় উষ্ণ, পরিমাণে অল্প এবং এল্‌বুমেন, মিউকাস ও শোণিত প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং মূত্রত্যাগ করিতে অতি ভয়াবহ জ্বালাময় বেদনা হইয়া পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ হয়। উত্তেজনাবশতঃ মধ্যে মধ্যে লিঙ্গের উত্থান ও কাঠিন্য অসহনীয় যন্ত্রণা প্রদান করে। পরিপাকযন্ত্রপথোপরি ক্রিয়ায় ইহা উদরের অত্যন্ত জ্বালাময় বেদনা ও আমরক্ত জন্মায় ইহার স্থানিক সংস্পর্শ নিবন্ধন রোগাৎপন্ন

হয় অন্ত্রবেষ্টঝিল্লীর প্রদাহ বা পেরিটনাইটিসও অতি বিরল নহে। রসঝিল্লীর উপদাহ প্রযুক্ত ঝিল্লীগহ্বরে রস সঞ্চয় হয়। ক্যান্থারিসের স্থানিক সংস্পর্শ-নিবন্ধন ক্রিয়া উপাদাননির্ব্বিশেষে প্রদাহমূলক হইলেও ইহার ঔষধগুণ, নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াগতসম্বন্ধের আকর্ষণ বশতঃ বিশেষ বিশেষ শরীরোপাদনের উপরেই হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কে ইহার পরোক্ষ ক্রিয়া হইয়া প্রভূত জ্ঞানবিভ্রাট সংঘটিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও মূত্রযন্ত্রবিকার সহ ইহা সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু জননেন্দ্রিয় ও মূত্রপথের প্রবল প্রদাহাবস্থায় মস্তিষ্ক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, উহার সামান্যাবস্থায় যখন উদ্দীপনা ঘটিত যন্ত্রণার লাঘব হইয়া তাহা অত্যধিক ও অসহনীয় কামেচ্ছায় পর্য্যবসিত হয় তখনই জ্ঞানবিভ্রাট ঘটিয়া রোগী ন্যুনাধিক উন্মত্ত ভাব প্রকাশ করে।

মানসিক উত্তেজনায় অতি ভয়াবহ ও প্রচণ্ড প্রলাপ উপস্থিত হয়। অতি ক্রোধপ্রবণতা বশতঃ রোগীর প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ও প্রত্যেক বিষয়ে অসন্তুষ্টি জন্মে। উৎকণ্ঠাযুক্ত অস্থিরতা সহ নাকিসুরে ক্রন্দন ও কষ্ট প্রকাশ করে। মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর ক্রোধোন্মত্ত হইয়া চীৎকার, খেউ খেউ ও প্রহার করে; চাকচিক্যশালী ও দীপ্তিমান বস্তু দর্শনে, স্বরযন্ত্র (Larynx) স্পর্শ করিলে এবং জলপানের চেষ্টায় ঐ ভাব পুনরাগত হয়। রোগী উৎকণ্ঠার সহিত ছটফট করে; অপরাহ্নে অত্যন্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং পরস্পর বিরুদ্ধ মানসিক ভাবের উদয় হয়।

ক্রমে মস্তিষ্কের অবসাদাবস্থা জন্মিয়া ভরসাহীনতা ও মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী বলে যে তাহার নিশ্চিৎ মৃত্যু হইবে।

পূর্ব্বাহ্ণ কালে মস্তক মধ্যে গোলমাল ভাবের উদয় হয় ও ললাটদেশে দপদপ করে। মানসিক গোলমাল ও বিক্ষিপ্ত ভাব, এবং কোন বিষয়ে মনঃসংযোগের অপারগতা ঘটে। রোগী কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ সংজ্ঞা লোপ হয়।

মস্তিষ্কের অনুভূতিবিকারে শিরোঘূর্ণন হয়; শরীর টলিতে থাকে; মুক্ত বায়ু মধ্যে ভ্রমণকালে উপরিউক্ত অবস্থা সহ মধ্যে মধ্যে ক্ষণিক জ্ঞানলোপ ঘটে; চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসার ন্যায় দৃশ্য উপস্থিত হয়।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিয়া লঘু নিদ্রা হয়; জাগ্রৎ অবস্থায় ভ্রমদৃষ্টি হইতে থাকে। অনিদ্রা। উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিদ্ধস্ত হওয়ায় সকল বস্তুই হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টি-মালিন্য ঘটে। শ্রবণেন্দ্রিয়বিকার জন্মিয়া কর্ণমধ্যে ঘণ্টাধ্বনিবৎ ধ্বনি, গুন গুন শব্দ অথবা উচ্চ শব্দ হইতে থাকে। স্বাদবিপর্য্যয় ঘটিয়া সুবর্ণপতর-মণ্ডিত দন্তে তাম্রাস্বাদ পায়। মুখাস্বাদ তিক্ত ও আলকাতরার ন্যায়, মুখ স্বাদহীন।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে শরীরের বহিরভ্যন্তর সর্ব্বস্থানের কাঁচাক্ষতের অনুভূতি, টাটানি বেদনা এবং স্থানবিশেষে জ্বালা ও চনচনি। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সর্ব্বাংশেরই অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র সহ জলাতঙ্কবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ।

ললাট প্রদেশে শিরঃশূল। জ্বালাময় টাটানির গ্রীবা হইতে মস্তক পার্শ্বে উত্থান ও শিরোঘূর্ণন। মস্তিষ্কের প্রদাহ। মস্তিষ্কের গভীরদেশে বেদনা হইয়া চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় মুখাবয়ব ভ্রূকুটিযুক্ত ও ক্রোধব্যঞ্জক ভাব ধারণ করে, চক্ষু উন্মুক্ত থাকলে মুখাবয়বের কোন ভাবব্যঞ্জকতা দৃষ্ট হয় না। মুর্দ্ধার কেশাকর্ষণ করিয়া ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। মস্ত-কাস্থিতে সূচিবেধ অথবা আকৃষ্টবৎ বেদনা।

রোগীর মুখাবয়ব অতীব যন্ত্রণাব্যঞ্জক। বেদনা কালে এবং তাহার অবসানে মুখের মৃতবৎ দৃশ্য। মুখমণ্ডল স্ফীত ও শোথযুক্ত; মস্তক নত করিলে মুখ আরক্ত হয়। মুখ হরিদ্রাভ অথবা পাণ্ডুর।

চক্ষুর মধ্যে চন চনি। চক্ষু বহির্নিক্রান্ত, অগ্নিবৎ লোহিত, উজ্জ্বল ও কটমট চাহনিযুক্ত। চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার চতুপার্শ্বে নীলবর্ণরেখাঙ্কিত

হয়। মুক্ত বায়ুতে চক্ষু হইতে জলস্রাব নিবন্ধন চক্ষু বন্ধ করিতে হয়; চক্ষুপত্র উন্মুক্ত করিলে কিনারায় ক্ষতবৎ বেদনা এবং কাঁচা মাংসের ন্যায় দৃশ্য।

কিছুকাল পরে পরে অথবা পুনঃ পুনঃ কর্ণ হইতে উষ্ণ বাষ্প বা ঝাঁজ নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র রোগে অতি প্রত্যুষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। কর্ণপৃষ্ঠের বিসর্পবৎ প্রদাহ উভয় গণ্ডে, বিশেষতঃ দক্ষিণ গণ্ডে অধিকতর বিস্তৃত হয়, পরে স্থানের খোলোষ উঠিয়া যায়। নাসিকা হইতে প্রচুর আটা সর্দ্দি পড়ে কিন্তু হাঁচি হয় না; গলা ভাঙ্গিয়া যায়; গলা খাঁকর দিয়া বুক হইতে শক্ত আটা গয়ার উঠাইতে বেদনা; প্রত্যেক রজনীতে শ্বাসনালীর বা ট্রেকিয়ার বহির্দ্দেশ বাহিয়া শুষ্ক বোধ সহ কর্ত্তনবৎ বেদনা। পশ্চাৎনাসারন্ধ্রাভ্যন্তরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে তাহা বাহির করিতে কষ্ট হয়।

শ্বাসযন্ত্রের দুর্ব্বলতা বোধ হইয়া স্বর মৃদু হইয়া যায়। বক্ষমধ্যে, বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে, সূচিবেধবৎ বেদনা। ফুসফুসবেষ্টঝিল্লী বা প্লুরা মধ্যে রস সঞ্চয়; শ্বাসকৃচ্ছ্র ও হৃৎকম্প জন্মে; অল্প অল্প মূত্রত্যাগ; এবং সংজ্ঞালোপের উপক্রম।

হৃৎকম্প। হৃদ্বেষ্টপ্রদাহে; তদভ্যন্তরে রস সঞ্চয়; নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অনিয়তগতিবিশিষ্ট; রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারোধের আশঙ্কা জন্মে।

পরিপাকযন্ত্রবিকারে ওষ্ঠ শুষ্ক থাকে কিন্তু পিপাসা হয় না। হনুস্তম্ভ সহ দন্ত কিড়িমিড়ি।

জিহ্বার দুর্ব্বলতায় কথা দুর্ব্বল ও কম্পিত হয়। জিহ্বার মধ্যভাগ পুরুলেপযুক্ত, পার্শ্ব লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং ঘনলেপময়; জিহ্বার পশ্চাদ্দেশ আংশিক রূপে ফোস্কাময় ও ছাল ওঠা; জিহ্বার কম্প।

মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি লোহিতবর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাযুক্ত; মুখ টাটায়, জ্বালা অথবা চনচন করে। মুখের শুষ্কতা পশ্চাৎনাসিকারন্ধ্র পর্য্যন্ত যায় মুখ, গলদেশ ও আমাশয় মধ্যে জ্বালাময় বেদনা। মুখ হইতে প্রচুর স্বাদহীন অথবা ঘৃণাজনক মিষ্ট লালাস্রাব।

গলদেশের জ্বালায় বোধ হয় তাহাতে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে। গলদেশ প্রদাহযুক্ত এবং গাঢ় প্রদাহিক স্রাব দ্বারা আবৃত। গলদেশ স্ফীত। গলদেশের সঙ্কোচন ও তাহার পশ্চাৎপার্শ্বে তীক্ষ্ণ বেদনা। গলদেশের পশ্চাৎভাগে ও দক্ষিণ টন্‌সিলগ্রন্থিতে উপক্ষত। তরল পদার্থের গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্টকর।

গলদেশ ও আমাশয়ের জ্বালাময় বেদনা হইয়া অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়। ক্ষুধা কম হইয়া যায়। খাদ্যে ঘৃণা জন্মে। উদ্‌গারে সফেন বস্তু, অম্ল, এবং অম্লাস্বাদ ও উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে। বিবমিষা থাকে ও বমন হয়

আমাশয় এবং মূত্রস্থালীপ্রদেশ তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত থাকিয়া তাহার এতদূর স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে যে তাহাতে যৎ সামান্য চাপ দিলেই সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয়।

উদর আধ্মানযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। সম্পূর্ণ অন্ত্রপথের প্রবল জ্বালাময় বেদনা হয়। উদরাভ্যন্তরে কর্ত্তনবৎ বেদনা। ক্ষুদ্র বা অধঃ পর্শুকাস্থির অভ্যন্তর দেশে (কোঁকের উর্দ্ধে) বায়ু রোধ ঘটে।

সরলান্ত্রের কুন্থন হয়। মলদ্বার ও মূত্রনালী হইতে অবিমিশ্র রক্ত-স্রাব। উদরাময়ের মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভয়ঙ্কর জ্বালা। বিটপ-দেশের (গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের ব্যবধানদেশ) বেদনা, বোধ যেন তাহা মূত্রস্থলীর গলদেশ হইতে আসিতেছে। মলত্যাগ কালে উদরের কর্ত্তনবৎ বেদনা, তাহার পরে শরীরের কম্প। অবস্থানুসারে বিষ্ঠা রক্ত ও আমযুক্ত কখন অবিমিশ্র রক্তময়, কখন ক্লেদ ও রক্তযুক্ত, কখন বা শুভ্র,

অথবা অন্ত্র হইতে চাঁছিয়া লওয়া পদার্থের ন্যায় শোণিত রেখাযুক্ত আমময় হইয়া থাকে। মূত্রত্যাগ কালে মলত্যাগের ইচ্ছা। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় মূত্ররোধ ঘটে অথবা রোগী পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জ্বালাকর মূত্রত্যাগ করে।

সম্পূর্ণ মূত্রপথের কর্ত্তন ও সঙ্কোচন ভাবের অনুভূতি. লিঙ্গমুণ্ড চাপিলে কিঞ্চিৎ উপশম। কিডনি প্রদেশে মৃদু চাপের অনুভূতি। **মূত্র-স্থলীর প্রবল বেদনা ও বেগ সহ অসহ্য কুন্থন। মূত্রস্থলীর কেবল কুন্থন। মূত্রস্থলীর গলদেশের ভয়াবহ জ্বালা;** তাহা মূত্রনলীর প্রথম বিস্তৃতাংশ (Navicular fossa) পর্য্যন্ত যায়। মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব। **মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে মূত্রনলীর অভ্যন্তরে ভয়ঙ্কর জ্বালা। মূত্রসংস্রব ঘটিলে শরীরস্থান ঝলসিয়া যায়। ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগ বেগের সহিত মূত্রনলীর জ্বালা।** নিষ্ফল মূত্রবেগ হয়। মূত্রধার চিকন ও ভাগ ভাগ। মূত্ররোধ নিবন্ধন মূত্রযন্ত্রের বেদনা।

অবস্থানুসারে মূত্র রক্তমিশ্রিতবৎ লোহিতবর্ণ, **রক্তময়,** কখন কৃষ্ণবর্ণ, কখন ঘোলাটে, কখন পরিমাণে অত্যল্প এবং কখন বা রজনীতে ময়দাদি মিশ্রিত জলের ন্যায় আবিল ও শুভ্র তলানিযুক্ত। স্ত্রীসঙ্গম কালে ও তাহার পরে রেতঃস্খলনে নলীপথের জ্বালা।

মূত্রত্যাগ কালে অণ্ডকোষরজ্জু মধ্যে আকৃষ্ট ভাব। লিঙ্গমুণ্ডের বেদনাযুক্ত স্ফীতি। লিঙ্গে পচনশীল ক্ষত (Gangrene); বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। সম্পূর্ণ মূত্রনলীর টাটানি হইয়া বেদনা ও কামেচ্ছাহীন, প্রবল এবং অবিশ্রান্ত ভাবের লিঙ্গোত্থান। কামেচ্ছার বৃদ্ধি প্রযুক্ত নিদ্রার ব্যাঘাত করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে যোনিকপাটের স্ফীতি ও উদ্দীপনা জন্মে অণ্ডাধারের (Ovary) প্রদাহে কর্ত্তনবৎ অনুভূতি ও জ্বালা। যোনির

কণ্ডুয়ন বশতঃ প্রবল কামপ্রবৃত্তি জন্মে। গর্ভস্রাব ঘটে। যোনিমধ্যে ভয়ানক চুলকায় অতি শীঘ্র শীঘ্র ও অতি প্রচুর ঋতু স্রাব; শোণিত কৃষ্ণবর্ণ অথবা অত্যল্প।

মূত্রত্যাগে কটিদেশ, কিডনি এবং উদরে এতাদৃশ বেদনা যে রোগী এক ফোটা মূত্র ত্যাগ করিতেও গোঁ গোঁ ও চীৎকার করিতে বাধ্য। কটির বেদনায় অবিশ্রান্ত মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি।

দক্ষিণ কুক্ষির সূচিবেধানুভূতি বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পদতলে ক্ষতের ন্যায় বেদনা, রোগী ভূমিতে পদ নিক্ষেপ করিতে পারে না। নিম্নাঙ্গে ছিন্নবৎ অনুভূতির ঘর্ষণে উপশম।

ত্বকের বিষর্পবৎ প্রদাহ হইয়া ফোস্কা জন্মে। ত্বকে ছিন্নবৎ ও ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

জ্বালা ও জ্বালাকর কর্ত্তনবৎ বেদনা।—**ক্যান্থারিস** একটি প্রবল দাহিকাশক্তি বিশিষ্ট বস্তু। এলপ্যাথি মতে ইহার বহিঃ প্রয়োগে যে **প্রভূত জ্বালা ও জ্বালাকর বেদনা** এবং **নচনি** সহ ত্বগুপরি ক্ষুদ্র বৃহৎ ফোস্কা উৎপন্ন হয় তৎবিষয়ে অনেকেরই সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকা সম্ভব। ফলতঃ **ক্যান্থারিসের** বহিরভ্যন্তর রোগ মাত্রেই আক্রান্ত যন্ত্রে ও শরীরাংশে উপরি উক্ত প্রকৃতির জ্বালা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্ত্তমান থাকে। অতএব ই জ্বালা এবং অধিকাংশ সময়ে ইহার সহিত নিম্ন বর্ণিত মূত্রবিকার ন্যূনাধিকরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অধিকতর নিশ্চয়াত্মক **ক্যান্থারিস রোগ** নির্ণায়ক প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। এতাদৃশ ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক জ্বালা ও জ্বালাময় বেদনা অন্য কোন ঔষধে নাই, এরূপ লক্ষণে **আর্সেনিকই** ইহার একমাত্র সমকক্ষ ঔষধ

বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। উভয় ঔষধেই জ্বালাসহ **অস্থিরতা** বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু **আর্সেনিকের** জ্বালা ও অস্থিরতা সহ তাহার বিশেষ লক্ষণ তৃষ্ণা, উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যুভীতি এবং মস্তিষ্ক আক্রমণে **ক্যান্থারিসের** বিশেষরূপ জ্ঞানবিপ্লব ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ নিম্নবর্ণিত অতি ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগ ও রোগ লক্ষণে সহ উভয় ঔষধকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

অবিশ্রান্ত মূত্রবেগসহ অসহ্য কুন্থন; মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে মূত্রনালী মধ্যে ভয়াবহ কর্ত্তনবৎ বেদনা; মূত্রস্থালীর গলদেশে প্রচণ্ড জ্বালাময় কর্ত্তনবৎ বেদনা; অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র-ত্যাগ প্রভৃতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক। মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-সহ অতি নিগূঢ় ক্রিয়াকর্ষণসম্বন্ধ থাকায় ইহার বিষক্রিয়ার সর্ব্বাগ্রে ও অতি বিশেষরূপে মূত্রযন্ত্র আক্রান্ত হয়। এ কারণ ইহা দ্বারা চিকিৎসার উপযোগী স্বয়ম্ভূত রোগের ও অগ্নিদাহ প্রভৃতি আগন্তুক কারণোদ্ভূত রোগের উপসর্গস্বরূপ পূর্ব্ববর্ণিত ন্যূনাধিক যন্ত্রণাদায়ক মূত্রকৃচ্ছ্রাদি উপস্থিত না থাকিলে তাহাতে **ক্যান্থারিস** প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব জ্বালা প্রভৃতি মূত্রত্যাগের যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ **ক্যান্থারিসের** সর্ব্বাগ্রগণ্যপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা ফললাভের অভ্রান্ত উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—উন্মাদরোগ, জলাতঙ্ক, কামোন্মাদ প্রভৃতি।—মস্তিষ্কোপরি **ক্যান্থারিসের** অতি প্রবল ক্রিয়া হইয়া সময়ে সময়ে রোগীর জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণরূপ বিদ্ধস্ত হইয়া যায়;

হইয়া সময়ে সময়ে রোগীর জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণরূপ বিদ্ধস্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **ক্যান্থারিসের** মূল ক্রিয়া মূত্রযন্ত্রে হইয়া পরে গৌণভাবে মস্তিষ্ক আক্রমণ করে। ফলতঃ মূত্রযন্ত্রের প্রবল প্রদাহাবস্থায় স্থানীয় যন্ত্রণার আতিশয্যে রোগীর অভিভূতি নিবন্ধন মস্তিষ্ক লক্ষণ উপস্থিত হইবার অবসর থাকে না। কিন্তু যখন উপরিউক্ত যন্ত্রণা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া প্রভূত কণ্ডুয়ন অথবা শুড়শুড়িতে পরিণত হয়, কিম্বা যখন মূত্রযন্ত্রবিকারের অপ্রবলতাবশতঃ প্রথমেই তাহা কণ্ডুয়ন অথবা শুড়শুড়ির ভাব ধারণ করে, তখনই মূত্রযন্ত্রসহ জননেন্দ্রিয়ের নৈকট্য সম্বন্ধ হেতু প্রবল কামোদ্দীপনা হয়। এই বিসদৃশ কামোদ্দীপনাই রোগীর জ্ঞান ও চিন্তাস্রোতের প্রবল বিপ্লব ও ছত্রভঙ্গ ভাব উৎপন্ন করায় তাহা ভিন্ন ভিন্ন মানসিক রোগাকারে প্রকাশ পায়। অতএব ক্যান্থারিস্ চিকিৎস্য যে কোনপ্রকার মানসিক রোগই হউক না কেন তৎসহ মূত্রযন্ত্রের অপ্রবল যন্ত্রণা ও জননেন্দ্রিয়ের অতি প্রবল ও অনিবার্য্য কামোদ্দীপনা বর্ত্তমান থাকে। **ন্যূনাধিক মূত্রযন্ত্রবিকার ও অদম্য কামোদ্দীপনার বর্ত্তমানতা ক্যান্থারিস্ মানসিক রোগের প্রদর্শক।** রোগীর প্রলাপ লক্ষণ ও বিসদৃশ ব্যবহারের তারতম্যানুসারে ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানসিক রোগে উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

মস্তকের তাপ বৃদ্ধি হইয়া মুখমণ্ডল লোহিতাভ ও প্রদীপ্ত, চক্ষুগোলক বহির্নিষ্ক্রান্ত, রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত এবং বিবর্দ্ধিত অবস্থায় রোগী কটমট করিয়া উন্মত্তবৎ চাহিতে থাকে। ভয়াবহরূপে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া চীৎকার করে, রূঢ় এবং অতি বিসদৃশ ব্যবহার করে। দিবা রজনী অতীব অস্থিরতা সহ ঘুরিয়া বেড়ায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার মানস ক্ষেত্রে নানাপ্রকার অদ্ভুত কল্পনার উদয় হয়। উপরিউক্ত লক্ষণ সহ অতি **উন্মাদকর ও অদম্য কামপ্রবৃত্তির বর্ত্তমানতায় ক্যান্থা-**

রিসের প্রয়োগিতা নির্দ্দেশ করে। ইহার রোগীর মুখমণ্ডলের লোহিত ও প্রদীপ্ত আভার পরিবর্ত্তে অধিকতর সময়েই পাণ্ডুরতা বর্ণ ফেকাসে, চক্ষু বসা ও মুখাবয়ব মৃতের ন্যায় এবং ক্লেশব্যঞ্জক থাকে।

ক্যান্থারিসের সাধারণ উন্মাদরোগে ন্যূনাধিক উপরি বর্ণিত অবস্থা প্রকাশ পায়। এইরূপ লক্ষণ সহ যেস্থলে জননেন্দ্রিয়ের ভয়াবহ উত্তেজনাবশতঃ সঙ্গমেচ্ছার অস্বাভাবিক ও অধিকতর উদ্দীপনা হইয়া রোগী উন্মত্তবৎ কদর্য্য ও অশ্লীল ব্যবহার করে, সেস্থলে রোগীর কাম প্রবৃত্তির প্রাধান্য প্রযুক্ত রোগ কামোন্মাদ বলিয়া গণ্য।

ক্যান্থারিস রোগলক্ষণে উপরিউক্ত অবস্থাসহ কখন কখন ক্রোধোন্মত্ত রোগী ভয়াবহ চীৎকার করে, কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে; এবং চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তু দর্শনে, অথবা সন্তব্যস্থলে তাহার স্বরযন্ত্র স্পর্শে ও জল-পানের চেষ্টায় উপরিউক্ত চিৎকারাদির বৃদ্ধি অথবা পুনরাক্রমণ হয়, অনেক সময়ে তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়া জলাতঙ্ক বা হাইড্রফবিয়া রোগে ইহার প্রয়োজ্যতার পরিচয় প্রদান করে। **ক্যান্থারিসের** সর্ব্বপ্রকার মানসিক রোগেই ন্যূনাধিক মূত্রকৃচ্ছ্র সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বর্ত্তমান থাকে। অতীব প্রচণ্ড উন্মাদ লক্ষণ সহ অত্যধিক কামোদ্দীপনা ইহাকে ইহার অন্যান্য সদৃশ ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ।—প্লূরাভ্যন্তরে প্রাদাহিক স্রাব সঞ্চিত হইলে তন্নিরাকরণে **ক্যান্থারিস** বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। সেরো-ফাইব্রিণাস্ বা রস-তন্তুজান পদার্থমিশ্রিত স্রাবেই ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে অধিকতর সূচিবেধবৎ বেদনা হয় অথবা বক্ষবেদনা বামপার্শ্বে হইয়া দক্ষিণপার্শ্বে যায়। বক্ষা-ভ্যন্তরে জ্বালা হয়। গভীর শ্বাসগ্রহণে এবং কথা কহিতে রোগীর অনুভূতি

জন্মে যেন শ্বাসযন্ত্রের দুর্ব্বলতায় সে উপযুক্তরূপ বক্ষযন্ত্র ব্যবহারে অপারগ হইবে। অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎপিণ্ডের স্থানচ্যুতি ও হৃৎকম্প, মূর্চ্ছার ভাব, শুষ্ক খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি, প্রচুর ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা এবং শ্বেতলালা বা এলবুমেনময় অত্যল্প পরিমাণ মুখলালা ইহার রোগের অন্যান্য লক্ষণ।

ফুসফুস প্রদাহ (Inflamation of the lungs)।—কখন কখন ফুসফুসের অতি ভয়াবহ ও পচনশীল বা গ্যাংগ্রিনাস্ প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া অতি দ্রুতগতিতে ফুসফুসের ধ্বংস সাধন ও অচিরাৎ রোগীর মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত ফুসফুস অগ্নিদাহবৎ জ্বালা করে, সঙ্গে সঙ্গে পুতিগন্ধবিশিষ্ট ও জলবৎ পাতলা গয়ার নিষ্ঠ্যূত হয়; নাসিকা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, মুখশ্রী মৃত্যুভাবব্যঞ্জক (Hippocratic) হয় এবং মূত্রাঘাত জন্মে। এরূপ অবস্থায় যথাসময়ে **ক্যান্থারিসের** প্রয়োগ ব্যতীত রোগীর জীবন রক্ষার উপায়ান্তর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার সহিত তুলনীয় একমাত্র ঔষধ **আর্সেনিক,** নিউমোনিয়া রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থায় প্রযোজিত হইয়া থাকে। ইহাতেও ফুসফুস অভ্যন্তরে ভয়াবহ জ্বালা থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণ গয়ার নিষ্ঠ্যূত হয় এবং নিউমোনিয়ার সাধারণ লক্ষণ সহ অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যুভীতি প্রভৃতি রোগীর শোচনীয় অবস্থা প্রকটিত করে।

গলক্ষত বা সোর থ্রোট।—গলদেশের অতি প্রবল প্রাদাহিক রোগোপশমনে **ক্যান্থারিস** আমাদিগের অন্যতম সাহায্যকারী ঔষধ। ইহার সাধারণ গলক্ষত রোগেও মারাত্মক গলক্ষতের ন্যায় আক্রান্ত স্থান আটাযুক্ত প্রাদাহিক রস বা প্ল্যাষ্টিক্ লিম্প গঠিত ঝিল্লি কর্ত্তৃক আবৃত হয়। অতি প্রবলতর সঙ্কোচনের অনুভূতি হইয়া গলদেশের আক্ষেপ হইতে থাকে। গলদেশের পশ্চাৎপার্শ্বে বেদনা থাকে এবং তদভ্যন্তরে জলন্ত অগ্নি থাকার অনুভূতি হয়। কোন বস্তু, বিশেষতঃ জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ চেষ্টায় জ্বালা ও আক্ষেপ অসহনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। ন্যূনাধিক মূত্রকৃচ্ছ্র থাকে।

বেলাডোনা—ইহাতেও গলদেশের সঙ্কোচন তরল পদার্থ গলাধঃকরণে বৃদ্ধি পায় এবং প্রদাহের প্রবলতাও উভয় ঔষধে প্রায় তুল্য থাকে। কিন্তু ইহাতে **ক্যান্থারিসের** মূত্রবিকার, প্রভূত দুর্ব্বলতা, গলদেশে ফোস্কার উৎপত্তি এবং জ্বালার অভাব থাকিয়া ইহাকে তাহা হইতে প্রভেদিত করে।

এপিস—ইহাতেও গলদেশ ও তদধঃ দেশের আক্ষেপ হয় এবং আক্রান্ত স্থানে ক্ষুদ্রাকার ফোস্কা জন্মে ; কিন্তু ইহার গলদেশের বহিরভ্যন্তরের অধিকতর শোথভাব, হুলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং রোগীর নিদ্রালুভাবের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে কর্কশ চীৎকার ইহাকে **ক্যান্থারিস** হইতে প্রভেদিত করে।

ক্যাপসিকাম্—ইহা মদ্য ও তাম্রকুটপায়িদিগের গলক্ষতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। গলদেশ ঘোর লোহিতবর্ণ হয়। উপজিহ্বা ঝুলিয়া পড়ে। গলদেশ চনচন ও জ্বালা করে। রোগের গুরুত্ব ও জ্বালার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকা ও চনচনির আধিক্য এবং গলাধঃকরণ চেষ্টা ব্যতীতই গলদেশের আক্ষেপ ইহার প্রভেদক।

মারাত্মক গলক্ষত বা সঝিল্লিক ডিফ্‌থিরিয়া।—সাধারণ গলক্ষত অপেক্ষা ইহাতে গলদেশের জ্বালা ও চাঁচাভাবের অনুভূতি অধিকতর প্রবল থাকে, সঙ্কোচন স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত আক্রমণ করায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয় এবং জল পানে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় রোগীর ভয়াবহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। জলপানে মূত্রকৃচ্ছ্রও বৃদ্ধি পায় এবং বোধ হয় যেন জলপানে শরীরের বহিঃদ্বাররক্ষক সঙ্কোচক পেশী (Sphincters) মাত্রেরই সঙ্কোচন ঘটিবে। ডিফ্‌থিরিয়া রোগে উপরিউক্ত গলদেশলক্ষণ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং প্রভূত দুর্ব্বলতা থাকিলে **ক্যান্থারিস** দ্বারা বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। ইহার রোগ অতি ক্ষিপ্রগতিতে অচিরাৎ আক্রান্ত টিসুর গ্যাংগ্রিণ বা ধ্বংসোৎপন্ন করিয়া রোগীর অতি সাংঘাতিক টাইফয়েড অবস্থা আনয়ন করে।

ক্যাপসিকাম্—ডিফ্‌থিরিয়া রোগে ইহার অনেক লক্ষণই

ক্যান্থারিস সহ তুলনীয়। ইহার রোগে আক্রান্ত স্থানের পচন বা গ্যাংগ্রিণ, তালুদেশের জ্বালাযুক্ত ফোস্কা, মুখের মড়িপচা গন্ধ, **গলধঃকরণচেষ্টা ব্যতীতও** গলদেশের **আক্ষেপিক সঙ্কোচন জন্মে,** এবং রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় সাংঘাতিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উভয় ঔষধে ন্যূনাধিক তুল্য হইলেও মূত্রযন্ত্রের জ্বালা **ক্যান্থারিসে** অধিকতর থাকে।

ক্যান্থারিস্ সহ তুলনীয় অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **মার্ক কর, আর্সেনিক, এরামট্রিই, ডিফেনবেকিয়া** ও **ল্যাক ক্যানিনাম** প্রধান; তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

পরিপাকযন্ত্ররোগ—আমাশয় প্রদাহ বা গ্যাষ্ট্রাইটিস্, আম রক্ত রোগ বা ডিসেণ্টারি প্রভৃতি।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মূত্রযন্ত্রের পরেই পরিপাকযন্ত্রে **ক্যান্থারিসের** অধিকতর ক্রিয়া হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রেও অতিশয় কঠিনতর **আমাশয়-প্রদাহ** ও **আম রক্ত রোগ** প্রভৃতিতে রোগীর ভয়াবহ যন্ত্রণা প্রশমনে ও রোগারোগ্যে ইহা আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী হইয়া থাকে।

আমাশয়-প্রদাহ-রোগ।—আমাশয়ে কাঁচাভাবের অনুভূতিসহ অগ্নিদাহবৎ ভয়াবহ জ্বালা ও অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকিলেও পানীয় বস্তুতে ঘৃণা এবং বমন প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিত আমাশয়লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া এরোগে **ক্যান্থারিসের** প্রযোজ্যতা নির্ণয় করে। ইহার রোগে অতি দ্রুতগতিতে আমাশয়ের পচন বা ধ্বংস এবং কোলাপস্ লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া রোগীর অচিরাৎ মৃত্যু আনয়ন করে। এস্থলে **আর্সেনিক** সহ ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শেষোক্ত ঔষধে **ক্যান্থারিসের** মূত্রকৃচ্ছ্রের অভাব থাকে।

আম রক্ত রোগ।—**শ্লেষ্মা ও অন্ত্র হইতে চাঁচিয়া বাহির করা আঁইস বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লির**

ন্যায় বস্তু মিশ্রিত থাকা ক্যান্থারিস আমরক্ত রোগের বিষ্ঠার বিশেষতাজ্ঞাপক। উপরিউক্ত ঝিল্লিবৎ পদার্থ প্রকৃত পক্ষে অন্ত্রোপাদানের কোন অংশ নহে, উহা তাহার প্রবল প্রদাহ নিবন্ধন রসস্রাবের ঘনীভূত অংশ মাত্র। উদরশূলের ন্যায় বেদনায় রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইতে থাকে। বেদনার প্রকৃতি কর্ত্তন ও ছুরিকাঘাতবৎ এবং অত্যন্ত জ্বালাময়। **ক্যান্থারিসের** বিশেষ প্রকৃতি এই যে মুত্রকৃচ্ছ্র সহ কুন্থন বর্ত্তমান থাকে। নিম্নলিখিত ঔষধ সহ ইহা তুলনীয়।

কলসিন্থ—উদরশূলে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হওয়া, বিষ্ঠায় রক্ত, ক্লেদ ও অন্ত্র চাঁছিয়া লওয়ার ন্যায় পদার্থের বর্ত্তমানতা এবং আহার অথবা পানে রোগের বৃদ্ধি উভয় ঔষধেই ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়। প্রভেদ এই যে, **কলসিন্থের** উদরশূল রোগী বক্র হইলে ও উদরে প্রবল চাপ দিলে উপশমিত ও মলত্যাগান্তে অন্তর্হিত হয় এবং ইহার রোগ স্নায়ু-বিকার ঘটিত। **ক্যান্থারিসের** রোগ প্রাদাহিক ও তাহার বেদনা মলত্যাগাদিতেও উপশম হয় না।

কল্‌চিকাম--ইহার সহিতও **ক্যান্থারিসের** অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহার উদরস্ফীতির প্রাধান্য এবং মলত্যাগ কালের কুন্থনাপেক্ষা, তাহার পরের কুন্থন ও মলদ্বারের সঙ্কোচনে রোগীর অধিকতর যন্ত্রণা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ ইহাকে **ক্যান্থারিস্** হইতে প্রভেদিত করে।

ক্যাপ্‌সিকাম্—ইহাও **ক্যান্থারিসের** সমগুণ-বিশিষ্ট অন্যতম ঔষধ। কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগের উৎপত্তি, উষ্ণ অথবা শীতল বায়ুপ্রবাহের সামান্য সংস্পর্শে বেদনা ও অন্যান্য রোগলক্ষণের বৃদ্ধি এবং জলপানে শরীরাভ্যন্তরে কম্পভাব ও বেদনার আধিক্য প্রভৃতি ইহার অতি পরিস্ফুট প্রভেদক রূপে বর্ত্তমান থাকে।

সাল্‌ফার—ক্যান্থারিসের রোগ যদি তাহাতে আরোগ্য না হইয়া পুরাতনে পরিণত হয় তাহা হইলে "সোরাদোষ" নষ্টকারীরূপে

ইহা উপকার করে। এক মলত্যাগ হইতে অন্য মলত্যাগ পর্য্যন্ত সময় কুন্থন লগ্ন থাকিলে অথবা **ক্যান্থারিস** সেবনে বিষ্ঠার রক্তের ও কুন্থনের উপকার হইয়া মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বেগে ক্লেদময় মল নির্গত হইলে ইহা বিশেষ উপকারী বলিয়া গণ্য।

জিঙ্কাম্ সাল্ফ্যুরিকাম্—ইহা অনেক সময়ে **ক্যান্থ্যারিস** প্রকৃতির নাতিপ্রবলতাবিশিষ্ট (Sub acute) রোগ ন্যূনাধিক আরোগ্য করিয়া থাকে। উদরপার্শ্বে, সম্ভবতঃ কোলন অন্ত্রমধ্যে, রোগী বেদনার অনুভব করে।

কেলি বাই—অন্ত্রচাঁছার ন্যায় বস্তু যখন বিশেষরূপে জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয় তখন **ক্যান্থারিসের** পরে ইহা উপযোগী ঔষধ বলিয়া গণ্য।

শুক্রমেহ।—অতিরিক্ত হস্তমৈথুন প্রযুক্ত কামেন্দ্রিয়ের ক্রমাগত অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কখন কখন কামপ্রবৃত্তির অসহনীয় উদ্দীপনা-বশতঃ রোগীর জ্ঞানবিপর্য্যয় ঘটে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক সময়ে কামপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল কষ্টপ্রদ লিঙ্গোত্থান মাত্র বর্ত্তমান থাকে এবং স্ত্রীসঙ্গমেও তাহার নিবৃত্তি হয় না। অধিকাংশ সময়ে অপরিমিত স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়সেবার ফলস্বরূপ জননেন্দ্রিয় দুর্ব্বল ও উত্তেজনাপ্রবণ থাকায় রজনীতে বারম্বার স্বপ্নদোষ ঘটিয়া থাকে। অবশেষে জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ শিথিলতা বশতঃ শেষ রজনীতে বা প্রাতঃকালে কোন উত্তেজনা ব্যতীতই কোমল লিঙ্গ হইতে বীর্য্য স্খলন হয়, রোগী তাহা জানিতেও পারে না। কখন কখন শুক্রের পরিবর্ত্তে শোণিত স্রাব ঘটে। স্ত্রীলোকদিগের বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ে, বিশেষতঃ যোনিমধ্যে চুলকনা হইয়া অতিশয় কামোদ্দীপনা জন্মে।

মার্কুরিয়াস—রজনীতে কামোদ্দীপনা হইয়া বেদনাযুক্ত লিঙ্গো-ত্থান। রোগীর জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ম্ম হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও মুখমণ্ডল পাণ্ডুর থাকে।

নেফ্রাইটিস বা বৃক্কপ্রদাহ।—মূত্রযন্ত্রে **ক্যান্থারিসের** আদি ও প্রভূত প্রদাহিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। এজন্য তরুণ ও প্রবল বৃক্ক প্রদাহ বা নেফ্রাইটিস রোগে ইহা অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিড্‌নিপ্রদেশে কনকনানি বেদনা হয়। কখন বা কিড্‌নি বা বৃক্ক হইতে মূত্রপথ বাহিয়া ভয়ানক কর্ত্তনবৎ ও জ্বালাময় বেদনা মূত্রস্থালীতে বিস্তৃত হয়। কিড্‌নিপ্রদেশের ত্বকে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্মে। অবিশ্রান্ত ও ভয়াবহ মূত্রবেগ হইতে থাকে ও ফোটায় ফোটায় রক্তমিশ্রিত মূত্রস্রাব হয়। অনেক সময়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা অণ্ডরজ্জু বাহিয়া অণ্ডকোষ ও লিঙ্গমধ্যে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডকোষ উর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। কখন কখন উপরিউক্ত বেদনা মৃদুতর ভাবে কখন বা শুড়শুড়ি প্রভৃতি কোন প্রকার অনুভূতি রূপে লিঙ্গমুণ্ডমধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় পীড়িত শিশু শিশ্ন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ টানিতে থাকে। **রোগ নিবন্ধন শিশুগণ শিশ্ন ধরিয়া টানিলে সাধারণতঃ ক্যান্থারিসই উপযুক্ত ঔষধ;** লক্ষণানুসারে **মার্ক সল** দ্বারাও উপকার হইতে পারে। কোন কোন শিশু কু-অভ্যাস বশতঃ ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে; সেস্থলে অভ্যাস ত্যাগ করান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

লালামেহ, ব্রাইটস্ ডিজিজ্ বা **এল্বুমিনুরিয়া** রোগের পরিণামে **জলশোথ** হইলেও এতদ্দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে এবং **কলেরার** পরিণামফলস্বরূপ উপরিউক্ত রোগে ন্যূনাধিক মূত্রকৃচ্ছ্রের বর্ত্তমানতায় যদি রোগের তরুণতর লক্ষণ প্রকাশ পায় সেস্থলেও **ক্যান্থারিস** ফলপ্রদ।

ফোস্কা উঠাইবার জন্য **ক্যান্থারিসের** বহিঃ প্রয়োগে কিড্‌নি আক্রান্ত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন করিলে **ক্যাম্ফর** প্রতিষেধকরূপে তাহার উপকার করে। কোন কোন স্থলে **ক্যাম্ফরের**

পরিবর্ত্তে **কেলি নাইট্রিকাম্** দ্বারাও কার্য্য হয়। এ বিষয়ে **এপিসের**ও প্রশংসা আছে।

সিষ্টাইটিস্ বা মূত্রস্থলীপ্রদাহ।—মূত্রস্থলী প্রদেশ বা নিম্নোদর স্ফীত, বিশেষতঃ মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ থাকিলে, অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ও বেদনাযুক্ত হয় এবং অসহনীয় মূত্রবেগ হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্মে। অবাধ গতিতে মূত্রত্যাগ হয় না, মূত্রনলীপথে গলিত ও তপ্ত সীসক নির্গত হওয়ায় ন্যায় জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা প্রযুক্ত ভয়াবহ যন্ত্রণার সহিত ফোটা ফোটা মূত্র গড়াইয়া পড়িতে থাকে। মূত্রত্যাগের পরেও যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় না। মূত্রের বেগ হইলে মূত্রত্যাগের চেষ্টা অনিবার্য্য হওয়ায় রোগী অধিকতর যন্ত্রণা পায়। মূত্রের বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া তাহা অতি ঘোর লোহিত হয় ও রক্তমিশ্রিত থাকে। মূত্র রক্ষা করিলে পাত্রের তলদেশে শ্লেষ্মা থিতিয়া পড়ে। অণুবীক্ষণযন্ত্র-পরীক্ষায় মূত্রমধ্যে "ফাইব্রিণের কাষ্ট," প্রভৃতি (মূত্রপথের সংযমিত প্রদাহিক স্রাব প্রভৃতি) দৃষ্টিগোচর হয়।

উপরে **ক্যান্থারিস্**-চিকিৎস্য রোগের প্রবলাবস্থার বিষয় বর্ণিত হইল।

প্রদাহের প্রবলতার তারতম্যানুসারে অবশ্যই লক্ষণের তীক্ষ্ণতারও ন্যূনাধিক্য, হয়, এমন কি মূত্রযন্ত্রের সাধারণ উদ্দীপনাবশতঃ কেবল মূত্রস্থলীর গলদেশের কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু ভাব উপস্থিত হইয়া তাহার মূত্রধারণের অক্ষমতায় বারম্বার বিরক্তিকর মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্য রোগী কষ্ট পাইতে থাকে।

মূত্ররেণু বা গ্র্যাভেল, রক্তমেহ বা হিমেটুরিয়া; মূত্রাঘাত ও মূত্ররোধ প্রভৃতি।—এই সকল রোগে **ক্যান্থারিস** প্রয়োগোপযোগী লক্ষণাদি অতি সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইয়া থাকে। ইহার মূত্রযন্ত্ররোগসম্বন্ধে উপরে যে সকল লক্ষণ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে,

রোগের প্রবলতার তারতম্য ও মূত্রযন্ত্রের আক্রান্ত স্থানের বিশেষত্ব অনুসারে ঐ সকল লক্ষণের ন্যূনাধিক্য এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ফলতঃ **প্রবল মূত্রবেগসহ অবিশ্রান্তরূপে ভয়াবহ কুন্থন, উত্তপ্ত ও গলিত-ধাতুস্রোতের ন্যায়** দগ্ধকর মূত্রের **মূত্রনলী বাহিয়া ফোটায় ফোটায়** নিঃসরণ এবং সাধারণতঃ **কটিদেশে কনকনানি বেদনার বর্ত্তমানতা ক্যান্থারিস** মূত্রযন্ত্ররোগের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ডাঃ বেয়ারের মতে পুরাতন মূত্রযন্ত্র-রোগে কদাচিৎ ইহার প্রয়োজ্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূয়মেহ বা গনরিয়া।—অতি প্রবল কামোদ্দীপনা ও জননেন্দ্রিয়ের ভয়ানক উত্তেজনাবশতঃ অদম্য লিঙ্গোত্থানের অবিশ্রান্ত বর্ত্তমানতায় মূত্রনির্গমনের বাধা, জ্বালাময় বেদনার দাহকর ভাব, এবং স্রাবের পূয়বৎ ও রক্তের ন্যায় প্রকৃতি এ রোগে **ক্যান্থারিসের** প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করে। এলপ্যাথিক মতে পিচকারিপ্রয়োগ জন্য রোগ মূত্রস্থলী আক্রমণ করিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় মূত্রযন্ত্ররোগে ক্যান্থারিসসহ তুলনা করা যাইতে পারে।

ক্যানাবিস্ স্যাটি—ইহার মূত্রনলী (urethra) লক্ষণ ও হরিদ্রাভ পূয়বৎ স্রাব **ক্যান্থারিসের** তুল্য। **ক্যান্থারিসে** জ্বালা ও চনচনি এবং **ক্যানাবিসে** কুন্থনের আতিশয্য থাকে। ইহাতে লিঙ্গমুণ্ড কাল্‌ছে লোহিতবর্ণ ও স্ফীত হয়, কর্ডি বা যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোত্থানের প্রাধান্য থাকে না। ইহা সাধারণতঃ প্রবল প্রদাহিক রোগের পক্ষে উপকারী, এবং মিমুরিয়া প্রভৃতি কঠিন রোগে কার্য্যকরী নহে। ফলতঃ রোগের প্রবলতা বিষয়ে অপর ঔষধ হইতে ইহা নিম্নস্থান অধিকার করে।

ক্যানাবিস্ ইণ্ড—মূত্রযন্ত্ররোগের অনেক লক্ষণেই ইহা **ক্যান্থারিস** সহ তুলনীয়, বিশেষতঃ ইহার "কর্ডি" **ক্যান স্যাট** হইতে প্রবলতর। য়ুরিমিয়া বা মূত্রাঘাত নিবন্ধন বিকারাবস্থার প্রবল শিরঃশূলে মূর্দ্ধাদেশের উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ায় অনুভূতি এবং ইহার প্রলাপলক্ষণে সময় ও স্থানের আধিক্যবিষয়ক ভ্রান্তি ইহার বিশেষতাজ্ঞাপক।

ইকুইসিটাম হাই—মূত্রযন্ত্রোপরি ক্রিয়ায় অনেক বিষয়ে ইহা **ক্যান্থারিসের** তুল্য হইলেও ইহার রক্তস্রাব, কুন্থন, মূত্রের বিদাহী প্রকৃতি এবং মূত্রে শ্লেষ্মা ও সংযমিত প্রদাহিক নির্য্যাসময় বা "ফাইব্রিনাস্ কাষ্টের" অল্পতা ইহাকে **ক্যান্থারিস্** হইতে প্রভেদিত করে। ইহাতে অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ বর্ত্তমান থাকায় কখন কখন মূত্রস্থলীর স্ফীতির অনুভূতি জন্মে ও প্রচুর পরিমাণে মূত্রস্রাব হয়; কিন্তু তাহাতে মূত্রস্থলীর বেদনার উপশম হয় না। মূত্রাধিক্য রোগে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ঐ রোগে, মূত্রস্থলীর সুস্পষ্ট উদ্দীপনার ও মূত্রে শোণিত এবং শ্বেত লালা বা এল্বুমেনের বর্ত্তমানতায় ইহা উপকারী।

লাইনেরাইয়া—কষ্টজনক মূত্রবেগসহ বহুমূত্র রোগে রোগী রজনীতে মূত্রত্যাগ জন্য উঠিতে বাধ্য হইলে ইহা ফলপ্রদ।

মুপে পার্প্—ইহাও **ইকুইসিটামের** ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের মূত্রস্থলীর উত্তেজনাকর। ডাং রিচার্ড হিউজ (ইংলণ্ডের) এ রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন। ইহাতে পুনঃ পুনঃ ক্লেশকর বেগ হইয়া অল্প অথবা প্রচুর পরিমাণ ঘোরবর্ণ ও শ্লেষ্মাময় মূত্রত্যাগ হয়।

পেট্রসি—হঠাৎ মূত্রবেগ হওয়া ইহার প্রদর্শক। শিশুদিগের হঠাৎ মূত্রবেগ হইলে তখনই মূত্রত্যাগ করিতে না পারিয়া যদি লাফালাফি করিতে থাকে এবং পূয়মেহ রোগে যদি "হঠাৎ মূত্রবেগ" লক্ষণ থাকে তাহা হইলে ইহা উপকারী। **ক্যানাবিস,**

ক্যান্থারিস ও **মার্কুরিয়াসে**ও এই সকল লক্ষণ আছে, কিন্তু **পেট্রসিলিনেই** তাহারা প্রবলতর।

ক্লিমেটিস—মূত্রে পূয়ের অভাব ও শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতা ইহার উপযুক্ত প্রদর্শক। মূত্রস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় থাকিয়া থাকিয়া মূত্রত্যাগ হইলে অথবা মূত্রনলী বাহিয়া লিঙ্গমুণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনাসহ অনেক সময় পর্য্যন্ত বেগ দেওয়ার পর মূত্রত্যাগ হইলে ইহা উপকারী। মূত্রনলীর প্রদাহিক সঙ্কোচন বা ষ্ট্রীক্‌চারের প্রাথমিক বা অপেক্ষাকৃত তরুণ অবস্থায় ইহা ফলপ্রদ; রোগ পুরাতন ও বহুদিনের হইলে ইহা দ্বারা কোন ফল হয় না।

কনায়াম—মূত্রস্থলী ও মূত্রনলীরোগে মূত্রে পূষ থাকিলে উপকারী। অন্যান্য বিষয়ে ইহা **ক্লিমেটিসের** তুল্য। ইহাতেও "থাকিয়া থাকিয়া" মূত্র স্রোত বহে।

ডরিফরা—১০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদিগের মূত্রনলী প্রদাহে ইহা ফলপ্রদ। স্থানিক উত্তেজনা রোগের কারণ। **হায়সায়ামাস** তুলনীয় ঔষধ।

ক্যাপসিকাম—স্থূল ও শিথিল শরীর এবং আলস্যপ্রবণ ব্যক্তিদিগের পূয়মেহরোগে অধিকাংশসময়ে ইহা উপকারী। স্রাবের প্রকৃতি ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ থাকে। রোগীর মূত্রনালীমুখে হুলবেধবৎ এবং মূত্রত্যাগের ব্যবধানকালে মূত্রনালীর মধ্যে সূচবেধবৎ অনুভূতি হয়।

কপেবা এবং **কুবেবা**—**কপেবা** মূত্রস্থলীর গলদেশের ও মূত্রনলীর জ্বালাকর প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহার স্রাব বিদাহী ও দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ। মূত্রনলীমুখ প্রদাহযুক্ত, স্পর্শাসহিষ্ণু ও স্ফীত হয়।

কুবেবা মূত্রত্যাগান্তে মূত্রনলীর কর্ত্তনবৎ অনুভূতি ও সঙ্কোচন জন্মে। ইহার স্রাবের প্রকৃতি শ্লেষ্মার ন্যায়। উভয় ঔষধই মূত্রস্থলীর

আবরক ঝিল্লির স্থূল অবস্থা নিবন্ধন উত্তেজনানিবারণে উপযোগী। উভয়ের মধ্যে কোনটিই **ক্যান্থারিসের** ন্যায় প্রবল প্রদাহকর নহে।

থুজা—যে স্থলে অবিশ্রান্ত গনরিয়ার স্রাব হইতে থাকে অথবা পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্ত হয়, কিছুতেই আরোগ্য পথে আইসে না, তথায় ইহা উপকারী। অবিরত মূত্রপ্রবৃত্তি থাকে ও ভয়ানক বেগ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে কতিপয় ফোটামাত্র রক্তময় মূত্রত্যাগ হয়; অথবা মূত্রত্যাগ না হইয়া চুলকানি উপস্থিত হয়; স্রাব পাতলা ও সবুজাভ থাকে। জননেন্দ্রিয়-প্রদেশে ও মলদ্বারে চর্ম্মকীল বা "ওয়ার্ট" জন্মে। রজনীতে লিঙ্গোত্থান হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। **ক্যান্থারিসে** লিঙ্গোত্থান হইলে মূত্রের বাধা জন্মে, **থুজাতে** তদ্রূপ হয় না।

মার্ক সল এবং **কর**—উভয়েরই সবুজ ও পূয়বৎ স্রাব রজনীতে বৃদ্ধি হয়; **মার্ক কর** প্রবলতর কুন্থন, জ্বালা এবং স্ফীতি উৎপন্ন করে। **ক্যান্থারিস**সহ ইহার অতি নিকট সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। মূত্রদ্বার অত্যন্ত লাল থাকে। **মার্ক সলের** মূত্রস্রাবের ব্যবধানকালের জ্বালা **ক্যান্থারিসের** তৎকালীন জ্বালার অপেক্ষা অধিকতর।

চিমাফিলা—রাত্রিকালে অধিকতর মূত্রস্রাব হইয়া দুর্ব্বলতা জন্মে। মূত্রস্থলীগলদেশের উদ্দীপনানিবারণে নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় বিশেষ ফলপ্রদ।

এরিজিরন—মূত্র রক্তময় অথবা রক্তশূন্য থাকে।

পালসেটিলা—মূত্রত্যাগান্তে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং পিউবিস বা বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ের কেশময় স্থানে চাপবোধ ও আকৃষ্টতা।

ফেরাম্ ফস—রোগী যত দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকে তদনুপাতে যন্ত্রণাদিলক্ষণের বৃদ্ধির মূত্রত্যাগ করিলে লাঘব হয়।

ডিজিট্যালিস—শয়ন করিলে মূত্রস্থলীর গলদেশাগত চাপের উপশম হয়।

সাল্‌ফার—অন্য ঔষধের ব্যবহারান্তে গণরিয়ার অবশিষ্ট লক্ষণ আরোগ্য হয়।

ইপিমিডিয়া নিল্—কিড্‌নি হইতে মূত্রস্থলী অভ্যন্তরে মূত্রশিলা-গমনকালে নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে ডাং জেকব জিন্‌স্ ইহার ব্যবহার করিতেন, যথা—কিড্‌নিদেশে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনায় আক্রান্ত পার্শ্বস্থ মূত্রপথ বাহিয়া মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তার। এই বেদনায় "বিবমিষার উৎপত্তি" ইহাকে অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

হাইড্র্যাঞ্জিয়া—ইহাও মূত্ররেণু ও মূত্রশিলা নির্গমনের তীক্ষ্ণ বেদনা নিবারণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সার্সাপেরিলা—শিশুদিগের মূত্রে মূত্ররেণু জন্মিলে মূত্রত্যাগের পরে শিশু যদি চীৎকার অথবা ক্রন্দন করে তাহাতে ইহা উপকারী। মূত্রত্যাগান্তে শিশুর শয্যাবস্ত্রে ধূসরবর্ণ বালুকা দৃষ্ট হয়।

ওসাইনাম—মূত্রশূলে অধিক রক্তস্রাব হইলে উপকারী; মূত্রে রক্ত এবং **প্যারিরা ব্রেভার** ন্যায় তলানিও থাকে।

টেরিবিন্থ—ক্যান্থারিসের ন্যায় ইহারও কিডনিতে সুস্পষ্ট ক্রিয়া দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই ইহার মূত্র রক্তমিশ্রিত থাকায় তাহার কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলাটে এবং ধূম্রের ন্যায় আকার ইহাকে অপর ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

কক্‌লিয়ারিয়া আর্ম্ম—অতিশয় কুন্থনসহ মূত্রস্রাবকালে ও তাহার পরে লিঙ্গমুণ্ডের জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ অনুভূতি উৎপাদন করে। মূত্র স্থিরভাবে রাখিলে জমিয়া ভিউলির আটা বা জেলির ন্যায় হয়।

য়ুভা আর্সাই—মূত্রশিলার বর্ত্তমানতাপ্রযুক্ত মূত্রস্থলী ও মূত্রনলীর কষ্টপ্রদ লক্ষণ নিরাকরণে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। ইহার লক্ষণে

বিদাহী ও জ্বালাকর মূত্রস্রাব হয়; মূত্রশিলা গড়াইয়া আসিয়া মূত্রনলীর পথ রোধ করার ন্যায় মূত্রস্রোত হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। মূত্রস্রাব হইলে, রক্ত ও শ্লেষ্মার সংমিশ্রণে তাহা রজ্জুর আকার প্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারা শিলা নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা মূত্রস্থলীর প্রদাহিক পরিবর্ত্তনের হ্রাস সম্পাদন করিয়া কষ্ট নিবারণ করে।

প্যারিরা ব্রেভা—মূত্ররেণু এবং মূত্রস্থলীর পাথরি রোগে, রোগী চারি হস্তপদের উপর আশ্রয় করিয়া উবুড় হইয়া মূত্রত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে ইহা অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। অত্যন্ত কুন্থন থাকে। ফোটা ফোটা মূত্রস্রাব হয়। কিড্‌নি হইতে বেদনা তীরবেগে উরু বাহিয়া পদ পর্য্যন্তও যাইতে পারে। মূত্রে প্রভূত পরিমাণ "লিথিক এসিডের" তলানি এবং রক্ত থাকে।

বার্ব্বেরিস্ ভাল্‌গা—কিড্‌নিরোগের তীক্ষ্ণ স্থচিবেধবৎ বেদনা কিড্‌নিপ্রদেশ হইতে চারিপার্শ্বে, বিশেষতঃ অধঃ ও সম্মুখ দিকে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত বস্তিপ্রদেশ পূর্ণ করিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। কটি ও হিপ সন্ধিতে বেদনা হয়। **প্যারিরা ব্রেভা** হইতে ইহার মূত্র অধিকতর ক্লেদময় এবং হরিদ্রাভ পচাটে তলানি যুক্ত থাকে। মূত্রশিলা কিড্‌নির পেল্‌ভিস বা বস্তিদেশে অথবা তদধঃ মূত্রপথাভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। **প্যারিরা** এবং **বার্ব্বেরিসের** মধ্যে প্রভেদ এই যে, **প্রথমের বেদনা উরু বাহিয়া যায়, দ্বিতীয়ের তাহা কটি** এবং **হিপসন্ধিপ্রদেশে থাকে।**

একনাইট—মূত্রযন্ত্রের যে সকল প্রদাহিক রোগ বর্দ্ধিতাবস্থায় **ক্যান্থারিসের** লক্ষণ প্রকাশ করে তাহাদিগের প্রারম্ভিক অবস্থায় মূত্রবেগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং রক্তস্রাবসহ উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং প্রবল জ্বরের **একনাইট** প্রয়োগে উপকার হইতে পারে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—সহজ প্রসবান্তিক অথবা গর্ভপাতের পরবর্ত্তী জ্বর।—প্রসবান্তে কুসুম নির্গত না হইলে উপযুক্তস্থলে **ক্যান্থারিস** তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। "মোল" ও জরায়ুমধ্যের অন্য প্রকার আগন্তুক পদার্থ নির্গত করিতেও ইহা পারদর্শী। ন্যূনাধিক মূত্রকৃচ্ছ্রের বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক।

বিসর্পরোগ বা ইরিসিপেলাস্। ক্যান্থারিসের বিসর্পরোগ নাসিকোপরি আরম্ভ হইয়া উভয় অথবা অন্যতর গণ্ডে বিস্তৃত হয়। দ্রুত বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা ভগ্ন হইয়া তাহা হইতে বিদাহী স্রাব নির্গত হয়। সূক্ষ্মতর হুলবেধানুভূতিসহ জ্বালা ও তৃষ্ণা থাকে। অনেক সময়েই রোগসহ স্পষ্ট মূত্রলক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, কখন কখন তাহা তাদৃশ স্পষ্ট হয় না।

রাস্টক্স্ ভিনিনেটা—ইহাতেও বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা জন্মে। প্রবল জ্বর ও খনন করার ন্যায় বেদনাসহ মস্তক ও মুখমণ্ডলের বিসর্পরোগে হরিদ্রাভ বৃহৎ ফোস্কা উৎপন্ন হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

গ্র্যাফাইটিস—ইহা নাসিকোপরি হইতে বিস্তৃত বিসর্প রোগের পুরাতন অবস্থায় উপযোগী।

অগ্নিদাহ।—মুখমণ্ডল ও তন্নিকটস্থ স্থান দগ্ধ হইয়া ফোস্কা জন্মিলে **ক্যান্থারিসের** মূল অরিষ্টের মৃদুশক্তিবিশিষ্ট লোসণ অর্থাৎ জল সহ প্রলেপ এবং যথানিয়মে অভ্যন্তরীণ প্রয়োগ ফলপ্রদ। সোডার সাবান ও সোডা বাইকার্ব্বের লোসণও উপকারী। ক্ষত জন্মিলে অবস্থাবিশেষে **আর্স** এবং **কার্ব্বলিক এসিড** অভ্যন্তরীণ প্রয়োগ বিধেয়।

—o—

লেক্‌চার ৩০ (LECTURE XXX.)

কষ্টিকাম্ (Causticum)।

সাধারণ নাম।—কষ্টিকাম্।

প্রয়োগরূপ।—টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৬ ক্রম হইতে ২০০ ক্রম; নিম্ন ১ এবং উচ্চ ১০০০০০ (cm.) ক্রম পর্য্যন্তও ফলপ্রদ। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা—ডাং পেয়ার—৩২ বৎসরের ভদ্র মহিলার ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রথমে মুখের বামপার্শ্বে তীক্ষ্ণ বেদনা, পরে ক্রমে দৃষ্টি অস্পষ্ট এবং দ্বিত্বদৃষ্টি হইয়া বাম চক্ষু বাম পার্শ্বে ফিরাইবার শক্তি ছিল না; ১৫, আরোগ্য। ডাং হইন—রোগীর বয়স ৪০; বহুদিন হইতে দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূদেশে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট; ৩০, এক মাসে আরোগ্য। ডাং হটন—রোগীর বয়স ৩০; ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে ঠাণ্ডা লাগে; মধ্যকর্ণের প্রদাহ; বধিরতা, বামকর্ণে অধিক; বাম কর্ণে শোঁ ও হুস্ হুস্ শব্দ; গলমধ্য লোহিত বর্ণ ও তথায় শ্লেষ্মার বৃদ্ধি; ৩০, কিঞ্চিৎ উপকার, ২০০, আরোগ্য। ডাং ফিস্ক—রোগিনীর বয়স ৪৬, সবলুট প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থূলাঙ্গী; দুই কর্ণেরই বধিরতা, দক্ষিণ কর্ণে অধিক; কর্ণমধ্যে গোলমাল ধ্বনি; কর্ণমধ্য শুষ্ক ও তাহার বাহ্যরন্ধ্রে অল্প পরিমাণ কালচে কটা মল। কর্ণপটহ ঐরূপ উজ্জ্বল মলাবৃত; নিজের ছোট কথা তাহার নিকট উচ্চতর বলিয়া বোধ হয়; মস্তক ফিরাইলে কর্ণমধ্যে করকর ও কিছু বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় শব্দ; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি; ঋতুস্রাব অনিয়মিত; ৮০,০০০ (80 m.), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং গুলন—রোগিনী ৫ সন্তানের মাতা; নাসিকার পুরাতন সর্দ্দির আক্রমণে জলবৎ পাতলা ও তীব্র স্রাবে নাসিকা হাজিয়া যায়; তাহার তিন সপ্তাহ পরে ললাটদেশে মৃদু কনকনানি বেদনা, স্মরণশক্তির হানি এবং কখন কখন মনোগত বিষয়ের পরিবর্ত্তে ভুল কথা-বলা; ১০, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে রোগী নাক ঝাড়িবার সময় দক্ষিণ

উপচয়।—সাধারণতঃ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে; মুক্তবায়ু মধ্যে; পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং মুক্তবায়ু হইতে উষ্ণগৃহ-প্রবেশে; শীতল বাতাসে; দমকা শীতল বায়ু প্রবাহে; শরীর শীতল হইলে; শরীর সিক্ত হইলে; স্নান করিলে।

উপশম।—সেঁতসেঁতে, আর্দ্র আবহাওয়ায়; উষ্ণতায়; উষ্ণ বাতাসে।

সম্বন্ধ।—**কষ্টিকামের** কার্য্যপ্রতিষেধক—এসাফি, কলসি, কফিয়া, নাক্স ভ, স্পিরিট নাই ডাল।

কষ্টিকাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্কু, সাল্‌ফার।

কচ্ছু রোগে মার্কারি এবং সালফারের অপব্যবহার হইলে কষ্টিকামের প্রয়োগিতা উপস্থিত হয়।

কষ্টিকামসেবনে বাহু এবং জঙ্ঘার পেশীকণ্ডরারের (Tendon) বাতজ সঙ্কোচন বৃদ্ধি হইলে গুয়াজেকাম্ প্রয়োগে ত্বরিত তাহার উপশম হইয়া থাকে।

কার্য্যপূরক।—কার্ব্ব ভেজের, পেট্রসির।

কষ্টিকাম্‌সহ যাহার বিরুদ্ধ বা প্রতিযোগী সম্বন্ধ—অম্লদ্রব্য, কফিয়া। ফসের পূর্ব্বে অথবা পরে কষ্টির প্রয়োগ কুফলপ্রদ।

চক্ষু মধ্যে কিছু ভগ্ন হওয়ার ন্যায় বোধ করিয়াছিল ও চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল। তৎকাল হইতে রোগী নাক ঝাড়িবার সময় বোধ করে যেন একখণ্ড চর্ম্ম নামিয়া আসিয়া তাহার দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধ অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত সংলগ্ন আছে ও ঐ চক্ষুর দৃষ্টি রোধ করিতেছে; চক্ষু রগড়াইলে তাহার নিবৃত্তি হয়; ৬০০০ (6m.), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং ব্ল্যাক—রোগিনীর ৮০ বৎসর বয়স; ঘণ্টাধ্বনীবৎ দুর্ব্বলকর ও ভয়ানক উচ্চ শব্দের কাসিতে দিবসে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, রাত্রে নিদ্রা হয় না; ট্রেকিয়ামূলে উত্তেজনা হইয়া কাসিলে কিছু উঠে না অথবা সামান্য গয়ার উঠে। বক্ষে কোন রোগজ শব্দ নাই; ক্রমে ক্ষুধামান্দ্য, যকৃতে বেদনা ও রজনী-ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়; ১, দুই দিনে আরোগ্য। ডাং মর্গ্যান—লৌহকারের দক্ষিণ তর্জ্জনীর সীমার নিকট কঠিন চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট; ১২, আরোগ্য।

তুলনীয় ঔষধ।—এমন মি, ব্রমিয়াম, ক্যাল্কে কা, জেল্‌স্, ইগ্নে, ল্যাকেসি, নাক্‌স্ ভ, ফস্, পাল্‌স্, রাস, স্পঞ্জি, ষ্টেনাম্, সিপিয়া, সাল্‌ফার, ও জিঙ্কাম্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণকেশ; কঠিনশরীর; গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট, দুর্ব্বল, অত্যন্ত পীতবর্ণ, পাণ্ডুর এবং বক্ষ ও মূত্রযন্ত্ররোগপ্রবণ ব্যক্তি।

কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণচক্ষুবিশিষ্ট এবং কোমল ও উত্তেজনাপ্রবণ শিশু; দন্তোদ্গমকালে যাহাদিগের ইন্টার্‌ট্রিগ (লাইক) ও কন্‌ভাল্‌সন্ (ষ্টেনাম) রোগপ্রবণতা থাকে।

বিমর্ষ, দুঃখিত ও ভরসাহীন ব্যক্তি: যাহারা প্রত্যেক বিষয়েরই কুভাব গ্রহণ করিয়া ক্রন্দন করে, সামান্য বিষয়েই শিশু ক্রন্দন করে।"

পরদুঃখে অত্যন্ত কাতর।

মস্তকত্বকের, গলদেশের, শ্বাসযন্ত্রপথের, সরলান্ত্রের, মলদ্বারের, যোনিপথের এবং জরায়ুর কাঁচা ভাব অথবা ক্ষতবৎ অনুভূতি।

শিশুগণ বিলম্বে হাঁটিতে শিখে (ক্যাল্কে ফস্)।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুর ভ্রমণে পদ স্থির থাকে না, সহজেই তাহারা পতিত হয়।

ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র শীঘ্র ও মন্দ বেগে; কেবল দিবসে, অথবা দিবসেই অধিকতর স্রাব; শয়ন করিলে স্রাব রুদ্ধ থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধে বারম্বার নিষ্ফল মলবেগ; দণ্ডায়মানবস্থায় সহজে মলনিঃসরণ; অর্শ কর্ত্তৃক বিষ্ঠার রোধ; বিষ্ঠার আটাল কড়া ভাব (Tough) কষ্ট হয়।

কাসিলে, হাঁচিলে ও নাক ঝাড়িলে অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ (পাল্‌স, স্কুইলা); রজনীতে প্রথম নিদ্রাকালে শয্যামূত্র (সিপি, টুবাকু´)।

কাসিয়া গয়ার উঠাইয়া ফেলিতে পারে না, গিলিতে বাধ্য; এক ঢোক শীতল জল পানে এবং প্রশ্বাসে কাসির উপশম হয়।

যত উষ্ণ বস্ত্রে গাত্র আবৃত থাকুক, তাহাতে তাহার আবশ্যকতার নিবৃত্তি ও কষ্ট দূর হয় না।

ক্ষতকলঙ্ক, বিশেষতঃ দগ্ধ ও ঝলসান ক্ষতের কলঙ্ক পুনরায় কাঁচা হইয়া উঠে ও টাটায়; রোগী বলে "দগ্ধ হইবার পর হইতে সে কখন সুস্থ বোধ করে নাই।"

রোগিনী যে কোন শরীরাংশ সবলে চাপিয়া ধরে, তাহাই জ্বালা করে।

স্বরযন্ত্র, জিহ্বা, চক্ষুপত্র, মুখমণ্ডল, মূত্রস্থালী এবং সাধারণতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব প্রভৃতি শরীরাংশ ধীরগতিতে ও একৈক ভাবে পক্ষাঘাতাক্রান্ত।

মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাস্নায়ুর ক্রিয়োত্তেজনার ব্যতিক্রমনিবন্ধন পক্ষাঘাত।

রসবাতরোগপ্রযুক্ত আকুঞ্চক পেশীর সঙ্কোচন ও সন্ধিনিচয়ের অনমনীয়তা; এবং পেশীনিচয়ের টান টান ভাব ও খর্ব্বতা (এমন মি, সিমেক্স, গুয়েইয়াকাম্, নেট্রাম)।

মস্তকত্বকের, গলমধ্যের, শ্বাসযন্ত্রপথের, সরলান্ত্রের, গুহ্যদ্বারের, মূত্রপথের, যোনিমধ্যের এবং জরায়ুর কাঁচাভাব অথবা ক্ষতবৎ বেদনা (ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায়, আর্ণি; মচকানের ন্যায়, রাস্)।

বৃহৎ বৃহৎ, এবুড়ো খেবুড়ো, অনেক সময়ে বোঁটাযুক্ত চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট হইতে সহজে রক্তস্রাব ও রসের নিঃসরণ; মুখমণ্ডলে, চক্ষুপত্রে, নাসিকায় ও সর্ব্ব গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মকীল বা আঁচিল।

কিছুকালের জন্য রোগীর উন্নতি হয় পরে তাহা স্থগিত থাকে।

রোগ কারণ।—বহুকাল স্থায়ী শোক, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক বিকার; হঠাৎ ভীতি বা আনন্দে বিচলিত ভাব অথবা ভীতিচকিতাবস্থা; নিদ্রাহীনতা অথবা রাত্রি জাগরণ; ক্রোধ অথবা ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্দ্ধান এবং অনেক সময়ে শারীরিক আঘাত কষ্টিকামের রোগকারণ। শুষ্ক শীতল বায়ু ইহার রোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—কষ্টিকাম্ মূলতঃ মেডুলা অবলঙ্গেটার শক্তি নাশ করিয়া থাকে। এই ক্রিয়ার প্রধান ফলস্বরূপ স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত জন্মে এবং তাহার ও তদধস্থ বৃহত্তর বায়ুনলী বা ট্রেকিয়ার প্রদাহ উপস্থিত হয়। রোগীর স্বরভঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ স্বরহানি এবং স্বরযন্ত্র ও ট্রেকিয়ার প্রতিশ্যায় জন্মে। ইহা পন্স্ভিরলি ও তদুৎপন্ন মুখমণ্ডল-স্নায়ু আক্রমণ করিয়া মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত আনয়ন করে। ইহার পক্ষাঘাতিক ক্রিয়ার আংশিক প্রকাশে মূত্রস্থালীদ্বাররক্ষক চক্রাকার পেশীর (Sphincter vesicœ) এবং অন্যান্য শরীরাংশের একৈক ভাবে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ইহার সমশ্রেণীর অন্যান্য পটাস্ সল্ট বা লবণের ন্যায় ইহাতেও পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতামূলক সাধারণ দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—হানিমানই কষ্টিকামের আবিষ্কর্ত্তা, তৎপূর্ব্বে ইহার অস্তিত্বই অজ্ঞাত ছিল। ইহার রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধেও এপর্য্যন্ত সম্যক জ্ঞান লাভ হয় নাই। তবে ইহা যে পটাস্ পরিবারভুক্ত বস্তু তাহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ, সাধারণ ভাবে ইহা যে পটাস-জাতীয় ঔষধের সদৃশগুণবিশিষ্ট বস্তু তৎবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

হানিমান কষ্টিকামকে "এণ্টিসরিক" ঔষধশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। পামা, কাউর বা একৃজিমা পর্য্যায়ভুক্ত রোগারোগ্যের ক্ষমতা এবং সাল্ফারসহ ক্রিয়াসাদৃশ্য তাহা যথেষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। ঔষধগুণপরীক্ষায় ইহার ক্রিয়ার ফলে কর্কশ চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট জন্মিতে দেখা গিয়াছে। গনরিয়াবিষ "সাইকসিস্"রূপ পুরাতন ব্যাধির মূল কারণ। এই গনরিয়া বিষ ও তাহার রূপান্তর শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া অন্তর্ম্মুখী হইলে বা বসিয়া যাইলে উপরিউক্ত চর্ম্মকীল জন্মে। থুজা ইহার প্রধান ঔষধ। ধাতু বিশেষে কষ্টিকামও ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। হানিমানের পরে ইহার "এণ্টিসাইকটিক" গুণবত্তাও যথোপযুক্ত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ক্রিয়ার প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ প্রভেদ থাকিলেও একনাইট, ব্রায়নিয়া, হিপার সাল্ফার এবং সাল্ফারের ন্যায় ইহাও একটি প্রদাহ-উৎপন্নকারী বস্তু। উপরিউক্ত প্রথম ঔষধত্রয়ের ন্যায় শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ ইহারও রোগের মুখ্য কারণ। ইহার রোগের প্রধান প্রাদুর্ভাব কাল শীতঋতু। ইহাদিগের মধ্যে কোনটিই দেহোপাদানের পচনশীল বা টাইফয়েডপরিবর্ত্তক নহে। **একনাইটের** প্রাথমিক প্রাদাহিক জ্বর কেবল উপাদানবিশেষের রক্তাধিক্যে পর্য্যবসিত হয়, উপদানগত কোন পরিবর্ত্তন করে না। ব্রায়নিয়া প্রধানতঃ সিরাস্, সাইনভিয়াল ও মিউকাস মেম্ব্রেণের শুষ্কতা ও তাহাদিগের শুষ্ক স্রাবোৎপন্ন করে, ইহাও উপাদনগত কোন পরিবর্ত্তন ঘটায় না। ইহার ক্রিয়ায় যে পচনশীলতা দৃষ্ট হয় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। হিপার সালফারেও উপাদানের মূল পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা কেবল সুজাত, সুস্থ পূয়কারক। সাল্ফারের ক্রিয়াও উপাদানাদির টাইফয়েডপরিবর্ত্তক নহে তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কষ্টিকামের মৃদু ও ধীরগতি, এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ও পুরাতন উপদাহেও পচনশীলতা বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার ধীর, অব্যর্থ, পুরাতন প্রকৃতির উপদাহ অলক্ষিতভাবে আক্রান্ত শরীরোপাদানের যে গভীর পুষ্টিবিভ্রাট উৎপন্ন করে তাহাতে আক্রান্ত দেহোপাদান শুষ্ক, ক্ষয়প্রাপ্ত এবং সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কঠিন, শুষ্ক এবং অনমনীয় হইয়া ক্রমে তাহাদিগের গতিক্রিয়া রহিত হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আক্রমণে তাহার স্রাব আঠাল, ঘন, শুষ্ক এবং সঙ্কোচনশীল হয়।

কষ্টিকাম্ বড়ই গভীরক্রিয়াশীল বস্তু। ইহা অতি প্রচ্ছন্নভাবে, ধীর-পদসঞ্চারে দেহোপাদানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার পুষ্টিবিপর্য্যয় ঘটাইলে উপরিউক্তরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এজন্য ইহা অতি ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের বহুকালস্থায়ী পুরাতন রোগে প্রযোজ্য। ইহা শোণিতের

বিকারোৎপন্ন করে বলিয়া শোণিত শিরাশোণিতবৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। শিরার প্রাধান্য ও স্থূলতার বৃদ্ধি হয় এবং শরীর শিরাজালে আবৃত হইয়া পড়ে।

স্নায়ু এবং স্নায়ুমজ্জাই ইহার আদি ও মূল ক্রিয়ার স্থল। ইহা স্নায়ুপদার্থের পুরাতন ও ধীরপ্রকৃতির উপদাহ উৎপন্ন করিয়া তাহার পূর্ব্বকথিত **পোষণবিকার** ও ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য আনয়ন করে এবং শরীরস্থ যাবতীয় টিস্থর উপরিউক্তরূপ ন্যূনাধিক পুষ্টিবিপর্য্যয়, গঠন-বিকার ও ক্রিয়াপকর্ষ ঘটায়। ইহার ক্রিয়া অত্যধিক দুর্ব্বলতামূলক। এই দুর্ব্বলতাসহ উদ্দীপনার ভাব বর্ত্তমান থাকে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতাসহ স্নায়বিক উদ্দীপনাঘটিত অসহিষ্ণুতাবশতঃ সামান্য কারণেই রোগীর নানা প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণ উপস্থিত হয়। অবশেষে স্নায়ুর সম্পূর্ণ শক্তি নাশে ইহার বস্তুগত-নির্ব্বাচিতক্রিয়াকর্ষণশক্তিমূলে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের অথবা স্বরযন্ত্রের ও মূত্রস্থালীর গলদেশস্থ সঙ্কোচক বা স্ফিংটার পেশী প্রভৃতির এতৈক ভাবে স্থানিক পক্ষাঘাত জন্মে। সর্ব্বাঙ্গীন স্নায়ুর ও পেশীর দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগী ক্রমশঃ অতি বলহীন ও চলৎশক্তি রহিত হয় এবং ধীরগতিতে উপবেশনের ক্ষমতাও অন্তর্হিত হওয়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। তাহার শারীরিক ও মানসিক পক্ষাঘাতিক বা পক্ষাঘাতমূলক ক্লান্তি উপস্থিত হয়।

ইহার মস্তিষ্কীয় ক্রিয়াবিকারে স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে; রোগী অন্যমনস্ক হয়। কোন বিষয়ে তাহার মনোযোগ থাকে না, নির্ব্বাক, নির্লিপ্তাবস্থায় কার্য্যে ইচ্ছাহীন থাকে। সন্ধ্যাকালে রোগীর ভীতিপূর্ণ কল্পনার উদয় হয়, শিশু একা শয়ন করিতে ভয় পায়, অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, বিমর্ষভাব এবং সর্ব্ববিষয়েই ভরসাহীনতা জন্মে। রোগী খিটখিটে ও উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। রোগের, বিশেষতঃ অর্শরোগের বিষয় চিন্তা করিলে তাহার বৃদ্ধি হয়।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকারে রজনীতে শয্যায়, গাত্রোত্থান করিতে ও পুনরায় শয়ন করিতে, অথবা পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময়; এবং কোন বস্তুর দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতাসহ শিরোঘূর্ণন হইয়া রোগী সম্মুখে ও পার্শ্বে পতিতোন্মুখ হয়। বাতাসে এবং অপরাহ্ণে উপশম। মস্তিষ্কের রক্তহীনতাবশতঃ শিরোঘূর্ণন। মস্তিষ্কের জড়তা।

অশান্তিপ্রদ ও অস্থির নিদ্রা। হাই উঠে ও রোগী গাত্র মোড়ামুড়ি দেয়। নিদ্রাকালে অনেকবার হস্ত ও পদ চালিত হয়। অত্যন্ত নিদ্রালুতা, কিছুতেই তাহার বাধা দেওয়া যায় না। রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

সমস্ত মস্তকাভ্যন্তরে বেদনাহীন খননবৎ অনুভূতি। মূর্দ্ধাদেশে দপ্‌দপানি ও সূচিবেধের ন্যায় বোধ। ললাটের দক্ষিণপার্শ্বস্থ উন্নত স্থানে চাপবৎ বেদনা। কেবল স্পর্শ করিলেই মূর্দ্ধার কোন ক্ষুদ্র স্থানে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি। মস্তকপার্শ্বে বা রগে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। মস্তকের ত্বকে চুলকণা, তাহার টানটান ভাব।

ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় দিবসে আলোকাসহিষ্ণুতা; রোগী চক্ষু অবিরত মিটিমিটি করিতে বাধ্য। চক্ষুর সম্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দৃশ্য। নাক ঝাড়িলে মুহূর্ত্ত জন্য চক্ষুর সম্মুখে জাল অথবা কোয়াসা থাকার ন্যায় দৃষ্টিমালিন্য। মতিয়াবিন্দু রোগে বস্তুর উর্দ্ধাধভাবে অর্দ্ধদৃষ্টি। শ্রবণেন্দ্রিয় মধ্যে শোর ও গুণ গুণ শব্দ। কথা এবং পদক্ষেপের শব্দ কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় কিছু শ্রবণ করা কষ্টকর। আমাশয়বিকার থাকার ন্যায় রসনেন্দ্রিয়ের আস্বাদ কটু, বসার ন্যায় পচা এবং তিক্ত।

অনুভূতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিপ্লব ঘটিয়া রজনীতে রোগী শয্যায় কোন শান্তির স্থান পায় না, অথবা এক মুহূর্ত্তও স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। উপবেশনাবস্থায় শরীরের অস্বস্তি, হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে ব্যাকুলতা ও

শায়িত শরীরপার্শ্বে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি এবং তাহার স্পর্শে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। সন্ধি এবং অস্থিমধ্যে ছিন্নবৎ ভাব।

গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারে মূর্চ্ছার ন্যায় শক্তির অবসাদ। মস্তিষ্কের রক্তস্রাব অথবা কোমলতানিবন্ধন শরীরার্দ্ধের লম্বভাবে পক্ষাঘাত। যৌবন-কালের মৃগীরোগাক্রমণের পূর্ণিমাযোগে। মস্তকের জ্বরবৎ তাপ ও হস্তপদের শীতলতা, চীৎকার, দন্তঘর্ষণ এবং অঙ্গাদির ভয়ানক চালনাসহ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ। রজনীতেও তাণ্ডব রোগের আক্রমণ; মুখের ও জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বের পক্ষাঘাত হইতে পারে।

মুখমণ্ডল হরিদ্রাভ এবং রুগ্ন। প্রথমে দক্ষিণ গণ্ডে এবং পরে কর্ণে ক্ষণস্থায়ী ও প্রবল আকৃষ্টবৎ বেদনা। চোয়ালের বেদনা ও টান টান ভাবের অনুভূতিতে রোগিনী কেবল অতি কষ্টের সহিত মুখব্যাদান করিতে পারিত, তাহার একটি দন্ত দীর্ঘতর হওয়ার অনুভূতিতে সহজে আহার করিতে পারিত না। মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত।

চক্ষুর প্রদাহপ্রযুক্ত জ্বালা, হুলবেঁধার অনুভূতি, শুষ্কতা এবং আলোকা-সহিষ্ণুতা। চক্ষুর মধ্যে বালুকা থাকার ন্যায় চাপবোধ। মুক্তবায়ু মধ্যে চক্ষুর জলস্রাবের বৃদ্ধি। চক্ষুর, বিশেষতঃ চক্ষুপত্রের চুলকণা। চক্ষুপত্রের গুরুত্বানু-ভূতিতে চক্ষু মুদ্রিত করিবার প্রবৃত্তি, ঊর্দ্ধচক্ষু-পত্রের পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত জন্মে। চক্ষুর রেক্টাইপেশীর দুর্ব্বলতা। আলোকাসহিষ্ণুতাবশতঃ অবিরত চক্ষু-মুদ্রণের আবশ্যকতা। অভ্যন্তর (inner) চক্ষুকোণের জ্বালা ও চুলকণা।

দক্ষিণকর্ণমধ্যে শীঘ্র শীঘ্র ও থাকিয়া থাকিয়া সূচিবেধের ন্যায় আক্রমণ। কর্ণরন্ধ্রে অম্ল ও কটা মলের সঞ্চয়ে তাহার দুর্গন্ধ ও পূয়বৎ স্রাবসহ কর্ণ রুদ্ধ থাকার অনুভূতি।

শুষ্ক সর্দ্দি কর্ত্তৃক নাসিকার অবরোধ। প্রাতঃকালে পুনঃ পুনঃ হাঁচি। নাসিকাগ্রে ফুস্কুড়ি জন্মে। নাসিকোপরি পুরাতন চর্ম্মকীল। নাসিকা হইতে প্রভূত রক্তস্রাব।

স্বরযন্ত্রপেশী কার্য্যে অক্ষম হয়; রোগী উচ্চ কথা বলিতে পারে না। গলমধ্যে চাঁছাভাবপ্রযুক্ত অত্যন্ত স্বরভঙ্গ এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় তাহার বৃদ্ধি; তজ্জন্য কতিপয় দিবস উচ্চ কথা বলিতে অক্ষমতা। শ্বাস-যন্ত্রপথের শুষ্ক ভাব। নাক ঝাড়িলে স্বরযন্ত্রমধ্যে বেদনা। বারম্বার গলা খাকর দিয়া স্বরযন্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়।

কথা কহিতে কহিতে অথবা দ্রুত ভ্রমণকালে শ্বাসরোধ ঘটিলে হঠাৎ থামিয়া শ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা। শ্বাসাল্পতা।

দক্ষিণ বক্ষের বেদনাপ্রযুক্ত ফাঁপা ও কখন কখন শুষ্ক কাসি; বক্ষের টাটানি হইলে এবং বক্ষমধ্যে আটাভাবের শ্লেষ্মা সংলগ্ন থাকিলে অধিকাংশ সময়ে রজনীতে ফাঁপা শব্দের কাসি; গলমধ্যে বিড় বিড় ও কাঁচা ভাবের অনুভূতি। থ্যাক্ থ্যাক্ কাসি; কাসিতে বাম হিপসন্ধির ঊর্দ্ধদেশে বেদনা এবং অনৈচ্ছিকরূপে ফোটা ফোটা মূত্রনিসঃরণ; হুপ্ শব্দকর কাসির পর শুষ্ক কাসি থাকিয়া যায়।

নিশ্বাসত্যাগে, কাফিপানে, শীতল বায়ুতে, দমকা বায়ুতে, সন্ধ্যা হইতে মধ্য রজনী পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাভঙ্গে কাসির বৃদ্ধি।

এক ঢোক শীতল জল পানে কাসির উপশম।

বক্ষমধ্যে টাটানি। ষ্টার্ণাম্ অস্থির পশ্চাৎ বাহিয়া ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত রেখাকারে জ্বালাময় টাটানি সহ কাসি ইত্যাদি। বক্ষে কশা বোধ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। বাহুর অধঃ হইতে আমাশয়োর্দ্ধের কোটরদেশ (Pit of the Stomach) পর্য্যন্ত বক্ষের সূচিবেধানুভূতি প্রযুক্ত উৎকণ্ঠার ভাব। বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড়ি।

হৃৎপিণ্ডদেশে সূচিবেধবৎ বোধ। হৃৎকম্প। হৃৎপ্রদেশের কষ্টে মানসিক অবসাদ। শোণিতোচ্ছ্বাস বশতঃ সন্ধ্যা কালে নাড়ীর উত্তেজনা।

শিথিল ও বেদনাযুক্ত দন্ত ঝুলিয়া পড়ে। অধঃ পেষণদন্তের (Molar)

জ্বালাময় বেদনা নাসিকা ও চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ দন্তশূল। দন্তমাড়ির স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা।

জিহ্বার পক্ষাঘাতবশতঃ বাক্‌রোধ। কথা বলিবার সময় জিহ্বার ও মুখের বিকটাকার। তোত্‌লা, কষ্টকর ও অস্পষ্ট কথা। জিহ্বাগ্রে বেদনাযুক্ত রসবিম্বিকা। জিহ্বার উভয় পার্শ্ব শুভ্র, মধ্যস্থল লোহিত।

মুখ এবং জিহ্বার শুষ্কতা। মুখ ও গলদেশের হাজাভাব; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত ও শিথিল; জিহ্বা, উপজিহ্বা ও তালু স্ফীত এবং লোহিত বর্ণ; মুখমধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকার অনুভূতি; গলাধঃকরণের ও গলা খাকর দিবার চেষ্টায় বেদনার বৃদ্ধি; মুখের মধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা ও লালা; স্বরভঙ্গ; জ্বরে দ্রুতগতিবিশিষ্ট নাড়ী এবং অতর্পণীয় তৃষ্ণা। তালুর স্থানবিশেষে টাটানি ও বেদনা।

গলদেশে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, রোগী গলা খাকর দিয়া তাহা তুলিতে পারে না, গিলিতে বাধ্য হয়। গলমধ্যে শুষ্ক, কাঁচা ও চাঁছা ভাব এবং শুড়শুড়ি।

বিয়ার মদ্যে আকাঙ্ক্ষা। শীতল পানীয় বস্তুতে ইচ্ছা; পিপাসা থাকে, কিন্তু জলপান করিতে ঘৃণা হয়। মিষ্ট বস্তুতে ঘৃণা, কিঞ্চিৎ ক্ষুধা হইয়া আহার করিতে উপবেশন করে, কিন্তু পূর্ণ এক গ্রাসও আহার করিতে পারে কি না সন্দেহ।

টাটকা মাংসে বমনোদ্রেক; রোগী ধূমশুষ্ক মাংস আহার করিতে পারে; রুটিতে উদরের গুরুত্ব। কাফিপানে সকল অসুখেরই বৃদ্ধি।

ভুক্তবস্তুর আস্বাদযুক্ত, ভুক্তবস্তুময়, কখন বা পুনঃ পুনঃ জ্বালাকর শূন্য উদ্‌গার। আহারকালে এবং তাহার পরে বিবমিষা। অম্ল-বমনের পর অম্লোদ্‌গার। রজনীতে রক্তবমন।

প্রাতঃকালে আমাশয়ের বেদনার দ্রুত শরীরচালনায় বৃদ্ধি জন্য রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য। আমাশয়ের থল্লী এবং আমাশয়োর্দ্ধ-কোটরে চাপ।

গভীর শ্বাসগ্রহণে আমাশয়োর্দ্ধকোটরে চিমটি কাটার ও খিম্‌চানির ন্যায় অনুভূতি। যকৃদ্দেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতি।

উদরের বেদনায় সম্মুখে বক্র হইয়া রোগী দ্বিভাঁজ হইতে বাধ্য; সামান্য কিছু আহার করিলে অথবা পরিধেয় বস্ত্র কশিয়া পরিলে তাহার বৃদ্ধি। প্রাতঃকালের উদরশূল পৃষ্ঠ এবং বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচিবেধের অনুভূতি। উদরের বেদনাযুক্ত স্ফীতি। উদরাধ্মান হইয়া উদর ডাকে ও বায়ু গড় গড় করিয়া বেড়ায়। উদরস্পর্শে শিশু চমকিয়া উঠে।

সরলান্ত্রে চাপবোধ। সরলান্ত্র মধ্যে চুলকানি ও খোঁচা লাগার অনুভূতি। তন্মধ্যে বারম্বার বেঁধা ও চাপানুভূতি সহ বেদনা। পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বায়ুনিসরণ। বিষ্ঠা আটা-কড়া (Tough), চিমসে এবং চকচকে; তাহার প্রথমাংশ কঠিন এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, শেষাংশ কোমল; কখন ছাগবিষ্ঠার ন্যায় গ্রন্থিবিশিষ্ট। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগে অত্যন্ত বেদনা, উৎকণ্ঠা এবং মুখরক্তিমা। দণ্ডায়মানাবস্থায় সহজে মলত্যাগ। সরলান্ত্র মধ্যে দপ্‌দপানী। মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়ায় ভ্রমণকালে বেদনা। মলদ্বার চুলকায়। মলদ্বারের সন্নিকটে বৃহৎ ও বেদনাযুক্ত পূয়গুটিকা; তাহা হইতে পূয়, রক্ত এবং রসস্রাব।

অর্শ স্ফীত ও চুলকনাযুক্ত, তাহাতে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং তাহা সিক্ত থাকিলেও মলনিঃসরণের বাধা। হুলবেধ ও জ্বালাযুক্ত অর্শ। স্পর্শে, ভ্রমণে অথবা তৎবিষয়ের চিন্তায় অর্শে বেদনা।

অধিককাল মূত্রধারণে মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত। রজনীতে নিদ্রাবস্থায়, কাসিতে, হাঁচিতে অথবা নাক ঝাড়িতে অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। মূত্রত্যাগে মূত্রনলীমধ্যে জ্বালা; রজনীতে মূত্রনলীর হঠাৎ জ্বালা। মূত্ররোধ ঘটিয়া বারম্বার প্রবল মূত্রত্যাগেচ্ছা; কখন কখন ফোটায় ফোটায়, অথবা ঝরিয়া ঝরিয়া সামান্য কিঞ্চিৎ মূত্রের নির্গমন। এত সহজে মূত্র নির্গত

হয় যে, রোগী তাহা বুঝিতে পারে না। মূত্র কালচে কটা, ঘোলা এবং আবিল।

দক্ষিণ অণ্ডকোষে ছেঁচা লাগার ন্যায় চাপবৎ বেদনা। সঙ্গমকালে শুক্র সহ মূত্রনলী হইতে রক্তের নির্গমন। অণ্ডকোষত্বকের চুলকণা।

মূত্রত্যাগান্তে লবণসংস্পর্শের ন্যায় বহিস্থ স্ত্রীঅঙ্গের কাম্ড়ানি। সঙ্গমে প্রবল অনিচ্ছা। অনেক বিলম্বে, কিন্তু অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব; দুর্গন্ধ ঋতুস্রাবে বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি; রজনীতে ঋতুস্রাব হয় না। ঋতুকালে কর্ত্তনবৎ উদরশূল। ঋতুস্রাবকালে পৃষ্ঠে বেদনা। ঋতুশোণিতের ন্যায় ঘ্রাণযুক্ত প্রচুর শ্বেতপ্রদরের ঋতুস্রাবের ন্যায় স্রাব।

গ্রীবার আতত ভাব সহ বেদনাযুক্ত কাঠিন্য। বাম কটিপ্রদেশে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ অনুভূতি। কিড্‌নিপ্রদেশে চাপ লাগার ন্যায় ও খল্লীবৎ বেদনা। মেরুদণ্ডের অধঃ সীমায় মৃদু আকৃষ্টণবৎ এবং ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি এবং কম্প। সন্ধ্যাকালে অঙ্গনিচয়ের অসহনীয় ক্লান্তভাব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্ব্ব স্থানেই বাতজ বেদনা।

হস্তের কম্প। অঙ্গুলীর সন্ধিমধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

কাসিলে বাম হিপসন্ধিতে বেগের সহিত বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বেদনা। ভ্রমণকালে জানুসন্ধিমধ্যে কর্ কর্ ভাব। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে উরু এবং জঙ্ঘামধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; ভ্রমণকালে জানুপশ্চাতে টান টান ভাবের ও কাঠিন্যের অনুভূতি। প্রাতঃকালে জঙ্ঘাপশ্চাতের ও পদের খল্লী। গুল্‌ফসন্ধির কাঠিন্য। দক্ষিণজঙ্ঘাপশ্চাতের গভীর দেশের কণ্ডরায় ছিন্নবৎ অনুভূতি। পদাঙ্গুষ্ঠের তলে বিড় বিড়ি, জ্বালা, তীক্ষ্ণ চাপবৎ বেদনা এবং জ্বালাময় সূচিবেধের অনুভূতি।

সর্ব্বশরীরময় চুলকনা। দন্তোদ্‌ভেদকালে ইম্পেটিগত্বগুদ্‌ভেদ্। গ্রীবা-দেশের রসস্রাবি উদ্‌ভেদ অত্যন্ত চুলকায়। নাসিকাগ্রে ফুস্‌কুড়ি জন্মে। ত্বকের আরোগ্য ক্ষত পুনর্ব্বার কাঁচা হইয়া উঠে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শে রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি।—শুষ্কশীতলবায়ু সংস্পর্শের অসহিষ্ণুতায় **কষ্টিকাম একনাইট** ও **হিপার** সহ তুলনীয়। তিন ঔষধেরই ক্রিয়া প্রদাহমূলক। **একনাইটের** ক্রিয়ায় প্রারম্ভিক রক্তাধিক্য ও প্রাথমিক জ্বরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এবং কোন প্রকার প্রদাহিক পরিবর্ত্তন ও স্রাবাদির অভাব ইহাকে অন্য দুই ঔষধ হইতে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে। আর্দ্র শীতল বায়ু **কষ্টিকাম** এবং **হিপার সাল্‌ফার** উভয় ঔষধের রোগেরই উপশমের সাধারণ কারণ হইলেও এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় উভয়েরই প্রযোজ্যতা থাকিলেও **কষ্টিকামক্রিয়ায়** পূয়জননাভাব ও টিসুসঙ্কোচনের আধিক্য এবং **হিপারের** ক্রিয়ায় প্রভূত পূয়সঞ্চার উভয়কে সম্যকরূপে প্রভেদিত করিয়া থাকে।

রোগের পক্ষাঘাতিক পরিণতি।—**কষ্টিকামের** রোগজননক্রিয়া আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, স্নায়বিক পক্ষাঘাতিক দৌর্ব্বল্যই ইহার প্রায় সকল রোগের পরিণাম এবং কোন না কোন লক্ষণ প্রকৃতি দ্বারা তাহার সম্যক্ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব **কষ্টিকামের** রোগমাত্রেই এই পক্ষাঘাতিক পরিণামের বর্ত্তমানতা তাহার প্রদর্শকরূপে গণ্য করা যায়।

কাসিতে অনৈচ্ছিকরূপে বেগে মূত্র-নিঃসরণ। কাসিয়া গয়ার নিষ্ঠ্যূত করার অক্ষমতায় তাহা গিলিয়া ফেলা। স্বরলোপের পক্ষাঘাতিক প্রকৃতি। কোষ্ঠবদ্ধরোগে দণ্ডায়মানাবস্থায় সহজে মলনিঃসংরণ।

প্রথম নিদ্রাবেশে শয্যায় মূত্রত্যাগ। এক ঢোক

শীতল জলপানে কাসির উপশম। দিবসে ঋতুস্রাব, রজনীতে তাহার রোধ। প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি। শরীরাংশবিশেষ অথবা শরীরাংশপরম্পরার একৈক ভাবে পক্ষাঘাতাক্রমণ ।

মুত্রস্রাব লক্ষণ, পক্ষাঘাত, কাসি, ঋতুদোষ, স্বরভঙ্গ এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগসম্বন্ধে উপরে যে সকল বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইল তাহারা ঐ সকল রোগ সম্বন্ধে কষ্টিকামের বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া পরগণিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

শিরোঘূর্ণন।—**কষ্টিকাম রোগে** মস্তিষ্কের অতি গভীর বিকারের প্রারম্ভিক যান্ত্রিক উদ্দীপনার লক্ষণস্বরূপ শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়। এই শিরোঘূর্ণন সাধারণতঃ সন্ন্যাস এবং তাহার পরিণাম পক্ষাঘাত অথবা অবস্থাবিশেষে লোকোমটর এটাক্সিয়া রোগের পূর্ব্বলক্ষণরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রোগী সম্মুখে অথবা অন্যতর পার্শ্বে পতনোন্মুখ হয়। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, অবিশ্রান্ত উৎকণ্ঠা এবং চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা থাকার ন্যায় দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। ফলতঃ ইহাতে মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার স্থায়ী উদ্দীপনার প্রকাশক শরীরের ঘনীভূত তাপ, ঘর্ম্মহীন শুষ্কতা ও সরলান্ত্রের ক্রিয়াবিকলতা-বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন করিয়া নানা প্রকার কঠিন ও কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য স্নায়বিক রোগের পূর্ব্বাভাস প্রকটিত করে। এই অবস্থায় **কষ্টিকাম** প্রদত্ত হইলে বহুতর রোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতে পারে।

মৃগীরোগ বা এপিলেপসি।—ক্ষুদ্র বা ক্ষণস্থায়ী মৃগী রোগে (লা পেটিট মল La petit mal) **কষ্টিকাম** উপকারী। অমাবস্যার পর নূতন চন্দ্রোদয় কালে বা প্রতিপদাদি তিথিযোগে এই মৃগীরোগের বৃদ্ধি হইয়া আক্ষেপিক লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার সাধারণ রোগে রোগী

মুক্তবায়ুমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া যায়, কিন্তু অবিলম্বেই জ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতিস্থ হয়। অজ্ঞানাবস্থায় রোগী মূত্রত্যাগ করে। পূর্ণযৌবনকালই **কষ্টিকাম** রোগের সাধারণ উপযোগী সময়। ইহা ঋতুস্রাবকালীন ও নূতন বা অল্পদিনের মৃগীরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ঔষধ। এস্থলে ইহা **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** সহ তুলনীয়। ইহার সমপর্য্যায়ের **ক্যালি মিউ** অতি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং মৃগীরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে গণ্য। ডাঃ কাফ্‌কা নৈশরোগে **হিপার সাল্‌ফারের** প্রশংসা করিয়াছেন।

গুল্মবায়ুরোগ বা হিষ্টিরিয়া।—**কষ্টিকামের** ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু মস্তিষ্কীয় বিকারের সহিত স্বল্পাধিক গুল্মবায়ুসদৃশ লক্ষণ প্রকাশ হইয়া অবশেষে তাহা প্রকৃত গুল্মবায়ুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্নায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাব উৎপন্ন হওয়ায় স্পর্শ, গোলমাল প্রভৃতি যে কোন প্রকার আগন্তুক উত্তেজনাতেই রোগী বিচলিত হয়। মধ্যে মধ্যে গুল্মবায়ুর ন্যায় খল্লী হইয়া থাকে। রোগিণীর আত্মসংযম নষ্ট হওয়ায় হাস্যাস্পদ কথা কহে। যৎসামান্য শব্দাদিতে নিদ্রাকালে চমকাইয়া উঠে। স্থানে স্থানে পেশীর আনর্ত্তন হয়।

তাণ্ডব বা নৃত্য রোগ (Chorea)।—ডাঃ জার তাঁহার "ফর্টি ইয়ার্স প্র্যাক্‌টিস্‌ নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত তাণ্ডবরোগে **কষ্টিকামের** বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। শরীরের বামপার্শ্ব অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্বের রোগেই ইহা অধিকতর উপযোগী। লক্ষণ—মুখমণ্ডল, জিহ্বা, হস্ত, পদ প্রভৃতির দক্ষিণাংশের পেশীনিচয় রোগাক্রান্ত হয়। রোগী কথা কহিবার চেষ্টা করিলে জিহ্বোপরি অনায়ত্ততাবশতঃ ঝাঁকির সহিত কথা কহে। রজনীতে শয়নাবস্থায় রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকে এবং শরীরের ঝাঁকি হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হয়। রোগী উঠিয়া বসিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। মস্তকের অনৈচ্ছিক চালনা হইতে হইতে

অবসন্নতাবশতঃ রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। নিদ্রিতাবস্থায় হস্তপদের অবিশ্রান্ত চালনা হয়। স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ শিশু কথা উচ্চারণ করিতে পারেনা এবং গলদেশ ও জিহ্বাপেশীর দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কথা কহিবার প্রবৃত্তি থাকে না। শৈত্যসংস্পর্শঘটিত রোগে ইহার বিশেষ উপযোগিতা।

গ্রীবাস্তম্ভ বা টরটিকলিস্।—গ্রীবাপেশীর সঙ্কোচনবশতঃ অন্যতর পার্শ্বে মস্তক আকৃষ্ট থাকিলে ও শৈত্যসংস্পর্শ রোগের কারণ হইলে **কষ্টিকাম** উপকারী। এরোগে ইহা **নাক্স** ও **বেলাডনা** সহ তুলনীয়। ফলতঃ অন্যান্য পেশীকণ্ডরার শৈত্যঘটিত সঙ্কোচনেও ইহা প্রয়োগোপযুক্ত ঔষধ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—কষ্টিকামাদি পটাস্ সল্ট মাত্রেরই স্নায়বিক শক্তি নাশ করা একটি মৌলিক ক্রিয়া। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার যাবতীয় রোগলক্ষণমধ্যেই এই পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ কষ্টিকামধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা মজ্জাগতদোষস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে। স্বভাবতঃ ভীতিযুক্ত, স্নায়বিক-উত্তেজনাপ্রবণ, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং সংশয়ান্বিত ব্যক্তি, যাহারা সহজেই ভীত হয় ও কল্পনায় ভূত, প্রেত দেখে, এবম্বিধ ব্যক্তিগণই **কষ্টিকাম**-রোগের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

শীত ঋতুর শুষ্কশীতলবায়ুসংস্পর্শ ইহার পক্ষাঘাতরোগের কারণ। রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা কার্য্যকারী। একৈক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশের পক্ষাঘাতরোগের ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্ন্যাস বা এপপ্লেক্সি রোগের পরিণামফলস্বরূপ পক্ষাঘাতিক লক্ষণবিশেষের আরোগ্যপক্ষেও ইহা উপযোগী ঔষধ। কথা বলিতে **উপযুক্ত কথা প্রয়োগের অক্ষমতা,** এস্থলে ইহার প্রদর্শকরূপে গণ্য।

মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত বা ফেসিয়াল প্যারালিসিস্।—শুষ্কশীতলবায়ুসংস্পর্শনিবন্ধন মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত

রোগের অপেক্ষাকৃত পুরাতন অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ৩০ ক্রমের **কষ্টিকাম** প্রয়োগে আরোগ্য হইয়াছে এমত অনেকগুলি রোগীর বিষয় ডাং কাউপারথোয়েট প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বরলোপ, অক্ষিপুটপতন এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা ও গলদেশ প্রভৃতির পেশীর পক্ষাঘাত।—সর্ব্বাঙ্গীন অথবা বিস্তৃত শরীরাংশের পক্ষাঘাতের অঙ্গীভূত না হইয়া উপরিউক্ত যন্ত্র বা শরীর-স্থানবিশেষের স্বতন্ত্র ভাবে পক্ষাঘাত জন্মিলে **কষ্টিকাম** তাহার উপযোগী ঔষধ। শুষ্কশীতলবায়ুসংশ্রবঘটিত রোগই ইহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। এই সকল পক্ষাঘাতরোগে যন্ত্রবিশেষের ন্যূনাধিক পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা অথবা সম্পূর্ণ ক্রিয়াহানি উৎপন্ন হইতে পারে। ওষ্ঠ, জিহ্বা, গলদেশ প্রভৃতির অবশতার তারতম্যানুসারে ও স্বরযন্ত্র নীরোগ থাকিলে স্বর নির্গত হইতে পারে, কিন্তু বাক্য গঠনের ও গলাধঃকরণের শক্তির ন্যূনাধিক হ্রাস অথবা অভাব হয়। অন্যান্য স্থানিক পক্ষাঘাত মধ্যে **মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাতই** উল্লেখযোগ্য।

একনাইট—শুষ্কশীতলবায়ুসংস্পর্শনিবন্ধন পক্ষাঘাত রোগের তরুণাবস্থায় **একনাইট** উপকারী। রোগের কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থা উপস্থিত হইলে **কষ্টিকাম** এবং **সাল্‌ফার** কার্য্যকারী।

রাস্ এবং ডাল্কামারা—আর্দ্র শীতল আবহাওয়া, বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ উষ্ণ আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তনে তাহা আর্দ্র ও শীতল হইলে, যে রসবাতজ পক্ষাঘাত জন্মে তাহার তরুণাবস্থায় **ডাল্‌কামারা** প্রযোজ্য। রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন প্রকৃতি ধারণ করিলে **রাস্** তাহার সাধারণ ঔষধ, অবস্থাবিশেষে রোগের পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণানুসারে **কষ্টিকাম**ও প্রযোজ্য হইতে পারে।

ক্যাল্মিয়া—ইহা রসবাতজ অক্ষিপুটপতনে উপকারী ঔষধ। ডাং জার দক্ষিণ পার্শ্বের রোগে **কষ্টিকামের** প্রশংসা করেন।

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা—ব্যারাইটা অপেক্ষা **কষ্টিকামে** আক্রান্ত স্থানের অধিকতর সঙ্কোচন ও আক্ষেপিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শোণিতবহা নাড়ীর যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন **ব্যারাইটা** রোগের কারণ। ডাং বেজের মতে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাতে **ব্যারাইটা** উৎকৃষ্টতর ঔষধ। ডাং হার্টম্যান বলেন "**ব্যারাইটা** ব্যতীত জিহ্বার পক্ষাঘাতরোগ কচিৎ আরোগ্য হইয়া থাকে"। সন্ন্যাস রোগের পরিণামে যে সকল পক্ষাঘাত রোগ জন্মে তাহাও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত জিহ্বা আক্রমণ করিলে ইহা ফলপ্রদ।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম্।—গলমধ্যের সর্দ্দিরোগ কর্ণনালী বায়ু ষ্টেকিয়ান টিউব দ্বারা কর্ণমধ্য আক্রমণ করিলে কর্ণে গুণ গুণ, উচ্চরব প্রভৃতি যে নানাপ্রকার শব্দ উপস্থিত হয় তাহার পক্ষে **কষ্টিকাম** উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রোগে অনুচ্চ কথা কিম্বা অন্য যে কোন প্রকার অনুচ্চ শব্দও উচ্চতর প্রতীয়মান হইয়া কর্ণমধ্যে কষ্টপ্রদ প্রতিধ্বনি ও গোলমাল উপস্থিত করিয়া শ্রবণের বাধা উৎপন্ন করে।

চেনপোডিয়াম্—ইহার বধিরতায় রোগী নিম্ন স্বর শুনিতে পায় না। স্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইলে পরিষ্কার শুনিতে পায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুবিকারঘটিত বধিরতায় ইহা উপকারী।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—কর্ণমধ্যে উচ্চ রব ও গুণ গুণ শব্দ। কর্ণে শব্দের অসহিষ্ণুতা ও তাহাতে বেদনা জন্মে।

স্যালিসিলিক্ এসিড—অস্বাভাবিক শব্দ সহ কর্ণের সাধারণ বধিরতা। কর্ণোপাস্থির ঘৃষ্টবৎ বেদনা সহ বধিরতায় **আর্ণিকা** প্রযোজ্য। এইরূপ কর্ণরোগে **কার্ব্বণ বাইসাল্‌ফেট** এবং **সিক্কনাও** তুলনীয়।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিমালিন্য, দ্বিত্বদৃষ্টি, অন্ধত্ব, চক্ষুপ্রদাহ

এবং কর্ণিয়াক্ষত।—মস্তিষ্কাদির স্নায়ুরশূলে **কষ্টিকামের** যে প্রগাঢ় যান্ত্রিক বিকারের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, সংস্রব বশতঃ ইহা চক্ষুর নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য রোগোৎপন্ন করিতে সক্ষম এবং স্থলবিশেষে ইহা দ্বারা তাহাতে উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। চক্ষুরোগে **কষ্টিকাম** নির্ব্বাচন পক্ষে রোগীর সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। সোরাবিষদুষ্ট ধাতুর ব্যক্তিদিগের শুষ্কশীতল বায়ুসংস্পর্শ অনেকস্থলে এইরূপ চক্ষুরোগের কারণ। চক্ষুর চিত্রপত্র, দৃষ্টিশক্তিপ্রদ স্নায়ু ও গতিপ্রদ স্নায়ু প্রভৃতির ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু যান্ত্রিক বিকার ও পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ক্রমে দৃষ্টিমালিন্য, চক্ষুর সম্মুখে কুজ্ঝটিকা এবং কৃষ্ণ ও সবুজবর্ণ দাগের আবির্ভাব, দ্বিত্বদৃষ্টি এবং সম্পূর্ণ স্নায়বিক পক্ষাঘাতে অবশেষে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহানি উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগের প্রারম্ভাবস্থায় **কষ্টিকাম** লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অবশ্যই ইহাদ্বারা উপকারের আশা করা যাইতে পারে।

গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ ও কর্ণিয়া বা চক্ষুর কাল ক্ষেত্রের ক্ষত রোগেও ইহা উপকারী। বিদাহী জলস্রাব ও মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীরবেধবৎ বেদনার সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি, প্রদীপের চতুঃপার্শ্বে সবুজ জ্যোতির্ম্মণ্ডল এবং কর্ণিয়ায় রক্তনাড়ীজালের স্পষ্টতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। কর্ণিয়া ঠেলিয়া উচ্চ হইতে থাকে ও চক্ষুপুট জুড়িয়া যায়।

মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট রোগে বস্তুর লম্বভাবে অর্দ্ধ দৃষ্টি হয় ও নিয়ত চক্ষু স্পর্শ করিতে এবং রগড়াইতে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহা তরুণ রোগে উপকারী। ডাং নর্টণ ইহাকে অত্যুপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

স্বরভঙ্গ বা হোর্সনেস্।—ডাং হিউজের মতে সর্দ্দি নিবন্ধন স্বরভঙ্গ রোগে **কষ্টিকাম** অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্টতর ঔষধ নাই। ইহাতে স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও তথা হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে;

স্বরভঙ্গ সহ ষ্টার্ণাম অস্থির মধ্যভাগের পশ্চাতে অর্থাৎ বুকের মধ্যাংশে কাঁচা ও চাঁছা ভাবের অনুভূতি হইয়া শুষ্ক, ফাঁপা এবং অশান্তিকর কাসি হয়। বক্তা ও গাথকদিগের স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালে, বিশেষতঃ শীতল আবহাওয়ায় অতিশয় বৃদ্ধি হইলে ইহা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত এই স্বরভঙ্গের মূল কারণ। ইহাতে যে ভাবের কাসি হয়, তাহাতে বোধ হয় যেন উপযুক্ত শক্তির অভাবে রোগী গয়ার উঠাইয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত করিতে সক্ষম না হওয়ায় তাহা গিলিতে বাধ্য হয়। **১২ অথবা ৩০ ক্রমের কষ্টিকাম** এস্থলে উপকারী।

পুরাতন গলাভাঙ্গা রোগে **কষ্টিকাম** দ্বারা উপকার না হইলে **সাল্‌ফার** প্রযোজ্য। গলদেশের পেশীর ক্লান্তি বশতঃ স্বরভঙ্গ হইলে **আর্ণিকা** ফলপ্রদ। অধিক কাল ব্যাপী বক্তৃতাদির পর স্বরযন্ত্র ও গলদেশের দুর্ব্বলতা, শুষ্কতা এবং তৃষ্ণা জন্মিলে **আর্ণিকার কুল্য** ব্যবহারে তৃষ্ণার শান্তি ও স্বরের নব বলাধান হয়। **ফস্‌ফরাসের** স্বরভঙ্গও পক্ষাঘাতমূলক। ইহার রোগ **সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি** পায়। ইহাতে স্বরযন্ত্রে ক্ষতভাব থাকায় বেদনা প্রযুক্ত তাহার ব্যবহারে রোগীর কষ্ট হয়। **কষ্টির** ক্ষতভাব বুকের মধ্যে থাকে। **গ্রাফাইটিস ও সিলিনিয়াম**ও তুলনীয় ঔষধ।

কাসি, ব্রঙ্কাইটিস্‌ ;—অবশতা বা পক্ষাঘাতিক ক্রিয়ার আভাস **কষ্টিকামের** প্রায় যাবতীয় রোগেই দৃষ্টিগোচর হয়। কাসিতেও কতিপয় দুর্ব্বলতাব্যঞ্জক লক্ষণ ইহার প্রদর্শকরূপে বর্ত্তমান থাকে। স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা নিবন্ধন কাসির স্বর ফাঁপা বা চোঙ্গের শব্দের ন্যায় হয়। **কুপ্রামের** ন্যায় ইহারও কাসি শীতল, এমন কি **বরফবৎ শীতল জল পানে** উপশম পায়। **কাসিতে হিপসন্ধি বেদনা করে।** মূত্রস্থালীর গলদেশের দুর্ব্বলতা

বশতঃ **প্রত্যেক** বার কাসিতেই **বেগে অনৈচ্ছিক মুত্রত্যাগ হয়।** **সিলা** এবং **নেট মিউ**তেও এইরূপ মূত্র লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার আটাভাব থাকায় **ল্যাকেসিসের** এবং বক্ষের দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার গভীর প্রদেশ হইতে আটা শ্লেষ্মা স্খলিত করিয়া উঠাইবার ক্ষমতার অভাবে **কষ্টিকামের** গয়ার নিষ্ঠীত হয় না। গয়ার গলদেশে আসিলেও গলদেশাদির পেশীর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন **গয়ার বাহিরে নিক্ষেপের অক্ষমতায় কষ্টি-কাম রোগী তাহা গিলিয়া ফেলে।** **সিপিয়া, ড্রসিরা, কেলিকার্ব্ব** এবং **আর্ণিকা** প্রভৃতি ঔষধেও শেষোক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মূত্রযন্ত্ররোগ—অসাড়ে মূত্রস্রাব, মূত্রাবরোধ এবং শয্যামূত্র।—**কষ্টিকাম** রোগীর মুত্রস্থালীর গ্রীবার ন্যূনাধিক পক্ষাঘাত অবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ নিবারণে ইহা সর্ব্বাগ্রগণ্য। মূত্রস্থালীর দ্বাররক্ষক পেশীর এতদূর দুর্ব্বলতা জন্মে যে কাসিতে, হাঁচিতে অথবা নাক ঝাড়িতেই বেগে মূত্রত্যাগ হইয়া যায়। মুত্রস্থালীর ন্যূনাধিক অবশতা বশতঃ রোগী মূত্রের শেষ কতিপয় বিন্দু কষ্টে ত্যাগ করিতে পারে; কখন বা মূত্রস্থালীর অধিকতর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা থাকায় অনেক চেষ্টার পর মৃদু স্রোতে মূত্র ত্যাগ হইতে থাকে। প্রসবান্তে প্রসূতির মূত্রস্থালীর পক্ষাঘাত বশতঃ মুত্রত্যাগ না হইলে **কষ্টিকাম** প্রযোজ্য। শিশুদিগের রজনীতে শয্যা-মূত্র দোষে যদি প্রথম নিদ্রাবেশেই মুত্রত্যাগ হইয়া শয্যা সিক্ত হয় তাহাতে ইহা উপকারী।

মূত্রস্থালীর দুর্ব্বলতা বশতঃ মূত্রস্রাবের বিভ্রাট ঘটিলে **জিঙ্কাম** অন্যতম ঔষধ, ইহাতেও কাসিতে অথবা হাঁচিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ হইয়া যায়; কিন্তু **কষ্টিকাম** অপেক্ষা ইহাতে মূত্রস্থালীর অধিকতর বেদনা থাকে। **সিলা** এবং **নেট মিউ**তেও কাসিতে

অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। মূত্রস্থালীর দুর্ব্বলতাঘটিত মূত্রস্রাব দোষের অন্যতম বিশ্বস্ত ঔষধ **ফেরাম ফস**। শীতকালেই **কষ্টিকামের** উপরিলিখিত মূত্ররোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, গ্রীষ্মকালে অন্তর্হিত হইয়া যায় অথবা কিঞ্চিৎ উপশমিত থাকে। ফলতঃ উপরিউক্ত-রূপ মূত্রত্যাগ বিষয়ক অনায়ত্ততা অনেক সময়েই যৎপরোনাস্তি কষ্টের কারণ হয়। কখন কখন শীতকালে অতি সামান্য উত্তেজনাতেই যথা তথা মূত্রত্যাগ হইয়া যায় বলিয়া রোগীর সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়। **কষ্টিকাম** ইহা নিবারণে সক্ষম।

কষ্টিকামের মূত্রে অনেক সময়ে প্রভূত পরিমাণ **লিথেট-সল্টের** তলানি দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ **কষ্টিকামের** ধাতু ও শারীরিক অবস্থাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এই মূত্রদোষসহ অন্যান্য ব্যাধিরও উপশম করিতে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপরিউক্ত মূত্র-বিকার সহ পৃষ্ঠবেদনা, কটিদেশের দুর্ব্বলতা ও পুনঃ পুনঃ রজনীঘর্ম্ম থাকিলে **কেলি কার্ব্ব** প্রযোজ্য।

স্ত্রীরোগ—কষ্টরজঃ, স্তন্যাভাব।—বিলম্বিত ঋতুস্রাবে এবং ঋতু কালে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, স্থানে স্থানে খল্লীবৎ আক্ষেপ এবং পৃষ্ঠ বেদনার বর্ত্তমানতায় **কষ্টিকাম** উপকারী।

স্তন্যাভাব বা আগ্যাল্যাক্টিয়া।—অনিদ্রা অথবা অতি-পরিশ্রম বশতঃ প্রসূতিদিগের স্তন্যের অভাব হইবার উপক্রম হইলে তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ স্বরূপ **কষ্টিকাম** সদৃশ রক্তহীনতা, পাণ্ডুরতা ও রুগ্ন শরীরাবয়ব এবং মানসিক বিমর্ষভাব উপস্থিত হইলে ইহা উপকারী। রসবাতগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এস্থলে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী।

গণ্ডমালারোগ বা স্ক্রফুলা।—অবস্থাবিশেষে শিশুদিগের গণ্ডমালাঘটিত দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্যভঙ্গে **কষ্টিকাম** উপযোগী।

ঔষধও যদ্রূপ গভীর ক্রিয়াশীল, রোগও তদ্রূপই গভীরতর স্বাস্থ্য-ভঙ্গকারী, পুরাতন প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং কষ্টসাধ্য। অতি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রতিপালন ও ঔষধ সেবনই রোগোপশমের প্রতি এক মাত্র কারণ। মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা ইত্যাদি যাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলের পুষ্টিহানি বশতঃ বিকারই এই শোচনীয় স্বাস্থ্যহানির মূল নিদান। শিশুর সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ পদ শীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার উদর স্ফীত ও বর্দ্ধিত থাকে। শিশু চলিবার চেষ্টা করিলে পা বাধিয়া পড়িয়া যায়। তাহাকে নানা প্রকার ক্ষুদ্র রোগে জড়ীভূত করে। চক্ষুর পুরাতন প্রদাহে ও কাণপাকায় অল্পপরিমাণ আটা স্রাব নির্গত হয়। চক্ষুপুটের কিনারায় মামড়ি উৎপন্ন হয় এবং কর্ণপৃষ্টে ও মস্তকের ত্বকে তীব্র রসস্রাবী উদ্ভেদ জন্মিয়া তাহার নিকটস্থ ত্বক্ হাজিয়া যায়। জানুর দুর্ব্বলতা বশতঃ চলিতে পড়িয়া যাওয়ার পক্ষে **সাল্-ফুরিক এসিড** অন্যতর ঔষধ। অবস্থা বিশেষে **সাল্ফার** এবং **সিলিসিয়া**ও প্রযোজ্য।

রসবাত রোগ বা রিউম্যাটিজম্।—**কষ্টিকামের** রসবাত রোগে সন্ধি কঠিন ও তাহার কণ্ডরাদি অসমানরূপে খর্ব্বীকৃত হয় এবং তাহাতে গাউটের ন্যায় গুটি জন্মিয়া তাহা বিকটাকার ও এবুড়া থেবুড়া হইয়া যায়। ইহাতে সন্ধির অস্থি আদি মূল উপাদানও আক্রান্ত হয় (Rheumatoid arthritis)। চোয়ালসন্ধি **কষ্টিকাম** রসবাতিক বেদনায় একটি বিশেষ স্থান। পেশীমণ্ডলের আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং চাপিত শরীরাংশের টাটানি হয়। অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ অন্যান্য **পটাস সল্টের** ন্যায় ইহাতেও শরীরের কম্প থাকে। জ্বর থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। গুল্ফ সন্ধির দুর্ব্বলতা, কণ্ডরার সঙ্কোচন এবং হিপসন্ধির মচকানের ন্যায় অনুভূতি ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ।

রাস্টক্স্—ইহার অনেক বিষলক্ষণের **কষ্টি** সহ সাদৃশ্য

থাকিলেও প্রভেদক লক্ষণ যথেষ্ট আছে। **কষ্টিকামের** রোগকারণ শুষ্ক, শীতল ও তুষারাপ্লুত বায়ু; **রাসের** রোগকারণ, শীতল জলপূর্ণ আবহাওয়া; প্রথমের রোগী কেবল রজনীতে অস্থির থাকে এবং বেদনায় শরীর চালনা করিতে বাধ্য হইলেও তাহাতে সোয়াস্তি পায় না; দ্বিতীয়ের অস্থিরতা সর্ব্বসময়ব্যাপী এবং রোগী শরীর চালনায় ক্ষণিক শান্তি পায়। **কষ্টিতে** চোয়ালসন্ধির রসবাতজ বেদনা থাকে; রাসের নিম্ন চুয়াল কর্‌ কর্‌ করে।

সন্ধির রসবাতে এবং সন্ধির চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদাননিচয়ের কাঠিন্যে **কলসিন্থ** উপকারী; ইহাতে আক্রান্ত অঙ্গে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা হয় এবং অঙ্গ যেন গলগ্রহ হইয়া পড়ে।

গুয়েইয়াকাম্‌ এবং **কষ্টিকাম্‌** উভয়েরই সন্ধিতে গাউটের গুটি জন্মে। কণ্ডরার সঙ্কোচন বশতঃ সন্ধি গঠনভ্রষ্ট হইলে, সন্ধিতে পূর্ণ গঠনের গাউটের গুটি জন্মিলে এবং অঙ্গ চালনার উপক্রমেই কষ্টের বৃদ্ধি হইলে **কষ্টি** অপেক্ষা **গুয়েইয়াকাম** অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। **কষ্টিকামের** কার্য্যসম্পূরণে ইহা উপযোগী।

সাইনভাইটিস্‌।—**কষ্টিকাম** রোগে সন্ধি অত্যন্ত স্ফীত হয়, অঙ্গুলীচাপে তাহাতে স্থিতিস্থাপক ভাবের কোমলতা (Fluctuation) জন্মে ও রোগের কোন আরোগ্য চিহ্ন দৃষ্ট হয় না; সন্ধির কাঠিন্য জন্মে ও তাহার মধ্যে রসসঞ্চয়ের উপক্রম হয়। আঘাত নিবন্ধন জানুসন্ধির বিশেষ প্রকারের অনতিপ্রবল সাইনভাইটিস রোগে সন্ধিমধ্যে রসসঞ্চয় হইলে **লিডাম** তাহার ঔষধ। অতি সামান্য জ্বর থাকিতে পারে।

চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট।—ত্বকের কর্কশ, এবুড়োখেবুড়ো আঁচিলবৎ প্রবর্দ্ধন যদি হস্তে ও মুখমণ্ডলে জন্মে তাহাতে **কষ্টিকাম** উপকারী।

লেক্চার ৩১ (LECTURE XXXI).

ওপিয়াম্ (Opium)

প্রতিনাম।—প্যাপাভার সম্নিফেরাম্।

সাধারণ নাম।—ওপিয়াম, হোয়াইট পপি, অহিফেন।

জাতি।—প্যাপাভিরেসি।

জন্মস্থান।—এসিয়াখণ্ডের কৃষিলব্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

প্রয়োগরূপ।—শুষ্কীকৃত রসের টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে একমাস অথবা তদূর্দ্ধ কাল।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ ১০০০০০ (cm) পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইতে পারে। *

* লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং ক্রক্স—ডিফ্থিরিয়া রোগ, রোগীর বয়স ৮ বৎসর; প্রথম আক্রমণ মার্ক প্রোটো আই প্রয়োগে আরোগ্য; কিছু কাল পরেই শৈত্যসংস্পর্শে রোগের পুনরাবর্ত্তন; পুনর্ব্বার ঝিল্লি-সংস্থিতি, শ্বাসকৃচ্ছ্র (নিদ্রাবস্থায়); কাসির সহিত নীলাভ মুখ ও সমস্ত গাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম: ৩, দশ মিনিট পর পর প্রয়োগে আরোগ্য। ডাং ওক্ফোর্ড—৬ মাস বয়সের শিশুর তরুণ শ্বাসরোগে শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ শাঁ শাঁ শব্দ ও নাকডাকা; শ্বাস টানিবার পর শ্বাসপ্রশ্বাসের রোধ হওয়ার অনুভূতি এবং রোগীর পুন শ্বাস গ্রহণ জন্য কষ্টকর চেষ্টা; ৩০, আরোগ্য। ডাং মুয়ার্স—অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; রোগী যুদ্ধ ব্যবসায়ী; প্রথমে ক্যাম্প ডায়ারিয়া (সৈন্যদিগের বিশেষ প্রকারের উদরাময়) হইবার পর রোগের আক্রমণ। অন্ত্রের জড়ত্ব জন্মিয়া মলত্যাগের চেষ্টামাত্রও হইত না: ১০, প্রতিদিন তিনবার করিয়া প্রয়োগে আরোগ্য।

উপচয়।—তাপে; ঘর্ম্মাবস্থায়; ব্রাণ্ডি এবং ওয়াইন মদ্য পানে; নিদ্রাবস্থায় ও নিদ্রান্তে; রজনীতে এবং প্রাতঃকালে।

উপশম।—বমনে; দিবসে এবং সন্ধ্যাকালে গাত্রচালনায়; কাফি-পানে কম্প ব্যতীত সকল লক্ষণেরই ক্ষণিক উপশম হইয়া সত্বর পূর্ব্ববৎ অবস্থা।

ডাং হইন—কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে পিচকারী ব্যবহার ব্যতীত মোটেই রোগীনীর মলত্যাগ হইত না; রেচক ঔষধের ব্যবহারে স্থায়ীফল হইত না; রোগিনী অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ, সহজেই ভীত হইত; পরে অনিদ্রা একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল; ২০০, স্থায়ী আরোগ্য। ডাং ষ্টেন্‌স—২৩ বৎসরের যুবতী; কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতীত হঠাৎ মৃগীর আক্রমণ; আক্রমণ শেষ হইলে ২৪ হইতে ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তন্দ্রাগ্রস্ত; নিদ্রাকালে মুখ কালচে লোহিত বর্ণ; নিদ্রাশেষে ললাটদেশে বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধ; ৬ সপ্তাহ পর দ্বিতীয় বার আক্রমণ; দ্বিতীয় আক্রমণের ৪ সপ্তাহ পর তৃতীয় আবেশ; পরে তিন সপ্তাহ পর পর আবেশ হইতে থাকে; ১৪ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যেক রজনীতে ৯, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং স্পল্ডিং—মৃগীরোগ, ১৫ বৎসরের বালিকা; দিবসে অথবা রজনীতে প্রবল নিদ্রাবেগে আবেশ হইয়া রোগী লম্ফ প্রদানে জাগিয়া উঠিত; মুখে গেজলা উঠিত, দষ্ট জিহ্বা হইতে রক্ত পড়িত ও মস্তক তপ্ত এবং অর্দ্ধ নিমীলিত জ্যোতিহীন চক্ষুর উর্দ্ধদৃষ্টি হইত; ১০ হইতে ৩০ মিনিট স্থায়ী কন্‌ভাল্‌সনে শরীর পশ্চাৎ পার্শ্বে বক্র হইত; ৬ ক্রমে অস্থায়ী উপকার, ১, আরোগ্য। ডাঃ প্রিচার্ড—আক্ষেপ রোগ; ১৮ মাসের শিশু; ৮ মাস বয়স হইতে আক্ষেপের আরম্ভ; অপরিচিত মনুষ্য নিকটে যাইতে দেখিলেই ভীত হইয়া কান্দে এবং দমবদ্ধ হইয়া ২।৩ মিনিট স্থায়ী আক্ষেপ হয়; আক্ষেপের নিবৃত্তিমাত্রেই শিশু নিদ্রিত হইয়া পড়ে; শিশু ক্রন্দন করিলেই আবেশ হয়; ৬ মাস অন্তঃসত্তাকালে মাতার ভীতিচকিত হওয়া এই রোগের কারণ বলিয়া অনুমিত; ১০০০, আরোগ্য। ডাং গরণসি—আন্ত্রিক টাইফয়েড জ্বর; অন্যান্য অস্পষ্ট ওপিয়াম লক্ষণ মধ্যে তন্দ্রা লক্ষণ অতি পরিস্ফুট থাকায় প্রতি ঘণ্টায় ২৩০০০ (23m) প্রয়োগে নাড়ীর চঞ্চলতা ও তাপের হ্রাস হইয়া বোধ হইল যেন ঔষধের এপ্রাভেষণ স্বরূপ ওপিয়ামের প্রসিদ্ধ লক্ষণ "শয্যার উষ্ণতার অনুভূতি" উপস্থিত হইয়াছে, পরে আপনা হইতেই তাহা অন্তর্হিত হয়।

সম্বন্ধ।—ওপিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল, কফিয়া, কনা, ক্যাম্ফ, ইপিকা, মার্ক, নাকস ভ, প্লাম্বাম, ভাইনাম্। বিষ মাত্রায় কাফির কাথ, কর্পূর, বেলাডনার মূল আরক, বমনকারক বস্তু ও উষ্ণ জলে স্নান।

ওপিয়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এণ্টিম ট', বেল, ডিজি, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স্ ভ, ষ্ট্রিক্নিয়া, প্লাম্ব, ষ্ট্র্যাম, চার্কোলভেপার (অঙ্গার বাষ্প)।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, বেল, ব্রায়, ক্যাম্ফর, কেনা ইণ্ডি, কার্ব্ব ভেজ, কফিয়া, ডিজি, জেল্স্, হায়সা, ল্যাক, মার্ক, নাক্স ভ, পাল্স, রাস্, সিকেলি, ষ্ট্র্যাম, সাল্ফার, ভিরেট এ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শিশু এবং বৃদ্ধ; প্রথম এবং শেষ বয়সের রোগ (ব্যারা কা, মিলি); পাতলাকেশ ও শিথিলশরীর ব্যক্তি এবং যাহাদিগের স্বাভাবিক শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতার অভাব থাকে।

অসাড়তা এবং **হঠাৎ ভীতি নিবন্ধন** আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অবশতা সহ রোগ; হঠাৎ ভীতির কুফলঘটিত রোগ, ভীতি তখনও বর্ত্তমান থাকে (একন, হায়সা); অঙ্গারের ধূম; গ্যাসের শ্বাসগ্রহণ এবং মদ্যপান ঘটিত রোগ।

সর্ব্বপ্রকার রোগেই তন্দ্রা থাকে; বেদনা থাকে না, রোগী কোন কষ্টের বিষয় জ্ঞাপিত করে না এবং কোন অভাব বোধ করে না।

অপরিচিত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলে, হঠাৎ ভীতিচকিত প্রসূতির স্তন্য পান করিলে (হায়সা—ক্রুদ্ধা মাতার স্তন্য পানে, ক্যাম, নাক্স্) এবং ক্রন্দন করিলে অর্দ্ধ উন্মীলিত ও উর্দ্ধঘূর্ণিত চক্ষু (শিবনেত্র) সহ শিশুর আক্ষেপ।

কন্ভালসনের পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাক্ষেপ বা চীৎকার স্বরে ক্রন্দন (এপিস, হেলি)।

শ্বাস প্রশ্বাসে গভীর নাসিকাধ্বনি। **শ্বাস প্রশ্বাসে নাসিকাধ্বনি, লোহিত মুখ, রক্তবর্ণ** ও **অৰ্দ্ধনিমীলিত চক্ষু** এবং **উষ্ণ ঘৰ্ম্মাবৃত গাত্রসহ** গভীর ও বুদ্ধির জড়ত্বব্যঞ্জক নিদ্রা; কনভালশনের পরে নিদ্রা; রোগী নিদ্রালু থাকে কিন্তু সুনিদ্রা হয় না (বেল, ক্যাম, ষ্ট্র্যাম); নিদ্রাহীনতা সহ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা থাকায় বহু দূরস্থ ঘড়ি বাজার শব্দ এবং মোরগের ডাকে জাগ্রৎ থাকে।

নিদ্রাগত হইলেই শ্বাস রোধ ঘটে (গ্রিণ্ডে, ল্যাকে)।

শয্যা এতই উষ্ণ বোধ করে যে রোগী তদুপরি শয়ন করিতে পারে না (শয্যা কঠিন—আর্ণি, বেলিস্, ব্রায়, স্পিজি); শীতল স্থানের অনুসন্ধানে পুনঃ পুনঃ শরীর চালনা করে; শরীর অনাবৃত করিতে বাধ্য হয়। **ঔষধের ক্রিয়ায় শরীর নিশ্চেষ্ট থাকে,** জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া বিহীনতায় অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধেরও কার্য্য হয় না (কার্ব্ব ভেজ, লর, ভেলেরি)।

পরিপাকযন্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকায় অন্ত্রের স্বাভাবিক অনুলোপ গতির অভাব ঘটে অথবা তাহা বিপরীত ভাবাপন্ন (বিলোম) হয়। অন্ত্র রুদ্ধ থাকার অনুভূতি জন্মে।

অন্ত্রের ক্রিয়াহীনতা বা অবশতা নিবন্ধন শিশু ও ভদ্র স্বভাবের স্ত্রীলোকদিগের (গ্র্যাফা) কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগের প্রবৃত্তি থাকে না; সীসকের বিষক্রিয়া প্রযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ; কঠিন, গোলাকার, **দুর্গন্ধ** ও **কৃষ্ণবর্ণ** পিণ্ডাকার বিষ্ঠা (চেলি, প্লাম্ব, থুজা) মলদ্বার পথে একবার বাহির হয় পুনঃ ফিরিয়া যায় (সিলিক, থুজা)।

হঠাৎ ভীতি (জেলস্) অথবা মলদ্বারের অবশতা বশতঃ অনৈচ্ছিক মলত্যাগ; দুর্গন্ধ কাল বিষ্ঠা।

মূত্রের রোধ বশতঃ মূত্রস্থালী মূত্রপূর্ণ থাকে; প্রবসবান্তে এবং অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবনে মূত্র রুদ্ধ থাকে; ক্রুদ্ধ স্তন্যদাত্রীর দুগ্ধপানে শিশুর মূত্র আটকাইয়া থাকে; জ্বর অথবা অন্যবিধ প্রবল ও তরুণ রোগে মূত্রত্যাগ হয় না; মূত্রস্থালীর অথবা তাহার গ্রীবার সঙ্কোচক পেশীর অবশতায় মূত্রাবরোধ ঘটে। (ষ্ট্র্যামতে মূত্রাঘাত (supression) জন্মে; ওপিয়ামে মূত্রের স্রাব বন্ধ হয় না, মূত্রস্থালী পূর্ণ থাকে কিন্তু রোগী তাহা বুঝিতে পারে না)।

"ওপিয়াম অন্ত্রের এত দূর জড়তা উৎপন্ন করে যে অতি প্রবল বিরেচক ঔষধ দ্বারাও কার্য্য হয় না।"—হেরিং।

"অধিক মাত্রায় ওপিয়াম দ্বারা চিকিৎসিত রোগীর অদম্য উদরাময় জন্মে।"—লিপি।

প্রলাপে রোগী অনবরত কথা কহিতে থাকে; চক্ষু বড় বড় এবং মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ ও স্ফীত হয়; অথবা উজ্জ্বল, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু ও পাণ্ডুর মুখমণ্ডল সহ রোগী অচৈতন্য ও অজ্ঞানাভিভূত থাকে; কখন বা প্রথমে অচৈতন্যাবস্থা হইয়া পরে প্রলাপ কহে।

রোগিনী মনে করে সে বাটিতে নাই; এইরূপ চিন্তা সর্ব্বদা তাহার মনোমধ্যে জাগরুক থাকে।

নিদ্রাবস্থায় শয্যা খুঁটিতে থাকে (জাগ্রতাবস্থায়, বেল, হায়সা)।

তরুণ উদ্ভেদিক রোগের উদ্‌ভেদ হঠাৎ বসিয়া যাইয়া মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত বা সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ জন্মে (জিঙ্ক)।

শিশুক্ষয়রোগে শিশুর ত্বক্‌ কোঁকড়াইয়া যায় এবং শরীরের শুষ্কতা প্রযুক্ত ক্ষুদ্রাকারে পরিণত শিশুর দেহ দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় হয় (এব্রটে)।

রোগকারণ।—মানসিক উত্তেজনা, অভ্যাসগত অত্যধিক মদ্যপান এবং অবস্থাবিশেষে তাপসংস্পর্শ বশতঃ ওপিয়ামের রোগ জন্মে।

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা ও সমবেদনশীল বা সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া দ্বারা ওপিয়াম ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার পর ত্বরিত গতিতে সর্ব্ববিধ দৈহিক ক্রিয়া তৎপরতার অবসাদ অথবা অভাব উৎপন্ন করে। ইহার ফল স্বরূপ সাধারণ দৈহিক যন্ত্রমণ্ডলের জড় ভাব উপস্থিত হয়; মস্তিষ্কশক্তির অভিভূতি বশতঃ অজ্ঞানতা ও অচৈতন্য জন্মে; গতি এবং অনুভূতি শক্তির লোপ হয়; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবাল্পতা ঘটে; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী মাত্রেরই শুষ্কতা ও রক্তাধিক্য জন্মে এবং শ্বাস প্রশ্বাস ধীর গতি, দীর্ঘ ও অনিয়মিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সবাধ গতি ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত মস্তিষ্কমেরুমজ্জার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পক্ষাঘাত বশতঃ রোগীর অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে। উপরি উক্ত লক্ষণ সকল দূরীভূত ও রোগীর জীবন রক্ষা পাইলেও তাহার পরিপাকবিকার, শিরঃশূল, অনিদ্রা এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি অবশিষ্ট লক্ষণ থাকিয়া যায়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—আমাদিগের দেশে প্রচুর পরিমাণ ওপিয়াম্‌ জন্মিয়া থাকে। জনসমাজেও ইহার বহুল ব্যবহার আছে, এজন্য ইহা সহজ প্রাপ্য। ওপিয়ামের বিষক্রিয়া দ্বারা আত্মহত্যা অতি সহজ সাধ্য, কেননা ইহার বিষক্রিয়াঘটিত মৃত্যু সর্ব্বপ্রকার ভয়াবহ যন্ত্রণাবিরহিত, বরঞ্চ পূর্ব্ব হইতে শরীরে বেদনাদি কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকিলে তাহার অনুভূতি এতদ্দ্বারা লুপ্ত হইয়া যায়। উপরি উক্ত বিবিধ কারণে আমাদিগের দেশের জনসমাজে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে, অধিকাংশ আত্মহত্যা এতদ্দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা প্রায়শঃ ওপিয়ামবিষাক্ত রোগীর বিষক্রিয়ার প্রথমাবস্থার লক্ষণ দেখিতে পাই না। নিম্নে বিষক্রিয়া লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বিষক্রিয়ার আরম্ভে রোগীর শিরোঘূর্ণন হইয়া প্রবল নিদ্রার ভাব উপস্থিত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। অতিসত্বরই গভীর তন্দ্রা উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে কষ্টে জাগরিত করা যায়, দুই একটি প্রশ্নের উপযুক্ত

উত্তর কষ্টে প্রদান করিয়াই রোগী তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিদ্রাগ্রস্ত হয়। আমরা দেখিয়াছি সংজ্ঞা লোপের শেষ পর্য্যন্তও রোগী প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তরই প্রদান করে। তাহার চিন্তাশক্তি অবসাদিত হয়, কিন্তু ভ্রম জন্মে না। ইহার বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্কের গভীরতর অবসাদ ও সংজ্ঞানাশ হয়, ইহা মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ভ্রান্তিপূর্ণ প্রলাপ উৎপন্ন করে না, কেননা ওপিয়ামবিষাক্ত রোগীকে কোন প্রকার প্রলাপ কথা বলিতে দেখা যায় না। যে পর্য্যন্ত রোগীর কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে সে পর্য্যন্ত তাহাকে ডাকিলে সে বিরক্তি প্রকাশ করে ও পুনঃ নিদ্রাগত হইবার চেষ্টা করে। ফলতঃ রোগী সত্বরই চক্ষু মেলিতে অথবা কথা বলিতে অশক্ত হইয়া পড়ে। সংজ্ঞাহীন সুষুপ্তি কালে রোগী অঙ্গাদির স্থিরাবস্থায় আগন্তুক উত্তেজনা প্রবণতাহীন থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস অতীব ধীরগতি ও দীর্ঘতর হয়। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিযুক্ত (শিবনেত্রভাব) এবং কনীণিকা সঙ্কুচিত থাকে। মুখ সর্ব্বতোভাবে কষ্টচিহ্নবিরহিত ও অভ্যন্তরীণ শান্তিভাবব্যঞ্জক হয়। ইহা মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়াবস্থা প্রকটিত করে। বিষক্রিয়ার শেষাবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকাধ্বনি হয়, বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড় করে এবং নাড়ী ক্রমে দুর্ব্বল, অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। পেশীমণ্ডলী শিথিল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরতর ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হইয়া তাহা চির লুপ্ত ও মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। রোগীর জীবিতাবস্থার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে মুখমণ্ডলের স্ফীতি, ঘোর লোহিতাভা এবং তাপই প্রধান ; মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকালীন লক্ষণের মধ্যে মুখের পাণ্ডুরতা, মুখ ভাঙ্গিয়া যাওয়া, নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়া এবং শরীরময় তপ্ত ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতাই প্রধান। মৃত্যুর পর মুখমণ্ডলাদি সর্ব্বশরীরের পাণ্ডুরতা ও মৃৎবর্ণ এবং কনীণিকার বিস্তৃতি প্রভৃতি প্রধান। রোগীর জীবন রক্ষা পাইলে অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি পরিপাকযন্ত্র বিকার ন্যূনাধিক কাল থাকিয়া যায়। কোন কোন কৃতবিদ্য চিকিৎসক ওপিয়ামের ক্রিয়াকালে আমাশয়শূল ও বমন হওয়ার বিষয় বর্ণিত করিয়াছেন।

মাদকতা জন্যই হউক আর রোগ নিবারণ জন্যই হউক, কাঁচা ও পাকা (অহিফেনের ধূমপান বা "গুলি খাওয়া") এই দুই প্রকারে ওপিয়াম সেবিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত প্রকারে ওপিয়াম সেবন অধিকাংশ স্থলে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে এবং দ্বিতীয় প্রকারে তাহা অধিকাংশ স্থলে অপর সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। এই দুই প্রকার ওপিয়ামসেবীর বাহ্যাবয়ব ও আচার ব্যবহার আমরা সর্ব্বদাই দৃষ্টি করিয়া থাকি।

উভয় প্রকার ওপিয়ামসেবীই ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর আহারের পক্ষপাতী, ইহারা শাক শবজি ও মৎস্য মাংসের ততোধিক প্রিয় নহে। বাস্তবিক পক্ষেও শেষোক্ত প্রকার খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হইলে ইহাদিগের পুষ্টি রক্ষা হয় না এবং ওপিয়াম বিষের সম্পূর্ণ, ধীর ও পুরাতন লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কাঁচা বা পাকা ওপিয়ামসেবীর মধ্যে যাহারা ইচ্ছানুরূপ খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহাদিগের লক্ষণ—ইহাদিগের স্থূলত্বের দিকে গতি হয় এবং সুনিদ্রা হয় না, কিন্তু নিদ্রালুতা থাকে এবং অবসর পাইলেই ইহারা ঢুলুঢুলু শিবনেত্র হইয়া উপবেশনাবস্থায় ঢুলিতে থাকে এবং শায়িতাবস্থায় ইহাদিগের নাসিকাধ্বনি উপস্থিত হয়। উভয় অবস্থাতেই শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর, ধীর ও সুদীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদিগের যে প্রকৃত নিদ্রা হয় না তাহা এতদবস্থাতেও শিথিলমুষ্টি হস্ত হইতে হুকা স্খলিত না হওয়ায় এবং সামান্য আহ্বানে অথবা শব্দে চকিত ভাবে জাগ্রৎ হওয়ায় সম্যক উপলব্ধি হয়। ফলতঃ ইহাই অহিফেন-সেবীর সুখস্বপ্নের এবং বিষপান নিবন্ধন আনন্দানুভবের সময়। অহিফেনের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি না পাইলে ইহারা সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় না, বরঞ্চ কিয়ৎ পরিমাণে শ্রমসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ থাকে। মাত্রার উপযুক্ত পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিলে এবং যথোপযুক্ত আহার পাইলে

অনেককেই সাধারণ রোগমুক্ত থাকিয়া দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায়; অন্যথা তাহারা আলস্যপরতন্ত্র ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

ধূমের আকারে অহিফেনসেবী সাধারণ লোকের মধ্যেই কালব্যাপী অহিফেন সেবনের পরিস্ফুট নিদ্রালুতাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের দেহ শুষ্কতা প্রাপ্ত ও ওষ্ঠ এবং চক্ষুর চতুঃপার্শ্ব কালীমা-বিশিষ্ট হয়। ফলতঃ অহিফেন সেবনের কুফল স্বরূপ দেহের ক্ষয়িত অবস্থা ইহাদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ওপিয়াম সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ক্রিয়ারই জড়ত্ব উৎপাদন করে ও পুনরুৎ-পাদিকা শক্তি ম্রিয়মান হয়। দৈহিক যন্ত্রমণ্ডলের নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদানবিনিময় বা টিস্যুচেঞ্জের (যাহাতে পুরাতন বা ব্যবহারদুষ্ট উপাদানের পরিবর্ত্তনে নিত্য নূতন উপাদানের সংগ্রহ হয়) অবসাদ ঘটিয়া দেহযন্ত্র সকল অপকৃষ্ট উপাদান পূর্ণ হইতে থাকে। তদবস্থায় প্রথমোক্ত ওপিয়ামসেবিগণের শরীর, উপরিউক্ত ব্যবহারদুষ্ট এবং পুষ্টিকর খাদ্যের বসাশ্রেণির উপাদানপূর্ণ হইয়া স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় অথবা ক্ষীণ হয় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ "গুলি" রূপে অহিফেন সেবিগণের অবশ্য প্রয়োজনীয় নিত্য দৈহিকক্রিয়া রক্ষার্থ উপরিউক্ত অপকৃষ্ট উপদানেরই ব্যয় হইতে থাকে, ইহাতে তাহাদিগের শরীর ক্রমে শুষ্কতা ও শীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া এবং শরীরের, বিশেষতঃ ওষ্ঠ ও চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে কালিমা পড়িয়া তাহারা "প্রসিদ্ধ গুলিখোর" উপাধি লাভ করে। উভয়বিধ অহিফেন সেবীরই পরিপাক শক্তির হ্রাস ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কিন্তু সহজ পাচ্য দুগ্ধাদি খাদ্য দ্বারা প্রথম শ্রেণীর পুষ্টিরক্ষা হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। তদভাবে দ্বিতীয়ের কোষ্ঠবদ্ধ ও ক্রমে ক্ষয় রোগ জন্মে ও অবশেষে পুরাতন আমরক্ত রোগে অধিকাংশের জীবন শেষ হয়।

সাধারণ অহিফেনসেবী, বিশেষতঃ নিঃস্ব অহিফেনধূমপায়িদিগের

শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অবস্থার অতি শোচনীয় অবনতি ঘটে, এবং তাহারা মনুষ্যত্বের অতি চরম পতনাবস্থায় উপনীত হয়। ইহারা কাহাকেও বিশ্বাস করে না; মিথ্যা কথা বলিয়া আনন্দ বোধ করায় মুখের হাসি হাসি ভাব হয়; ভীরুতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং জৈবতাপাল্লতা বশতঃ শীতল জল শত্রুবৎ দর্শন করে, স্নান দূরের কথা গাত্র ধৌত পর্য্যন্ত করে না, ক্রমে সমল, অপবিত্র এবং মনুষ্য মণ্ডলীর ঘৃণার্হ ও পরিত্যাজ্য হয়। আবশ্যকতা বশতঃ ইহারা চুরি করিতেও দ্বিধাশূন্য হয়; কিন্তু মানসিক শক্তিহীনতা ও ভীরুতা প্রযুক্ত সাহস করিয়া বৃহৎ চৌর্য্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না, সামান্য বস্ত্র, ঘটি, বাটি প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু অপহরণ করিয়া নিজের ভীরুতার পরিচয় দেয়। অবশেষে ইহারা শারীরিক ও মানসিক জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়রোগ-গ্রস্ত (Idiocy) হয়। উপরে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে উহাদিগকে একরূপ উন্মাদ লক্ষণই বলা যায়। কিন্তু এই সকল স্থবিরত্ববিশিষ্ট ও সমাজের ত্যাক্ত উন্মাদ রোগী নির্ব্বিরোধী বলিয়া বাতুল নামে খ্যাত হয় না; অপরঞ্চ গঞ্জিকাসেবী উন্মত্ত ব্যক্তিগণ কিঞ্চিৎ উগ্রতাবিশিষ্ট ও অপকারী বলিয়া পাগলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পাগলাগারদে স্থান প্রাপ্ত হয়।

হানিমান স্বয়ং বলিয়াছেন যে, শরীরে ওপিয়ামের ক্রিয়াপ্রণালী অতীব দুর্ব্বোধ্য। ফলতঃ কৃতবিদ্য চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যেও এতৎবিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন ঐকমত্য স্থাপিত হয় নাই। উপরে আমাদিগের বহুদর্শিতালব্ধ ওপিয়াম ক্রিয়ার লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ওপিয়ামের ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও কতিপয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

১। ওপিয়াম সেবনে ক্ষণস্থায়ী, মৃদু উত্তেজনার পর মস্তিষ্কাদি সর্ব্ববিধ স্নায়ুশক্তির গভীর ও স্থায়ী অবসাদাবস্থা উৎপন্ন হয়। শরীরযন্ত্র-নিচয়ের ক্রিয়ার জড়তা বা অবশতা ঘটে।

২। পরস্পর ক্রিয়াস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট মর্ফিয়া, এপমর্ফিয়া প্রভৃতি কতিপয় ক্রিয়াবীজ সংমিশ্রণে ওপিয়াম্ গঠিত। এই সমুদয় বীজশক্তির সমবায়ফল দ্বারা ওপিয়ামের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন বীজশক্তির সমবায় ক্রিয়ায় স্নায়বিক শক্তির অবসাদ ঘটিলেও ক্রিয়াবীজ বিশেষের কিঞ্চিৎ স্বাধীন ক্রিয়াও প্রকটিত হয়। এজন্য স্থলবিশেষে আমরা উল্লিখিত সমবায় ক্রিয়ার ফলস্বরূপ স্নায়বিক ক্রিয়াবসাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি, যথা—কেবল ফ্লেক্‌সর বা আকুঞ্চক পেশীর ঝাঁকি হয়; ইচ্ছানুবর্ত্তী পেশীর ক্রিয়োত্তেজনার বৃদ্ধি ও স্বাধীনপেশী মণ্ডলের তাহা হ্রাস হয়; সমুদয় অন্ত্রের অবশতা ঘটিলেও অংশবিশেষের সঙ্কোচনে অন্ত্রাবরোধ (obstruction of the intestine) বশতঃ বিষ্ঠার রোধ এবং মূত্রস্থলীর শরীরের অবশতা ও তাহার গ্রীবার আক্ষেপিক সঙ্কোচনে মূত্ররোধ ঘটে।

৩। ইহার স্নায়বিক অবসাদকর ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় শরীরযন্ত্রাদির দুর্ব্বলতা, শরীরাংশের ন্যূনাধিক পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তিহানি-সূচক লক্ষণ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়।

৪। ওপিয়াম সেবনে দুর্ব্বলীভূত স্নায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়ার অবস্থানুসারে অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা বশতঃ স্নায়বিক ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, পেশী আনর্ত্তন, খল্লী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

৫। সাক্ষাৎ ভাবে ইহা রস, রক্ত প্রভৃতি শরীরোপাদানের পচনকর বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তক নহে। সাধারণ জৈব ক্রিয়ার অবসাদাবস্থা উৎপন্ন করিয়া পুষ্টিহানি ও পুনরুৎপাদিকা ক্রিয়ার বাধা ঘটাইয়া ইহা শরীরোপাদানের অপকৃষ্টতা ও পরোক্ষভাবে তাহার রোগজ পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। শোণিতসঞ্চলনক্রিয়ার মন্থরতা ও অবরোধ প্রযুক্ত শিরাশোণিতের আধিক্য ঘটায় নীল রোগ প্রভৃতি জন্মে।

ওপিয়ামের সাধারণ বিষক্রিয়ার স্থূল এবং মাদক রূপে সেবনের

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম লক্ষণ ব্যতীত ইহার ঔষধগুণপরীক্ষা ও রোগারোগ্যলব্ধ প্রধান প্রধান লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ওপিয়াম সেবনে ক্ষণিক উত্তেজনার পরই প্রভূত ও স্থায়ী সর্ব্ববিধ স্নায়বিক আবসাদ উপস্থিত হয়। ফলতঃ উপরি উক্ত উত্তেজনা লক্ষণ এতাদৃশ ক্ষণস্থায়ী ও মৃদুতর যে তাহা ধর্ত্তব্যই নহে। অব্যবহিত পরের প্রগাঢ় অবসাদ লক্ষণকেই ওপিয়ামের ক্রিয়া বা একৃসন (প্রাথমিক ক্রিয়া, প্রাইমারি একৃসন) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মস্তিষ্কের এবং অন্যান্য শরীরযন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়াবসাদনিবন্ধন প্রলাপাদি এবং অন্যান্য শরীরযন্ত্রের যে বিকৃত উত্তেজনার অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা ওপিয়ামের প্রতিক্রিয়া বা রি-একৃসন। একৃসন ঔষধের ক্রিয়া, রি-একৃসন তৎ বিরুদ্ধে, জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া। এজন্য যদি রোগ-বিশেষে ওপিয়াম সদৃশ অবসাদ লক্ষণের উপস্থিতির পর তাহার ন্যায় প্রলাপ ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় ওপিয়াম তাহার ঔষধ হইতে পারে, অন্যথা নহে। উপরি উক্ত বিষয় চিন্তা করিলেই আমরা নিম্নে ওপিয়াম সম্বন্ধে যে সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষণ বিবৃত করিব, তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে।

ওপিয়ামের বিষক্রিয়ায় অথবা ওপিয়াম সদৃশ রোগের গভীরতর আক্রমণে এবং তাহাদিগের প্রতিক্রিয়াবস্থায় নিম্নলিখিত মস্তিষ্কীয় লক্ষণ উপস্থিত হয়।

চক্ষু কাচবৎ ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট ও অর্দ্ধনিমীলিত, রোগী অচেতন, প্রগাঢ় তন্দ্রাগ্রস্ত রোগীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মাদকতার গভীর তন্দ্রাবেশে চক্ষু বিশুষ্ক ও প্রোজ্জ্বল থাকে; মানসিক স্ফূর্ত্তি বা উল্লাসভাব বিদ্যমান থাকে ও সুস্পষ্ট কল্পনার উদয় হয়। শরীরাংশ বৃহত্তর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে; মনে করে সে আপন বাটিতে নাই; মুখমণ্ডল স্ফীত ও আরক্ত, চক্ষু বিস্ফারিত; রোগী প্রলাপ কহিতে থাকে। মত্ততা বশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবসাদাবস্থায় সময়ে সময়ে রোগী নাসিকাধ্বনি করিয়া গাঢ়

তন্দ্রাভিভূত হয়; কখন নানাপ্রকার জন্তু এবং কখন বা ভীতিপূর্ণ মুখভঙ্গি দর্শনের ভ্রান্তি জন্মে; বৃদ্ধ ও শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের মধ্যেই এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইচ্ছা-শক্তির জড়তায় বোধ হয় যেন তাহা ধ্বংস হইয়াছে। উত্তেজনাপ্রবণতা ও খিটখিটে ভাব। এতাদৃশ মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটে যে অত্যধিক আনন্দ, ভীতি, ক্রোধ অথবা লজ্জা প্রভৃতির উত্তেজনাতেই রোগ জন্মে। রোগী হঠাৎ ভীত হয়, ভীতির কারণ অপসৃত হইলেও তদুৎপন্ন ভীতি থাকিয়া যায়।

অনুভূতিশক্তি বিপর্য্যস্ত হওয়ায় শব্দ, আলোক ও ক্ষীণতম ঘ্রাণেরও অসহিষ্ণুতা জন্মে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত শিরোঘূর্ণন ও কর্ণাভ্যন্তরে গুণ গুণ শব্দ হয় এবং পরে অচৈতন্যাবস্থায় মুখমণ্ডলের রক্তিমা, স্ফীতি ও তাপোৎপন্ন হয়; শরীরের ধনুষ্টঙ্কারবৎ কাঠিন্য জন্মে; মস্তক মধ্যে রক্ত ধাবিত হওয়ায় নাড়ী স্পন্দনের অনুভূতি হয়। উত্থানে মূর্চ্ছাভাব। টাইফাস জ্বরান্তে এবং মস্তকে আঘাত লাগিলে শিরোঘূর্ণন ও উত্থান কালে একপ্রকার উৎকণ্ঠাভাবের উদয় হয়। মত্তবৎ অবসন্ন ও হতভম্বভাব। চক্ষুচালনায় শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিয়া গভীর নিদ্রাকালে রোগীর মুখ বুদ্ধিহীনতা-ব্যঞ্জক ও রক্তিমাবিশিষ্ট থাকে। কখন তন্দ্রাগ্রস্ত কখন বা প্রগাঢ় সুপ্তিগ্রস্ত হইয়া রোগী সংজ্ঞাহীন থাকে; প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় নাসিকাধ্বনি ও উষ্ণ ঘর্ম্ম হয়। মুখমণ্ডলের স্ফীতিসহ নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না। উন্মীলিত চক্ষু সহ সংজ্ঞাহীনতা (coma vigil)। অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষু এবং নাসিকাধ্বনি সহ অজ্ঞানকর নিদ্রা। নিদ্রিতাবস্থায় রোগী শয্যা খোঁটে, গোঁ গোঁ শব্দ করে এবং কামোদ্দীপক স্বপ্ন দেখে। দুই প্রহর রজনীর পূর্ব্বে বুদ্ধিহীনতা সহ অনিদ্রাবস্থায় রোগী ভীতিপূর্ণ দৃশ্য দেখে। নিদ্রাহীন অবস্থায় শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা বশতঃ দূরস্থ ঘড়ির বাদ্য এবং মোরগের ডাক তাহাকে জাগ্রত রাখে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ দৃষ্টিমালিন্য ঘটে, অন্ধত্ব জন্মে; অনুভূত হয়

যেন চক্ষুকোটরাপেক্ষা চক্ষুগোলক বৃহত্তর। শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা বশতঃ অতি দূরস্থ ঘড়ির বাজনা ও মোরগের ডাক তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত করে। ঘ্রাণশক্তির লোপ হয়।

অনুভূতিদ স্নায়বিক ক্রিয়াবৈষম্য বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলের সাধারণ ও স্বাভাবিক ক্রিয়োদ্দীপনার লোপ হয়, প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা থাকে না। এই কারণে রোগীকে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও কোন কার্য্য হয় না (স্বয়ম্ভূত রোগে এরূপ অবস্থা ঘটিলে যদি ওপিয়ামের প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ওপিয়াম প্রয়োগে নিরাময়িক শক্তির উত্তেজনা-প্রবণতা পুনরুদিত হয়)। বোধশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে প্রতিক্রিয়া শক্তির লোপ হইয়া যায়।

গতিদ স্নায়ুবিকার ঘটিয়া পেশী আনর্ত্তন এবং মস্তক, বাহু ও হস্তের কম্পন হয়; কখন কখন আকুঞ্চক পেশীর ঝাঁকি হইতে থাকে, শরীর শীতল হইয়া যায় এবং অজ্ঞানকর নিদ্রাভাবের উপক্রম হয়; মস্তকের অনাবৃত অবস্থায় ও শরীরচালনায় উপরিউক্ত অবস্থার উপশম। হঠাৎ ভীতি, ক্রোধ ইত্যাদি মানসিক উত্তেজনা হইতে ক্রমে চীৎকারসহ ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপে রোগী অঙ্গাদি ছুড়িতে থাকে, অথবা বাহু টান টান করিয়া শরীর সহ সমকোণ প্রস্তুত করে, পশ্চাপার্শ্বে বক্র হইলে উভয় পার্শ্বে গড়াইতে থাকে, অঙ্গাদির কম্প হয়; মুখমণ্ডল আরক্ত, স্ফীত ও তপ্ত; অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষুর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ও কনীণিকার বিস্তৃতি এবং আলোকানুভূতিহীনতা সহ ফেনময় মুখ ও শ্বাসাবরোধ। আক্ষেপান্তর প্রগাঢ় নিদ্রা হয় ও মুখমণ্ডলের রক্তিমা এবং তাপ থাকিয়া যায়। আক্ষেপের ব্যবধান কালে গভীর তন্দ্রা। প্রত্যেক ১৫ মিনিট পর পর মূর্চ্ছা কালে চক্ষু নিমীলিত হয়; মস্তক ঝুলিয়া পড়ে; সংজ্ঞাহীনতা ও ঝাঁকি হয় এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। অবস্থানুসারে পক্ষাঘাত জন্মে।

মুখাবয়ব স্ফীত, কালিমাময়, লোহিত বর্ণ এবং উষ্ণ; কখন লোহিত

বর্ণ কখন বা তাহা গণ্ডের লোহিত কলঙ্কসহ পাণ্ডুর, কর্দ্দম বর্ণ এবং বসিয়া যাওয়ার ন্যায় থাকে; অবস্থাবিশেষে নীললোহিত বর্ণযুক্ত ও স্ফীত হয়। মুখমণ্ডলের পেশীনিচয় শিথিল হইয়া যায় ও নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে। মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন, সঙ্কোচন এবং আক্ষেপিক গতি। মুখের বিকটাকার ও তাহার কোণের সঙ্কোচনাদি। মুখের শিরা-স্ফীত থাকে। তিন হইতে চারি সপ্তাহ বয়সের একটি বিষাক্ত স্তন্যপায়ী শিশুর বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল।

চক্ষু উজ্জ্বল, বহির্নিক্রান্ত ও অচল থাকে। কনীণিকা বিস্তৃত এবং আলোকানুভূতিহীন হয়। সঙ্কুচিত কনীণিকা ও অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু লোহিত বর্ণ, উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে এবং জ্বালা করে। চক্ষুর মধ্যে বালুকার অনুভূতি; চক্ষুপত্র অবশ হওয়ার ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে।

কর্ণে রক্তাধিক্য জন্মে এবং কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হয়।

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে সূচিবেধবৎ বেদনা, সর্দ্দি শুষ্কতা নিবন্ধন নাসারন্ধ্রের অবরোধ।

স্বরযন্ত্রবিকারে স্বরভঙ্গসহ মুখ ও গলদেশের শুষ্কতা এবং জিহ্বায় শুভ্রলেপ। স্বর অতি ক্ষীণ হয়, বিশেষ চেষ্টা দ্বারা বড় করিয়া কথা বলা যায়।

ক্ষুদ্র শ্বাসগ্রহণে ও বৃহৎ নিঃশ্বাসে উর্দ্ধোদর বসিয়া যাইতে থাকে; সূক্ষ্ম শোঁ শোঁ শব্দ, অবিশ্রান্ত কাসি, গভীর তন্দ্রার ভাব এবং মুখের নীলিমা হয়; ভয়াবহ যন্ত্রণা ও শ্বাসরোধের ভীতি উপস্থিত হয়; দেখিলে বোধ হয় যেন রোগীর মৃত্যু হইতেছে; শীতল বায়ু সমাগমে ও সম্মুখে নত হইলে কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম এবং ধূম ও ওয়াইন মদ্য পানে বৃদ্ধি হয়। ফুসফুসের পক্ষাঘাত প্রযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হয়। মুখব্যাদানাবস্থায় ঘড় ঘড় শব্দে অথবা গভীর নাসিকাধ্বনি সহ শ্বাস প্রশ্বাস; অথবা ফর ফর শব্দ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস; নিদ্রাবস্থায় মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ (বোবায় ধরার ন্যায়)।

মুখব্যাদানাবস্থায় গুড়গুড়ি সহ ঝাঁকে ঝাঁকে শুষ্ক কাসির রজনীতে বৃদ্ধি; রোগী নিদ্রালু থাকে, কিন্তু নিদ্রা হয় না; অথবা কাসিতে ফুসফুসের আক্ষেপ হইয়া মুখ নীল হইয়া যায়; কিছু পানকালে কাসি হয়; কষ্টে গয়ার নিষ্ঠ্যূত হইবার পর রোগী মুখব্যাদান করে; বুদ্‌বুদযুক্ত গয়ারে শ্লেষ্মা ও রক্ত থাকে। কাসির সময় শ্বাসকৃচ্ছ্র ও মুখের নীলিমা জন্মে। কাসিলে শরীরময় প্রচুর ঘর্ম্ম।

বক্ষের টান টান ভাব ও সঙ্কোচন। বক্ষ মধ্যে তাপানুভূতি। গয়ার ঘন রক্ত, বুদ্‌বুদ ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে; উৎকণ্ঠাপূর্ণ তন্দ্রায় রোগী মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠে; জঙ্ঘা শীতল ও বক্ষ তপ্ত থাকে।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে জ্বালা। গ্রীবাদেশে স্পন্দনযুক্ত ধমনী ও স্ফীত শিরা দৃষ্ট হয়।

নাড়ীর পূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় নাসিকাধ্বনি, দ্রুত ও কঠিন-স্পর্শ অবস্থায় উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস হইতে থাকে; নাড়ী কখন অনিয়মিত ও অসম এবং কখন অদৃশ্য হয়; এই সকল অবস্থায় মুখমণ্ডল ন্যূনাধিক নীললোহিতাভ। অভ্যস্ত ও পুরাতন অহিফেন-সেবিদিগের মধ্যে অনেকস্থলে আমরা নাড়ী ক্ষণলোপবিশিষ্ট দেখিয়াছি।

পরিপাকযন্ত্র লক্ষণে নিম্নোষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে। মুখলালা অল্প ও মুখ শুষ্ক থাকে। মুখ কখন শুষ্ক, কখন লালাস্রাবযুক্ত থাকে, কখন মুখ হইতে রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়। জিহ্বার পক্ষাঘাতে কথা বলিতে কষ্ট হয়। সমল পীতাভ লেপময় ও আটাযুক্ত জিহ্বার কম্প; জিহ্বা কালবর্ণ। মুখগহ্বর ও জিহ্বায় ক্ষত জন্মে। গলমধ্য শুষ্ক থাকে। গলাধঃকরণে অপারকতা; প্রত্যেক দিবসই মধ্যে মধ্যে গলা স্ফীত ও ফাঁসবদ্ধের ন্যায় হয়।

তৃষ্ণাহীনতা, অবস্থাবিশেষে প্রবল তৃষ্ণা; খাদ্যে ঘৃণা, অথবা কুকুরের ন্যায় অস্বাভাবিক ও অতি ক্ষুধা হয়, কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধা থাকে না। সুরাসারযুক্ত মদ্যপানে ইচ্ছা হয় ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

নিষ্ফল বমনোদ্রেক। অন্ত্রের রোধ প্রযুক্ত প্রথমে ভুক্ত বস্তু, পরে বিষ্ঠার ঘ্রাণযুক্ত বস্তুর বমন, ও হিক্কা; অত্যন্ত পিপাসা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা জন্মে; এবং মুখমণ্ডল বিকটাকার ধারণ করে। প্রবল উদরশূল ও কনভাল্‌সন সহ সবুজ, রক্তযুক্ত, কখন বা তিক্ত বমন হয়।

আমাশয়ের গুরুত্ব ও তন্মধ্যে চাপের অনুভূতি; পরিপাকযন্ত্রমণ্ডলের অকর্ম্মণ্যাবস্থা। প্লীহার স্ফীতি।

উদর বায়ু কর্ত্তৃক স্ফীত থাকে, অন্ত্রের স্বাভাবিক ও অনুলোম গতির পরিবর্ত্তে বিলোমগতি হইয়া উদ্‌গার ও বমন হয়; অন্ত্র সম্পূর্ণ রুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও অবিশ্রান্ত মল মূত্রের বেগ হইতে থাকে; রোগী উৎকণ্ঠান্বিত হয়, তাহার শরীর মধ্যে তপোচ্ছ্বাস হইতে থাকে এবং অবশেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিষ্পীড়িতবৎ বেদনায় বোধ হয় যেন কোন সংকীর্ণপথ দ্বারা বল প্রয়োগে বস্তুবিশেষ বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে; অণ্ডকোষ ও মূত্রস্থলীতে তীরের ন্যায় বেদনা ছুটিয়া যায়; রোগী অস্থির ও উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া অবস্থানের পরিবর্ত্তন করিতে থাকে; মুখমণ্ডল তপ্ত ও নাড়ী ধীরগতি। অন্ত্রের থল্লীবৎ গতিতে দক্ষিণকুক্ষি মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ জড়াইয়া উঠার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বায়ুপূর্ণ উদর, স্ফীত ও কঠিন হইয়া উঠে। উদরযন্ত্রের শিথিলতা জন্মে।

বিষ্ঠা জলবৎ, কাল ও দুর্গন্ধযুক্ত; সফেন বিষ্ঠাত্যাগে কুন্থন ও মলদ্বারের জ্বালা হয়; কখন বা পাতলা দুর্গন্ধ বিষ্ঠা অনৈচ্ছিক রূপে নির্গত হয়। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন, কাল ও পিণ্ডের আকার বিশিষ্ট; অন্ত্রের জড়ভাব জন্য কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে; ক্ষুদ্রান্ত্রের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ মলরোধ ঘটায় বোধ হয় যেন বিষ্ঠা সঙ্কুচিত অন্ত্রাংশ ঠেলিয়া ফাঁক করিতেছে।

অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ; মূত্রের স্রাবাভাব বা মূত্রাঘাত; ক্রুদ্ধা স্তন্যদাত্রী প্রভৃতির স্তন্যপানে শিশুর মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বা মূত্রস্থলীর গলদেশের

সঙ্কোচন বশতঃ, মূত্রাবরোধ ঘটিয়া মূত্রস্থলী মূত্র পূর্ণ এবং রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত ও বুদ্ধিহীনতাব্যঞ্জক অবয়ববিশিষ্ট থাকে; মূত্রস্থলী দুর্ব্বল হওয়ায় কষ্টে মূত্রত্যাগ হয়; ক্বচিৎ অত্যল্প করিয়া কাল্‌চে কটা মূত্রত্যাগ হয় ও মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে। মূত্রস্থলী গলদেশের আক্ষেপ বশতঃ মূত্রস্রোত বাধা প্রাপ্ত হয় ও মূত্রপথের কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকে। রক্তস্রাব।

জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইয়া প্রবল লিঙ্গোত্থান হয়; অথবা ধ্বজভঙ্গ ঘটে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বিকারে প্রচুর ঋতুস্রাবকালে ভয়ানক উদরশূল নিবন্ধন রোগিণী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইতে বাধ্য হয়; মলবেগ বর্ত্তমান থাকে। হঠাৎ ভীতি প্রযুক্ত আর্ত্তবাভাব ঘটিলে অদম্য তন্দ্রার ভাব জন্মে; কন্‌ভাল্‌সন হয়। হঠাৎ ভীতিপ্রযুক্ত জরায়ু স্খলন অর্থাৎ পেঁদ বাহির হয় জরায়ু হইতে পচাগন্ধযুক্ত স্রাব। জরায়ুর কোমলতা।

আক্ষেপিক সঙ্কোচনে পৃষ্ঠ পশ্চাদ্দিকে বক্র হয়।

মদ্যপায়িদিগের ন্যায় বাহু এবং হস্তের সঙ্কোচন ও আক্ষেপিক গতি। হস্তের পক্ষাঘাত। হস্তশিরার বিস্তৃতি।

জঙ্ঘার সঙ্কোচন ও আক্ষেপিক গতি। জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা, অসাড়তা এবং পক্ষাঘাত। পদের গুরুত্ব এবং স্ফীতি। রোগিণী মনে করে তাহার নিম্নাঙ্গ মূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা যেন অন্য কোন ব্যক্তির।

হঠাৎ ভীতির পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্প। অঙ্গের আক্ষেপিক ঝাঁকি, অসাড়তা, কনভালসনবৎ গতি এবং শীতলতা।

ত্বকের শুষ্কতা জন্মে, কিন্তু জ্বর থাকে না। শরীরব্যাপী বিরক্তিকর চুলকনা; শরীর অতি সূক্ষ্মরূপে বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় অনুভূতি, কিন্তু ক্বচিৎ স্পর্শাসহিষ্ণু। ত্বকের লোহিতাভা এবং চুলকনা। ত্বকের স্থানে স্থানে নীলাভ কলঙ্ক। ত্বকের রক্তিমা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সংজ্ঞাহীন সুপ্তি বা তামসী নিদ্রা (Sopor, Stupor); বেদনাদি কোন প্রকার যন্ত্রণানুভূতির অভাব; কোন প্রকার প্রয়োজনাভাববিশিষ্টতা।—শোণিতাধিক্য নিবন্ধন মস্তিষ্কের ক্রিয়াভিভূতি এবং মাদকতা বশতঃ জ্ঞানের অবসাদ, এই উভয় কারণেই ওপিয়াম রোগী অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া যেন প্রগাঢ় সুষুপ্তির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনুভূতিদ স্নায়বিক অবসাদ ঘটায় রোগীর কোন যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না; ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভাবযুক্ত রোগী আহার ও পানের, কি মল মূত্র ত্যাগের, কোন বিষয়েরই আবশ্যকতা অনুভব করে না এবং কোন যন্ত্রণা উপশমনের প্রার্থনাও করে না। উপরিউক্তরূপ প্রগাঢ়, সংজ্ঞাহীন সুষুপ্তি একমাত্র ওপিয়ামেই সম্ভবে, এজন্য ইহা ওপিয়ামের নিশ্চিৎ প্রদর্শকরূপে গণ্য। বেলাডনা, হায়সায়ামাস্ এবং ষ্ট্রামনিয়াম্ প্রভৃতিতেও মাদকতা ও সংজ্ঞাহীনতা আছে, কিন্তু কোন বিষয়েই তাহা ওপিয়ামের মাদকতাদিসহ তুলনীয় নহে। বেলাডনাদির মাদকতার প্রাথমিক ক্রিয়ায় ন্যূনাধিক প্রচণ্ডতাসহ মস্তিষ্কীয় উদ্দীপনা হয় এবং প্রবলতর শোণিতচাপে মস্তিষ্কের অভিভূতি বশতঃ সংজ্ঞাহীনতা জন্মে। ওপিয়ামের প্রাথমিক ক্রিয়াই অবসাদক, ইহা প্রথমেই সংজ্ঞাহীনতা উৎপন্ন করে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পরে উদ্দীপনার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। একারণ বেলাডনাদিসহ ইহার সাদৃশ্য থাকা দূরের কথা, বেলাডনাদির ন্যায় সংজ্ঞাহীনতায় ওপিয়াম প্রয়োগে কুফলেরই আশঙ্কা করা যায়। বেদনাহীনতায় ওপিয়াম, ষ্ট্র্যাম সহ তুলনীয় হইলেও একের অবসন্ন, নিস্তেজ ভাব ও অপরের উগ্র সজীবতা যথেষ্ট প্রভেদক।

আরক্ত মুখমণ্ডল, শোণিতপূর্ণ অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি (শিবনেত্র), শরীরময় তপ্ত ঘর্ম্ম এবং নাসিকাধ্বনি সহ জড়তাব্যঞ্জক প্রগাঢ় নিদ্রা।—উপরিউক্ত অন্যান্য লক্ষণনিচয়সহ গভীর নিদ্রালুতা অন্য ঔষধে বিরল। রোগীর মুখাবয়ব দর্শনে বোধ হয় যেন মস্তিষ্কের জড়তা জন্মিয়া বুদ্ধিবৃত্তির লোপ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে বদ্ধমূল অহিফেন সেবীর, বিশেষতঃ ধূমরূপে অহিফেনসেবিদিগের এবং পরিস্ফুট লক্ষণযুক্ত ওপিয়ামচিকিৎস্য রোগিদিগের সাধারণ মুখাবয়বেও ন্যূনাধিক বুদ্ধিহীনতার ভাব প্রকটিত হয়। (ধূমাকারে অহিফেনসেবিদিগের হাব, ভাব, কথা বার্ত্তায়ও তাহা স্পষ্টীকৃত হয়)। ওপিয়ামের ক্রিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই মস্তিষ্কের অবসাদক; কোন অবস্থাতেই ইহা তাহার উদ্দীপনাকারী নহে।

ঔষধের ক্রিয়ায় জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব।—জীবনীশক্তির ওপিয়ামসদৃশ অবসাদাবস্থায় যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও প্রতিক্রিয়া পুনরুদ্দীপিত না হওয়া ওপিয়াম নির্ব্বাচনের প্রদর্শক। অভ্রান্ত রূপে নির্ব্বাচিত ঔষধে ফল না হইলে জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া-শক্তি পুনরুদ্দীপিত করণার্থ সাল্‌ফার, কুপ্রাম প্রভৃতি ঔষধও স্ব স্ব প্রদর্শিত স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে ও হইবে। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই সকল ঔষধও হোমিপপ্যাথির মূল নিয়মানুসরণেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ওপিয়ামদ্বারা রোগচিকিৎসার বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ওপিয়ামসেবী রোগীদিগের সম্বন্ধে কতিপয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে,

১। ওপিয়ামের মাদকতায় যে সকল রোগী সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকে, তাহাদিগের রোগারোগ্যে হোমিওপ্যাথির সূক্ষ্ম মাত্রার ঔষধ কার্য্যকারী কি না?

২। ওপিয়ামসেবী ব্যক্তিদিগের হোমিওপ্যাথি মতে রোগ চিকিৎসা কালে রোগীর ওপিয়াম সেবন রহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য কি না?

চিকিৎসকগণ কেবল ভূয়োদর্শন দ্বারাই ইহার সদুত্তর পাইতে পারেন। এস্থলে আমার একটি রোগীর বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

একটি ভদ্র লোক দন্তবেদনা জন্য প্রায় অস্থিরাবস্থায় একদিন প্রাতে আমার নিকট আসিলেন। তিনি যে দুই বেলাই গুলি খাইতেন তাহা আমি জানিতাম। সেদিনও তিনি গুলি খাইয়াই আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়' এখন আপনার ভরপুর গুলির নেশা জমিয়াছে কি?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। আমি তাঁহাকে এক মাত্রা একন ৬ দিলাম। এক মিনিটের মধ্যে তাঁহার বেদনা বিদূরিত হইল, আর ফিরে নাই! ইহাতে বুঝা গেল সূক্ষ্ম মাত্রার ঔষধ কার্য্যকারী হয়।

আমরা যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসককে এ বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাদিগের কেহই ওপিয়াম রহিত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। আমিও নিজে এ বিষয়ের বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করি নাই।

তবে কতিপয় স্থলে চিকিৎসা কালে ওপিয়াম সেবন অবশ্য বর্জ্জনীয় বলিয়া জানিতে হইবে, যথা—নির্ব্বাচিত ঔষধের বিরুদ্ধে ওপিয়ামের সাক্ষাৎ প্রতিযোগিতা ও প্রতিষেধক সম্বন্ধ থাকিলে, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ও প্রদাহ এবং বক্ষরোগে শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য হইলে অহিফেন অবশ্য বর্জ্জনীয়।

এস্থলে আরও কতিপয় বিষয় জ্ঞাত থাকা অবশ্যক। হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন কালে ঔষধের নির্ব্বাধ ক্রিয়া হইবার জন্য দেহ যত দূর

বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব তাহার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তজ্জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ের অথবা অকাট্য নিয়মবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। হোমিওপ্যাথি ঔষধের মাত্রা অতি সূক্ষ্ম, অতএব নিষ্ক্রিয় বলিয়া স্বভাবতঃই লোকের ইহার উপরে অবিশ্বাস আছে। সামান্য উগ্র ঘ্রাণাদিতেই ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হয় বলিলে ঐ অবিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হইতে পারে। অতএব উগ্রঘ্রাণ, লঙ্কা মরিচ প্রভৃতি ত্যাগও যেন হোমিওপ্যাথির মৌলিক নিয়ম বলিয়া ব্যবস্থা না করিয়া বিশেষ বিবেচনার পর স্থলবিশেষে বর্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে তথায় তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে।

৩। ওপিয়াম সেবন রহিত করাইবার প্রয়োজন হইলে ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করান উচিত কি না। অথবা হঠাৎ রহিত করিলে কোন কুফলের আশঙ্কা আছে কি না.।

চিকিৎসাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে এবং কখন কখন রোগীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রযুক্ত অনেক সময়ে আমরা রোগীকে ওপিয়াম ত্যাগ করাইতে বাধ্য হইয়া থাকি। চিকিৎসার্থ ওপিয়াম সেবন রহিত করিতে হইলে হঠাৎই অথবা অতি অল্প অময় মধ্যেই তাহা করিতে হয়। অহিফেন-সেবী অনেক রোগীর এবং সুস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে আমি তাঁহাদিগের এককালীনই অহিফেন ত্যাগ করাইয়াছি। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই অতি বদ্ধমূল ও অত্যধিক পরিমাণে অহিফেনসেবী ছিলেন। অল্প দিন হইল আমি একটি ভদ্র লোককে এক উদ্যমেই অহিফেন ত্যাগ করাইয়াছি। দিনের মধ্যে যখনই নেশা কমিয়া যাইত তখনই তিনি প্রতিবারে প্রায় ৬।৭ গ্রেণ করিয়া অনিয়মিত রূপে অহিফেন সেবন করিতেন। এরূপে প্রতিদিন ৪।৫ বার সেবন করিতে হইত। অহিফেন ত্যাগ করায় তাহার ২।১ দিন মাত্র মানসিক কষ্ট ও অনিদ্রা ঘটে এবং ২।৪ দিন কিছু উদরাময়ও হইয়াছিল।

ফলতঃ এক উদ্যমে অহিফেন ত্যাগ করিলে বিলক্ষণ বিপদাশঙ্কা

আছে বলিয়া জন-সাধারণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান আছে তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। কিন্তু প্রবীণ চিকিৎসকগণ অহিফেনের ক্রিয়া বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকিয়াও যে ঐরূপ আশঙ্কা পোষণ করেন ইহাই আশ্চর্য্য। প্রথম উদ্যমেই এক কালীন অহিফেন ত্যাগ যে আশঙ্কা-বিরহিত, প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—ওপিয়ামের প্রাথমিক বা সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় স্নায়বিক অবসাদ ও প্রতিক্রিয়ায় (ওপিয়াম বিরুদ্ধে জীবনীশক্তির ক্রিয়ায়) স্নায়বিক উত্তেজনার অবস্থা জন্মে। এই উত্তেজনা স্বাস্থ্যসীমা অতিক্রম করিলেও তাহা কেবল উত্তেজনা মাত্র বলিয়া বিপদাশঙ্কারহিত। মদ্য পর্য্যায়ের মাদক দ্রব্যসহ ইহার তুলনা হইতে পারে না, কেননা তাহাদিগের প্রাথমিক ক্রিয়ায় মস্তিষ্কাদি স্নায়ুমণ্ডলের প্রভূত উত্তেজনার পর প্রতিক্রিয়ার অবসাদে স্থলবিশেষে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ানাশ ঘটিতে পারে। এজন্য বিশেষ বিশেষ রোগীর পক্ষে অন্যান্য ঔষধসহ কিছু কিছু মদ্যাদি উত্তেজক ঔষধেরও ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে। গতিকেই এক কালে তাহা ত্যাগ করিলে মন্দ ফল ফলিতে পারে। কিন্তু অহিফেন পরিত্যাগ বশতঃ অহিফেনসেবীর অসুস্থতা অনেকাংশে কেবল তাহার অভ্যস্ত স্নায়বিক অবসাদ বা জড়তা ঘটিত, অস্বাভাবিক শান্তিভাবের অভাব, অনভ্যস্ত উত্তেজনার ভাব এবং কাল্পনিক আনন্দপ্রদ অভ্যস্ত বস্তুর ত্যাগনিবন্ধন মানসিক অস্বস্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

স্থলবিশেষে আমরা অনেক সময় রোগীকে ওপিয়ামের আকারে অপর বস্তু সেবন করাইয়া ওপিয়ামসেবনের ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকি। কোন ঘটনা চক্রে ওপিয়াম সেবী ভ্রান্তি বশতঃ ওপিয়াম সেবন না করিয়া তদ্‌বিষয় স্মরণ না হইলে অথবা সেবন না করিলেও সেবন করিয়াছে বলিয়া ধারণা থাকিলে কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ করে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অহিফেন সেবন না করার বিষয় তাহার স্মরণপথে আইসে, তন্মুহূর্ত্তেই আমরা তাহার নানা প্রকার অসহনীয় ও ভয়াবহ যন্ত্রণা যুগপৎ

উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। ওপিয়ামসেবীর ওপিয়ামত্যাগনিবন্ধন অসুস্থতা যে অনেকাংশেই কেবল মানসিক তাহা এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই মদ্যপানে অহিফেন সেবীর কষ্ট দুর হয় না, কেননা তাহা তাহার অভ্যস্ত জড়ভাবাত্মক আনন্দানয়নে অক্ষম। উপরি উক্ত নানা কারণেই এক উদ্যমে ও হঠাৎ ওপিয়াম ত্যাগ বিপজ্জনক নহে। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও সাহস এবং ওপিয়ামসেবীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকিলে এককালীনই ওপিয়াম ত্যাগ করান আবশ্যক। নচেৎ ইহা সুদূর পরাহত বলিয়া জানিতে হইবে।

উন্মাদ রোগ বা ইন্‌স্যানিটি।—অবাস্তবকল্পনাপ্রধান উন্মাদ রোগের **ওপিয়াম** শ্রেষ্ঠ ঔষধ মধ্যে গণ্য। সন্ন্যাসরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট বৃদ্ধ, সন্ন্যাস রোগান্তিক দুর্ব্বলমস্তিষ্ক ব্যক্তি এবং বিষাদবায়ুর চরমাবস্থাপ্রাপ্ত মনুষ্যদিগের জ্ঞান, চিন্তাদি মনোবৃত্তির অতি শোচনীয় দুরবস্থায় ওপিয়াম-সদৃশ উন্মাদ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। মানসিক দুর্ব্বলতাই ইহার রোগের মূল ভিত্তি। মস্তিষ্কের মৃত, পুরাতন ও স্থায়ী রক্তাধিক্য প্রযুক্ত আরক্ত মুখমণ্ডল ও ঢুলুঢুলু নেত্র হইয়া রোগী ক্ষণে গভীর অবসাদনিমজ্জিত হয়, কখন বা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি বশতঃ অস্থিরতাসহ অসীম কল্পনা রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। বিকট ও ভয়জনক দৃশ্যের ভ্রান্তি জন্মে এবং তজ্জন্য রোগী ক্লিষ্ট ও উৎকণ্ঠান্বিত হয়। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র থাকে না। ভীরুতা এবং তদানুষঙ্গিক কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া রোগী অপকৃত ব্যবহার এবং অতি তুচ্ছ চৌর্য্য প্রভৃতি কুকার্য্যে রত হয়।

সন্ন্যাস রোগ বা এপপ্লেক্‌সি।—**ওপিয়ামের** বিষ-ক্রিয়ায় যেরূপ মস্তিষ্ক লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহাতে অবশ্যই বোধগম্য হইবে যে সন্ন্যাসরোগের ঔষধ মধ্যে ইহা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম। রোগীর মুখমণ্ডলে ঘোর লোহিতবর্ণ ও শোণিতোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। মুখ-রক্তিমার গাঢ়ত্বের আধিক্যই ওপিয়ামের প্রযোজ্যতার নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক।

অজ্ঞানাভিভূত রোগীর ঘড় ঘড় শব্দে নাসিকাধ্বনিসহ শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং কখন কখন শরীরের ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ ও কাঠিন্য, কখন বা শরীরাংশবিশেষের ন্যূনাধিক অবশতা জন্মে। নাড়ী অত্যন্ত ধীরগতি এবং পূর্ণ হয় ও অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে। সন্ন্যাসরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট বদ্ধমূল মদ্যপায়িদিগের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়। এই সকল রোগীর চিকিৎসায় ইহা **নাক্স ভ** ও **সিপিয়া** সহ তুলনীয়। অনেক সময়ে **বেলাডোনা** রোগীর প্রদাহ লক্ষণ **বেল** দ্বারা বিদূরিত হওয়ার পর সংজ্ঞাহীনতার অপনয়ন জন্য ইহা ফলপ্রদ। **ওপিয়াম** প্রয়োগে তাহার উপশম না হইলে **এপিস** কার্য্যকারী হইতে পারে। প্রগাঢ় তন্দ্রাপেক্ষা অতি পরিস্ফুট শিরাশোণিতাধিক্যই ইহার বিশিষ্টতর প্রদর্শক।

মদাত্যয় রোগ বা ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেন্স্।—বহুদিনের বদ্ধমূল মদ্যাসক্ত এবং তৎকর্তৃক জীর্ণস্বাস্থ্যব্যক্তি, যাহারা বারম্বার মদাত্যয়-রোগাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে **ওপিয়াম** মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত। শেষাবস্থায় ইহাদিগের স্বাস্থ্যের এরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ঘটে যে সামান্য মদ্যপানেই আহার নিদ্রাবন্ধ হইয়া যায় এবং ভয়াবহ প্রলাপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাদিগের মুখে নিয়ত ভীতিচিহ্ন ও শঙ্কান্বিত ভাব অঙ্কিত থাকে। গৃহের প্রত্যেক স্থান হইতেই জীব জন্তর লম্ফ প্রদানের এবং ভূত প্রেতাদির আবির্ভাবের ভ্রান্তদৃষ্টি জন্মে। অশান্তিপ্রদ তন্দ্রাবেশে ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন ও নাসিকাধ্বনি হয়। অলীক দৈত্য দানবাদির ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ভীত হইলেও তাহাদিগের সহিত কথা কহে। যে সকল রোগের বাহ্যিক লক্ষণে সন্ন্যাস রোগ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিবার উপক্রম হয় তাহাতেও **ওপিয়াম্** উপকারী।

ল্যাকেসিস্—সর্প এবং বিকটাকার অবয়বের দৃশ্য দর্শন করে। রোগীর গলরোধ হইবার অনুভূতি জন্মিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়।

রেণাঙ্কুলাস্ বাল্ব—ইহা নব্য মদ্যপায়িদিগের পক্ষে উপযোগী। ইহার মূল অরিষ্ট অতি সত্বর প্রলাপ নিবারণ ও নিদ্রানয়ন করিতে সক্ষম।

সাল্‌ফুরিক এসিড—ইহা বদ্ধমূল মদ্যপায়ীর "ডুবুড়ুবু ভরার" সর্ব্বশেষ আশ্রয় স্থল। শোণিতহীন, পাণ্ডুবর্ণ, লোল শীতলচর্ম্ম এবং শীর্ণতার শেষ সীমা প্রাপ্ত রোগীর আমাশয় যখন কণিকা মাত্র আহার্য্য ধারণে, এমন কি, মদ্য (হুইস্কি) সংযোগ ব্যতীত যখন বিন্দুমাত্র জলপানেও অক্ষম হয় এবং ক্রমাগত মদ মদ করিতে থাকে তখন **সাল্‌ফ এসি** ভিন্ন আর আমাদিগের গত্যন্তর থাকে না। ইহা মদ্যপাননিবন্ধন অম্লঘ্রাণ প্রশ্বাস সহ অম্লাজীর্ণের ঔষধ।

এণ্টিম টার্ট—অপরিমিত বিয়ার মদ্যপানে আমাশয়বিকারের আধিক্য সহ নিউমোনিয়া রোগ জন্মিবার উপক্রম হইলে এবং রোগীর অত্যধিক শীতল ঘর্ম্ম থাকিলে ইহা উপকারী।

ক্যাপসিকাম্—১০ ফোঁটা মাত্রায় ইহার মূল অরিষ্ট মদ্যপায়ীর প্রাতঃকালীন বমন, আমাশয়ে দমিয়া যাওয়ার অনুভূতি এবং ভয়াবহ ও অদম্য মদ্যপানলিপ্সা নিবারণ করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। ইহা মদ্যপায়ীর শারীরিক কম্পভাব ও হস্তকম্পন দূর এবং নিদ্রানয়ন করে।

আক্ষেপ—সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, তড়কা কন্‌ভালসন।—

বিশেষ বিশেষ রোগে আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে আমরা প্রায়শঃ আক্ষেপ অথবা কন্‌ভাল্‌সন দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি। কিন্তু স্বাধীন রোগরূপে ইহার উপস্থিতিও নিতান্ত বিরল নহে। ওপিয়ামধাতুর ব্যক্তিগণ স্বভাবতই ভীরু প্রকৃতিবিশিষ্টতা এবং তাহাদিগের স্নায়ুমণ্ডলও দুর্ব্বলতা জন্য স্বাভাবিক সহনশীলতার অভাবে সহজেই অসহিষ্ণু ভাবাপন্ন থাকে। হঠাৎ ভীতি, ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা এই সকল ব্যক্তির মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ নিকটে অপরিচিত মনুষ্য আসায় শিশুগণ ভীত হইলে, এমন কি

ভীতিগ্রস্ত স্তন্যদাত্রীর স্তন্যপান করিলে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সনাক্রান্ত হয়। আক্ষেপাক্রমণের পূর্ব্বে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে এবং তাহার শরীরে ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপিক কাঠিন্য জন্মে; মুখগহ্বর ফেনপূর্ণ হয়; মুখমণ্ডল ঘোর লোহিত বা নীললোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং অনেক সময়েই দেহ তপ্ত-ঘর্ম্মাবৃত থাকে। আক্ষেপান্তে নাসিকাধ্বনিসহ রোগী প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়।

কাসি বা কফ্।—ইহাতে রজনীতে এক প্রকার কষ্টপ্রদ শুষ্ককাসি হওয়ায় অতিকষ্টে সামান্য কিছু গয়ার উঠে ও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে। ডাং বার্ট উপরিউক্তরূপ নিদ্রার হানিকর কাসি **ওপিয়াম** দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।

কনায়াম্—সন্ধ্যায় ও রজনীতে শয়ন করিলে ইহার যন্ত্রণাদায়ক শুষ্ক কাসির বৃদ্ধি হয়।

লরসি—ক্ষয়কাসের রোগিদিগের বিরক্তিকর শুষ্ক কাসির পক্ষে উপকারী।

এরালিয়া রেসি—গলদেশের শুড় শুড়ি ও বক্ষের সঙ্কোচনে উত্তেজিত আক্ষেপিক কাসি প্রথম নিদ্রার পর উপস্থিত হওয়ায় রোগী উঠিয়া বসিয়া ভয়ঙ্কর কাসিতে থাকে।

রক্তকাসি এবং ফুসফুসে পূয়সঞ্চার বা সাপুরেষণ অব্ দি লাংস—বহুকালব্যাপী মদ্যের অমিতাচারে অনেক সময়ে ফুসফুসের শোণিতাধিক্য বশতঃ প্রবল কাসি হইয়া ফেনময় গয়ার সহ অথবা অমিশ্র রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়। বক্ষস্থল তপ্ত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল থাকে। রোগীর তন্দ্রাভাব জন্মে। অনেক সময়ে ঐ রূপ পৌনঃপুনিক শোণিতাধিক্যের ফল স্বরূপ ফুসফুসে পূয়সঞ্চার হয়। কষ্টসাধ্য ধীর শ্বাস-প্রশ্বাসে রোগীর বক্ষের ঘড়ঘড়ানি ও নাসিকাধ্বনি ঘটে। কষ্টকর কাসিতে মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম হয় ও মুখের নীলাভা জন্মে। **এণ্টিম টার্ট** কাসিতেও তন্দ্রা এবং মুখব্যাদন থাকে।

শ্বাসরোধ এবং **ফুস্‌ফুসের আক্ষেপ** অথবা **এস্‌ফিক্‌সিয়া** এবং **স্প্যাজম্ অব্ দি লাংস**।—চার্কোলভেপার অথবা অঙ্গার বাষ্পের শ্বাস গ্রহণ বশতঃ অনেক সময়ে, বিশেষতঃ আমাদিগের দেশের সূতিকা গৃহে, শ্বাসরোধ ঘটিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। শরীরের তপ্ত ঘর্ম্ম সহ ঘড় ঘড় শব্দে ধীরগতি শ্বাসপ্রশ্বাস, নাসিকাধ্বনি এবং গভীর তন্দ্রাবৎ সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে **ওপিয়াম** দ্বারা জীবন রক্ষা হইতে পারে। **বভিষ্টা** এবং **আর্ণিকাও** এ অবস্থায় স্ব স্ব লক্ষণানুসারে কার্য্যকারী।

শোণিতাধিক্য প্রভৃতি কারণে ফুস্‌ফুসের আক্ষেপ হইয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে **মস্কাস্** ও **ইপিকা** সহ **ওপিয়াম** তুলনীয়।

উদরশূল বা কলিক।—লেড্‌কলিক বা সীসকোদরশূলের **ওপিয়াম** অমোঘ মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদর অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং প্রভূত উদ্গারেও কোন প্রকার শান্তি হয় না। ইহার অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **বেলাডনা, প্ল্যাটিনাম, এলুমিনা, এলাম** এবং **নাক্স ভমিকা** প্রধান। প্লাম্বাম বা লেড্ কলিকের লক্ষণ মধ্যে উদর-প্রাচীরের সংহরণ, কাঠিন্য, উদরশূলের কেন্দ্রস্থান হইতে চতুঃপার্শ্বে বিস্তার, পদের খল্লী এবং উদরের স্ফীতিহীন অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি প্রধান। সুরাসার এই উদরশূলের নিবারক।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেসন; অন্ত্রাবরোধ বা অবষ্ট্রাক্‌সন অব্ দি **বাউয়েল্‌স্; উদারাধ্মান বা টিম্প্যানাইটিস**।—**ওপিয়াম** ক্রিয়ায় পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবাল্পতা উৎপন্ন হওয়ায় শুষ্কতা এবং ইহার অবসাদক ক্রিয়াবশতঃ অন্ত্রের জড়ত্ব উপস্থিত হয়। একারণ ওপিয়ামধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির, বিশেষতঃ স্থূলকায়, স্থবিরবৎ সাদাসিদে স্ত্রীলোকের এবং তদ্বৎ শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ও নানাপ্রকার দুর্ব্বলতাসহ বহু দিনের পুরাতন রোগের পরিণাম ফলস্বরূপ সহজ কোষ্ঠবদ্ধে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। রোগীর মুখগহ্বর শুষ্ক থাকে এবং

সরলান্ত্র শুষ্ক ও নিষ্ক্রিয় থাকায় মলবেগ মাত্রও হয় না। একাদিক্রমে বহুদিন কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও আন্ত্রিক অবসন্নতা বশতঃ তজ্জন্য রোগীর কোন কষ্টের অনুভূতিও জন্মে না; সঞ্চিত বিষ্ঠা কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন ও গোল-গোল পিণ্ডের আকার ধারণ করে। সীসকধাতু বিষাক্ত রোগীদিগের কোষ্ঠবদ্ধেও ইহা উপকারী। ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ বিশেষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ মলনিঃসরণের বাধা জন্মে। উদরে গুরুত্বের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের অনুভূতি হয়। মস্তিষ্কে শোণিত গতি প্রযুক্ত শিরঃশূল এবং আবল্যের ভাব উৎপন্ন করে। উপরি উক্ত রূপ কোষ্ঠবদ্ধে পুনঃ পুনঃ ওপিয়াম প্রয়োগে উদরশূলের আক্রমণ হইলে, ডাক্তার ফ্যারিংটন যখন বুঝিতেন নিশ্চেষ্ট অন্ত্রের শক্তি পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, তখন তিনি নারিকেল তৈল অথবা সাবানের জলের পিচকারির ব্যবস্থা করিয়া সহজে মল নিঃসারণ করাইতেন।

আমি যখন এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিতাম অথচ হোমিওপ্যাথির মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ আরম্ভ করিয়াছি, তৎকালে কোষ্ঠবদ্ধ রোগের একটি রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় একমাসের কোষ্ঠবদ্ধ। এলপ্যাথির ক্যাষ্টর অইল প্রভৃতির দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ দূর হয় নাই পরন্তু কুচিকিৎসার ফলস্বরূপ সরলান্ত্রের প্রদাহনিবন্ধন প্রতিদিন প্রায় ১০।১৫ আউন্স পূয়নিঃসরণ হইত। ক্যাষ্টর অইল প্রয়োগের অল্প সময় পরেই পূয় দেখা দেয়। অন্যান্য মৃদু চিকিৎসা নিষ্ফল হওয়ার পর আমি তাঁহার জন্য প্রতিমাত্রায় ৩ মিনিম টিং ওপিয়াম ও অর্দ্ধ ড্রাম ক্যাষ্টর অইলসহ গম একেসিয়া এবং চক পাউডার প্রভৃতি দ্বারা একটি মিশ্র প্রস্তুত করিয়া ৪ ঘণ্টা পর পর সেবনের ব্যবস্থা করি। তাহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪।৫টি গুটলে নির্গত হয়। ইহাতে ওপিয়ামের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ও আমি তখন অহিফেনের হোমিও ক্রিয়া পাঠ করিতেছিলাম, ৩ ক্রমের ওপিয়াম ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করি। রোগীর

তৎকালে সম্পূর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ ছিল; প্রভূত সুজাত পূয় নিঃসরণ হইতেছিল; পূয়স্রাব বশতঃ ভীতি ভিন্ন, মলবেগের কি কোন প্রকারের কষ্ট ছিল না; কিঞ্চিৎ উদরস্ফীতি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাহীনতা, জিহ্বার কটা লেপ এবং অবসন্নভাব ছিল। এক মাত্রা সাল্‌ফারের পরে উপরিউক্ত হোমিও মতের ওপিয়াম প্রয়োগ করিলে দুই দিবস মধ্যে প্রায় শতাধিক কৃষ্ণবর্ণ গোল গোল বিষ্ঠার গুটলে নিঃসরণ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে পূয় কমিয়া গেল, সামান্য যাহা ছিল একমাত্রা ৩০ ক্রমের ফস্‌ফরাস্ প্রয়োগে নিঃশেষ হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

ব্রায়ওনিয়া—ইহাতেও সরলান্ত্রের জড়তাবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া কঠিন, কালচে বা কটা এবং বৃহৎ আয়তনের গুটলে বিষ্ঠা জন্মে।

প্লাম্বাম—ইহা অনেকাংশে ওপিয়াম তুল্য। কৃষ্ণবর্ণ গুটলে জন্মে। মলদ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচন ইহার বিশিষ্টতাজ্ঞাপক লক্ষণ।

এলুমিনা—ইহাতেও অন্ত্র শক্তিহীন থাকে, কিন্তু অনেক সময়ে বিষ্ঠার কোমলতা থাকায় ইহাকে প্রভেদিত করে।

উপরে যে সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধের বিষয় লিখিত হইল অন্ত্রের অবশতা, তাহার অংশবিশেষের স্থানিক আক্ষেপিক সঙ্কোচন এবং কখন কখন বিষ্ঠা-পিণ্ড কর্তৃক মলপথের রোধ প্রভৃতির স্বতন্ত্র বা ন্যূনাধিক সমবায়ফল তাহার কারণ। এতদ্ব্যতীত অন্ত্রাংশবিশেষে আঘাত জনিত তাহার আকুঞ্চন, অন্ত্রাংশবিশেষের তদধস্থ অংশাভ্যন্তরে প্রবেশ (volvulus) এবং ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি (Strangulated Hernia) প্রভৃতি কঠিন কঠিন কারণ বশতঃ কৃচ্ছ্রসাধ্য অথবা অসাধ্য আন্ত্রিক অবরোধ জন্য কোষ্ঠবদ্ধেও রোগের অবস্থাবিশেষে ওপিয়াম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপরিউক্তরূপ কোষ্ঠবদ্ধ রোগের দুইটি অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার প্রথমাবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত অন্ত্রাংশের উপরিস্থ আমাশয়াদি পরিপাকপথের বিপথগামী অতি প্রবল অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইয়া বিষ্ঠাবমন এবং অবিশ্রান্ত নিষ্ফল মলবেগ,

উদরশূল ও নিষ্ফল মূত্রবেগ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। ওপিয়ামের মৌলিক ক্রিয়ায় পরিপাকযন্ত্রপথের জড়ভাব জন্মে। একারণ উপরোক্ত অন্ত্রাবরোধ লক্ষণে হোমিও মতের ওপিয়ামের প্রয়োজ্যতা বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে। ফলতঃ ডাং বেয়ারও এতদ্দ্বারা কোন রোগীর ফল হইতে দৃষ্টিগোচর করেন নাই। অপরঞ্চ এলপ্যাথি মতে স্থূলমাত্রায় ওপিয়াম্ প্রয়োগ দ্বারা আমরা একাধিক রোগীর আরোগ্য হইতে দৃষ্টি করিয়াছি। আমাদিগের বিবেচনায় উপরিউক্ত স্থূল মাত্রায়ই ইহা এস্থলে কার্য্যকারী। কেননা স্থলবিশেষে তাহা আন্ত্রিক আক্ষেপ নিবারণ দ্বারা রোগারোগ্য করিতে এবং অপরাপর স্থলে অন্ত্রের প্রবলতর ক্রিয়াবৈষম্য স্থগিত রাখিয়া রোগারোগ্যের সাহায্য করিতে পারে। ফলতঃ উপরিউক্ত আন্ত্রিক অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন স্বয়স্তৃত রোগ মধ্যে গণ্য করা যায় না। এরূপ অবস্থায় ঐরূপ স্থূলমাত্রায় ওপিয়াম ব্যবহার দ্বারা রোগীর হিতসাধনের চেষ্টা করিলে হোমিও মতের চিকিৎসকের পক্ষে কোন দোষাবহ কার্য্য করাও হয় না। পরন্তু অযৌক্তিক স্থলে হোমিওপ্যাথিক্রমের ওপিয়াম প্রয়োগ করিয়া নিজে প্রতারিত হওয়া এবং রোগীকে প্রতারিত করা যে কেবল অসঙ্গত তাহাই নহে, পাপের কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল অবস্থায় ন্যূনাধিক $\frac{1}{8}$ হইতে $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মাত্রায় অহিফেন ব্যবহৃত হইতে পারে। হোমিওপ্যাথির মূল অরিষ্টও যথোপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।

উপরিউক্ত রোগের শেষাবস্থায় অথবা যে স্থলে প্রথম হইতেই রোগীর ওপিয়াম লক্ষণ—ন্যূনাধিক মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য ও তন্দ্রাভাব, শরীরে তপ্তঘর্ম্ম, মধ্যে মধ্যে বিষ্ঠাবৎ পদার্থ বমন হইলেও সাধারণতঃ অন্ত্রাদির নিষ্ক্রিয় জড়ভাব ও উদরের স্ফীতি এবং মলবেগহীনতা প্রভৃতি—উপস্থিত হয়, তথায় **হোমিও ক্রমের ওপিয়ামই** রোগীর এক মাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়।

ওপিয়ামের কোষ্ঠবদ্ধের সর্ব্বাবস্থাতেই উদরোর্দ্ধ প্রদেশের

ন্যূনাধিক আধ্মান বা বায়ুস্ফীতি উৎপন্ন হয়। আধ্মান অধিকতর হইলে তদ্দ্বারা বক্ষ চাপিত হইয়া থাকে। উদরাধ্মানে ইহা **টেরিবিস্থ, লাইক, কার্ব্ব ভেজ, কলচি** এবং **রাফেনাস** সহ তুলনায়, তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—হঠাৎ ভীতি অথবা ভীত স্তন্য-দাত্রীর স্তন্যপান অনেক সময়ে শিশুদিগের উদরাময়ের কারণ। ভীত ব্যক্তি অথবা উপরি উক্ত শিশু অনৈচ্ছিকরূপে মলত্যাগ করিয়া ফেলে। ইহার অন্য প্রকার উদরাময় অন্ত্রের কালব্যাপী ক্রিয়াহীনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফল। কুন্থন সহ জলবৎ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ ও বুদ্‌বুদ্‌ময় মলত্যাগে গুহ্যদ্বার জ্বালা করে; **নাক্স ভমিকাতেও** কোষ্ঠবদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ উদরাময় হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ ও ওপিয়ামে তাহার অভাব থাকিয়া উভয়ের প্রভেদ নিরূপিত করে।

কলেরা ইন্‌ফ্যাণ্টাম্ বা শিশুকলেরা।—শিশুদিগের অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির কলেরার শেষাবস্থায় শিশু যখন জীবনী শক্তির চরমাবস্থায় উপনীত হয় এবং তাহার মুখমণ্ডলের ঘোর লোহিতাভা বা পাণ্ডুরতা, আলোকে চক্ষুতারকার সম্পূর্ণ গত অথবা গতপ্রায় প্রতিক্রিয়া ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি দৃষ্ট হয় এবং তাহার মস্তিষ্কে অনতিপ্রবল শোণিতাধিক্য ও প্রায় মৃত্যুকল্প শোচনীয় অবসাদ উপস্থিত হয়, বমন বিরেচনাদি কোন লক্ষণ উপস্থিত থাকে না, তখন একমাত্র **ওপিয়ামই** আমাদিগের ভরসাস্থল। ইহার ফলস্বরূপ উদরাময় পুনরাগত হইলে রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করে। কখন কখন ক্ষীণধাতুবিশিষ্ট শিশু কলেরাক্রমণের অল্প সময় মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক রেচন হইতে না হইতেই অচিরাৎ নিস্তেজ ও গভীর তন্দ্রাগ্রস্ত হয়। এস্থলেও ওপিয়াম রোগীকে সহজে আরোগ্য পথে আনয়নে সমর্থ। কলেরা রোগে জীবনী-

শক্তির উত্তেজনাপ্রবণতার অবসাদ বশতঃ অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ নিরাময়িক প্রতিক্রিয়া আনয়নে অক্ষম হইলে এম্ব্রাগ্রি, সরি, কার্ব্ব ভেজ এবং ভ্যালেরিয়ান প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ইহাও রোগীর প্রতিক্রিয়া পুনরুদ্রিক্ত করিতে ক্ষমবান।

মূত্রাবরোধ বা রিটেন্‌সন অব্ য়ুরিণ।—ওপিয়াম কিড্‌নির ক্রিয়াহানি করিয়া মূত্রজননের বাধা অথবা মূত্রাঘাত জন্মায় না। ইহাতে মূত্রস্থলী শরীরের পক্ষাঘাত ও তাহার গ্রীবার আক্ষেপিক সঙ্কোচন উৎপন্ন হওয়ায় মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ থাকিলেও মূত্রত্যাগ হয় না। রোগী সংজ্ঞাহীন ভাবে ধীর শ্বাস প্রশ্বাস সহ নাসিকাধ্বনি করে এবং মূত্রত্যাগ করা দূরের কথা তাহার সে চেষ্টা মাত্রও থাকে না। নাক্স ভমিকায় মূত্রস্থলী শরীরের দুর্ব্বলতা ও তাহার গ্রীবার সঙ্কোচন বশতঃ মূত্ররোধ হইলেও ইহাতে মূত্রস্থলীর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত ও অসাড়তা না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ হইতে থাকে। ইহাই উভয়ের প্রভেদক। হঠাৎ ভীত হইলে, প্রসবান্তে এবং কলেরা রোগের পরিণামে প্রায়শঃ আমরা ওপিয়ামের মূত্ররোধ দৃষ্টি করিয়া থাকি।

প্রসবান্তিক মূত্ররোধে ইহা হায়সা, কষ্টি এবং আর্স সহ তুলনীয়। মূত্রাঘাত বা মূত্রজনন রোধ হইলে, যে কোন রোগ তাহার কারণ হউক, ষ্ট্র্যাম, জিঙ্কি, লাইক এবং পাল্‌স প্রভৃতি তাহার অন্যতম ঔষধ।

আর্ত্তবাধিক্য।—এ রোগে ওপিয়াম বেলাডনা সহ তুলনীয়। উভয় ঔষধেই মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মে। বেলে ধমনীশোণিতের প্রবলতা বিশিষ্ট প্রবল লক্ষণ এবং ওপিয়ামে মন্থরগতি শিরাশোণিতের অপ্রবল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বেল রোগীর মানসিক লক্ষণাদি উগ্রভাবাপন্ন, ওপিয়াম রোগীর তাহা নিস্তেজ ও তন্দ্রাভাবগ্রস্ত। প্রথমের শোণিত উজ্জ্বল লোহিত ও তপ্ত, দ্বিতীয়ের শোণিতাভা ঘোরত্ববিশিষ্ট এবং শোণিততাপ স্বাভাবিক। হায়সায়া-

মাস অনেকাংশে **ওপিয়ামের** সমতুল্য, কিন্তু ইহার শরীরের আক্ষেপিক ঝাঁকির বর্ত্তমানতা প্রভেদক।

আর্ত্তবাভাব।—ঋতুরোধ হইয়া মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ গুরুত্ব, মুখমণ্ডলের রক্তিমা ও তাপ, এবং সংজ্ঞাহীনাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইলে ওপিয়াম উপকারী।

সূতিকাজ্বর বা পিয়র্পিরেল ফিভার।—অন্যান্য কারণ মধ্যে হঠাৎ ত্রাস এই জ্বরের একটি বিশেষ কারণ মধ্যে গণ্য। প্রসবান্তিক স্রাবে (Lochia) অত্যন্ত দুর্গন্ধ জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয় মণ্ডলের অতীব উত্তেজনাপ্রবণতা বশতঃ অতি দূরস্থ শব্দও রোগিনীর পক্ষে বিরক্তিকর হয়। রোগিনী ক্রমশঃ সংজ্ঞাহীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

জ্বর রোগ।—সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই ওপিয়াম লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। **ওপিয়াম** লক্ষণ সকল যেরূপ বিশেষতা সহ পরিস্ফুট হয়, তাহাতে ইহার রোগ নির্ব্বাচন তাদৃশ কঠিন বলিয়া অনুমিত হয় না। এজন্য সাধারণতঃ ইহার যে সকল জ্বর দেখিতে পাওয়া যায় আমরা অতি সংক্ষেপে তাহারই বর্ণনা করিতেছি।

শোণিত সঞ্চয়ী সবিরাম জ্বর বা কঞ্জেষ্টিভ ইণ্টারমিটেণ্ট ফিভার।—ওয়িামের সবিরাম জ্বরে শীতকম্পের সঙ্গে সঙ্গেই মস্তক তপ্ত ও রোগী গভীর নিদ্রাগ্রস্ত হয়; মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম থাকে এবং স্পর্শে শরীরের অংশবিশেষ শীতল প্রতীয়মান হয়। তাপাবস্থাতেও গাঢ় তন্দ্রায় নাসিকাধ্বনি হয় এবং রোগী দেহ অনাবৃত করিবার চেষ্টা করে। তৃতীয় বা ঘর্ম্মের অবস্থায় ঘর্ম্ম সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও মস্তকেই অধিকতর দেখা যায়। জ্বরত্যাগান্তেও মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ও তন্দ্রাভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। রোগী কোন কষ্টও জ্ঞাপন করে না। বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের মধ্যে এই রোগ অধিকতর দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ জ্বরে ইহা ব্যাপ্টিসিয়া ও ষ্ট্র্যামনিয়া সহ তুলনীয়।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাতিক জ্বরবিকার।—টাইফয়েড জ্বরের অতি সঙ্কটাবস্থায় মস্তিষ্কের গভীর রক্তাধিক্য বশতঃ রোগী যখন প্রগাঢ় তন্দ্রাবেশে সংজ্ঞাহীন থাকে এবং নাসিকাধ্বনি সহ সুদীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস ও প্রলম্বিত অধঃ চুয়াল প্রভৃতি ন্যূনাধিক মস্তিষ্কীয় পক্ষাঘাতিক অবস্থা সূচিত করে তখনই **ওপিয়াম** আমাদিগের একমাত্র সাহায্যকারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক সময়েই রোগীর গাত্র তপ্তঘর্ম্মাবৃত থাকে। ইহা রোগীর রোগমুক্তির আশাপ্রদ ঘর্ম্ম নহে। ঘর্ম্মগ্রন্থিমণ্ডলের পক্ষাঘাত ইহার কারণ, এবং ইহা রোগীর নিকট মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণরূপে উপনীত হয়। ষ্ট্র্যামনিয়ামেও এইরূপ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। টাইফয়েড জ্বরে নাসিকাধ্বনি হায়সায়ামাসে এবং মস্তিষ্কীয় পক্ষাঘাতের লক্ষণ স্বরূপ ল্যাকেসিসে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা যথাবিবরণে বর্ণিত হইয়াছে ও হইবে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, কোন টাইফয়েড জ্বররোগীর প্রগাঢ় সংজ্ঞাহীন তন্দ্রায় **ওপিয়াম** দ্বারা উপকার না হইলে, **এপিস** তাহা দূরীকরণে সমর্থ।

—o—

লেক্‌চার ৩২ (LECTURE XXXII.)

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্ (Carbo-vegitabilis)।

সাধারণ নাম।—ভেজিটেবল্ চার্কোল। অঙ্গার।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে ট্রিটুরেষণ, উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—ন্যূনাধিক ত্রিশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ৩০ ক্রম হইতে ২০০ ক্রম ব্যবহৃত হয়; ১× ক্রমের ট্রিইটুরেষন হইতে ১০০০০০ (cm) ক্রমে টিংচারও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

উপচয়।—সাধারণতঃ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায়; গ্রীষ্মের কিম্বা শরতের কালব্যাপক গুমসা তাপে;

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে নিম্নলিখিত ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন—ডাং ওকফোর্ড—বাতপৈত্তিক ধাতুর রোগীর দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; শকটে ভ্রমণকালে পাঠ করিবার অভ্যাস ছিল, পাঠ করিবার সময় চক্ষুতে চাপ ও জ্বালাকর বেদনা হইয়া দৃষ্টি ঘোর হইয়া আসিত ও অক্ষর সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইত; ৩, আরোগ্য। ডাং হইন—১৯ বৎসরের কুমারী; কতিপয় মাস পূর্ব্বে শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ায় প্রতিদিন অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৬।৭টা পর্য্যন্ত স্বরভঙ্গ ও বাক্য কথনে অক্ষম হইত; ২০০, আরোগ্য। ডাং স্মিড—রোগীর প্লুরিসি রোগ এলোপ্যাথি চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইয়া শোণিতোচ্ছ্বাস অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; তাহাতে তাহার প্রত্যক্ষ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত; রজনীতে নিদ্রার ব্যাঘাত, প্রাতঃকালে দুর্ব্বলতার অনুভূতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অস্পষ্ট ছিন্নবৎ বেদনা হইত; নাড়ীস্পন্দন অনিয়মিত, দ্রুত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট অপিচ নাড়ী দুর্ব্বল ও শূন্যগর্ভ ভাবের ছিল; মধ্যে মধ্যে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া অতি শীঘ্র শরীর শীতল হইয়া যাইত; কাসি ছিল না, আভ্যন্তরীণ তাপানুভূতি, ব্যাকুলভাব ও অত্যন্ত তৃষ্ণা হইত; ১+, আরোগ্য। ডাং ওয়েকম্যান—পেট গড় গড়

মাখম, শূকরের মাংস এবং চর্ব্বিময় খাদ্য ভোজনে; প্রাতঃকালে; কুইনাইন, সিঙ্কনাবার্ক এবং মার্কারির অপব্যবহারে।

উপশম।—পাখার বাতাসে; স্নিগ্ধবায়ু মধ্যে; উদ্‌গারে।

সম্বন্ধ।—কার্ব্ব ভেজিটেবিলিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, ক্যাম্ফর, কফিয়া, ল্যাকেসিস, স্পিরিট নাই ডাল্।

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিঙ্কনা, ল্যাকেসিস, মার্ক; পচা মাংস, পচা মৎস্য এবং কটু চর্ব্বিময় পদার্থ আহারের কুফলের।

জীবনীশক্তির অথবা প্রতিক্রিয়ার অবসাদ বশতঃ যদি বিশেষরূপে প্রদর্শিত ঔষধেও ক্রিয়া না হয়, কার্ব্ব তাহা পুনরুদ্দীপনে সক্ষম।

করিয়া ডাকিয়া পেটে বেদনা ও আর্দ্র, উষ্ণ এবং গন্ধহীন বাতকর্ম্ম হইত; নিসৃত বায়ু এতদূর আর্দ্র থাকিত যে তাহাতে শরীরস্থান ও বস্ত্র সিক্ত হইয়া তাহা হরিদ্রাবর্ণ কলঙ্কযুক্ত হইত; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ রুপিচ—প্রসবের ৮ দিন পরে প্রচুর রক্তস্রাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের পাণ্ডুরতা, অত্যন্ত স্ফীত, কঠিনস্পর্শ ও স্পর্শাসহিষ্ণু জরায়ুর জ্বালাময় বেদনা; স্রাব কখন কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ, কখন বা কটাবর্ণ, অত্যন্ত ঘৃণাজনক দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও তরল; দুই উরুতে হাতুড়ির আঘাত দ্বারা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনার চালনায় বৃদ্ধি, নাভিদেশে প্রবল দপদপানি; নাড়ী দুর্ব্বল, দ্রুত ও শূন্যগর্ভবৎ; পুনঃ পুনঃ হাই উঠিত; সিকেলি ৬, দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ হইলে কটা, দুর্গন্ধ প্রসবান্তিক স্রাব থাকিয়া যায়; ১৮০০০, আরোগ্য। ডাঃ স্কিল্‌স্—রোগীর বয়স ৬৮, ত্র্যাহিক জ্বর; লক্ষণ—শীতকম্প, পরে তাপ, পৃষ্ঠের ও অস্থিনিচয়ে বেদনা এবং স্পষ্ট তৃষ্ণা হইয়া ঘর্ম্ম; শীতের পূর্ব্বে শীতল পদ ও আলস্য; শীত বাম হস্তে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত এবং এক অথবা দুই ঘণ্টা স্থায়ী হইত; পরে তৃষ্ণাহীন প্রবল তাপকালে মস্তকের ব্যথা ও ঝিমঝিমা হইত এবং অসংলগ্ন কথা বলিত; অম্লগন্ধের প্রচুর ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রালু থাকিত; আক্রমণের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে উত্তেজনা-প্রবণ, সহজেই অসন্তুষ্ট ও সহজেই আনন্দিত; নয় মাস কোন ঔষধেই ফল হয় নাই; ৪০০, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ ট্যাজেন—হস্ত ও পদের শীত, তৎকালে নিম্নাঙ্গের ছিন্নবৎ বেদনা, গাত্র মোড়া মুড়ি এবং অবসাদানুভূতি ৩০০, অবসাদ ব্যতীত অন্য লক্ষণ আরোগ্য।

কার্ব্ব ভেজ যাহার পরে প্রযোজ্য—কচ্ছু শুষ্ক থাকিলে সাল্ফার এবং মার্করির, হুপিং কাসির আরম্ভিক অবস্থায় ভিরেট্রাম, ল্যাকেসিস, কেলি কার্ব্ব এবং সিপিয়র।

কার্ব্ব ভেজের পরে যাহা প্রযোজ্য—অনেক সময়ে আর্স, সিঙ্ক, ড্রসিরা, কেলি কার্ব্ব, ফস্ এসি। কুইনাইন দ্বারা শীতকম্প এবং তাপ রোধ করিলে অথবা বসাইয়া দিলে তাহা এবং এতদ্দ্বারা কুচিকিৎসায় যে সকল রোগ হয় তাহা নষ্ট করিতে কার্ব্ব সক্ষম।

মার্কারির কুব্যবহারে ও লবণ দ্বারা রক্ষিত মাংস ভক্ষণে যে ব্যাধি জন্মে কার্ব্ব তাহাতে উপকারী।

কার্য্যপূরক।—কার্ব্ব ভেজের কেলি কার্ব্ব। ইহা ফস্ফরাসের।

তুলনায় ঔষধ।—আর্স, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব এনি, সিঙ্ক, ফেরাম, গ্র্যাফা, ল্যাকেসিস, লাইক, কেলি কা, মার্ক, নাক্স ভ, ফস, ফস এসি, সিকেলি, সিপিয়া, সাল্ফার ও ভিরেট এ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগ পরিচায়ক লক্ষণ।—বলক্ষয়কারী রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য (জৈবরস ক্ষয়ে নষ্টশক্তি সিঙ্ক, ফস্, ফস্ এসি) অল্প ও অধিক বয়স্ক ব্যক্তি, এবং দুর্ব্বলজীবনীশক্তিবিশিষ্ট জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

যে সকল ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব কোন রোগের দুর্ব্বলকারী পরিণাম ফল হইতে কখনই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই; অর্থাৎ যাহাদিগের শিশুকালের হাম অথবা হুপিং কাসির পর হইতে হাঁপরোগ জন্মিয়াছে; ভূতপূর্ব্ব কালের মদ্য-মাংসাদি সম্বলিত আমোদঘটিত অত্যাচারে যাহাদিগের অজীর্ণ রোগ হইয়াছে; বহুকাল পূর্ব্বের কোন আঘাতের অথবা টাইফয়েড জ্বরের কুফল হইতে কখনই যাহাদিগের শরীর নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

মানসিক দুর্ব্বলতা এবং চিন্তাশক্তির ধীরতা।

শরীর অত্যধিক তপ্ত হওয়া—(এণ্টি ক্রু)।

শিরারোগের প্রাধান্য (সাল্‌ফার); অম্লজান বায়ু কর্তৃক শোণিতের অসম্পূর্ণ সংশোধন (Imperfect oxidation) নিবন্ধন রোগ লক্ষণ (আর্জেনাই); কৈশিক (Capillary) শিরামণ্ডলীর শোণিত সঞ্চালনের ন্যূনতা বশতঃ ত্বকের নীলাভা এবং অঙ্গ প্রতঙ্গের শীতলতা; জীবনী-শক্তির প্রায় ক্ষয়িতাবস্থা; অবিশ্রান্ত পাখার বাতাসের আকাঙ্ক্ষা, অধিকতর বাতাস পাইবার অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা।

যে সকল বস্তুতে রোগী প্রবল লালসা প্রকাশ করে, তাহাতে তাহাদিগের রোগ জন্মে; পুরাতন বা বহুদিনের মদ্যপায়ী হুইস্কি অথবা ব্র্যাণ্ডি মদ্যের জন্য লালায়িত হয়; উদরের চতুঃপার্শ্বের পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিতে চাহে।

পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল, অতি সাদাসিদে আহার্য্যও অসহ্য হয়। আমাশয় এবং অন্ত্রাভ্যন্তরে অত্যধিক গ্যাস সঞ্চিত হয়; আহার এবং পানের পরে অনুভূতি জন্মে যেন আমাশয় সবেগে ফাটিয়া যাইবে, উদ্‌গারে সাময়িক উপশম। মদ্য, মাংস ঘটিত অমিতাচার, গুরু পাক ভক্ষ্য ও অসময়ে আহারের কুফল।

জৈবরসাপচয়ের কুফল (কষ্টি); শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর যে কোন প্রকার বিশ্লিষ্টাবস্থা হইতে রক্তস্রাব।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত শরীরগহ্বরের যে কোন বহির্দ্বার হইতে রক্তস্রাব; দুর্ব্বল ও জীর্ণ দেহের দুর্ব্বলীকৃত শরীরোপাদান হইতে রক্ত চুয়াইয়া পড়ে; জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত।

সপ্তাহ হইতে সপ্তাহ ব্যাপক দৈনিক শোণিতস্রাবের শারীরিক শ্রমে বৃদ্ধি; শোণিতস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর থাকে।

রক্তস্রাবের পরে মৃতের ন্যায় (Hippocratic) মুখাবয়ব; মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, ধূসরাভ, হরিদ্রাবর্ণ, সবুজাভ এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকায় শীতল।

দন্তনিচয় শিথিল থাকে এবং সহজেই দন্তমাড়ি হইতে রক্ত পড়ে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, বিশেষতঃ জানুপ্রদেশের শৈত্যানুভূতিতে নিদ্রা ভঙ্গ।

রোগের চরমাবস্থায় শীতল ঘর্ম্ম, শীতল প্রশ্বাস ও শীতল জিহ্বা থাকিলে এবং স্বরলোপ হইলে এই ঔষধ জীবন রক্ষা করিতে পারে।

রোগকারণ।—প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেরই চরম ও সাংঘাতিক অবস্থায় কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস আমাদিগের শেষাবলম্বন, এজন্য ইহার রোগকারণ সর্ব্বব্যাপক বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। তীক্ষ্ণ শৈত্যসংস্পর্শে শরীর প্রায় খসিয়া যাওয়ার ন্যায় হওয়া, শরীর অত্যধিক তপ্ত হওয়া, রাত্রি জাগরণ, মদ্য পান এবং জৈবরসক্ষয় প্রভৃতি ইহার সাধারণ রোগের কারণ।

আমাশয়ের অজীর্ণ, জলসিক্ত হওয়া, অভ্যন্তরূপে মদ্যপান ঘটিত অমিতাচার, হস্তমৈথুন, অভ্যস্ত স্রাব ও উদ্ভেদ অন্তর্হিত হওয়া, শৈত্য-সংশ্রব, গাত্রধৌত করণ, এবং জল মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করা ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—কার্ব্ব ভেজ শোণিতের জীবনরক্ষোপযোগী শক্তির হানি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতা সাধন করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ইহার প্রধান ক্রিয়াক্ষেত্র, তন্মধ্যে পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই এতদ্দ্বারা বিশেষ আক্রান্ত হয়। ইহাতে তাহার স্রাব বৃদ্ধি হয় ও তাহাকে দূষিত করে এবং কার্ব্বের সর্ব্বপ্রধান বিশেষতাজ্ঞাপক ক্রিয়ার প্রকৃতি স্বরূপ আমাশয় ও অন্ত্রে প্রভূত পরিমাণ গ্যাস সঞ্চিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—বস্তুমাত্রই পরিস্ফুরিত অথবা অপরিস্ফুরিত শক্তিপুঞ্জ মাত্র। হানিমানের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত-ক্রিয়াপ্রকরণ দ্বারা কার্ব্ব ভেজিটেবিলিসের রোগারোগ্যকর শক্তি বিকাসিত হওয়ায় ইহার অন্যতম জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহা জীবদেহের অতি গভীরতর পচনশীলতা উৎপন্ন করে।

শরীরের রস, রক্ত, স্রাব, নিঃস্রাব প্রভৃতি যাবতীয় কোমল এবং কঠিনোপাদান মাত্রের পচন, বিশ্লেষণ, গলন, প্রভৃতি ধ্বংসকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া ইহা জীবনীশক্তির শোচনীয় অবসাদাবস্থা উৎপন্ন করে ও শারীরিক শক্তি ও তাপাদির চরম দশা উপস্থিত হওয়ায় রোগী মৃতকল্প দশাগ্রস্ত হয়। জীবনীশক্তির প্রভূত অবসাদনিবন্ধন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটে এবং দেহযন্ত্রনিচয়ের জীবনরক্ষোপযোগী ক্রিয়ার অভাব হইয়া যায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ইহার মৌলিক ক্রিয়াক্ষেত্র এবং তন্মধ্যে পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই সর্ব্বপ্রধান আক্রমণ স্থান। ইহা দ্বারা উপরিউক্ত ঝিল্লীর শক্তি নাশে তাহার শিথিলতা ঘটে, নিঃসৃত শ্লেষ্মা বিদূরিত হয় না। উপযুক্ত পরিপাকরসস্রাবের অভাব বশতঃ ভুক্তবস্তু ও শ্লেষ্মা পচিয়া প্রভূত পরিমাণ দুর্গন্ধি গ্যাস, অম্ল ও বিকৃত রসের সৃষ্টি করে। ইহার ক্রিয়ায় পরিপাক শক্তির এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে যে আমাশয়ে ভুক্ত বস্তু প্রবেশ মাত্রই তাহার পচনক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং আমাশয়ের অত্যধিক স্ফীতি জন্মিলে তাহার ঊর্দ্ধ চাপে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বায়ুর অধঃ সঞ্চার বশতঃ উদরস্ফীতি উপস্থিত হয়। ইহাতে পরিপাক যন্ত্রের ঊর্দ্ধাধঃ পথে বায়ু নিঃসৃত হয় এবং বিশেষ লক্ষণরূপে উদরাময়ের বিষ্ঠা পূতিগন্ধবিশিষ্ট থাকে। এবম্বিধ বৈকারিক পরিপাক বশতঃ অতীব বিকৃত, কলুষিত ও সারহীন পোষণরস জন্মে। রস, রক্ত, স্রাব, নিঃস্রাব প্রভৃতি দূষিত, পচিত এবং উগ্র ও জ্বালাকর হয়। শরীরোপাদান সমূহের সম্যক পোষণাভাব বশতঃ তাহারা পচিত (Sepsis) ও শীর্ণ বা ক্ষয়িত হইয়া যায় এবং শরীরস্থানবিশেষের গ্যাংগ্রিণ বা ধ্বংসোৎপন্ন হয়। সহজেই শিথিল শরীরোপাদান হইতে বিগলিত ও তরলীভূত শোণিত স্রাব হয়। স্ফীত ও কাঠিন্য প্রাপ্ত লসীকাগ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার হইলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। এবম্বিধ দূষিতরসপূর্ণ, অত্যন্ত পচনশীল ও কলুষিত শোণিত, বায়ুর অম্লজান (Oxygen) গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়ে। অম্লজান

এবং ব্যবহারদূষিত পদার্থপূর্ণ শোণিতের মধ্যে পরস্পর বিনিময় ক্রিয়া (Oxidation) সংসাধিত না হওয়ায় শরীরে ধমনীশোণিতের স্বল্পতা ও ক্ষীণতা এবং দূষিত ও তীব্র গুণবিশিষ্ট শিরাশোণিতের প্রাচুর্য্য হওয়ায় উপরিউক্ত পুষ্টিহানি প্রভৃতি ঘটে। জীবনীশক্তির গভীর অবসাদ ও জৈব তাপের অভাব উপস্থিত হয়। ফলতঃ অভীর শেষ রোগীর পতন বা কোলাপ্সের চরম সীমায় সাংঘাতিক অবসাদাবস্থায় যায় এবং সংজ্ঞার একমাত্র চিহ্ন স্বরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্রের কষ্টানুভূতি বশতঃ মৃদু ও রুদ্ধ স্বরে কেবল "বাতাস কর, বাতাস কর" বলিয়া বাতাসের অভাব জ্ঞাপন করে।

রোগীর বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক লক্ষণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

মস্তকের গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় কোন বিষয় চিন্তা করা কঠিন হইয়া পড়ে; প্রাতঃকালেই এই ভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়; রোগী যেন অতিশ্রমের দ্বারা আপনাকে স্বপ্নোত্থিত করে। চিন্তা বা কল্পনার অতি ধীর গতি হয়। ঔদাসিন্যের ভাব জন্মে; সকলই শ্রবণ করে কিন্তু তাহাতে সুখ অথবা দুঃখ কোন প্রকার অনুভূতি হয় না, তৎবিষয় চিন্তাই করে না। পতন বা কোলাপ্স অবস্থায় সংজ্ঞাহীন থাকে।

মুখমণ্ডলের তাপ বশতঃ কষ্ট হওয়ায় রোগী যেন ব্যাকুল হয়। প্রতি রজনীতেই ভূতের ভয় পায়। অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, খিটখিটে এবং ক্রোধপ্রবণ। খিট খিট করে ও ক্রুদ্ধ থাকে। অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অস্থির ও উৎকণ্ঠাযুক্ত।

অনুভূতিবিকারে রোগীর শিরোঘূর্ণন হওয়ায় কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য; মস্তক নত করিলে, উদরে গ্যাস সঞ্চিত হইলে, শিরায় রক্তসঞ্চলনের বাধা জন্মিলে এবং বিশেষতঃ মদ্য মাংস ঘটিত অপচার করিলে শিরোঘূর্ণন; শিরোঘূর্ণনে সমস্ত দিবস মস্তক দ্রুতবেগে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে; দুর্ব্বলকর রসক্ষয় অথবা মার্কারির অপব্যবহার

জন্য নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিলে অথবা শয্যায় থাকিতে থাকিতেই প্রাতঃ-কালে মূর্চ্ছার ভাব হয় ও উদ্‌গার উঠে।

দিবসে নিদ্রালু থাকে ও হাই উঠে; রজনীতে অস্বস্তি বশতঃ নিদ্রা হয় না এবং রোগী ক্রমাগত স্বপ্ন দেখিতে থাকে।

রজনীতে মস্তকের গুরুত্ব ও শ্রান্তিবোধ; মস্তক নত করিলে ললাট দেশের গুরুত্বে অনুভূতি যেন চক্ষুর উপরে কোন গুরু বস্তুর চাপ রহিয়াছে। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিন্নবৎ অনুভূতি। মূর্দ্ধাদেশের বেদনায় বোধ যেন মাথার খুলি বিদীর্ণ বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন; রজনীতেও এই প্রকার এবং আর্দ্র আবহাওয়া কালে তাহার বৃদ্ধি। মস্তকপশ্চাতে দপ্ দপ্ করে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকার—চক্ষুর অতি পরিশ্রমে নিকট দৃষ্টির (short sight) দুর্ব্বলতা। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কচিহ্ন বিচরণ করে। চক্ষু গুরুভারাক্রান্ত হওয়ার অনুভূতি হইয়া পাঠ কালে বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অক্ষর পরম্পরা প্রভেদ করিতে হয়। কর্ণ মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি ও গুণ গুণ শব্দ হইতে থাকে। কর্ণের সম্মুখে যেন কোন ভারি বস্তু চাপা থাকিয়া কর্ণে রুদ্ধবৎ অনুভূতি জন্মে, কিন্তু শ্রবণের ব্যাঘাত হয় না। বধিরতা জন্মে। রসণেন্দ্রিয়বিকারে জিহ্বা শুষ্ক থাকে ও তালুতে তিক্তাস্বাদ পায়। আহারের পূর্ব্বে ও পরে তিক্তাস্বাদ; লবণাক্ত আস্বাদ।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে বেদনা শরীরময় ছুটিয়া বেড়ায়। স্থানে স্থানে জ্বালাময় বেদনা। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিন্ন করা অথবা টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হয়, ঔষধের সম্পূর্ণ ক্রিয়া হয় না।

গতিপ্রদ স্নায়ুর দুর্ব্বলতায় অল্প ভ্রমণেই শ্রান্তি বোধ করে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হওয়ার ন্যায় দুর্ব্বলতার অনুভূতি। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে আলস্য এবং শ্রান্তি বোধ করে। অপরাহ্ন সময়ে মস্তকের শূন্যতা ও অতি

ক্ষুধাবোধ। রজনীতে শয্যায় শায়িতাবস্থায় জঙ্ঘার অস্বস্তি বোধ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ সবলে পদ বিস্তার করিবার প্রয়োজন।

জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হওয়ায় এবং শোণিতের অম্লজানের অভাবাদি বশতঃ তাহা কলুষিত হওয়ায় সর্ব্বশরীরের, বিশেষতঃ জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত, শীতলতা ও অন্যান্য পতন লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগী মৃতবৎ পতিত থাকে। মুখমণ্ডলের দৃশ্য অত্যন্ত পাণ্ডুর, ধূসরাভ পীত, সবুজাভ এবং মৃতবৎ। শীতল ঘর্ম্ম নিবন্ধন মুখ শীতল এবং জিহ্বা শীতল ও সঙ্কুচিত। গণ্ড লোহিতবর্ণ ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত। উর্দ্ধ চোয়ালাস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে ঝাঁকিসহ এবং বামগণ্ডে ছিন্ন করার ন্যায় অনুভূতি; মুখমণ্ডল ও চোয়ালাস্থির টাটানি।

চক্ষুর অসাড়ভাব ও ঔজ্জ্বল্যহীনতা; আলোকে কনীণিকার প্রতিক্রিয়া হয় না। চক্ষু জ্বালা করে। মস্তকের রক্তাধিক্যে চক্ষু হইতে রক্তস্রাব। উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চক্ষুর পেশীর বেদনা। প্রাতঃকালে চক্ষুপত্রের কিনারার চুলকানি।

কর্ণে দুর্গন্ধ পূয় জন্মে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে বামকর্ণ তপ্ত ও লাল হয়। দক্ষিণ কর্ণ হইতে ঘন, লালচে এবং দুর্গন্ধ রস নিস্থত হয়।

সপ্তাহ সপ্তাহ ধরিয়া প্রতিদিন অনেকবার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্তস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা। নাসিকার মধ্যে শুড় শুড় ও অবিরত ভয়ানক বিড় বিড় করিয়া পুনঃ পুনঃ হাঁচি। সর্দ্দি শুষ্ক হইয়া নাসিকায় টান টান বোধ।

স্বরযন্ত্রের অত্যন্ত শুষ্কতাবশতঃ স্বর গভীর ও কর্কশ। বল প্রয়োগ করিয়া কথা কহিলে স্বরহানি ঘটে। সন্ধ্যাকালে স্বরযন্ত্রের কাঁচা ভাবের অনুভূতি হইয়া স্বরভঙ্গ ও প্রাতঃকালে স্বরলোপ হয়।

বক্ষের পূর্ণানুভূতি সহ শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎকম্প। অধিকতর বায়ুর প্রয়োজনে পাখার বাতাস চাহে।

সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে গলদেশের কর্কশভাব ও বিড় বিড় এবং স্বরযন্ত্রের চুলকানি হইয়া অনৈচ্ছিক রূপে কর্কশ ও ফাঁপাস্বরের আক্ষেপিক কাসি। গয়ার শ্লেষ্মাময়, পীতাভসবুজ এবং চটচটে ও লবণাস্বাদ।

বক্ষমধ্যে দুর্ব্বল ও শ্রান্তভাবের অনুভূতি জন্মে। বক্ষমধ্যে কাঁচা ও ক্ষতভাবের অনুভূতি এবং জ্বলন্ত অঙ্গার সংস্পর্শবৎ জ্বালা। সর্দ্দি বসিয়া, এবং নিদ্রা ভঙ্গের পর বক্ষের দুর্ব্বলতায় শ্বাসকষ্ট এবং শাঁ শাঁ ও ঘড় ঘড় শব্দ। বাম বক্ষের সূচিবেধবৎ অনুভূতি ক্ষুদ্র পশু‍র্কাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাম বক্ষ মধ্যে যন্ত্রণাপ্রদ বিদারণবৎ অনুভূতি।

আহারান্তে ও উপবেশনাবস্থায় অনেকদিন ব্যাপক প্রভূত হৃৎকম্প। কৈশিক নাড়ী মধ্যে শোণিতগতির বাধা প্রযুক্ত নীলপাণ্ডুরোগ (Cyanosis); মুখের এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা, শীতল ঘর্ম্ম ও সম্পূর্ণ জড়ভাব; হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম; নাড়ী সূত্রবৎ, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট।

ঊর্দ্ধৌষ্ঠের কম্পন। ঊর্দ্ধৌষ্ঠে ও গণ্ডে ঝাঁকি দেওয়ার ন্যায় বেদনা। ফাটা ওষ্ঠের আকৃতি দেখিতে কটা অথবা কালচে।

দন্তমাড়ি হইতে সহজেই রক্তস্রাব। মাড়িতে স্ফোটক। পেষণ দন্তে টানটান ও ছিন্নবৎ বেদনা। দন্তমাড়ি শিথিল ও দন্ত হইতে অপসৃত। চর্ব্বনকালে দন্তমাড়ি স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত।

জিহ্বা প্রদাহযুক্ত ও কাঠিন্যবিশিষ্ট। জিহ্বার গুরুত্ব জন্য কথা বলা কঠিন। জিহ্বা শুভ্র, পীতাভকটা শ্লেষ্মার লেপযুক্ত, সীসকবর্ণ, নীলবর্ণ, চটচটে এবং সিক্ত; কখন শুষ্ক, দগ্ধবৎ নীরস ও ফাটা। জিহ্বাগ্রে

কাঁচাভাব ও শুষ্কতা; জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। মুখের তাপ। মুখ লালার বৃদ্ধি। তালুর পশ্চাৎদিক কন্‌কনানি। মুখলালা রক্তময়। মুখ এবং নিশ্বাস শীতল।

গলা খাকরে অনেক শ্লেষ্মা উঠে। গলায় কাঁচা ভাব, চাঁছা বোধ এবং জ্বালা। গলদেশের পেশীতে ছিন্নবৎ অনুভূতি। গলাধঃকরণে, কাসিলে অথবা নাক ঝাড়িলে নাসিকারন্ধ্রের পশ্চাদংশে এবং গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা। গলনলীতে সঙ্কোচনের অনুভূতি।

ক্ষুধার অভাব; কেবল মধ্যাহ্নে ভোজন করে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশীর শিথিলভাব ও দুর্ব্বলতা। কাফিপানে, অম্লে, মিষ্ট বস্তুতে এবং লবণাক্ত বস্তুতে লালসা। মাংস এবং চর্ব্বিময় বস্তুতে ঘৃণা; দুগ্ধ-পানে স্পৃহা ও তাহাতে উদরে গ্যাস জন্মে।

আহারান্তে মুখের অম্লাস্বাদ; আহারের পর, বিশেষতঃ রজনীতে অতি সাদা সিদে আহারও অসহ্য হইয়া উদরের গুরুত্ব, পূর্ণতার ভাব, আলস্য, বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়; অনুভূতি যেন উদর সবেগে বিদীর্ণ হইবে। দুগ্ধপানে অম্লোদ্গার। আমাশয় প্রদেশে এবং উদরের গভীর দেশে বেদনা ও জ্বালা করিবে বলিয়া আহার করিতে ভীত হয়। ওয়াইন মদ্য, কাফি, অধিক পরিমাণে দুগ্ধ, অথবা কটু মাখন ও চর্ব্বি মাত্রেরই অত্যধিক ব্যবহার, মৎস্য, বিশেষতঃ পচা মৎস্য, বরফ দেওয়া জল অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জল এবং গ্যাস উৎপাদক শাক সবজি প্রভৃতির আহার হইতে ইহার আমাশয় রোগ জন্মে। লবণ ও লবণাক্ত মাংসের অপরিমিত ব্যবহারেও আমাশয় রোগ জন্মে।

পুনঃ পুনঃ শূন্যোদ্গার উঠে, কখন বা তাহার পূর্ব্বে উদরে খিমচানির ন্যায় বেদনা। মুখ হইতে অত্যন্ত জল স্রাব। অম্ল বা পচা উদ্গার। আমাশয়ের আড়ুমাড়ু ভাব হইয়া প্রাতঃকালে বিবমিষা। রক্ত, সন্ধ্যাকালের ভুক্তবস্তু, অম্ল, পিত্ত ও রক্তযুক্ত বস্তুর বমন।

আমাশয়োপরি কন্‌কনানি। চিতভাবে শয়নে ও ভ্রমণকালে আমাশয়ে অম্লের অনুভূতি। আমাশয়ে জ্বালা হয়। সাদাসিদে আহারেও আমাশয়ের কষ্ট। রোগী আমাশয় টান্‌টান্ বোধ করে। উদরাধ্মান বশতঃ আমাশয়োপরি যেন কন্‌কন্ করে; উদরের স্ফীতিতে সঙ্কোচনবৎ খল্লী জন্মিয়া বক্ষ পর্য্যন্ত যায়। আমাশয়োপরিস্থ স্থান অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু।

কুক্ষিদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত, রোগী বস্ত্র পরিধানে কষ্ট বোধ করে, তাহা সহ্য করিতে পারে না। যকৃতের টান্‌টান্ অবস্থা ও সূচিবেধবৎ অনুভূতি। আধ্মান প্রযুক্ত উদরশূল, স্ফীত হইয়া উদরের বিদারণবৎ অনুভূতি; সামান্য আহারে বৃদ্ধি এবং বায়ু নিঃসরণে হ্রাস। উদর অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং উর্দ্ধাধ পথে বায়ু নির্গমনে তাহার হ্রাস। বোধ হয় যেন উদর গুরুভারে ঝুলিতেছে; রোগী নত হইয়া ভ্রমণ করে। ক্ষুদ্র পর্শুকাস্থির অধস্থ উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বায়ু সঞ্চিত হইয়া চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা উৎপাদন করে। মলত্যাগের পর উদরে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি অথবা কামড়ানি। দুর্গন্ধ বাতকর্ম্ম; ত্রিকাস্থির (Sacrum) অভিমুখে আকৃষ্ট ভাব হইয়া তথা হইতে তাহা উদরাভিমুখে যায়। পার্শ্ব চাপিয়া বিশেষতঃ বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন মাত্রই, সর্দ্দি লাগার ন্যায়, কিম্বা অঙ্গ উত্তোলনবৎ অথবা মচকানবৎ অবশকর আকৃষ্টতার অনুভূতি উদর হইতে বাম জঙ্ঘার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যকৃতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। স্পর্শে কুক্ষিদেশ বেদনা। যকৃৎ প্রদেশের টান্‌টান্ অনুভূতি। বস্ত্র পরিধানে কুক্ষিতে কষ্ট ও তাহার অসহনীয়তা।

সরলান্ত্র হইতে তীব্র, ক্ষতকর রস নিঃস্রাব। সরলান্ত্র মধ্যে চর্ব্বণের অনুভূতি ও বিড় বিড় এবং কুন্থন। সরলান্ত্রে বেগ হইয়া কেবল গুরুভাবের অনুভূতি সহ বায়ু নিঃসরণ। রজনীতে সরলান্ত্র হইতে সমল ও আটা রসের নিঃস্রাব। রজনীতে গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান টাটায় ও বেদনা সহ চুলকায় এবং রসসিক্ত থাকে। মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব। প্রচুর দুর্গন্ধ বাতকর্ম্ম। মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারের জ্বালা। মলদ্বারে

খোঁচা ও সূচিবেধবৎ টাটানি। বিষ্ঠা কষ্টে নির্গমন। অনেক বেগের সহিত আমময় বিষ্ঠা নির্গত করিতে হয়; পুতিগন্ধবিশিষ্ট, পচা ও ক্লেশকর ঘ্রাণযুক্ত বিষ্ঠার অনৈচ্ছিক রূপে নির্গমন; সুত্রাকার, পীতাভ শ্লেষ্মাবৃত বিষ্ঠা।

মূত্রে লোহিত বর্ণ তলানি। রক্তমিশ্রিত মূত্র ঘোর লোহিত বর্ণ। রজনীতে শয্যায় মুত্রত্যাগ করে।

নিদ্রাবস্থায় হস্তমৈথুন। সঙ্গমকালে অতি শীঘ্র ও অত্যধিক বীর্য্য-স্খলন। মলবেগে প্রষ্টেটগ্রন্থির স্রাবের নির্গমন।

অতিশীঘ্র ও অত্যধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব। শোণিত অত্যন্ত ঘন এবং তীব্রঘ্রাণবিশিষ্ট। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে পাতলা ও শ্বেত বর্ণ স্রাব; দিবসে তাহার অন্তর্দ্ধান; প্রদরের স্রাব দুগ্ধবৎ এবং হাজাকর। বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থান লোহিতবর্ণ ও ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত; তাহাতে ক্ষত ও চুলকনা; শ্বেতপ্রদরের স্রাব সংস্পর্শে অঙ্গে টাটানি। যোনি-দেশের নালীক্ষত জ্বালাযুক্ত। স্তনের মধ্যে ডেলা, ডেলা ও তৎসংস্রবে কক্ষগ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মিয়া জ্বালাকর বেদনা, উৎকণ্ঠা এবং শ্বাসের অভাব।

গ্রীবার, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাৎপার্শ্বের গ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও বেদনা-যুক্ত। গ্রীবা পেশীর ছিন্নবৎ অনুভূতি। গ্রীবা ও পৃষ্ঠের আকৃষ্টবৎ রসবাতিক বেদনা মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বিবমিষা এবং লালার স্রাব। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থিতে জ্বালা। কটিমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ রোগিণী উপবেশন করিতে পারে না, পৃষ্ঠ মধ্যে ছিপির ন্যায় অনুভূতি জন্মিলে তাহার নিম্নে বালিস দিতে বাধ্য হয়। নিম্ন মেরু দণ্ডাংশ এবং তাহার সর্ব্বনিম্নাস্থিতে (coccix) চাপবৎ ও টাটানি বেদনা।

সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসাড়তা; অঙ্গ চাপিয়া শয়নে তাহাতে ঝিনঝিনি ধরে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিচয়ের আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ঘৃষ্ট বোধ হয়।

দক্ষিণ স্কন্ধের জ্বালা। উভয় কনুইসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। কনুই হইতে হস্ত পর্য্যন্ত বামপ্রকোষ্ঠের (Fore arm) আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ অনুভূতি। রজনীতে বাহু চাপিয়া শয়নে তাহাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। হস্তে চুলকানি। অন্যতর মণিবন্ধের (Wrist) ছিন্নভাব। বাম হস্তাঙ্গুলীতে ছিন্নবৎ অনুভূতি।

হিপসন্ধির আকৃষ্টবৎ বেদনা উরু পর্যান্ত বিস্তৃত এবং ভ্রমণ কালে তাহার বৃদ্ধি। জঙ্ঘার কাঠিন্যে ভ্রমণের আরম্ভে পদ ঠিক থাকে না। বামজঙ্ঘায় অবশতার অনুভূতি। অণ্ডকোষত্বকের সন্নিহিত উরুপ্রদেশে চুলকনা। উদর হইতে বামপদ পর্য্যন্ত অবশকর আকৃষ্টবৎ বেদনা। প্রথম রজনীতে শয়নান্তর পদতলের খল্লী। পদের অসাড়তা।

ত্বকে বিজকুড়ি বিজকুড়ি উদ্‌ভেদ জন্মে; উদ্‌ভেদহীন ত্বক্‌স্থানে জ্বালা। ক্ষত হইতে সহজেই রক্তস্রাব এবং পচনশীল ক্ষতের জ্বালাকর বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ভূতপূর্ব্ব রোগাদিকারণসম্ভূত শারীরিক এবং জীবনী-শক্তির জীর্ণতা।—বার্দ্ধক্য, হুপিং কাসি, অমিতাচার ঘটিত অজীর্ণ রোগ, অঙ্গাদির মচকান বা ঘৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি স্বয়ম্ভূত, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক প্রভৃতি কারণ বশতঃ ক্রমে ক্রমে শরীরের ও জীবনী-শক্তির যে জীর্ণতা ঘটে অথবা ভূতপূর্ব্ব রোগাদিজন্য উপরিউক্ত যে জীর্ণতা থাকিয়া যায় অথবা ক্রমে বর্দ্ধিত হয় তাহা কার্ব্ব ভেজি-টেবিলিসের প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেননা বৃদ্ধ-বয়সের জীর্ণশরীর ও ক্ষীণ এবং জীর্ণ শক্তি অনেক সময়েই কার্ব্ব ভেজ রোগের ক্রিয়াস্থল। শিশুকালের হুপিং কাসি প্রযুক্ত বক্ষের দুর্ব্বলতা আরোগ্য না হইলে— ভূতপূর্ব্ব কোন সময়ে মদ্য মাংসের অত্যাচার ঘটিত প্রভৃত অজীর্ণ

দোষ ও আমাশয়ের দুর্ব্বলতা থাকিয়া যাইলে—ভূতপূর্ব্ব কোন আঘাত-ঘটিত সন্ধি অথবা অবস্থানুসারে অন্য কোন শরীরস্থানের তৎকালীন রোগ দৃষ্টতঃ আরোগ্য হইয়া ভবিষ্যৎরোগ-প্রবণতা অন্তর্নিহিত থাকিলে, যে হাঁপ রোগ জন্মে, এবং তাহা হইতে সময়ে সময়ে হঠাৎ প্রবল অজীর্ণ লক্ষণ অথবা স্থায়ী ন্যূনাধিক অজীর্ণ রোগ এবং সন্ধিবাত অথবা আঘাতপ্রাপ্ত শরীরাংশের বেদনাদি যে সকল রোগ জন্মে, তাহা কার্ব্ব ভেজ আরোগ্য করিতে সক্ষম। উপরিউক্ত বিষয়ের যাথার্থ্য সহজ বোধ্য না হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা হানিমানের অবশ্য পালনীয় উপদেশানুসারে প্রত্যেক রোগীর ভূত ও বর্ত্তমান রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহারাই এবিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া উপরিউক্ত প্রদর্শক লক্ষণানুসরণে ব্যাধি আরোগ্য করিতে কৃতকার্য্য হইবেন।

গত দুই বৎসরের মধ্যে আমি এইরূপ দুইটি রোগী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। দুই ব্যক্তিরই বহুকাল পূর্ব্বে আহারাদির বিশেষ অত্যাচার ঘটে। ইহার মধ্যে এক রোগীর প্রায় প্রতিবৎসরই ২।১ বার উদরস্ফীতি, উদরশূল, অতিসার এবং বমন হইত; অন্য রোগীর প্রতিদিনই অপরাহ্ণকালে অম্ল, দুর্গন্ধ উদ্গার প্রভৃতি অজীর্ণ লক্ষণ উপস্থিত হইত, ক্ষুধা ভাল ছিল না এবং শীর্ণ হইয়া তিনি একরূপ কার্য্যের বাহির হইয়াছিলেন। মল কোমল থাকিয়াও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না। উভয়েই কার্ব্ব ভেজ ৩০ ক্রমে আরোগ্য হইয়াছেন।

দুর্ব্বলতা—জীবনীশক্তির ভয়বাহ নিস্তেজভাব, গাত্রের, বিশেষতঃ হাটু হইতে পদ পর্য্যন্ত শরীরাংশের শীতলতা; মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শীতল প্রশ্বাস, সূত্রবৎ ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী এবং অঙ্গাদির শীতল ঘর্ম্ম।—

উপরিবর্ণিত লক্ষণ দ্বারা রোগীর অতি সাংঘাতিক ও চরম দুর্ব্বলতা প্রকটিত হয়, রোগী মৃতের ন্যায় নিশ্চল, নিষ্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। বহিরাভ্যন্তর উভয়তঃ নিশ্চলাবস্থা দৃষ্ট হয়। অভ্যন্তরীণ কৈশিক নাড়ীর রক্ত নিশ্চল বা সবাধ গতিপ্রযুক্ত তন্মধ্যে শোণিত স্তব্ধপ্রায় ও মন্থরগতি হয়। শরীর শীতল ও নীলাভ হইয়া যায়; রক্তস্রাব বশতঃ তাহার স্থানে স্থানে কালশিরা পড়ে। টাইফয়েড রোগী এবং টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত নানাপ্রকার তরুণ রোগের অতি চরমাবস্থাতেই সাধারণতঃ কার্ব্ব ভেজ আমাদিগের স্মরণপথারূঢ় হয়। রস, রক্ত প্রভৃতি শরীরোপাদানের ধ্বংসমূলক উপরিউক্ত লক্ষণ নিচয়ের বর্ত্তমানতাসহ জীবনীশক্তির এবং শারীরিক চরম দুর্ব্বলাবস্থা এস্থলে কার্ব্বের অমোঘ পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে। টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত রোগ মাত্রই দুর্ব্বলতাপ্রধান এবং ইহার ঔষধনিচয়েরও রোগজনন ক্রিয়ায় দুর্ব্বলতালক্ষণের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু এরূপ লক্ষণযুক্ত চরম দুর্ব্বলতায় ইহা কেবল আর্সেনিক ও মিউরিয়েটিক এসিড সহ কিঞ্চিৎ তুলনার যোগ্য; আর্সেনিক রোগী ভয়াবহ দুর্ব্বল হইলেও তাহার উৎকণ্ঠতা, তৃষ্ণা ও মৃত্যুভীতি প্রভৃতি নিবন্ধন ছটফট ভাব ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে; মিউ এসি রোগীর দুর্ব্বলতায় শয্যার নিম্নাভিমুখে গড়াইয়া যাওয়া, অধঃ চোয়াল ঝুলিয়া পড়া এবং সঙ্কুচিত, অত্যধিক খর্ব্বতাপ্রাপ্ত, শুষ্ক ও পার্চমেণ্টের ন্যায় জিহ্বা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ; ইহাই পরস্পরের প্রভেদক।

উদরাধ্মান, বিশেষতঃ আমাশয়াভ্যন্তরে অত্যধিক বায়ুর সঞ্চয় প্রযুক্ত পূর্ণত্ব ও বিস্তারের অনুভূতি।—উদরাধ্মান বিষয়ে সমগুণবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার ঔষধ মধ্যে কার্ব্ব ভেজ উচ্চতম স্থান অধিকার করে। আমাশয়ই বায়ুর প্রধান উৎপত্তিস্থান। অতি সহজ খাদ্য বস্তুও তথায় প্রবেশ মাত্র যেন বায়ু জন্মিতে আরম্ভ হইয়া

অচিরাৎ আমাশয় পূর্ণ এবং টান টান হয়। আমাশয়ে অত্যন্ত বেদনা হইলে শয়নে তাহার বৃদ্ধি হয়। অবশেষে বায়ু কর্ত্তৃক উর্দ্ধে বক্ষ চাপিত এবং নিম্নে উদর প্রভূত রূপে স্ফীত হইয়া উঠে। কার্ব্ব ভেজ একটী পচনশীল বস্তু এবং ইহার ক্রিয়ায় অতি ভয়ানক আমাশয়াজীর্ণ উপস্থিত হয়। ভুক্তবস্তু আমাশয়ে প্রবেশ মাত্রই পচিয়া অম্ল ও গ্যাস জন্মে। অম্ল ও দুর্গন্ধ গ্যাসের উদ্‌গার উঠিতে থাকে। টাইফয়েড প্রভৃতি পচনশীল, বৈকারিক রোগে পূর্ব্বকথিত পতন লক্ষণ সহ প্রভূত উদরস্ফীতি প্রথমেই অতি নিশ্চিতরূপে কার্ব্বের প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে; সামান্য অজীর্ণ হইতে সাংঘাতিক ক্যান্‌সার পর্য্যন্ত অতি কঠিন কঠিন আমাশয় রোগেও এই ভয়াবহ উদরস্ফীতি এবং অম্ল ও পুতিগন্ধ বায়ুর উদ্‌গার কার্ব্ব ভেজ নির্ব্বাচন পক্ষে আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান পথদর্শক। এই লক্ষণে ইহা **চায়না** ও **লাইক** প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয়।

"আমাকে পাখার বাতাস কর! বাতাস কর"!—আর্ত্তভাবে এইরূপ 'বাতাস বাতাস' করা প্রায় অন্য কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল **সিঙ্কনার** উদরস্ফীতির অতি বৃদ্ধির অবস্থায় বায়ুর উর্দ্ধ চাপে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে রোগী কখন কখন 'বাতাস বাতাস' করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার উদ্গার্ণ বায়ুতে দুর্গন্ধের বর্ত্তমানতা এবং **কার্ব্ব ভেজের** ন্যায় প্রগাঢ় ও ভয়াবহ পতন বা কোলাপস্ লক্ষণের অভাব ইহার সম্যক প্রভেদক বলিয়া জানিতে হইবে। ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শ্বাসগ্রহণের অপারকতা, শোণিতের মন্থর গতিতে ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য, রক্তের অপকৃষ্ট ও অপরিষ্কার অবস্থা প্রযুক্ত অম্লজান বায়ু বা অক্‌সিজেনের প্রয়োজনীয়তা এবং উদরস্থ বায়ুর উর্দ্ধ চাপে বক্ষের শ্বাস

গ্রহণোপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ স্থানের অভাব প্রভৃতির সমবায় ফলে শ্বাসাভাবের অনুভূতি কার্ব্বের 'বাতাস বাতাস' করিবার কারণ।

প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার-দাহনবৎ জ্বালা।—আক্রান্ত বহিরভ্যন্তর শরীরস্থানে এবং রোগস্রাব মাত্রেরই জ্বালাকর গুণ কার্ব্ব ভেজের একটি প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ। ইহার ক্রিয়ার বিষয় আমূল চিন্তা করিলে অন্যান্য জ্বালাকর ঔষধ মধ্যে কেবল আর্সেনিক সহই ইহার তুলনা সম্ভবে, কেননা উভয়ই বিশেষ টাইফয়েড পরিবর্ত্তনশীল ঔষধ। কিন্তু আর্সেনিকের অতি সাঙ্ঘাতিক অবস্থাতেও উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং মৃত্যুভীতি প্রভৃতি জন্য বিকলভাবাদি উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকিয়া অপর হইতে ইহাকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—কার্ব্ব ভেজ শিরঃশূলের প্রাধান আক্রমণ স্থান মস্তকপশ্চাৎ বা অক্সিপাট প্রদেশ। কখন কখন বেদনা অক্সিপাট প্রদেশেই থাকে এবং বোধ হয় যেন মস্তক আকৃষ্ট হইরা উপাধান সহ সংলগ্ন আছে, উত্থিত করিতে পারা যাইবে না। কখন বা বেদনা বিস্তৃত হইয়া চক্ষুর উর্দ্ধে দপদপ করে অথবা মস্তক ত্বকের আকৃষ্টতাসহ সমস্ত মস্তক মধ্যে দপদপানি বেদনা হয়। গৃহ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইলে সর্দ্দির ন্যায় অনুভূতি হইয়া আর্দ্রোষ্ণ আবহাওয়া বশতঃ পুরাতন সর্দ্দি তরুণ ভাব ধারণ করিলে অথবা সর্দ্দি বসিয়া যাইলে ইহার সর্দ্দিজ শিরঃশূল জন্মে। মদ্য মাংসের অমিতাচার, রাত্রিজাগরণ, বিবিধ প্রকার আমোদ সম্বলিত অত্যাচার প্রভৃতি ইহার অন্য প্রকার শিরঃশূলের কারণ। এস্থলে আমাশয় ঘটিত অমিতাচার অজীর্ণদোষই রোগের প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য। রোগী মস্তকের মধ্যে গোলমাল ও ভন্‌ভন্ প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং মস্তক পশ্চাতের শিরঃশূল লইয়া নিদ্রোত্থিত হয়। উভয় প্রকার রোগেরই সাক্ষাৎ কারণ মস্তকের

রক্তাধিক্য। বেদনা কখন ভয়াবহরূপে তীক্ষ্ণ কখন বা মৃদুজাতীয় হয়। সামান্য চালনাতেও বেদনার বৃদ্ধি, বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইল। রোগী পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে, এমন কি বড় করিয়া শ্বাস টানিতেও অক্ষম। মস্তক গুরু বোধ হয়। মস্তক জ্বালা করে। কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া ইহার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। সর্দ্দি হইলে রোগী ভাল থাকে।

নাক্স ভ—ইহাও মদ্য মাংসের অত্যাচার ও রাত্রিজাগরণ ঘটিত প্রাতঃকালীন মস্তকপশ্চাৎপার্শ্বস্থ পিত্তপ্রধান শিরঃশূলের ঔষধ। ইহার নিষ্ফল মলবেগাদি লক্ষণ কার্ব্ব হইতে ইহাকে প্রভেদিত করে।

অন্যান্য তুলনীয় ঔষধ মধ্যে কেলি বাই, কেলি আয়ডি এবং সিপিয়া প্রধান।

সর্দ্দি—স্বরভঙ্গ বা হোর্স্‌নেস (Aphonia)। অতিশয় উষ্ণ গৃহমধ্যে শরীর তপ্ত হওয়ার পর বহির্ব্বায়বীয় শৈত্য-সংস্পর্শ অথবা আর্দ্রোষ্ণ বায়ু সংস্রব কার্ব্বের সর্দ্দি রোগের সাক্ষাৎ কারণ। বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল জীবনীশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র। হামের পূর্ব্বলক্ষণরূপে এই সর্দ্দি প্রথমে নাসিকা আক্রমণ করায় তাহা হইতে জলস্রাব হয় ও রোগী দিবা রাত্রি হাঁচিতে থাকে এবং স্বরভঙ্গ জন্মে। নাসিকা হইতে সর্দ্দি ঊর্দ্ধে চক্ষু ও নিম্নে মুখগহ্বর, গলদেশ ও স্বরযন্ত্র আক্রমণ করায় সমুদয় স্থানের কাঁচা ভাব হয়। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে নাসিকার পশ্চাৎ ও গলদেশ জলপূর্ণ থাকে এবং সমুদয় রজনী স্বরযন্ত্রের কাঁচা ভাবসহ কাসি ও সরভঙ্গ হয়। ফলতঃ রোগীর কষ্টের বৃদ্ধি হয়। গৃহতাপ অথবা বাহিরের আর্দ্রোষ্ণ বায়ু রোগী কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। এতদ্দেশের পূর্ব্ব দিকের আর্দ্রোষ্ণ বায়ু বহিলেই রোগীর সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ জন্মে অথবা বৃদ্ধি হয়।

ফস্‌ফরাস্—ইহারও স্বরভঙ্গ সহ স্বরযন্ত্রের কাঁচা ভাব থাকে ও রোগ সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়। স্বরযন্ত্রের অসহিষ্ণুভাব ও বেদনা কার্ব্ব

অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর থাকে, বেদনা জন্য রোগীর কথা বলা অসম্ভব হয়। অবস্থাবিশেষে ইহা কার্ব্বর পূর্ব্বে অথবা পরে উপযোগী।

সালফার—ইহার প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গ কার্ব্বা অপেক্ষা অধিকতর। সরিক ধাতুর ব্যক্তিদিগের যখন কোন ঔষধেই কার্য্য না হয় তখন ইহা উপযোগী।

কষ্টিকাম—সন্দিঘটিত স্বরবদ্ধ। কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ কথা সরে না। আক্রান্ত স্থানের ও ষ্টার্ণাম অস্থির পশ্চাতের কাঁচা ভাব ও জ্বালা উভয় ঔষধেই হয়। গাথকদিগের রোগ। প্রভেদ এই যে কষ্টিকামের রোগ প্রাতঃকালে ও শুষ্ক শীতল আবহাওয়ার সংস্রবে এবং কার্ব্বের রোগ সন্ধ্যাকালে ও আর্দ্রোষ্ণ বায়ু বহিলে বৃদ্ধি হয়।

হুপে পার্ফ—স্বরভঙ্গ হইলে স্বরযন্ত্র এবং তদধস্ত বৃহৎ বৃহৎ বায়ুনলীর টাটানি হয়। স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায় এবং সর্ব্ব শরীরের বেদনা থাকে।

সেনেগা—ইহার স্বরবদ্ধে গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক থাকে, কথা কহিতে বেদনা লাগে। হঠাৎ গলা বদ্ধ হয় এবং বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকার ভুলিতে পারা যায় না।

জেলসিমিয়াম—স্বরযন্ত্রপেশীর অবশতা প্রযুক্ত ইহার স্বরবদ্ধ হয়। ঋতুকালের ও গুল্মবায়ুঘটিত রোগ। **নাক্স মস্কেটার** স্বরভঙ্গও গুল্মবায়ু হইতে অথবা রোগীর মানসিক ভাবপরিবর্ত্তন জন্য হয়। **ওপিয়ামের** স্বরভঙ্গ ভীতি জন্য জন্মে। **প্ল্যাটিনাম** ও গুল্মবায়ু ঘটিত স্বরবদ্ধের ঔষধ। রোগীর যে কোন প্রকার গুল্মবায়ু লক্ষণসহই ইহা উপস্থিত হইতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা কাসরোগ।—বৃদ্ধদিগের পুরাতন কাসরোগে কার্ব্ব ভেজ বিশেষ ফলপ্রদ। ফলতঃ বৃদ্ধাবস্থায় বয়স ঘটিত এবং খাদ্য ও পানের অত্যাচার বশতঃ পরিপাকক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যাহাদিগের জীর্ণতা

জন্মে ও জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হয়, তাহাদিগের কাসিতে উপযোগী। রোগ অধিককাল স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ আক্রান্ত বায়ুনলীর বিস্তৃতি ও তন্মধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় ঘটে (Baoncorrhoea) এবং স্থলবিশেষে ফুসফুসের বায়ু স্ফীতি বা এম্ফিসিমা জন্মে। অবশেষে ইহাদিগের ফুসফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রম হয়। ফুসফুস মধ্যে জ্বালা, বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড়ি, শ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং প্রভূত পরিমাণ পীতাভ, পচাটে দুর্গন্ধ গয়ার নিষ্ঠিবন প্রভৃতি ইহার সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিস রোগের অন্যান্য ঔষধ মধ্যে সেনেগার কাসির অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণতা ও আটাল গয়ার দেখা যায়। রোগীর নিদ্রাবেশ হইবামাত্র ল্যাকেসিসের কাসির উদ্রেক হয়। আর্সেনিকের কাসি শ্রান্তিজনক ও শ্বাসকৃচ্ছ্র বিশিষ্ট। সিলার দুর্দ্দম্য কাসিতে বক্ষে সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতি জন্মে; গয়ার স্বচ্ছ অথবা পূয় শ্লেষ্মাময় থাকিয়া কখন সহজে কখন অতি কষ্টের সহিত উঠে। ডালকামারাও বৃদ্ধদিগের কাসির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার সবুজাভ গয়ার অতি সহজে উঠে এবং সিক্ত শীতল আবহাওয়ায় কাসির বৃদ্ধি হয়।

হাঁপানি বা এজ্‌মা রোগ।—বৃদ্ধ, দুর্ব্বল এবং গভীর ও পুরাতন অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগে কার্ব্বি ভেজ উপযুক্ত ঔষধ। জীর্ণশক্তি, জৈবতাপাল্পতাবিশিষ্ট এবং চিরন্তন অজীর্ণ রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে এতদূর কষ্ট উপস্থিত হয় যে, তাহা এবং আনুষঙ্গিক দুরবস্থা দর্শনে অনুমান হয় যে রোগী মৃতপ্রায়। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা অথবা উদরাধ্মান বশতঃ বক্ষে বায়ুর চাপ ইহার সাক্ষাৎ কারণ। রোগী বায়ুর অত্যন্ত অভাব বোধ করে; কাহারও আশ্রয়ে মুক্তবাতায়নে ঋজুভাবে বসিয়া থাকে, অথবা কেহ তাহাকে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত বাতাস করে। রোগী শীর্ণ, জীর্ণ এবং প্রশ্বাসবায়ু ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ন্যূনাধিক শীতল থাকে। মুখ কিঞ্চিৎ নীলিমাযুক্ত, উদর কখন ভয়াবহরূপে স্ফীত থাকে; এরূপ স্থলে উদ্গারে

রোগী কিঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর্দ্রোষ্ণ আবহাওয়ায় ও সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি।

নাক্সভমিকা—ইহাও কার্ব্ব ভেজের ন্যায় অজীর্ণরোগঘটিত হাঁপের ঔষধ। তরুণ আমাশয়াজীর্ণ ঘটিত রোগ। কাফি এবং উগ্রবীর্য্য মদ্যের অমিতাচার ইহার রোগের কারণ। শেষ রজনী ও প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি হয়, রোগী কসিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে পারে না, উদ্গারে বায়ু নিঃসরণ হইলে এবং পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিলে উপশম পায়।

অজীর্ণরোগ বা ইণ্ডিজেচ্শন।—মদ্য, মাংস প্রভৃতির অমিতাচার, রাত্রি জাগরণ এবং অন্যান্য বহুবিধ অত্যাচার নিবন্ধন স্বাস্থ্যভঙ্গ ও আমাশয়ের দুর্ব্বলতা কার্ব্ব ভেজরোগের মূল কারণ। ইহা ব্যতীত আমাশয়ের ক্যান্সার, উপাদানগত ঘনীভূত অবস্থা এবং ক্ষয় প্রভৃতি দুরারোগ্য অথবা অসাধ্য রোগ কর্তৃক আমাশয়ের বিকৃত অবস্থা প্রভৃতি কারণেও ইহার অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাশয়স্থানের দুর্ব্বলতা ও বিবমিষা উপস্থিত হয়। রোগী বসাময় বস্তু, মাংস ও ভর্জ্জিত খাদ্য আহারে অশক্ত থাকে। দুগ্ধপানে প্রভূত গ্যাসের উৎপত্তি হওয়ায় দুগ্ধ পান করিতে পারে না। আহারান্তে আমাশয়ের গুরুত্ব জন্মে এবং তাহা যেন টানিয়া নামায়। পরিপাকরসস্রাবের অক্ষমতা বশতঃ ভুক্ত বস্তু পচিয়া অম্ল ও পুতিগন্ধ গ্যাস প্রভৃতি জন্মে। উদর বায়ুপূর্ণ হয় ও গড় গড় করিয়া ডাকে। কখন কখন পচা স্বাদ ও দুর্গন্ধ উদ্গার এবং পুতিগন্ধ বায়ুর নিঃসরণ হয়। অধিকাংশ সময়ে উদরাময় থাকে, কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ হয়। ফলতঃ উদরাময়ই ইহার সাধারণ প্রকৃতি। আমাশয়ের জ্বালা একটি প্রধান লক্ষণ। ইহা আমাশয় হইতে পৃষ্ঠে বিস্তার করে এবং মেরুদণ্ড বাহিয়া অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে যায়। শিরঃশূল, বিশেষতঃ মস্তক পশ্চাতের শিরঃশূল ইহার চিরসঙ্গী; কখন কখন উদরস্ফীতির ঊর্দ্ধচাপে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

সাল্‌ফ এসি—ইহাতে অম্ল জন্মে। আমাশয় ও অন্ননালী প্রভৃতির সঙ্কোচন বা থলীতে আহারের কষ্ট ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। কার্ব্বতে অজীর্ণ পচনশীল গ্যাস ও বিজাতীয় পচা পদার্থের উৎপত্তি হয়।

নাক্‌স্—মদ্যমাংসাদির অমিতাচার ও রাত্রি জাগরণাদি ইহার রোগেরও প্রধান কারণ। ফলতঃ নাক্‌সে উপকার না হইলে অধিক সময়েই **কার্ব্বের** প্রয়োগ হয়। প্রভেদ এই যে, **নাক্‌স**রোগী একহারা, পাতলা, কার্য্যক্ষম, পীতাভ, খিট-খিটে ও ক্রোধপ্রবণ; কার্ব্ব রোগী কঠিনশরীর, মন্থরগতি ও আলস্যপ্রধান। নাক্‌সে আমাশয়ের সহানুভূতি বশতঃ শিরোঘূর্ণন ও আহারান্তে মূর্চ্ছার ভাব এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও নিষ্ফল মলবেগ থাকে। কার্ব্বতে অধিকতর বুকজ্বালা, উদরস্ফীতি এবং পচা দুর্গন্ধ উদ্গার ও বাতকর্ম্ম থাকে, এবং ইহাতে শ্বাস কষ্ট জন্মে এবং ইহা উদরাময়প্রধান।

কার্ব্ব, লাইক এবং নাক্‌স মস্কেটা—এই তিন ঔষধই অত্যধিক উদরস্ফীতির জন্য প্রসিদ্ধ। **কার্ব্বের** আমাশয়ে এবং লাইকর নিম্নোদরে অধিকতর গ্যাস জন্মে। প্রথম উদরাময়প্রধান, দ্বিতীয় কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান ঔষধ। উদরের গুরুত্ব, পূর্ণানুভূতি এবং আহারান্তে নিদ্রালুতা কার্ব্ব অপেক্ষা লাইক ও **নাক্‌স মস্কেটায়** অধিকতর থাকে। **কার্ব্ব** এবং **লাইক** উভয়ের রোগই অপরাহ্ন ৪ হইতে ৬ টার মধ্যে বৃদ্ধি পায়।

কার্ব্ব এবং কেলি কার্ব্ব—কেলি কার্ব্বের অজীর্ণ রোগও **কার্ব্ব** ও **চায়নার** ন্যায়। রসক্ষয়নিবন্ধন ও বহুকালস্থায়ী রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ অথবা রক্তহীন দুর্ব্বল রোগী, যাহারা বলহীনতা বশতঃ সহজে ক্লান্ত হয় ও পৃষ্ঠে বেদনা বোধ করে, তাহাদিগের পক্ষে কেলি কার্ব্ব উপযোগী। আহারের পূর্ব্বে ক্ষুধায় আমাশয় দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হওয়ায় মূর্চ্ছার অনুভূতি

জন্মে; ফলতঃ ইহাদিগের ক্ষুধার তুলনায় আমাশয়ে শূন্যতার অনুভূতিই অধিকতর। অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা এবং বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। আহার করিতে করিতে নিদ্রাবেশ হয়। আহারান্তে অত্যন্ত উদরস্ফীতিতে বোধ হয় যেন যাহা আহার করে সমুদয়ই গ্যাসে পরিণত হয়। কার্ব্বের ন্যায় ইহাও উদ্গারের পচাগন্ধের নিবারণ করে। ইহাতে মেরুদণ্ডে বেদনা থাকে এবং ইহার আমাশয়পীড়া কাফি ও মাংসযূষে বৃদ্ধি পায়। রোগী মিষ্ট দ্রব্য ও চিনি খাইতে ইচ্ছা করে।

কলেরা বা ওলাউঠা।—লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মণ্ডলী মধ্যে কলেরারোগে কার্ব্বের প্রয়োজ্যতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমরা তৎবিষয় স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিলাম। আমাদিগের বিবেচনায় কলেরা রোগের ঔষধপর্য্যায় হইতে ইহা পরিত্যাজ্য না হইলেও বিদেশীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যে এরোগে ইহার যতদুর সাধারণ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার উপযুক্ত ক্রিয়াস্থল ততদুর সাধরণ নহে। ইহার রোগজননক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করিলে এবিষয় আমাদিগের সম্যক উপলব্ধি হইবে। আমরা দেখিতে পাই কার্ব্ব একটি পচনশীল বস্তু, ইহার ক্রিয়ায় রক্ত, রস প্রভৃতি শরীরোপাদানের পচনশীলতা উপস্থিত হয়, শোণিত পচনশীল ও অম্লজান-বিহীন হইয়া পড়ে, উদরে গ্যাস সঞ্চিত হয় ও জৈব তাপের অভাব বশতঃ হিমাঙ্গ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা জীর্ণ ও দুর্ব্বল জীবনীশক্তিবিশিষ্ট এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের ঔষধ। ফলতঃ ইহা কলেরার হিমাঙ্গাবস্থাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রোগের প্রকোপ কালেই কলেরার হিমাঙ্গ লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তৎকালে কার্ব্বের অধিকাংশ লক্ষণের অভাব থাকে। বিশেষতঃ প্রকৃত কলেরার, তণ্ডুলধৌত জলের ন্যায় ও গন্ধহীন বিষ্ঠার সহিত ইহার বিষ্ঠার কোনই সাদৃশ্য দৃষ্টি গোচর হয় না। আমরা নিম্নে কলেরা রোগে কার্ব্বের প্রয়োগ স্থল নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছি।

বার্দ্ধক্য অথবা অন্যান্য যে কোন কারণেই হউক জীর্ণশরীর, ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল জীবনীশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কলেরা রোগেই অধিকাংশ স্থলে কার্ব্বের উপযোগিতা উপস্থিত হয়। হিমাঙ্গ বা কোলাপ্‌স্ লক্ষণ, বিশেষতঃ ইহার আনুষঙ্গিক উদরস্ফীতি কার্ব্বের প্রধান প্রদর্শক।

হিমাঙ্গলক্ষণ—জৈবতাপের অভাব; নাসিকা, গণ্ড এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বরফবৎ শীতলতা; হস্ত ও পদাঙ্গুলি সঙ্কুচিত; মস্তক ও দেহকাণ্ডের সর্ব্বত্রই শীতল, জিহ্বা শীতল, প্রশ্বাসবায়ু শীতল; নাড়ী সূত্রবৎ ক্ষণলোপবিশিষ্ট অথবা মণিবন্ধদেশে সম্পূর্ণ লুপ্ত; সর্ব্বশরীরের, বিশেষতঃ ওষ্ঠ এবং জিহ্বার ন্যূনাধিক নীলাভা; শরীর চটচটে ঘর্ম্মাবৃত; শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ক্ষীণ এবং অগভীর; মস্তিষ্কের অবসাদ বশতঃ রোগী সংজ্ঞাহীন ভাবে থাকে, অথবা কিঞ্চিৎ সংজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ ক্ষীণস্বরে 'বাতাস' 'বাতাস' করে। ফলতঃ এরূপ হিমাঙ্গ লক্ষণ দ্বারা রোগীর জীবনীশক্তির অতীব শেষ সাংঘাতিক অবস্থা প্রকটিত হয়। ইহা পূর্ব্বকথিত ধাতুপ্রকৃতিবিশিষ্ট কলেরারোগীর রোগের পরিণাম টাইফয়েড অবস্থা বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে।

কলেরা, ব্লডিকলেরা ও মারাত্মক রক্তাতিসারের আক্রমণের প্রথম হইতেই আমরা কার্ব্ব ভেজের সম্যক সাদৃশ্যবিশিষ্ট রোগলক্ষণ দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। এই সকল রোগীর মল কৃষ্টবর্ণ, পচাটে, তরল, রক্ত ও ক্লেদময়, জলবৎ ও ন্যূনাধিক দুর্গন্ধযুক্ত। উদর স্ফীতি থাকে কিন্তু তৃষ্ণা, ছটফটি, খল্লী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কোন প্রবল লক্ষণ প্রকাশ পায় না। উদর ও মলদ্বার জ্বালা করে। রোগীবিশেষে পূর্ব্ববর্ণিত হিমাঙ্গ লক্ষণের কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকে।

আমার পরিচিত একটি ভদ্রলোকের দুইবার ন্যূনাধিক উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত কলেরা রোগ হইতে দেখিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের আর্দ্রোষ্ণ আবহাওয়াকালে ব্যাপক কলেরার উপস্থিতি সময়ে তাঁহার রোগ হইয়াছিল। আমি যে মেঘলা ও গুমসাদিনে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম তাহা এখনও আমার

বিলক্ষণ স্মরণ আছে। প্রতিবারেই ২।৩ বার ভেদের পরে উপরিউক্ত শোচনীয় অবস্থায় তাহাকে দেখিয়াছিলাম। রোগী চিররুগ্ন, একহারা, কৃশ ও ফেকাসে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। ঘাড় হেট করিয়া সাবধানের সহিত রাস্তা চলিতেন। আমি যখনই তাঁহাকে উপবেশনাবস্থায় দেখিতাম, তিনি উদরে হাত দিয়া বসিয়া বোধ হইত রোগের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ঔষধ সেবন অভ্যাস্তের মধ্যে ছিল। সাক্ষাৎ হইলেই ধাতুদৌর্ব্বল্য, শ্লেষ্মা এবং অজীর্ণের বিষয় জানাইতেন। কখনই আনন্দ বা স্ফূর্ত্তির ভাব দেখি নাই, সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিমর্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাঁহার হাসি, নিবিড় মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। প্রত্যেক বারেই ২।৩ মাত্রা কার্ব্ব ভেজ ৩০ প্রয়োগে অতি সত্বর আরোগ্য হইয়াছিলেন।

কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থার অন্যান্য প্রধান ঔষধের সহিত তুলনা দ্বারা ইহার প্রয়োগস্থল বোধগম্য করাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আর্সেনিকও কলেরার অতি সাংঘাতিক অবস্থার ঔষধ। কিন্তু ইহার রোগী সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট থাকে না, জ্বালা অতর্পণীয় তৃষ্ণা, উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুভীতি প্রভৃতিতে ছটফট ও এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। **সিকেলি** রোগী অনেকাংশে **কার্ব্ব ভেজের** তুল্য হইলেও ইহার পেশীর আক্ষেপিক আনর্ত্তন ও হস্তাঙ্গুলির খল্লীতে অঙ্গুলীনিচয়ের বহির্দ্দিকে বিস্তৃতিতে কিঞ্চিৎ পেশীশক্তির বর্ত্তমানতার চিহ্ন প্রভেদক। **কুপ্রামে** মুখমণ্ডলাদির নীলাভা প্রভৃতি কোলাপ্স্ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও উদর, উরু, জঙ্ঘাপশ্চাৎ প্রভৃতি স্থানের ভয়াবহ খল্লী ও তজ্জনিত চীৎকারাদি অস্থিরতা প্রভেদকরূপে বর্ত্তমান থাকে। **ভিরেট্রাম এল্বামের** ললাটদেশের শীতলঘর্ম্ম, উদরশূল, খল্লীর বর্ত্তমানতা, অতিসার ও বমনের প্রচুরতা প্রভেদক। সাধারণতঃ অতি সাংঘাতিক কলেরার অপেক্ষাকৃত প্রথমাবস্থায় **ক্যাম্ফর** প্রযোজ্য; **কার্ব্বের** সাধারণ প্রয়োগকাল রোগের শেষাবস্থা।

অধিকাংশ স্থলে ভেদ-বমন না হইয়া তীক্ষ্ণ কলেরাবিষের হঠাৎ ও প্রবল স্নায়বিক অবসাদে (shock) ক্যাম্ফরের প্রভূত কোলাপস্ অবস্থা ঘটে। ভেদ-বমনাদি হইয়া ক্রমে শারীরিক ও জীবনীশক্তির অবসাদ এবং টিশু ও স্রাবাদির পচনাবস্থায় টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত কোলাপস্ অবস্থা **কার্ব্বের** উপযুক্ত ক্রিয়াস্থল। **ক্যাম্ফরে** শোণিতযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, কৈশিক শিরা-মণ্ডলী প্রভৃতির সঙ্কোচনে অধিক হিমাঙ্গ হয়; কার্ব্বের হিমাঙ্গের কারণ শোণিত-যন্ত্রমণ্ডলীর শক্তিহানি, কৈশিক নাড়ী বহিয়া শোণিতের পূর্ব্বকথিত মন্থরগতি প্রভৃতি। প্রথমে স্নায়বিক উত্তেজনা ও কষ্ট বশতঃ ব্যাকুলতা, আক্ষেপ ও খল্লী প্রভৃতি থাকে, দ্বিতীয়ে স্নায়বিক বলক্ষয় জন্য নিশ্চেষ্ট ও অবসন্নভাব জন্মে

একনাইটের কোলাপস্ সহ হৃদয়স্থানের ব্যাকুলতা, মৃত্যু-ভীতি, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতার বর্ত্তমানতা সম্যক্ বিশেষতা জ্ঞাপন করে। হাইড্রসায়ানিক এসিড রোগীর বিরেচন, বমন বন্ধ হয়, অথবা অনৈচ্ছিক মল ঝরিতে থাকে, নাড়ী থাকে না, কনীনিকার বিস্তৃতি হয়, চক্ষুর বিস্ফারিত অবস্থায় স্থিরদৃষ্টি হয়, এবং ধীর শ্বাসপ্রশ্বাসে গভীর খাবি খাওয়ার ন্যায় অথবা আক্ষেপযুক্ত শ্বাস অনেকক্ষণ পর পর হইতে থাকে, ব্যবধান কালে বোধ হয় যেন রোগী পঞ্চত্ব পাইয়াছে, আর শ্বাস বহিবে না; এরূপ অবস্থার মধ্যেও রোগীর মৃগীবৎ আক্ষেপ হইতে থাকে, ফলতঃ ইহা মৃতপ্রায় রোগীর অন্তিম আশ্রয়। **কোবরা** বা **ন্যাজা**ও শ্বাসক্রিয়ার অবসাদ সংঘটিত করিয়া মৃত্যু আনয়ন করে। ইহা শোণিত অপেক্ষা স্নায়ুশক্তির অধিকতর ক্ষতিকর। ইহার অন্য ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড ও বৃহদ্ধমনী অভ্যন্তরে রক্তচাপ জন্মে। স্নায়ুকেন্দ্রের শক্তিহানি ইহার রোগীর মৃত্যুর কারণ; ইহা **আর্সেনিকের** পরে প্রযোজ্য।

ডাং সরকারের মতে **কার্ব্ব আর্সেনিকের** অপব্যবহারের কুফল সংশোধন করিতে সমর্থ।

কলেরার উদরস্ফীতি সাধারণতঃ সাংঘাতিক লক্ষণ মধ্যে গণ্য ; আমাশয় ও অন্ত্রের পক্ষাঘাত ইহার কারণ। ভেদ, বমন বন্ধ হইয়া যায় এবং উর্দ্ধাধঃ কোন পথেই বায়ু নিঃসরণ হয় না। এস্থলে আমরা কার্ব্ব ভেজের কোন ক্রিয়াই লক্ষ্য করি নাই। অনেকেই ওপিয়ামকে উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু ইহা দ্বারাও কোন ফল দৃষ্ট হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই উদরস্ফীতিসহ ওপিয়ামের প্রদর্শকরূপে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ঘটিত সংজ্ঞাহানি, নিদ্রালুতা, শ্বাসবিকার প্রভৃতি লক্ষণনিচয় কচিৎ উপস্থিত থাকে ; হঠাৎ প্রভূত পরিমাণ অন্ত্রস্থিত স্রাবাদির নিঃসরণপ্রযুক্ত স্নায়বিক অবসাদ (shock) বশতঃ অন্ত্রের পক্ষাঘাত এই উদরস্ফীতির কারণ বিবেচনা করিয়া একাধিক রোগীতে আমরা আর্ণিকা প্রয়োগ করিয়াছি। তাহাতে সাময়িক উপশম হয় বলিয়াও বোধ হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী ফল হয় নাই। কোন কোন রোগীর উদরমধ্যে বেদনা থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় উদরের বহিরভ্যন্তরে আর্ণিকা সদৃশ বেদনা থাকিলে ইহাতে ফল দর্শিতে পারে। ফলতঃ এ অবস্থায় আর্ণিকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক।

উদরাময় এবং আমরক্ত-রোগ।—কার্ব্ব ভেজ অজীর্ণ প্রধান ঔষধ। পূর্ব্বকথিত আমাশয়াজীর্ণ সহত ইহার সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ সংশ্লিষ্ট। উদরাময়ে রক্তময় বিরেচন হয় এবং গ্যাস বর্ত্তৃক উদর স্ফীত থাকে। এরূপ পূতিগন্ধবিশিষ্ট বায়ুনিঃসরণ হয় যে রোগীর নিকটে যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কার্ব্বের উদরস্থ সঞ্চিত বায়ুর একটি বিশেষতা এই যে, তাহা প্রথমে অন্ত্রের সঙ্কোচন দ্বারা আবদ্ধ হইয়া উদরের স্থানে স্থানে গোলা বা গুল্মাকারে অবস্থিত থাকে ও পরে অন্তর্হিত হয়। এজন্য উদরের স্থানে স্থানে বেদনা হয়। উদরাময়,

আমরক্তরোগ, কলেরা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আন্ত্রিক রোগেই অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ বশতঃ তাহার লোহিতবর্ণ ও জ্বালা থাকে। উপদাহাক্রান্ত অন্ত্রাংশ হইতে শ্লেষ্মা, জলবৎ পদার্থ, বিকৃত, কাল্‌চে ও তরল শোণিত এবং ক্লেদ নিঃসৃত হইয়া বিষ্ঠাসহ মিশ্রিত হয়। ইহার উদরাময়, আমরক্ত-রোগ ও কলেরার বিষ্ঠা (সর্ব্ববিধ) এবং নিঃসৃত বায়ু অসহ্য পুতিগন্ধবিশিষ্ট। ফলতঃ বিষ্ঠার প্রকৃতি এবং রোগীর ভয়াবহ দুর্ব্বলতা ও নিশ্চেষ্টভাব প্রভৃতিই এই দূষিত ব্যাধির অন্যান্য ঔষধ মধ্যে ইহাকে বিশেষতা প্রদান করে। বিষ্ঠা যতই পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তময় ও শ্লেষ্মাযুক্ত থাকে তদনুপাতেই **কার্ব্বের** দ্বারা উপকারের সম্ভাবনার বৃদ্ধি হয়। মলদ্বারের ও তৎসন্নিহিত স্থানের কাঁচা ভাব, চুলকনা ও জ্বালা হয় এবং উদরাময়ে উদরে চাপ দিলে ক্ষতবৎ বেদনা করে। শিশুদিগের মলদ্বারাদি স্থান লাল হয়, হাজিয়া যায়, বেদনা করে এবং তথা হইতে রক্ত পড়িতে পারে। সর্ব্বস্থলেই মলদ্বারের চুলকানি ও জ্বালা প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। রোগ যতই পুরাতন হইতে থাকে অন্ত্রের ক্ষতও তদনুপাতে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। এই সকল ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ রক্তময় রস নিঃসৃত হয় ও রোগীর শয়নাবস্থায় মলদ্বার হইতে অনৈচ্ছিক রূপে ক্ষরিত হইতে থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শরোগ।—**কার্ব্ব ভেজের** পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণ রোগের ফল স্বরূপ কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শরোগও নিতান্ত বিরল নহে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ইহাতেও **নাক্সের** ন্যায় নিষ্ফল মলবেগ হয়, রোগী মলত্যাগ করিতে যায়, কিন্তু বায়ুনিঃসরণ হইয়া মলবেগ অন্তঃহিত হয়। উদরের বায়ুই এই নিষ্ফল মলবেগের কারণ। অনেক সময়ে বিষ্ঠা কঠিন থাকে না তথাপি অত্যন্ত বেগ দ্বারা নরম বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়, তাহা উদরের বেদনার শান্তিকর। কঠিন বিষ্ঠার শেষ ভাগ রক্তময় আমজড়িত থাকে। মলত্যাগান্তে অনেক সময় পর্য্যন্ত উদর মধ্যে শূন্য বোধ হয়।

কার্ব্ব ভেজ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধের সহিত অর্শ জন্মে। ফলতঃ বহুকালব্যাপী মদ্য, মাংসাদির অমিতাচারে যকৃৎ প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রের রক্তাধিক্য ও জড়ত্ব (Torpidity) জন্মিয়াই কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শের উৎপত্তি হয়। মলদ্বার হইতে তীব্র রস নিঃসৃত হইয়া তৎসন্নিহিত স্থান ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী বিটপদেশ (Perineum) লালবর্ণ হয়, হাজিয়া যায়, জ্বালা করে ও চুলকায়। বারম্বার মদ্যাদির অমিতাচারে ক্রমে রক্তপূর্ণ, নীলাভ অর্শের বলি বহির্নিক্রান্ত হয়। এস্থলে **নাক্সে** উপকার না হইলে **কার্ব্ব** প্রযোজ্য।

এলুমিনার অর্শ প্রভৃতি রোগসহ নালীক্ষত থাকিয়া মলদ্বার জ্বালা করে, চুলকায় ও সিক্ত থাকে, **এমন কার্ব্বে** মলত্যাগ কালে অথবা অন্য সময়ে অর্শ বহির্নিক্রান্ত হয়, মলদ্বার চুলকায়, সিক্ত থাকে ও তাহার জ্বালায় রজনীতে নিদ্রা হয় না, রোগী গাত্রোত্থান করিতে বাধ্য হয়; **সেপিয়া** রোগীর মলদ্বার হইতে তীব্ররস নিঃসৃত হইলে তৎচতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা জন্মে ও অর্শে হুল ফোটার অনুভূতি হয়; **গ্র্যাফাইটিসের** বিদীর্ণ মলদ্বারে ছুরিকাঘাতের ন্যায় ও টাটানি বেদনাসহ ভয়ঙ্কর চুলকানি থাকে এবং **নাই এসিডের** মলত্যাগ কালে ফাটা মলদ্বারে ছিন্নবৎ অনুভূতি ও আক্ষেপ লক্ষণ এবং কোমল বিষ্ঠা নির্গত হইলেও তৎপরে কর্ত্তনবৎ বেদনা হয়, উভয়েরই মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থান সিক্ত থাকে।

শোণিত স্রাব।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **কার্ব্ব ভেজ** ক্রিয়ায় শোণিত অতীব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। বিগলিত উপাদানবিশিষ্ট, ক্লেদময়, অম্লজানবিহীন, তরলতর ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিতের ফাইব্রিণ পদার্থ স্বাভাবিক সংযামক গুণ বিরহিত হওয়ায় শোণিতের স্বাভাবিক গাঢ়ত্ব ও জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ বশতঃ রক্তাধিক্য ও ক্ষত জন্মে। এ কারণ শ্বাসযন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয় প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীপথ এবং অন্যান্য শিথিল,

অনাবৃত ও ক্ষতযুক্ত শরীরোপাদান হইতেও রক্তস্রাব হয়। অতি মন্দ গতিতে স্রাব হয় অর্থাৎ চুয়াইয়া পড়ে। বিকৃত কালচে শোণিত জমাট বা চাপ বাঁধে না। নাসিকার অদম্য রক্তক্ষরণে মুখমণ্ডল চুপসাইয়া যায়, তাহার নীলাভা প্রভৃতি ও হিমাঙ্গের অন্যান্য লক্ষণ রোগীর নিকটমৃত্যু সূচিত করে।

রক্তকাসি বা হিমপ্টিসিস্।—কাসরোগে শ্বাসযন্ত্র পথের গয়ার ও নাসিকাস্রাব বিকৃত রক্তময় থাকে এবং অবস্থাবিশেষে ফুস্ফুস্ হইতে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব প্রকৃত রক্তকাসি বা হিমপ্টিসিস্ রোগে পরিণত হয়। এই সকল রোগীর অবস্থা দৃষ্টি করিলে তাহাদিগকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠান্বিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ কোন অস্থিরতা লক্ষিত হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট বশতঃ মুখমণ্ডল উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক ভাব ধারণ করে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি দ্বারা ছটফটির ভাব দেখা যায় না। বক্ষ মধ্যে জ্বালা করে। ধ্বংসকর ফুস্ফুস্ রোগের অতি শেষাবস্থায় কার্ব্বের উপযোগিতা উপস্থিত হয়। নাড়ী সূত্রবৎ ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট থাকে। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত হয়। রোগী ক্রমাগত "বাতাস বাতাস" করে।

আর্ত্তবাধিক্য এবং জরায়ুর রক্তস্রাব।—ইহাতে কার্ব্ব-রক্তস্রাবের সাধারণ লক্ষণ উপস্থিত হয়। রক্তস্রাব স্থায়ী হইলে ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাবের ন্যায় বক্ষের যন্ত্রণা ও শ্বাসকষ্ট জন্মে। **কটি ও অধঃ মেরুদণ্ডদেশের জ্বালা** এবং **জরায়ুর জ্বালাকর বেদনা** ইহার বিশেষ লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে।

কার্ব্ব, আর্সেনিক এবং **সিঙ্কনা**—স্থলবিশেষে রক্তস্রাব নিবারণে উল্লিখিত তিন ঔষধই আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী। **সিঙ্কনার** কার্য্যক্ষেত্র অন্য দুই ঔষধ অপেক্ষা বহুবিস্তৃত। ইহাতে শোণিতের পচনশীলতা ও কলুষতা নাই, ইহার উপাদানগত ন্যূনতা প্রভৃতি নিবন্ধন গুণাপকৃষ্টতা ও অধিকতর তরলতা জন্মে। কর্ণে অস্বাভাবিক শব্দ

শ্রবণ, শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছার ভাব ও দৃষ্টিমালিন্য প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। **আর্সেনিকে** অবিশ্রান্ত ও অদম্য মৃদু রক্তস্রাব হয়। যন্ত্রবিশেষের ধ্বংস বা পচনশীল রোগ এই রক্তস্রাবের কারণ। ইহা এবং **কার্ব্ব** উভয়েই প্রচণ্ড জ্বালাকর বেদনা থাকে। কিন্তু **আর্সের** শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার ভাব বশতঃ অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা প্রভৃতি এবং **কার্ব্বের** জড়ত্ব ও অবসাদ ভাব উভয়ের প্রভেদক।

কার্ব্ব ও ইপিকাক—**কার্ব্বের** ন্যায় **ইপিকাক**ও ফুস্‌ফুস্‌ এবং জরায়ুর রক্তস্রাবে প্রথিতনামা ঔষধ। **ইপিকাকে**ও শ্বাসাভাবশতঃ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও মুখাবয়বে বায়ুর আকাঙ্ক্ষাব্যঞ্জক ভাব বর্ত্তমান থাকে। এ কারণ রোগীর **কার্ব্বের** ন্যায় হিমাঙ্গাদি লক্ষণ উপস্থিত না থাকিলে, **ইপিকাক** দ্বারা রক্তস্রাবের চিকিৎসা করিতে হয়।

শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকজ ভেইনস্‌।—বাহু, জঙ্ঘা এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শিরাপ্রসারণ রোগে **কার্ব্ব** উপকারী ঔষধ। আমরা হস্তের ও পদের এরূপ রোগ অনেক সময়েই দেখিতে পাই। ত্বগুপরি নীলবর্ণ, স্থূল নাড়ী সকল কেঁচোর ন্যায় বক্র ও জড়িত ভাবে থাকে এবং ক্রমে তৎস্থানে ক্ষত দেখা দেয়। ফলতঃ ইহার চিকিৎস্য সর্ব্বস্থানের **ক্ষত রোগেই** ক্ষতসন্নিহিত ত্বকের নীলবর্ণ কলঙ্কের বর্ত্তমানতা ও শিরারক্তের স্পষ্ট অচল স্থিতিশীলতা **কার্ব্বের** পরিচয় দেয়। তথাকার ত্বগধঃ শিরারক্তস্রাবের চিহ্নস্বরূপ কালশিরা উপস্থিত হয়। ক্ষত মাত্রেরই জড়ভাব ও আরোগ্যচিহ্নবিরহিত অবয়ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ক্ষতের জ্বালাময় বেদনা থাকে।

ক্ষতরোগ বা আল্‌সার।—শিরাবিবৃদ্ধিসংস্রবহীন সাধারণ ক্ষত আরোগ্যেও **কার্ব্বের** প্রসিদ্ধি আছে। এ সকল ক্ষতও জড়ভাবাপন্ন বা আরোগ্যচিহ্নবিরহিত থাকে। আক্রান্ত স্থানের গভীরদেশে ইহাদিগের

গতি হয় না, ইহারা ভাসমান ভাবে চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া যায়। পূয় তীব্রগুণ, ক্ষতকর, পাতলা, জ্বালাকর এবং দুর্গন্ধযুক্ত, "সুজাত" হয় না। রজনীতে জ্বালার বৃদ্ধি হইয়া রোগীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান ও তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত করে। ক্যান্সার বা কর্কটরোগের এবং স্কিরাস্ অর্ব্বুদের ক্ষতের পক্ষেও অবস্থাবিশেষে ইহা উপকারী।

দাহিকা, পৃষ্ঠব্রণ বা কার্ব্বাঙ্কল।—আক্রান্ত শরীরস্থান নীলাভ অথবা কালচে লোহিতবর্ণ ও শীতল এবং পাতলা, হাজাকর দুষিত ও দুর্গন্ধ স্রাববিশিষ্ট থাকিলে যদি অত্যন্ত জ্বালাময় বেদনা হয় তাহাতে কার্ব্ব ভেজ উপকারী। ফলতঃ উপরিউক্ত লক্ষণ নিচয়ের বর্ত্তমানে রোগী যখন শক্তিক্ষয়ে জীবনের প্রায় চরম সীমায় উপনীত এবং আর্সেনিক সদৃশ অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠাদি প্রকাশে অক্ষম হয়, তখনই ইহা আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়া জানিতে হইবে। স্ফোটক, ব্রণশোথ অথবা দাহিকা প্রভৃতি যাহারই পচন, বিগলন বা গ্যাংগ্রিণাবস্থা উৎপন্ন হইয়া পীড়িত স্থানের ও রোগীর উপরিউক্ত শোচনীয় লক্ষণ উপস্থিত করে তাহাতেই কার্ব্ব ভিন্ন অন্যতর ভরসাস্থল দৃষ্ট হয় না। রুগ্ন স্থানে অঙ্গারগুড়িকার পোল্টিস উপকারী।

গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডের কাঠিন্য ও প্রদাহ।—গ্রন্থির, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্তনগ্রন্থির বা স্তনের কাঠিন্য জন্মিয়া স্ফীতি ও জ্বালাকর বেদনাসহ পূয়সঞ্চারের উপক্রম হইলে কার্ব্ব ভেজ ফলপ্রদ ঔষধ। পূয় নিষ্ক্রান্ত হইলে দুষিতপ্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে। কক্ষদেশের ও কুচকীর গ্রন্থির কাঠিন্য জন্মিলে কার্ব্ব এনিমেলিস উপকারী। ইহাতে কুচকীগ্রন্থিনিচয়ের প্রস্তরবৎ কাঠিন্য নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। উপরিউক্ত কাঠিন্যের বর্ত্তমানতাই ইহার প্রদর্শক। গ্রন্থিনিচয়ের কাঠিন্য ও স্ফীতি নিরাকরণে ব্যাডিয়াগা এবং বাঘির অত্যধিক কাঠিন্য জন্মিলে ব্যাডিয়াগা ও এলুমিনা প্রযোজ্য।

জ্বর—টাইফয়েড বা সন্নিপাত জ্বরবিকার, পীতজ্বর বা ইয়েলফিবার এবং প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর।—শীতল ঘর্ম্ম ও প্রভূত দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ন্যূনাধিক হিমাঙ্গ বা কোলাপস্ লক্ষণে **কার্ব্ব ভেজ** সদৃশ শ্বাস ও উদর লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। ইয়েলফিবারের প্রতিষেধক বলিয়াও ইহার খ্যাতি আছে। মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষত বা কেরিজ ও হিপসন্ধিরোগসংশ্লিষ্ট প্রলেপক জ্বরের উপশমকরণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

সবিরাম জ্বর।—অতীব দূষিতপ্রকৃতির অথবা শোণিতসঞ্চয়ী সবিরাম জ্বরে **কার্ব্ব ভেজিটেবিলিসের** প্রযোজ্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন গভীর আক্রমণকারী রোগ, অথবা পারদ, কুইনাইন এবং লবণ সংক্রান্ত ঔষধের অপব্যবহার কর্ত্তৃক জীর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তিহীন ব্যক্তিগণ এই জ্বরের উপযুক্ত পাত্র। প্রচুর, অম্লঘ্রাণ ও শীতল ঘর্ম্ম, শীতকম্পে তৃষ্ণা, অন্যান্য অবস্থায় তৃষ্ণাহীনতা, অপরাহ্ণ কালে শরীরের অন্যতর পার্শ্বস্থ (সাধারণতঃ জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত) শরীরাংশের শীতলতা ; জীবনীশক্তির ত্বরিতাবসাদ বা পতন ; নাড়ীর দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, বিশৃঙ্খল অবস্থা ; জিহ্বার শীতলতা, সঙ্কোচন ও মৃতবৎ অবয়ব ; এবং শীতল প্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ এই জ্বরের শোচনীয় অবস্থা প্রকটিত করে। তাপের কোন প্রধান্য থাকে না, সাধারণতঃ তাহার অভ্যন্তরীণ অনুভূতিসহ উৎকণ্ঠা ও মুখমণ্ডলাদিতে তাপোচ্ছাস ও লোহিতাভায় তাহা পর্য্যবসিত হয়।

লেক্চার ৩৪ (LECTURE XXXIV).

সরিণাম্ (Psorinum)।

সাধারণ নাম।—সরিণাম্। কচ্ছুবীজ।

প্রয়োগ রূপ।—কচ্ছুপূয হইতে অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৩০ হইতে ১০০০০০ (cm) ক্রম।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে এবং মধ্য রজনীর পূর্ব্বে; মুক্তবায়ু মধ্যে; বাত্যাসঙ্কুল এবং বিদ্যুৎ ও ঝটিকাময় দিবসে; উপবেশনাবস্থায়।

উপশম।—শয়নাবস্থায়; গৃহমধ্যে; শরীরচালনায়; ঘর্ম্ম হইলে।

সম্বন্ধ।—সরিণামের কার্য্যপ্রতিষেধক—কফিয়া।

গর্ভাবস্থায় স্তনাগ্রসন্নিহিত স্থানের জ্বালা থাকিলে সরিণামের ক্রিয়ান্তে অবশিষ্ট লক্ষণ কার্ব্ব ভেজ দ্বারা নিঃশেষিত হয়।

ল্যাক এসি দ্বারা গর্ভাবস্থার যে বমনের আংশিক উপশম হয়, সরি তাহা আরোগ্য করে।

অণ্ডাধারের উপঘাত হইলে আর্ণির পর সরি প্রযোজ্য।

স্তনের ক্যান্সার বা কর্কট রোগে সরির পর সাল্ফার উপযোগী।

তুলনীয় ঔষধ।—সাল্ফার।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—**বিশেষতঃ সরাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী; ইহাদিগের কোন তরুণ ও প্রবল রোগান্তে জীবনীশক্তির আরোগ্যসূচক প্রতিক্রিয়া সহজে পুনরুদিত হয় না, ক্ষুধা পুনরাগত হয় না।**

অত্যধিক গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলাদোষযুক্ত রোগী; বাতপ্রকৃতি, এবং স্থৈর্য্যহীন রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে, চুলকানি জন্য নিদ্রা যাইতে পারে না এবং দস্যু ও নানাপ্রকার বিপদবিষয়ক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে।

অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধের প্রয়োগে যে সকল পুরাতন রোগের উপকার বা স্থায়ীফল হয় না (তরুণ রোগে সাল্‌ফার); সাল্‌ফার প্রদর্শিত হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার হয় না; যে সকল জ্বররোগীর রোগাবিবরণে কাউর বা একজিমা, গলক্ষত বা কুইনাজি অথবা হে ফিবার প্রভৃতি বংশগত রোগ বর্ত্তমান থাকার বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়।

কোমলাঙ্গ, পাণ্ডুর ও রুগ্নশিশু; পীড়িত শিশু দিবা, রজনী নিদ্রা যায় না, কেবল বিরক্ত করে, খিট খিট করে ও কান্দে (জ্যালাপা)।

সুস্থ বালক সকল দিন খেলা করে; রজনীতে অস্থির থাকে, বিরক্ত করে এবং ক্রমাগত ক্রন্দন করে (লাইকতে বিপরীত)।

কোন যান্ত্রিক বিকার অথবা স্পষ্ট কারণ ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি তরুণ রোগাক্রমণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত দুর্ব্বল থাকে; রসক্ষয়নিবন্ধন প্রভূত দুর্ব্বলতা।

যে সকল ব্যক্তি রোগারোগ্য বিষয়ে হতাশ; বিশেষতঃ জ্বররোগাক্রমণের পরে যে সকল ব্যক্তি ভরসাহীন হয়, ও মৃত্যু নিশ্চয় বলিয়া মনে করে; ঋতুসন্ধি কালীন, হতাশ ভাব।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষণ্নতা; মুক্তিবিষয়ক নৈরাশ্য (মেলিলো)।

শরীর ময়লার গন্ধযুক্ত, শরীর ধৌত করিলেও তাহা দূর হয় না।

পুরাতন শিরঃশূল, যাহা বায়ুর প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই উপস্থিত হয়; শিরঃশূলে নিদ্রাভঙ্গ হয়; শিরঃশূলাক্রমণকাল অতিশয় ক্ষুধা পায়,

শিরঃশূলের পূর্ব্বে দৃষ্টি ঘোর বা লুপ্ত হয় এবং চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল বিন্দু অথবা চক্র দেখা যায়; আহারকালে, মস্তক ধৌত করিলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে শিরঃশূলের উপশম।

শীতল বায়ুতে কিম্বা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে রোগী অত্যন্ত অসহিষ্ণু; অত্যধিক গ্রীষ্মের সময়েও রোগী পশমের টুপি, ওভারকোট অথবা স্থূল গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করে।

প্রবল বাত্যায় রোগী অত্যন্ত অসুস্থ হয়; বিদ্যুৎময় ঝটিকার কতিপয় দিবস পূর্ব্ব হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত রোগী অস্থির বোধ করে (ফস্)।

কাসি এবং শুষ্ক আঁইসযুক্ত উদ্ভেদ প্রত্যেক শীত ঋতুতে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

উদরাময়, শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া, ঋতুশোণিত, ঘর্ম্ম—সর্ব্ববিধ স্রাবই মাংস পচার দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

ত্বগুদ্ভেদ অন্তর্ম্মুখী হইয়া বা বসিয়া যাইয়া রোগ হইলে ও সাল্ফার তাহার উপশমনে নিষ্ক্রিয় হইলে, সমান্য মানসিক উত্তেজনায় কঠিন রোগ জন্মিলে ও শিশুকালের কোন উদ্ভেদিক রোগঘটিত রোগে উপযোগী।

কোন রোগাক্রমণের পূর্ব্বদিবস রোগী অসাধারণ সুস্থ বোধ করে।

ধাতুদোষঘটিত তরুণ গলক্ষতের (quinsy) ইহা উপশম করে এবং তদুৎপন্নকারী ধাতুদোষ নষ্ট করে।

যে হে-ফিবার প্রতি বৎসর একই মাসে, একই দিনে এবং দিনের একই ঘণ্টায় পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে, ধাতুগত দোষ নষ্ট করিয়া তাহার পৌনঃপুনিক আক্রমণের মূলোৎপাটন করিতে হইলে রোগীকে শীত ঋতুতে চিকিৎসা করিতে হয়।

মধ্য রজনীতে অত্যধিক ক্ষুধা হয় ও রোগী কিছু আহার করিতে বাধ্য হয়।

পচা ডিম্বের আস্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে (পূর্ব্বাহ্ণে, আর্ণিকা—রজনীতে, এণ্টি টার্ট—কেবল পূর্ব্বাহ্ণে, মুখ ধৌত করিলে অন্তর্দ্ধান করে, গ্র্যাফা.)।

উদরাময়ের বিষ্ঠা জলবৎ, ঘোর কটা, পুতিগন্ধবিশিষ্ট এবং **পচা মাংসের ন্যায় ঘ্রাণযুক্ত।**

প্রদর বা লুকরিয়া স্রাব জমাট, **বড় বড় চাপযুক্ত** এবং **অসহনীয় দুর্গন্ধযুক্ত।**

গর্ভাবস্থার অদম্য বমন, যাহাতে অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধও নিষ্ফল হয়; ভ্রূণের প্রবল চালনা হইতে থাকে।

হাঁপরোগ, যাহাতে রোগী মৃত্যু হইবে বলিয়া মনে করে, উপবেশন করিলে এবং মুক্তবায়ু মধ্যে যাহার বৃদ্ধি হয়, এবং রোগী শায়িত থাকিলে ও হস্তদ্বয় দূরে প্রসারিত করিলে যাহার উপশম থাকে।

ত্বক্, অতিশয় চর্ম্মরোগপ্রবণ, শুষ্ক ও নিষ্ক্রিয়, কদাচিৎ ঘর্ম্ম হয়, দেখিতে সমল, যেন কখনই ধৌত করা হয় নাই; স্থূল ও তৈলাক্ত চটচটে মলম দ্বারা ত্বক্‌রোগারোগ্যের কুফল।

রোগ কারণ।—সাল্ফারের ন্যায় সরিণামও একটি প্রধান সরাদোষপ্রশমনকারী ঔষধ। ইহারও কার্য্য বহু বিস্তৃত, কিন্তু ইহার সমক্রিয়াশীল সাল্ফার দ্বারা অধিকাংশস্থলে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় ও তাঁহা অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়া সরিণামের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। ফলতঃ যে স্থলে সাল্ফার দ্বারা অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না হয় তাহাই সরির উপযুক্ত ক্রিয়াস্থল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ধাতুর গভীরতর সরাবিষদোষই সরিণামরোগের মৌলিক কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ সরাদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কোন প্রকার ত্বগুদ্ভেদ অন্তঃপ্রবিষ্ঠ হওয়া বা বসিয়া যাওয়া, সামান্য কারণে মানসিক ভাবের বিপ্লব ঘটা, কোন প্রকার ত্বকরোগ মলম দ্বারা আরোগ্য করা, প্রবল বাত্যা, বিদ্যুৎময় ঝটিকা এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন

নিবন্ধন শারীরিক বৈদ্যুতিক অবস্থা ও জৈব তাপাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সরিণামের সাক্ষাৎ ও সাধারণ রোগকারণ বলিয়া গণ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—সরিণাম একটী গভীর ক্রিয়াশীল সরিক ঔষধ। ইহার ক্রিয়ায় পরিপাকবিভ্রাট উপস্থিত হইয়া পুষ্টি, পুনরুৎপাদন ও জনন প্রভৃতি ক্রিয়া বিদ্ধস্ত হওয়ায় শারীরিক রস, রক্ত ও স্রাব প্রভৃতি দূষিত এবং শরীরগঠনোপাদান নিচয় বিকৃত হইয়া যায়। ফলরূপ ত্বকের স্বাস্থ্যহানি জন্মিয়া নানারূপ চর্ম্মরোগ, গ্রন্থিবিবৃদ্ধি, বিজাতীয় ক্ষত, অস্থিক্ষত, শোথ এবং শরীরের শীর্ণতা ও পাণ্ডুরতা প্রভৃতি গভীর রোগ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ফলতঃ রোগী সম্পূর্ণ গণ্ডমালা বা ক্রফুলা ধাতুর জাজ্জ্বল্যমান প্রতিরূপ লক্ষণ প্রকাশ করে। জীবনীশক্তি বা শরীরের নিরাময়িক শক্তির অবসাদ বশতঃ উপযুক্ত ঔষধের ক্রিয়া হয় না। ত্বকের সমলতা, তাহার ঘৃণার্হ উদ্ভেদ ও ঘ্রাণ, মলমূত্র ও পূয় প্রভৃতি স্রাবের মড়িপচার ন্যায় দুর্গন্ধ ইহার প্রসিদ্ধ প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—পুষ্ট ও পরিপক্ক কচ্ছুরোগবীজ বা কচ্ছুর পূয় হইতে সরিণাম ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগবীজ হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাদিগকে "নসোড" বলিয়া থাকে। এই সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথির প্রথানুসারে প্রস্তুত, পরিক্ষিত এবং উপযোগী রোগবিশেষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই সকল ঔষধ মনুষ্য, মনুষ্যেতর প্রাণী এমন কি উদ্ভিদের রোগবীজও হইতে পারে। এম্ব্রাগ্রিসিয়া, তীমিমৎসের এবং সিকেলি কর্ণ্যেটামের—গোধুম জাতীয় শস্যবিশেষের রোগোৎপন্ন বস্তু রোগবীজ হইতে প্রস্তুত। ইহারাও "নসোড্" শ্রেণীভুক্ত এবং সর্ব্বতোভাবে হোমিওপ্যাথির নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে "আইসপ্যাথি মতের চিকিৎসাকে হোমিওপ্যাথিরই শাখা বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। ফলতঃ ইহা হোমিওপ্যাথির শাখা হইলেও প্রকৃত হোমিওপ্যাথি নহে। এই সকল ঔষধ, রোগবিষোৎপন্ন

হইলেও মনুষ্যেতর জীব ও উদ্ভিদরোগবিষ হইতে গৃহীত হইতে পারে না। কেননা ইহারা স্ব স্ব কারণোদ্ভূত ও অবিকল্প তত্তৎ রোগ নিবারণ করিতে, আরোগ্য করিতে এবং স্থলবিশেষে তাহার অনিষ্টকারিতার প্রশমন করিতে ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইবে যে, ভেরিওলিনাম, ডিফ্থিরিনাম এবং টুবাকুর্লিনাম্ প্রভৃতি আইসপ্যাথি মতের ঔষধ, হোমিওপ্যাথি মতের প্রণালী অনুসারে ব্যবহার করিলেই নসোড শ্রেণীভুক্ত হয়।

সরিণাম, সাল্ফারের ন্যায়ই গভীর ক্রিয়াশীল সরিক ঔষধ। উভয়ই সরাবিষদুষিতধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ধাতুসংশোধন দ্বারা অতি দুরারোগ্য ও বহুবিধ পুরাতন রোগারোগ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রিয়াবিকার ও উপাদানগত পরিবর্ত্তনের প্রগাঢ়তা এবং ক্রিয়ার ব্যাপকতা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই ইহা নূনাধিক রূপে সাল্ফারের সমকক্ষ। মূলতঃ ইহাও সুপরিপাক ও সমীকরণ (Assimilation) ক্রিয়া বিপর্যস্ত করিয়া দেহোপাদানপরম্পরার পুনরুৎপাদিকাশক্তির বিঘ্ন জন্মায় এবং শারীরিক জনন, বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ প্রভৃতি স্বাভাবিক জৈবক্রিয়াকে বিকারগ্রস্ত করে; ফলতঃ সরিণামক্রিয়ায় রক্ত রস, স্রাব, নিঃস্রাব প্রভৃতি তরল, পেশী, গ্রন্থি, ত্বক্ প্রভৃতি কোমলোপাদান এবং অস্থি প্রভৃতি কঠিনোপাদানের যেরূপ বৈকারিক পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহা সর্ব্বতোভাবেই সহজ সরাদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দেহোপাদানাদির বিকারের তুল্য।

আমরা জ্ঞাত আছি অভ্যন্তরীণ সরারোগ সহজাবস্থায় বাহ্য শরীরাংশের ত্বকে নানাপ্রকার কুষ্ঠরোগরূপে আবদ্ধ থাকিলে দেহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকে। ঔষধের বাহ্যপ্রয়োগাদি নানা কারণে ঐ বাহ্য রোগ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য এবং অসংখ্য পুরাতন রোগ জন্মে। কচ্ছু উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ সরা রোগের

অতি পরিস্ফুট ত্বক্‌রোগ। ইহার পূয় বা রোগবীজ যে উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ সন্না-রোগ-বিষবাষ্পের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন সর্ব্ববিধ এবং ইহা যে লক্ষণ সম্পন্ন সদৃশ রোগাদি উৎপন্ন করিতে সক্ষম, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব আমরা **সরিণামের** বিশেষ ক্রিয়াদি সম্বন্ধে এস্থলে কিছু উল্লেখ না করিয়া নিম্নে তাহার যান্ত্রিক ও প্রদর্শক লক্ষণের বর্ণনা করিব। তাহাতেই ইহার বিশেষতা যথেষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শরীর ঋজুভাবে অত্যধিক উচ্চ করিলে চিন্তার অন্তর্দ্ধান হয়। স্মরণ-শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ কিছুই মনে থাকে না, রোগী আপনার গৃহ পর্য্যন্ত চিনিতে পারে না। রোগী কোন বিষয়ের চিন্তা মন হইতে দূর করিতে পারে না; পুনঃ পুনঃ তদ্‌বিষয়ক স্বপ্ন দেখে; প্রাতঃকালে মস্তকের বাম অংশ জড়বৎ বোধ করে। রজনীতে জাগ্রত হইলে মদ্যপাননিবন্ধন মত্ততাবৎ মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত, হতবুদ্ধি ও কোয়াসাচ্ছন্ন অপরিষ্কার বোধ হয়; রোগী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। অপরাহ্নে মানসিক অবসাদ বশতঃ রোগী কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করে না। মানসিক দুঃখ ও বিষণ্ণতার আধিক্যে আত্মহত্যার চিন্তা পর্য্যন্ত উদয় হয়। আরোগ্যে নৈরাশ্য জন্মে; আশাশূন্য হইয়া রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু হইবে; এরূপ ভাব টাইফাস জ্বরান্তেই অধিকতর দেখা যায়, নাসিকার রক্তস্রাবে ইহার উপশম হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষণ্ণতা। ভাবি অমঙ্গলাশঙ্কায় উৎকণ্ঠা ও ভীতি। রোগী ভাবাবিষ্ট থাকে। সন্তুষ্ট ও কার্য্যে আনন্দানুভূতি। উত্তেজনাপ্রবণ, অসন্তুষ্ট, ক্রোধপরায়ণ এবং কোলাহলপ্রিয়। স্নায়বিক অসহিষ্ণুভাব প্রযুক্ত রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে, অস্থির থাকে, এবং হস্তের কম্পন হয়। মানসিক পরিশ্রমে মস্তকের পূর্ণতা, তীক্ষ্ণ বেদনা, দপদপানি এবং বাম ললাটে বেদনা জন্মে। প্রত্যেক মানসিক উত্তেজনায় কম্প উপস্থিত হয়, সামান্য মানসিক উত্তেজনায় অতি কঠিন রোগ জন্মে।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকার বশতঃ প্রাতঃকালে শিরঃশূল সহ শিরোঘূর্ণন হইয়া বোধ হয় যেন বস্তু সকল চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান হইতেছে এবং চক্ষু ফুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। মূর্দ্ধার পূর্ণতায় বোধ হয় যেন তাহা বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে। মস্তকের রক্তাধিক্য ও তাপ হইয়া অজ্ঞানভাবসহ রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, রোগী কিছুই স্মরণ করিতে পারে না, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে উপবেশনান্তর তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে জাগ্রৎ করিয়া স্মরণীয় বিষয় পুনঃ স্মরণ জন্য গাত্রোত্থান করিতে হয়।

নিদ্রাবিভ্রাট উপস্থিত হইয়া দিবসে নিদ্রালু থাকে; অসহনীয় চুলকনায় রজনীতে নিদ্রা হয় না; মস্তকে রক্তাধিক্য এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে। স্তন্যপায়ী শিশুর পীড়া হইলে দিবা-রজনী নিদ্রা যায় না, উত্তেজিত থাকে, খিট খিট করে এবং কান্দে। নিদ্রাভঙ্গের পরও স্বপ্ন জাজ্জল্যমান থাকিয়া যায়। তস্কর, বিপদ্‌পাত ও ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক স্বপ্ন। মস্তকের রক্তাধিক্য বশতঃ রজনী ১২ টার পর নিদ্রা হয় না। জাগ্রৎ হইলে কোন একটি মাত্র মানসিক ভাব নাছোড়বান্দা রূপে থাকিয়া যায়; রোগী কিছুতে তাহা বিদুরিত করিতে সক্ষম হয় না।

প্রাতঃকালীন শিরঃশূলে ললাট মধ্যে চাপবোধ হয়, অজ্ঞানতার ভাব হইলে রোগী টলিতে থাকে এবং চক্ষুর ক্ষতবৎ বেদনানুভূতি জন্মে। ১টা রজনীর সময় ললাটে প্রবল আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বোধ হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রাতঃকালে মস্তকের বেদনায় বোধ হয় যেন মস্তকের ললাট প্রদেশে মস্তিষ্কের যথোপযুক্ত স্থানাভাব বশতঃ মস্তিষ্ক ঠেলিয়া বাহির হইতেছে; মস্তক ধৌত ও আহার করিলে তাহার উপশম হয়। মস্তকপশ্চাতে হেচকা লাগার ন্যায় বেদনা; মস্তকপশ্চাতের দক্ষিণ পার্শ্বে চাপ হওয়ায় তথাকার অস্থি সন্ধিভ্রষ্ট হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। থলীর ন্যায় সঙ্কোচভাবের শিরঃশূল। মস্তকাভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিকে হাতুড়ির আঘাত হওয়ার ন্যায়

শিরঃশূল। ললাট এবং ললাট পার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে চাপিত হওয়ার ন্যায় শিরঃশূল বামদিকে অধিক থাকে এবং রোগী মত্ত ও অজ্ঞানবৎ হয়। মস্তকে রক্তাধিক্য হইয়া গণ্ড লোহিত বর্ণ ও তপ্ত হয় এবং মুখমণ্ডলের উদ্ভেদ সকল রক্তিমাবিশিষ্ট হইয়া উঠে; তাহাতে প্রত্যেক দিন অপরাহ্ণে ও আহারান্তে উৎকণ্ঠা জন্মে (পঞ্চম মাসের গর্ভিনী)।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাট ঘটিয়া চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দৃষ্টি। দৃষ্ট বস্তু ক্ষণকালের জন্য কম্পিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। আলোকে চক্ষুর বিদ্বেষ। উৎকণ্ঠার পর চক্ষুর সম্মুখে অস্পষ্টতা জন্মে। শ্রবণেন্দ্রিয়-বিকারে বাম কর্ণ মধ্যে ভন্‌ভন্‌ বা গুণগুণ শব্দ হইয়া পরে হুলবেধবৎ অনুভূতি ও শ্রবণশক্তির স্বল্পতা ঘটে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে শোণিতের ঘ্রাণ। ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারে ছিন্ন, ক্ষত ও আকৃষ্টবৎ নানাপ্রকার বেদনা ও কষ্টানুভূতি জন্মে।

গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকার ঘটিয়া কোন প্রকার উপাদানগত রোগ ব্যতীত দুর্ব্বলতার উপস্থিতি। তরুণ রোগ ও টাইফাস জ্বরান্তে দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ; রোগ না থাকিলেও রোগী আপনাকে পীড়িত বলিয়া বিবেচনা করে; ক্ষুধা পুনরাবর্ত্তন করে না; এবং সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয়। স্নায়বিক অসহিষ্ণুভাব থাকায় রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে। সাবসাল্টাস্ টেণ্ডিনাম (হস্ত ও পদের কম্প) হয়।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, পীতাভ এবং রোগচিহ্নব্যঞ্জক; চক্ষু বিস্তৃত ও নীল রেখাবেষ্টিত। মুখ রক্তিমাযুক্ত ও জ্বালাময় তাপ বিশিষ্ট। ললাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি জন্মে। গণ্ডাস্থির বেদনায় বোধ তাহাতে ক্ষত হইয়াছে। মুখে ক্ষত জন্মে। মুখে, বিশেষতঃ তাহার গণ্ড হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত স্থানে মামড়ি; ওষ্ঠ এবং চক্ষুপুট স্ফীত, চক্ষুর চতুপার্শ্ব টাটানিযুক্ত।

মুখে, বিশেষতঃ নাসিকায়, চিবুকে এবং গণ্ডের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি।

সন্ধ্যাকালে চক্ষুর শ্রান্তিবোধ। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ কালে আলোকাতঙ্ক। চক্ষুর প্রদাহ ও জলস্রাব; চক্ষুরুন্মোচনে বেদনা হওয়ায় কচিৎ-উন্মোচন করে; ভ্রূদেশে ও নাসিকা বাহিয়া এবং মস্তকের পশ্চাতে বেদনা, মস্তকের যন্ত্রণায় বিশেষ কষ্ট। প্রদাহযুক্ত দক্ষিণ চক্ষুপত্র মুদ্রিত করিলে চক্ষু মধ্যে আগন্তুক বস্তু থাকার ন্যায় চাপ বোধ। অক্ষিপুটকিনারার পুরাতন প্রদাহ দক্ষিণ চক্ষুতে আরম্ভ হইয়া বাম চক্ষুতে যায়, প্রাতঃকালে ও দিবসে তাহার বৃদ্ধি। অক্ষিপুটপ্রদাহে আলোকাতঙ্ক জন্মে, শিশু চক্ষু খুলিতে পারে না, উপুড় হইয়া শুইয়া থাকে।

কাণ হইতে লাল্‌চে খইল পড়ে; আরক্ত ও কাঁচা ক্ষতভাবযুক্ত বহিষ্কর্ণ হইতে রস গড়ায়; তাহাতে মামড়ি জন্মে এবং কর্ণপশ্চাতে ক্ষতবৎ বেদনা হয়। দুর্গন্ধ জলবৎ উদরাময় কালে কাণ পাকিয়া দুর্গন্ধ পূয়াকার স্রাব। কর্ণের তীক্ষ্ণ বেদনায় চারিদিন রোগী শয্যাশায়ী ছিল, কর্ণ স্ফীত হইয়াছিল এবং রোগী মনে করিয়াছিল বেদনায় তাহাকে ক্ষিপ্ত করিবে। কাণের হাঁড়ীর মধ্যে ও তাহার বহিঃ-প্রদেশে পূয়গুটিকা জন্মে। শিশুর দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতে মামড়ির আকারে পামা স্পষ্ট হইয়া বাহির হইলে তাহার শুষ্ক কর্ণের বধিরতা আরোগ্য হইয়াছিল। ললাটপার্শ্ব হইতে কর্ণ বাহিয়া গণ্ড পর্য্যন্ত বিম্বাকার উদ্ভেদের (Herpes) বিস্তার; মধ্যে মধ্যে তাহাতে অগণ্য মামড়ি জন্মে; কখন বা তাহার বেদনাযুক্ত ফাটা হইতে হরিদ্রাভ স্রাব বাহির হইয়া খুস্‌কি জন্মে; পচাগন্ধ রস পড়ে; অসহ্য চুলকানি হয়।

শ্বাসযন্ত্ররোগে শ্বাস গ্রহণে নাসিকার অসহিষ্ণু ভাব, দক্ষিণ নাসায় ছিদ্র করার ও হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতি হইয়া পরে অত্যন্ত হাঁচি হইতে

থাকে। পাতলা সর্দ্দির স্রাবে নাসিকার জ্বালার নিবৃত্তি। নাসারন্ধ্রের কঠিন শ্লেষ্মা, ছিপির ন্যায় বোধ হইয়া রোগীর বমনোদ্রেক; মস্তক নত করিলে উপশম। নাসিকার প্রতিশ্যায় রোগে কাসিলে হরিদ্রাভ সবুজ শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন। নাসিকাবিভাজক প্রাচীরে (Septum) বৃহৎ পূয়গুটিকা জন্মে।

স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মা সংলগ্ন থাকে, রোগী গলাভাঙ্গা কথা কহে। গলা যেন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, সুড়সুড় করে এবং তাহার উপশম জন্য কাসিতে হয়। কথা কহা বড়ই ক্লান্তিজনক বোধ।

রোগীর শ্বাস হ্রস্ব হয়। অতি কষ্টের সহিত বক্ষ বিস্তার করিতে পারে। শ্বাস গ্রহণের অক্ষমতা। উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রপ্রযুক্ত হৃৎকম্প, বসিয়া লিখিতে শ্বাসকৃচ্ছ্র বৃদ্ধি পায়, শয়ন করিলে তাহার হ্রাস; রোগী শরীরের যত নিকটে বাহু আনয়ন করে ততই শ্বাসকৃচ্ছ্র বৃদ্ধি পায়। বক্ষশোথে (Hydrothorax) হাঁপের ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্র আক্রমণ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষে এবং পৃষ্ঠে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখাভিমুখে সূচিবেধানুভূতি জন্মে।

শ্বাসনলীতে (Trachea) সুড়সুড় করিয়া খ্যাক্‌খ্যাকে কাসি; বক্ষের দুর্ব্বলতা, গুরুত্ব ও টাটানি হইয়া শুষ্ক কাসি; সন্ধ্যাকালে কথা কহিলে স্বরযন্ত্র ও বক্ষে বেদনার চুপ করিয়া থাকিলে উপশম; কাসিলে সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মাময় গয়ার উঠে, প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের সময় ও সন্ধ্যাকালে শায়িতাবস্থায় তাহার বৃদ্ধি; অনেকক্ষণ কাসিলে গয়ার নির্গত হয়। ফুস্‌ফুসের পুরাতন প্রতিশ্যায় জন্য যক্ষ্মাকাসের (Phthisis) আশঙ্কা জন্মে।

বক্ষাভ্যন্তরে জ্বালাযুক্ত চাপ। থাকিয়া থাকিয়া বক্ষ বেদনা ও অতিশয় উৎকণ্ঠা। বক্ষশোথ (Hydrothorax)। বক্ষে, বিশেষতঃ ষ্ট্যার্ণাম অস্থির পশ্চাতে বক্ষাভ্যন্তরে ক্ষতবৎ অনুভূতি। শায়িতাবস্থায়

বক্ষলক্ষণের হ্রাস। দক্ষিণ পার্শ্বের দশম পর্শুকাস্থির বিপরীত দিকে তীক্ষ্ণ বেদনা, বক্ষচালনায়, হাঁসিলে এবং কাসিলে বৃদ্ধি ও ঘর্ম্ম হয়। ফুসফুসের যক্ষ্মারোগ।

স্থির ভাবে শয়ন করিলে সরাঘটিত হৃদ্বেষ্টপ্রদাহের যন্ত্রণার হ্রাস। রসবাতজ হৃৎপিণ্ড প্রদাহের রসস্রাব জন্য শয়ন করিতে পারে না। নাড়ী দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ।

পরিপাক যন্ত্র লক্ষণে উর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত থাকে। শুষ্ক কটা এবং কাল ওষ্ঠে ক্ষত জন্মে। ওষ্ঠ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। চোয়ালের দক্ষিণ পার্শ্বে ও কর্ণের চতুঃপার্শ্বে টাটানি বেদনা হওয়ায় রোগী মুখে অঙ্গুলি প্রবেশোপযুক্ত হা করিতে পারে না। মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত; তথায় কণ্ডিলমেটা জন্মে। হনু অধঃ এবং জিহ্বাগ্রন্থি সকল স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল স্থানে পূয়জনক গুটিকা জন্মে।

দন্তনিচয়ের পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত সূচিবেধবৎ বেদনা মস্তকে বিস্তৃত এবং স্ফীত দক্ষিণ গণ্ডের জ্বালা; দন্তের অত্যন্ত শিথিলতা প্রযুক্ত স্খলিত হইবার আশঙ্কা জন্মে ও দন্তস্পর্শে তাহা অধিকতর হয়। দন্তমাড়িতে ক্ষত।

সর্দ্দি হইয়া স্বাদের অভাব ঘটে। স্বাদ তিক্ত থাকে আহার বা পানের সময় তদ্রূপ থাকে না; মুখে অনেক শ্লেষ্মা থাকায় বিকটাস্বাদ জন্মে ও মুক্ত বায়ুমধ্যে তাহা থাকে না। জিহ্বা শুষ্ক; জিহ্বাগ্র শুষ্ক ও ঝলসান বোধ; জিহ্বাশুভ্রলেপযুক্ত, হরিদ্রাভ এবং পুরু, শুভ্রাভ হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত।

মুখের শুষ্কতা এবং জ্বালা। মুখের শুড়্‌শুড়ি ও জ্বালা; উষ্ণ খাদ্যে প্রদাহযুক্ত মুখের ক্ষতবৎ বেদনার বৃদ্ধি; শীতল খাদ্য বিরক্তিকর বোধ হয় না। অধঃ ওষ্ঠের অভ্যন্তর পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা জন্মে এবং তাহার জ্বালা ও বেদনা হয়।

গলমধ্যে চিমসা শ্লেষ্মা থাকায় রোগী গলা খাঁকর দেয়। গলমধ্যে

ঝলসান বোধ ও জ্বালা। গলমধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ বা ছিপি থাকার ন্যায় অনুভূতিতে গলা খাঁকর দিয়া শ্লেষ্মা তোলায় বাধা জন্মে। মুখলালা গিলিতে বেদনা। গলা স্ফীত বোধ হওয়ায় গেলায় কষ্ট। গলায় দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত থাকায় গলগহ্বরের গভীরদেশে বেদনা ও জ্বালা। টন্‌সিলের প্রদাহে হনু অধস্থ গ্রন্থি স্ফীত এবং কর্ণ হইতে পচা গন্ধ পুয স্রাব।

ভ্রমণান্তর অত্যন্ত ক্ষুধা। ক্ষুধায় মধ্য রজনীতে রুটী খাইতে বাধ্য। টাইফাস রোগান্তে ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু অতিশয় তৃষ্ণা হয়। শূকরের মাংসে অশ্রদ্ধা জন্মে।

পচা ডিম্ববৎ, অম্ল এবং কটু আস্বাদযুক্ত উদ্গার। মাজায় বেদনা হইয়া প্রাতঃকালে বমন ও সকল দিন বিবমিষা; কিছুকাল হৃক্কার ভাব হইয়া প্রথমে রক্ত, পরে ক্লেদময় অম্ল পদার্থের বমন।

আমাশয়ের খল্লী। আমাশয়ের উর্দ্ধে কোটরবৎ স্থানে তীক্ষ্ণ হুলবেধানুভূতি। আমাশয় দুর্ব্বল, যকৃতের পুরাতন প্রদাহ। যকৃতের গভীরস্থানের গুরুত্ববোধক চাপে, দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে, ভ্রমণে কাসিতে, হাস্যে অথবা দীর্ঘশ্বাস টানিতে যকৃৎ প্রদেশের বেদনার বৃদ্ধি। যকৃৎ ও প্লীহাদেশে হুলবেঁধ এবং তীক্ষ্ণ বেদনা। প্লীহায় সূচিবেধের অনুভূতি দণ্ডায়মানে উপশম, গাত্রচালনায় বৃদ্ধি এবং বিশ্রামাবস্থায় থাকিলে পুনর্ব্বার স্থিতিশীল।

দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে উদরশূলের উপশম। অশ্বারোহণে উদরের বেদনা। উদর প্রসারযুক্ত। মূত্রত্যাগে বেদনা ও জ্বালার সহিত নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা। কুচকিপ্রদেশে হুলবেঁধা ও তীক্ষ্ণ বেদনা। ভ্রমণকালে দক্ষিণ কুচকির মধ্য দিয়া বেদনা চলাচল করে। (কুচকিদেশের অন্ত্রবৃদ্ধি)।

দুর্গন্ধ ডিমপচা অথবা মড়াপচা ঘ্রাণবিশিষ্ট তরল উদরাময়ের রজনীতে বৃদ্ধি; অবস্থাবিশেষে সবুজবর্ণ আমময় বিষ্ঠা রক্ত মিশ্রিত থাকে;

পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগ। অশ্বে ভ্রমণ কালে পেট কামড়াইয়া মল-ত্যাগের প্রবৃত্তি। পুরাতন উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া কটির বেদনা ও সরলান্ত্র হইতে রক্ত নিঃসরণ। কঠিন, কষ্টসাধ্য মলসহ সরলান্ত্র হইতে প্রভূত পরিমাণ রক্ত নিঃসরণ। অর্শের বলির জ্বালা। অশ্বারোহণকালে সরলান্ত্র ও মলদ্বারের টাটানি।

অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ, বেগ ধারণ করা যায় না (টাইফাস্)। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ এবং মূত্রপথের জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। ঘন, সাদাটে, ঘোলাটে এবং লোহিতবর্ণ তলানিযুক্ত মূত্রের উপরিভাগে সর।

সরিণামের পুংজননেন্দ্রিয় লক্ষণে ধ্বজভঙ্গ হওয়ায় স্ত্রীসঙ্গমে শুক্র ক্ষরণ হয় না। সঙ্গমে প্রবৃত্তিহীন। অণ্ডকোষ এবং অণ্ডরজ্জুর আকৃষ্টতা। জননেন্দ্রিয়াংশনিচয় শিথিল এবং জড়বৎ ভাব। লিঙ্গমণিতে প্রদাহযুক্ত ক্ষত হইয়া অণ্ডকোষের স্ফীতি ও গুরুত্ব। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে প্রষ্টেট গ্রন্থি হইতে স্রাবের নির্গমন। মেঢ্র-ত্বক কিনারার প্রবর্দ্ধনের (sycotic excrescences) চুলকানি ও জ্বালা। লিঙ্গের পুরাতন প্রতিশ্যায় থাকায় পরিহিত বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে যোনির ঊর্দ্ধের কেশাবৃত স্থানে (Pubic region) চিমটি কাটার অনুভূতি। দক্ষিণ কটিতে কর্ত্তনবৎ অনুভূতি বশতঃ সাহায্য ব্যতীত ভ্রমণে শক্তিহীনতা। প্রবল আঘাতবশতঃ বাম অণ্ডা-ধারের দড়্কচড়াভাব বশতঃ মুখে এবং শরীরে চুলকানাযুক্ত উদ্ভেদ। দক্ষিণ কুচকির ঊর্দ্ধে গিটময় পিণ্ডের ব্যাণ্ডেজ বন্ধনেও বেদনা। সরাদূষিত রোগিণীর গ্রীবার উদ্ভেদ পুরু ছালে আবৃত থাকে, যক্ষ্মাকাস জন্মে। ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। ঋতুসন্ধির সম সম কালে রজঃকৃচ্ছ্র জন্মে, চাপ চাপ অসহনীয় দুর্গন্ধময় শ্বেতপ্রদরের (Leucorrhoea) স্রাবে কটি ও ত্রিকাস্থির (Sacrum) প্রখর বেদনা।

গ্রীবার বেদনাযুক্ত কাঠিন্যহেতু গ্রীবা পশ্চাৎপার্শ্বে নত করিলে টাটায় ও ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় হয়। গ্রীবার স্ফীত গ্রন্থির বেদনা মস্তক পর্য্যন্ত যায়। উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিন্নন ও সূচিকাবেধবৎ অনুভূতি। পৃষ্ঠের ঘৃষ্টবৎ তীক্ষ্ণ বেদনায় রোগী ঋজু হইতে পারে না। কটি দুর্ব্বল হওয়ার ন্যায় বেদনা। কটির বেদনার চালনায় বৃদ্ধি।

দক্ষিণ স্কন্ধের খঞ্জভাব ও টাটানি বেদনার হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। স্কন্ধ হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত অবশ ও খঞ্জ হওয়ার ন্যায় বোধ। কনুইসন্ধির বাঁকের মধ্যে এবং মণিবন্ধের চারিদিকে উদ্ভেদ। বাহুর ছিন্নবৎ অনুভূতি। হাতের পিঠে তাম্র ও লালবর্ণ ফোস্কা। হস্তের ও হস্তাঙ্গুলি-সীমার নিকটবর্ত্তী স্থানের পীড়কায় পূয সঞ্চার, অঙ্গুলির ফাকে ফাকে চুলকায় ও বিস্বিকা জন্মে। করতল রজনীতে অধিক ঘামে। বাম হস্তোপরি আলপিনের মাথার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্কশ আঁচিল (Warts) জন্মে।

নিম্নাঙ্গে হিপসন্ধির বেদনায় বোধ যেন অস্থিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহার রজনীতে বৃদ্ধি হইয়া বাহুর দুর্ব্বলতা জন্মে। ভ্রমণে পদের অত্যধিক শ্রমে জঙ্ঘাতে, বিশেষতঃ তাহার স্থূলতর অস্থিতে এবং পদতলে বেদনা; জঙ্ঘার অস্থিরতা, দণ্ডায়মান হইলে ভাল থাকে। সায়াটিক স্নায়ুশূল বা কটিবাতে ভ্রমণকালে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা। জঙ্ঘার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূয়-গুটিকাতে রসস্রাবী ফোস্কা জন্মিলে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় ও ছিন্নবৎ বেদনা করে। জানুসন্ধির বক্র প্রদেশে শুষ্ক উদ্ভেদ। পুরাতন জানুপ্রদাহ। নিম্নপদে ক্ষত এবং গাত্রময় অসহনীয় কণ্ডূয়ন। পদের ঝিন্‌ঝিনি। পদতলের তাপ ও চুলকনা। পদের উপরিভাগে উদ্ভেদ জন্মিয়া শীঘ্রই তাহা পুরু, সমল ও শল্কবৎ হয়, পাকে, এবং কখন কখন বেদনা করিয়া ও চুলকাইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে।

বাম জানু ও কুক্ষির ছিন্নবৎ অনুভূতি; হস্ত ও পদের কম্প।

ত্বকের অসহনীয় চুলকনার প্রবৃত্তি, তাপে ও শয্যাতাপে বৃদ্ধি;

চুলকাইলে রক্তপাত হয়। ত্বক্ সমল, দেখিতে চর্ব্বিমাখার ন্যায় এবং স্থানে স্থানে হরিদ্রাবর্ণ কলঙ্ক; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোহিতবর্ণ উদ্ভেদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্ক জন্মে। সমস্ত গাত্র শল্কময়, ময়লা এবং ঘোর পীতবর্ণ; কখন কখন চুলকায় এবং চুলকাইলে তাহার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়। তাম্রবর্ণ পূয়গুটিকা চুলকায় না। চুলকণা হইয়া তাহা হইতে স্ফোটক জন্মে। সর্ব্বশরীরে ছালযুক্ত উদ্ভেদ। কচ্ছু বসিয়া যাইলে পরিশ্রম করিলেই আমবাত দেখা দেয়; গুটিকোৎপত্তিরোগ (Tuberculosis) জন্মে; মধ্যে মধ্যে শরীরে একটা করিয়া পূয়গুটিকা উৎপন্ন হয়। সহজেই প্রচুর দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ও তাহাতে দুর্ব্বলতা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

প্রতিক্রিয়ার অভাব—যাহাতে অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও যথোপযুক্ত ফল দর্শে না, যাহাতে সাল্‌ফার প্রদর্শিত হইলেও প্রয়োগে কোন ফল হয় না।—আমরা স্থানান্তরে নির্ব্বাণোন্মুখ শারীরিক প্রতিক্রিয়াশক্তি বা নিরাময়িক প্রতিক্রিয়াশক্তির পুনরুদ্দীপনকারী ঔষধনিচয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তৎবিষয় প্রণিধান করিয়া দেখিলে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে সাল্‌ফার এবং সোরিণাম ব্যতীতও প্রতিক্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী ঔষধমাত্রই শরীরের বিশেষ বিশেষ সুস্পষ্ট রুগ্নাবস্থায় বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। যেমন শারীরিক পতনাবস্থায় আক্ষেপ থাকিলে, কুপ্রাম, রক্তরসাদি জীবনীরসাপচয়ঘটিত শারীরিক নিস্তেজাবস্থায় চায়না, এবং টাইফয়েড অবস্থান্বিত, পতনোন্মুখ রোগীর অতি শোচনীয় অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশক্তির পুনরানয়নে কার্ব্ব ভেজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল সাল্‌ফার এবং সরিণাম ঔষধে উপরিউক্তরূপ কোনপ্রকার স্পষ্টতর বিশেষ লক্ষণ দ্বারা আমাদিগের পরিচালিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় না।

অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট, সরা-বিষ-বাষ্পদূষিত ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগেই এরূপ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ উপরিউক্তরূপ সোরাদূষিত ব্যক্তিদিগের টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি কোন তরুণ অথবা বহুকালের শিরঃশূল প্রভৃতি কোন পুরাতন রোগে সরা বিষের প্রতিষেধক গুণেই হউক, অথবা তৎকর্ত্তৃক জীবনীশক্তির হীনতা বশতঃই হউক, অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত উপযোগী ঔষধের প্রয়োগেও কোন ফল হয় না বা ক্ষণস্থায়ী ফল মাত্র হয়। এরূপ স্থলেই সাল্‌ফার এবং সরিণামের মধ্যে অন্যতর আমাদিগের সাহায্যকারী কিন্তু এই দুই ঔষধের মধ্যে প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই এরূপ নিকট সাদৃশ্য আছে যে স্থল বিশেষে ইহাদিগের মধ্যে অন্যতরের নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ আশানুরূপ সহজ হয় না। তৎসৌকার্য্যার্থে আমরা নিম্নে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম—

১। উভয় ঔষধের প্রদর্শক লক্ষণ সমষ্টির তুলনা।

২। উভয় ঔষধের ত্বগুদ্ভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, কারণ সরিক ঔষধ নিচয় অনেকাংশে তাহাদিগের স্ব স্ব ত্বগুদ্ভেদ দ্বারা পরিচিত হয়। সম্ভব হইলে রোগীবিশেষের ভূত ও বর্ত্তমান কালের ত্বগুদ্ভেদের প্রকৃত্যাদির তুলনা।

৩। পুরাতন রোগের সরিণাম এবং তরুণ রোগে সাল্‌ফারের সাধারণতঃ উপযোগীতা।

৪। সাল্‌ফার প্রয়োগে কার্য্য না হইলে সরিণামের প্রয়োগ।

ফলতঃ উভয় ঔষধের প্রয়োগস্থল নির্দ্ধারণ করা অনেক স্থলেই সহজ হয় না। সাল্‌ফারের ক্রিয়া অতি বহুব্যাপক, এজন্য উভয় ঔষধ মধ্যে অন্যতরের প্রয়োগ বিষয়ে সন্দিহান হইলে প্রথমে অথবা সাল্‌ফারের প্রদর্শক লক্ষণানুসরণ করিয়াই সাল্‌ফার প্রয়োগ করা যদি তাহা নিষ্ফল হয় সে স্থলে সরিণাম প্রযোজ্য। উভয় ঔষধের সাধারণ শরীরাবয়বের তুলনাও কথঞ্চিৎ-রূপে আমাদিগের সাহায্যকারী হয়। সাল্‌ফাররোগী একহারা এবং কুজ-

গ্রীব। সরিণামরোগী অধিকাংশ সময়ে পাণ্ডুবর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং সহজে রোগপ্রবণ শিশুদিগের মধ্যে প্রাপ্তব্য।

দদ্রুবৎ ত্বগুদ্ভেদের (Herpetic skin eruption) বর্ত্তমানতা—শিরোদদ্রু (Tinea capitis)।—সরিক ঔষধ মাত্রই প্রায় স্ব স্ব ত্বগুদ্ভেদ দ্বারা ন্যূনাধিকরূপে প্রভেদিত হইলেও সরিণাম নির্ব্বাচনে ইহা অন্যাপেক্ষা আমাদিগের অধিকতর সাহায্যকারী হইয়া থাকে। সোরিণাম কোন প্রকার টাইফয়েড পরিবর্ত্তনকারী বা সাক্ষাৎ-ভাবে উপাদানবিশ্লেষণকারী বস্তু নহে। কোন টাইফয়েড বা পচনশীল তরুণ বা উপাদানগত পুরাতন রোগে ইহার প্রয়োগ হইয়া উপকার হইলেও তাহার কোন প্রকার টাইফয়েড বা উপাদানগত বিকার লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হয় না। সরাদোষ ঘটিত প্রগাঢ় পরিপাকবিকার উপস্থিত হইয়া শোণিত, রসাদির অপকৃষ্টতা ও হীনাবস্থা উৎপন্ন হইলে শরীরস্রাবাদি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিকৃত স্রাবের বর্ত্তমানতা, সরাবিষের সাধারণ লক্ষণ এবং ত্বগুদ্ভেদের বিশেষতা অধিকাংশ সরিক ঔষধের প্রদর্শক। সরিণাম অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ ত্বগুদ্ভেদের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাল্‌ফারের সদৃশ গ্র্যাফাইটিস্‌সহও এ বিষয়ে ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। অতএব ত্বগুদ্ভেদের তুলনা দ্বারা ইহাদিগের স্ব স্ব বিশিষ্টতা স্থিরীকরণ আবশ্যক। এরূপ তুলনায় রোগীবিশেষের ভূতকালে কোন ত্বগুদ্ভেদ উপস্থিত হইয়া থাকিলে তাহা ও বর্ত্তমান ত্বগুদ্ভেদ উভয়ই তুলনীয় ঔষধের উভয় কালের ত্বগুদ্ভেদ সহ তুলনা করা প্রয়োজন।

১। সাল্‌ফার এবং সরিণাম্‌ উভয় ঔষধেরই ত্বক্‌ বিবর্ণ ও কদাকার, গাত্র ধৌত বা গাত্র মার্জ্জন করিতে উভয়েই অনিচ্ছুক, ত্বক্‌ ময়লা জড়িত ও অত্যন্ত ঘৃণার্হ দুর্গন্ধযুক্ত। সাল্‌ফার অপেক্ষা সরিণামে উপরিউক্ত ত্বক্‌লক্ষণ অধিকতর পরিস্ফুট থাকে।

২। সরিণামের ত্বগুদ্ভেদ মস্তক হইতে নিম্নাভিমুখী যায় ও ক্রমে গণ্ডদেশ, কর্ণ ও সমস্ত মুখমণ্ডল আক্রমণ করে। ইহা কখন আর্দ্র থাকে ও ইহা হইতে অতি ঘৃণাজনক স্রাব নির্গত হয়। কখন বা শুষ্ক থাকিয়া খুস্কির আকার ধারণ করে। উদ্ভেদসহ শিশুর কাণ পাকিয়া অতি অসহ্য পচা গন্ধের স্রাব হয়, রোগী উষ্ণ বস্ত্রে মস্তক আবৃত রাখে। ত্বগুদ্ভেদের এরূপ প্রকৃতি সাল্‌ফারে দৃষ্ট হয় না।

৩। সরিণামের ত্বগুদ্ভেদের ভয়াবহ চুলকানিতে রোগী অস্থির হইয়া চুলকাইতে থাকে এবং কণ্ডু হইতে রক্তস্রাব হইয়া তাহার নিবৃত্তি হয়। সাল্‌ফারের চুলকনায় প্রথমে সুখ বোধ হইয়া পরে কণ্ডুয়ন জন্য বেদনা ও জ্বালা হওয়ায় রোগী চুলকনা হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়।

৪। সাল্‌ফারের চুলকনা শয্যাতাপে, সরিণামের তাহা শরীরের উষ্ণতায় ও শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়।

৫। সরির চুলকনা গ্রীষ্মকালে অন্তর্দ্ধান এবং শীত ঋতুতে পুনরাবর্ত্তন করে; সাল্‌ফার কণ্ডুর এরূপ প্রকৃতি পরিস্ফুট ভাবে দৃষ্ট হয় না।

৬। সাল্‌ফারের দেহগহ্বরনিচয়ের বহির্দ্বারের রক্তিমা সরিতে অভাব।

গ্র্যাফাইটিসের বারম্বার আবর্ত্তনশীল ও রসস্রাবী বিম্বাকার ত্বগুদ্ভেদ বিশেষতঃ মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়দেশ আক্রমণ করে। ইহার হরিদ্রাভ স্রাবের ত্বরিৎ শুষ্কতা বশতঃ মামড়ি উৎপন্ন হয়। ওষ্ঠ, মলদ্বার প্রভৃতি ত্বগংশের ফাটা, নখের বিকার এবং ক্ষতকলঙ্কের জ্বালা প্রভৃতি যথেষ্ট প্রভেদক।

শরীরের অতি বিজাতীয় দুর্গন্ধ শরীর ধৌত করণেও বিদূরিত হয় না।—**সরিণামরোগী** বড়ই বীভৎস প্রকৃতির, স্নান কি গাত্র মার্জ্জনা করিতেই চায় না। ময়লা, অবিশুদ্ধতা, দুর্গন্ধ এবং পচাটে স্রাবে দেহ জড়িত থাকায় গাত্র হইতে অতি ঘৃণার্হ

দুর্গন্ধ নির্গত হয়। ফলতঃ জলকে রোগী ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করে। শরীর দেখিতে কদাকার, বিবর্ণ, কলঙ্কময়, কর্কশ, ফাটা ও যেন চর্ব্বিসম্পৃক্ত বলিয়া বোধ হয়। শরীর ধৌত করিলেও দুর্গন্ধাদি দূর হয় না। **সাল্‌ফারব্রকেরও** উক্তরূপ বিকট প্রকৃতির দুর্গন্ধ প্রভৃতি থাকে, কিন্তু **সরিণ** অপেক্ষা তাহা অনেকাংশে কম।

বিষ্ঠা, শ্বেতপ্রদর, ঋতুশোণিত ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ স্রাবেই পচা মড়ার ন্যায় বিজাতীয় দুর্গন্ধের বর্ত্তমানতা।—**গ্রাফাইটিস্** ও **ল্যাকেসিস্** প্রভৃতি অনেক ঔষধেই স্রাবের ন্যূনাধিক বিকট দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ বিশেষ স্রাবে বর্ত্তমান থাকে, **সরিণ** ন্যায় সর্ব্বস্রাবব্যাপক নহে।

শীতল বায়ু অথবা আকাশের পরিবর্ত্তনের অত্যধিক অসহিষ্ণুতা।—শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় প্রকার শৈত্যসংস্রবে এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে রোগী অসহিষ্ণু থাকে বা তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। রোগী ভয়ানক গ্রীষ্মমধ্যেও মস্তকে পশমের টুপি ও গাত্রে ওভারকোট কিম্বা উষ্ণ গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করে। হিপার সাল্‌ফার-রোগীও শুষ্ক শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা বশতঃ গ্রীষ্মমধ্যেও গাত্র বস্ত্রাবৃত করে। রোগীর গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের বাতায়নপথও উন্মুক্ত রাখা সে সহ্য করিতে পারে না।

নৈরাশ্য এবং মৃত্যু হইবে বলিয়া বিশ্বাস।—শরীরোপাদানের ক্ষয়, কোন যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনাদি অথবা অপর কোন সুস্পষ্ট কারণ ব্যতীত উপরিউক্ত মানসিক অবস্থা সরিণামের প্রদর্শক। টাইফয়েড জ্বরাদি তরুণ রোগান্তে স্বাস্থ্যসংপূরণাবস্থায় জীবনীশক্তির সরাদোষঘটিত জড়ত্ব বশতঃ পুনরুৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতি দেহের জীর্ণসংস্কারক ক্রিয়ার অবসাদের অপ্রকাশিত সহজ অনুভূতিই ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত

হয়। সর্ব্বাঙ্গীন টিস্থধ্বংসের যন্ত্রণাপ্রসূত মৃত্যু বিষয়ক সহজ অনুভূতি আর্সের মৃত্যুভীতির কারণ। হৃৎপিণ্ডের প্রবল আক্রমণ বশতঃ বক্ষযন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা ও প্রাণের ভয়াবহ বিকলভাব একনাইটের মৃত্যুকালনিশ্চায়ক মৃত্যুভীতির কারণ।

তরুণ ও কঠিন রোগান্তর স্বাস্থ্যসংপূরণাবস্থায় (During convalescence) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম।—সরা-ধাতুর ব্যক্তিদিগের কঠিন ও তরুণ রোগারোগ্যের পর যন্ত্রাদির কোন প্রকার উপাদানগত দোষ না থাকিলেও সহজে শরীর সংস্কার হয় না; রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় ও দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়। রোগীর আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ্য জন্মে। এরূপ লক্ষণ চায়নাতেও দেখা গিয়া থাকে। সরাদোষঘটিত পুনরুৎপাদিকা শক্তির অবসন্নতা সরিণামরোগীর এরূপাবস্থার কারণ। সরাদোষের নিদর্শন স্বরূপ রোগীর উপরিউক্ত কঠিন রোগের উপস্থিতি কালে বা তৎপূর্ব্বে কণ্ডুয়নযুক্ত ত্বগুদ্ভেদ অথবা তাহার উপক্রম লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়। শোণিত ও রসাদির অপচয় ও অতিরিক্ত উদরাময়, ঘর্ম্ম প্রভৃতি জন্য জৈবরসক্ষয় চায়নার উপরিউক্ত অবস্থার কারণ।

চিকিৎসা।

রোগ চিকিৎসায় সাল্‌ফার এবং সরিণামের কার্য্যক্ষেত্র অসীম বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা সরারোগ-বিষদূষিত ব্যক্তিগণই অধিকাংশ কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য রোগের কার্য্যক্ষেত্র, এবং তাহার কোন না কোন অবস্থায় সরিক ঔষধের প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কারণ অনেক স্থলেই সরাবিষবাস্প কর্ত্তৃক নিরাময়িক প্রতিক্রিয়াশক্তি অভিভূত ও ম্রিয়মান থাকায় উপযুক্ত ঔষধের প্রয়োগেও ফল হয় না। অনেক স্থলে সরাবিষক্রিয়া দ্বারা অভিভূত শরীরে

চিকিৎসোপযোগী রোগলক্ষণ অস্পষ্ট অবস্থায় অথবা সরাবিষলক্ষণসহ বিজড়িত থাকায় প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করা সহজ হয় না। এজন্য রোগ, বিশেষতঃ পুরাতন রোগ চিকিৎসাসৌকর্য্যার্থে কোন কোন স্থলে নিরাময়িক প্রতিক্রিয়া শক্তির উদ্দীপনার্থ এবং স্থলবিশেষে সরা বিষের আবরণ ও তল্লক্ষণ রূপ আবর্জ্জনা দূর করিয়া চিকিৎসিতব্য রোগলক্ষণ পরিস্ফুট করণার্থে সরিক ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। উপরিউক্ত কার্য্যসাধনে সাল্‌ফার এবং সরিণাম আমাদিগের প্রধানতম সহায়। অতএব কি তরুণ, কি পুরাতন, বিশেষতঃ পুরাতন রোগচিকিৎসায় উপরিউক্ত সরিক ঔষধদ্বয়ের বিষয় সর্ব্বদাই আমাদিগের মানসক্ষেত্রে জাগরূক রাখা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যথা কষ্টসাধ্য পুরাতন রোগচিকিৎসায় ফলাশা সুদূরপরাহত।

বিষাদোন্মত্ততা ও অবসাদ বায়ু বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস্। —সরারোগবিষই অধিকাংশ পুরাতন মানসিক বিকারের কারণ। এজন্য অবস্থাবিশেষে বিশেষ বিশেষ সরিক ঔষধ ব্যতীত স্থায়ী এবং পুরাতন উন্মাদ রোগ চিকিৎসা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য এরূপ সরিক ঔষধের মধ্যে সাল্‌ফার এবং সরিণাম্ অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। স্থলবিশেষে এতদুভয় মধ্যে অন্যতরের প্রয়োগের নির্দ্ধারণ অতীব কঠিন বলিয়াই বিবেচিত। কেননা শরীরাবয়বে, তাহার কদর্য্যতায়, রোগীর মানসিক প্রবৃত্তিতে এবং পুরাতন মৃদুভাবাপন্ন বৈকারিক লক্ষণে এবং অবসাদ ভাবের প্রাধান্যে উভয় ঔষধ মধ্যে লক্ষণবিশেষের ন্যূনাধিক্যের কিঞ্চিৎ তারতম্য ব্যতীত মূল প্রকৃতিবিষয়ক কোন বিশেষ প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না। রোগীর ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান ত্বক্‌রোগের (উপস্থিত থাকিলে) প্রকৃতি, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্যকারী। ফলতঃ সন্দেহ স্থলে প্রথমে **সাল্‌ফার** প্রয়োগে ফল না পাইলে সাধারণতঃ **সরিণাম** ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রগাঢ় বিষণ্ণতা এবং ঘোর তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্যই ইহার মানসিক বিকারের মূল প্রকৃতি। কোন বিষয়েই রোগী আশার লেশ মাত্র দেখিতে পায় না, সকলই তাহার নিকট নৈরাশ্যময় মেঘাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়। কি দিবসের সজ্ঞান চিন্তা, কি রজনীর স্বপ্ন, সকলই নৈরাশ্যপূর্ণ থাকে। অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত ও লাভবান বিষয় কর্ম্ম থাকিলেও রোগী তাহার ভরণপোষণবিষয়ক অনাটন জন্য অহরহঃ চিন্তান্বিত থাকে। মনে করে সে বহুতর পাপ করিয়াছে, তাহার মুক্তির আশামাত্র নাই। আনন্দ ও সুখানুভূতির ক্ষমতা যেন মস্তিষ্কে সর্ব্বথা অস্তমিত হইয়া যায়। আপনার পরিবারবর্গ সহও সে সম্বন্ধবিবর্জ্জিত বলিয়া বোধ করে। অবশেষে দুঃখভার চরমসীমা প্রাপ্ত হইলে রোগী যেন মানসিক সহিষ্ণুতা হারায়, অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া পড়ে, একা থাকিতে চাহে, তাহার নিকটে কাহারও যাওয়া ভাল বাসে না। উৎকণ্ঠার চরম সীমায় রোগীর আত্মহত্যায় প্রবৃত্তিও জন্মে। শারীরিক কোন রোগ থাকিলে আরোগ্য হইবার আশা থাকে না।

শিরঃশূল।—সোরিণামে অতি পরিস্ফুট শিরঃশূল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। শিরঃশূলাবস্থায় ক্ষুধার উপস্থিতি ইহার প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য। এইরূপ পুরাতন মাথাধরা প্রায়শঃ সাময়িকরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে রোগী রজনীতে উঠিয়া আহার করিতে বাধ্য হয়। কখন কখন আহারে শিরঃশূলের উপশম হয়। অনেক সময়ে অনাহারে মাথার ব্যথা জন্মিয়া থাকে। মস্তকে সবেগে শোণিতগতি, মুখমণ্ডলে তাপযুক্ত লোহিত উদ্ভেদ, মস্তকের ঘর্ম্মে কেশের আর্দ্রতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার আক্রমণসহ শিরঃশূল হয়। ডাং হেরিং পঞ্চম মাসের গর্ভিনীর এইরূপ শিরঃশূল হওয়ার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

সরিণামরোগী শৈত্যসংস্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণু; এজন্য সে সর্ব্বদা উষ্ণ মস্তকাবরণীর ব্যবহার করে। কিন্তু মস্তকে বায়ুপ্রবাহসংস্পর্শ

মাত্রই সর্দ্দি এবং শিরঃশূল পুনরাগত হয়। কখন বা ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি অথবা শিরঃশূলের আক্রমণ হয়। ইহার শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে মস্তকের মধ্যে দপদপ করে। **নেট মিউয়েরর** ন্যায় ইহাতেও মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাত হয় এবং **নেটমিউ, আইরিস,** এবং **সিলিক** সদৃশ অন্ধত্ব জন্মে। শিরঃশূলকালে অন্ধত্বের উৎপত্তি বিষয়ে **কেলি বাই** সর্ব্বপ্রধান।

যে সকল ব্যক্তির শীত ঋতুতে বিরক্তিকর, শুষ্ক, খ্যাক খ্যাকে কাসি হইয়া কিছু মাত্র গয়ার উঠে না, তাহাদিগের এই কাসি শিরঃশূলসহ পর্য্যায়ক্রমিক ভাব ধারণ করে। শিরঃশূল অন্তর্দ্ধান করিলে কাসি এবং কাসির অন্তর্দ্ধানে শিরঃশূল হয়। কাহারও বা শিরঃশূল এবং স্বগুস্তেদের পর্য্যায়ক্রমিকতা দৃষ্টি হইয়া থাকে।

কাণপাকা (otorrhœa) এবং চক্ষুরোগ—এক্ট্রোপিয়াম্।— দুর্ব্বল, ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুদিগের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু বড় খিটখিটে থাকে। অতি কদাকার, ঘৃণার্হ ও দুর্গন্ধময় গাত্রবিশিষ্ট শিশুর ত্বক্‌রোগের অতি বর্দ্ধিতাবস্থায় সম্ভবতঃ ত্বক্‌রোগের বিস্তার হইয়াই ইহা জন্মে। কর্ণ হইতে অতি দুর্গন্ধ পূয়াকার ও বিদাহী স্রাব নির্গত হয়। কর্ণ মধ্যে, তাহার পৃষ্ঠে, মুখমণ্ডলে পূয়গুটিকা এবং বিম্বাকার উদ্ভেদ জন্মে, অসংখ্য শল্কময় শরীরস্থান ফাটিয়া শোণিত ও দুর্গন্ধ পীতবর্ণ পূয়স্রাব হয়। ক্রমে ইহাতে চক্ষু ও নাসিকা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হওয়ায় চক্ষু লোহিতবর্ণ ধারণ করে, **চক্ষুপুট উল্টাইয়া** যায় এবং তাহা ও নাসিকা হইতে পূয় স্রাব হইতে থাকে। সমগ্র আক্রান্ত স্থানের অত্যন্ত বেদনা হয়, এবং দুর্গন্ধ উদরাময় জন্মে। ফলতঃ রোগীর মুখ বড় বীভৎস আকার ধারণ করে। **সাল্‌ফার, মার্কারি, সিলিক, ক্যাল্কে ফস্‌** ও **হিপার** তুলনীয়।

শিশুকলেরা বা কলেরা ইন্‌ফ্যাণ্টাম্।—গ্রীষ্মকালীন শিশুকলেরা রোগে সরিণাম অত্যাজ্য ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না, কেননা ইহার লক্ষণব্যাপকতায় এরোগের প্রায় সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। প্রকৃত রোগাক্রমণের ২।৩ দিবস পূর্ব্ব হইতেই স্বাস্থ্যভঙ্গের নিদর্শন স্বরূপ রজনীতে শিশুর সুনিদ্রা হয় না। শিশু যেন ভীতি বশতঃ চমকিয়া ও চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। শিশু অসহিষ্ণু ভাব ধারণ করে ও অস্থির থাকে। প্রথমে প্রভূত পরিমাণ, কটা অথবা কাল বর্ণের ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট জলবৎ উদরাময় হয়। রজনীতেই রোগের বৃদ্ধি থাকে এবং ক্রমে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কলেরা রোগ জন্মিলে শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতা স্থায়ীভাব ধারণ করে ও সহজে নিরাকৃত হয় না। শিশু অত্যন্ত সমল থাকে ও তাহার গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। নাসিকা চুপসাইয়া এবং মুখ বসিয়া যায়। সরাদোষঘটিত প্রতিক্রিয়ার অভাবই ইহার কারণ। সরিণাম প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া শক্তি পুনরুদিত হইলে প্রদর্শিত ঔষধে সহজেই উপকার হয়।

সরিণাম প্রধানতঃ বিষ্ঠার, অন্যান্য স্রাবের ও গাত্রের দুর্গন্ধ দ্বারাই পরিচিত হয়। এই দুর্গন্ধ হিপারের বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম এবং ব্যবহৃত বস্ত্রের ও শরীরের ছিন্ন দুগ্ধবৎ অম্লঘ্রাণের তুল্য নহে (যাহা ধৌত করিলেও দূর হয় না); ব্যাপ্টিসিয়ার ঘন, কর্দ্দমাকার বিষ্ঠার পচা মাংসের ন্যায় ভয়াবহ দুর্গন্ধেরও (যাহা শরীরোপাদানাদির অন্তঃ-প্রবিষ্ট থাকে) সমান নহে। ইহার বিষ্ঠা জলবৎ, কটা এবং কখন কখন রক্তমিশ্রিত থাকে এবং তাহা বেগে নির্গত হয়।

পুরাতন উদরাময়।—সরিণামরোগী অতি প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যাইতে বাধ্য হয়। বিষ্ঠার দুর্গন্ধে ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ মধ্যে আর্ণি ও ষ্ট্যাফি প্রধান। উষ্ণ বায়ু সহ মলদ্বারের জ্বালাকর

বিষ্ঠা ত্যাগে নষ্ট ডিম্বের ঘ্রাণ ছাড়ে। চায়নায় জলবৎ, কাল ও প্রচুর উদরাময় রজনীতে, প্রাতে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি পায়। রোগী অনৈচ্ছিক-ভাবে মলত্যাগ করে। সরিণামের উদরাময়ে সাল্‌ফারের মলত্যাগের তাড়া, ওলিএণ্ডার ও এলোজের বায়ুনিঃসরণ এবং এলুমিনা, চায়না এবং নাক্‌স মস্কেটার কোমল মলত্যাগ করিতেও কষ্টকর বেগের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান থাকে। স্মরণ রাখা উচিত ইহা অধিকাংশ সময়েই অন্য ঔষধের ক্রিয়াপথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

জননেন্দ্রিয় রোগ—ধ্বজভঙ্গ ; গ্লিট বা পুরাতন পূয়-মেহ।—ইহার রোগে জননেন্দ্রিয় প্রদেশে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। সাধারণতঃ পুংজাতির জননেন্দ্রিয়ের শক্তি হানি হয় না। উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান, সঙ্গম এবং রেতঃ স্খলন ঘটে কিন্তু সুখোদয় হয় না। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই রমণ কার্য্যে বিতৃষ্ণা জন্মিলেও স্ত্রীরোগিদিগের মধ্যেই এরূপাবস্থা অধিকতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষদিগের উপরিউক্ত ভাব অধিক কাল স্থায়ী হইলে অবশেষে ধ্বজভঙ্গ জন্মে। তাহাতে সঙ্গমেচ্ছা দূর হইয়া যায় ; রেতঃস্খলন হয় না এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে প্রষ্টেটগ্রন্থির স্রাব নির্গত হয়।

গ্লিট রোগের সামান্য কিঞ্চিৎ শুভ্র বা পীতবর্ণ স্রাব যদি কিছুতেই দূর না হয় এবং জননেন্দ্রিয় ক্রমে শিথিল হইয়া আইসে তাহাতে সিপিয়া, সাল্‌ফার, এলুমিনা, থুজা অথবা সরিণাম দ্বারা উপকার হইতে পারে। প্রায়শঃ প্রাতঃকালে দুগ্ধবৎ, সবুজাভ স্রাব হইলে সিপিয়া, শ্লৈষ্মিক ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মূত্রদ্বার লোহিত বর্ণ থাকিলে ও মূত্রত্যাগকালে তথায় জ্বালা হইলে সাল্‌ফার, জননেন্দ্রিয়দেশে বিবমিষার উদ্রেককর মিষ্ট মিষ্ট ঘ্রাণ ও মেঢ্রত্বগাভ্যন্তরে কণ্ডিলমেটা থাকিলে থুজা এবং জননেন্দ্রিয়স্থানে পচা দুর্গন্ধ থাকিলে সরিণাম উপকারী।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস।—**সরিণাম** অনেকাংশে **সাল্‌ফারের** তুল্য। শিশুর ত্বক্ গুটাইয়া যায়, সমল থাকে এবং মার্জ্জনেও পরিষ্কার হয় না। অতি দুর্গন্ধ উদরাময় থাকে, শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, এবং গাত্রে কদাকার উদ্ভেদ জন্মে। শিশু সর্ব্বদা খাই খাই করে। কিছুতেই পেট ভরে না। গাত্রের এবং স্রাবের বিজাতীয় দুর্গন্ধই ইহার প্রধান প্রদর্শক।

ত্বক্‌রোগ—দদ্রূপ্রভৃতি।—দদ্রু অত্যন্ত চুলকায় এবং চুলকানি শয্যা তাপে অসহনীয় হইয়া উঠে। ত্বক্ অত্যন্ত সমল, বসাসিক্তবৎ এবং অপরিষ্কৃত। মস্তকের বিসর্পিকা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হয়। ত্বকের বসাস্রাবী গ্রন্থির অপকৃষ্ট স্রাবাধিক্য হওয়ায় গাত্র বসাসিক্ত ও দুর্গন্ধ থাকে। মস্তক ও মুখমণ্ডলপার্শ্ব এবং গণ্ডদেশ ও কর্ণ পামা বা কাউর (Eczema) দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হয়। সন্ধির কুব্জপার্শ্বে উদ্ভেদ জন্মে। কচ্ছু আক্রমণের পর পূয়গুটিকা বা স্ফোটক থাকিয়া যায়।

—o—

লেক্‌চার ৩৪ (LECTURE XXXIV.)

ডাল্‌কামারা (Dulcamara)।

প্রতিনাম।—সোলেনাম ডাল্‌কামারা।

সাধারণ নাম।—বিটার সুইট, উডি নাইট্‌ শেড্‌।

জাতি।—সোলেনেসি।

জন্মস্থান।—পৃথিবীর বহুতর সিক্ত স্থানে লতাকারে জন্মে ও বৃক্ষাদি বাহিয়া উঠে।

প্রয়োগরূপ।—পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র লতার টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম। তদূর্দ্ধ ক্রমেও ব্যবহার হইতে পারে। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল, যথা—ডাং স্মল—রোগীর বয়স ২৭; মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধাংশের উত্তেজনা; লক্ষণ—দুই বৎসর কাল মস্তক, বক্ষ ও আমাশয়ের অবিশ্রান্ত ভাবের মৃদু বেদনা; রোগীর অশান্তি, মানসিক অবসাদ, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং মানসিক গোলমাল ও কোন বিষয়ে মনঃসংযোগের ক্ষমতাহীনতা; ৩, আরোগ্য। ডাং রাস্‌মোর—নিগ্রো স্ত্রীলোক, দক্ষিণবক্ষে খোঁচার ন্যায় বেদনা তৃতীয় পর্শুকাস্থি ও ষ্টার্ণাম অস্থির নিকট দিয়া অংশফলকাস্থির নিম্নকোণে যায়; অপরাহ্নে ও ভারি বস্তু উঠাইতে বৃদ্ধি হয়; ২০০ (ফিঙ্ক.), আরোগ্য। ডাং রিকার্ডো—রোগী শ্রমজীবী, ৩ ঘণ্টা জলের মধ্যে কাজ করিয়াছিল; পর দিবস বাম বৃক্ককের বেদনা লইয়া নিদ্রোত্থিত হয় এবং মূত্রত্যাগ করিতে পারে না; তদবধি প্রত্যেকদিন ১০।১২ বার ফোটা ফোটা করিয়া প্রস্রাব করে, রক্তময় মূত্রে শুভ্র তলানি পড়ে। অন্যান্য লক্ষণ—তীব্র উদরশূল, নিষ্ফল

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে; বিশ্রামে; সিক্ত শীতল ও বর্ষণযুক্ত আবহাওয়ায়; বায়ুর পরিবর্ত্তনে আবহাওয়া শীতল হইলে; ঋতুস্রাব, উদ্ভেদ এবং ঘর্ম্ম বসিয়া যাইলে।

উপশম।—আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলে; চলাফেরা করিলে; তাপে এবং শুষ্ক আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ।—ডাল্‌কামারার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কুপ্রাম, ইপিকা, মার্ক।

ডাল্‌কামারা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—কুপ্রাম, মার্ক।

কার্য্যপূরক।—ব্যারা কার্ব্বের।

অসম্মিলনীয় ঔষধ—বেল, ল্যাকে।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, বেল, ব্রায়, সিমিসি, লাইক, মার্ক, নাই এসি, পাল্‌স্‌, রাস, সিপি, সাল্‌ফ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শ্লেষ্মা-প্রধান, গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট, স্থৈর্য্যহীন ও উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তি; শৈত্যসংস্পর্শে, আদ্রতায়, বর্ষণশীল আবহাওয়ায় অথবা হঠাৎ উষ্ণ বায়ুর পরিবর্ত্তনে যাহাদিগের সর্দ্দি, রসবাত অথবা ত্বক্‌রোগ উৎপন্ন বা বৃদ্ধি হয় তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

মলবেগ, অক্ষুধা, জিহ্বায় কালচে লেপ, বিবমিষা, বৃক্ক চাপিলে বেদনা, মূত্রনলী বাহিয়া বেদনা; ১, আরোগ্য। ডাং শেপার্ড—রোগীর বয়স ৫০; জঙ্ঘাসম্মুখের বৃহৎ অস্থির বেদনা; রজনীতে বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী হাঁটিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; বসিয়া থাকিলে ও আর্দ্র বায়ুতেও বৃদ্ধি হয়, তাহার বিপরীত অবস্থায় কমে; ৬, আরোগ্য। ডাং ওয়াইল্ডার—শিশুর ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া বা দুগ্ধপীড়কা; পাতলা ও হরিদ্রাভ মামড়ির একটি বৃহৎ চাপে মস্তকের উপরিভাগ আবৃত; শিশু অস্থির ও খিট খিটে, আক্রান্ত মস্তক ঘর্ষণ করে; ৪, আরোগ্য। ডাং নটিংহাম—চুলকনাযুক্ত পুয়গুটিকার মামড়ি জন্মিলে চুলকায়, স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা ও অসহিষ্ণুতা জন্মে এবং ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়; ২০০, আরোগ্য।

কোমল ও অসহনশীল ত্বক্‌বিশিষ্ট ব্যক্তি; ঠাণ্ডা লাগিলেই অথবা অধিক কাল শৈত্যসংস্রব ঘটিলে যাহাদিগের ত্বগুদ্ভেদ, বিশেষতঃ আমবাত জন্মে।

পর্য্যায়ক্রমিক জ্বর বা কম্প জ্বর, রসবাত, আরক্ত জ্বর ও ঘামের পরে ত্বকের জলশোথ।

শীতল বায়ু সংস্পর্শ অথবা সেঁতা গৃহে বাস জন্য ঘর্ম্ম, অথবা ত্বক্‌-রোগ বসিয়া যাইয়া এবং দুগ্ধাগারে কার্য্য করায় জলশোথ রোগ (এরাণ, আর্স, নেট সাল্‌ফ)।

শৈত্যসংস্পর্শঘটিত উদরাময়; সেঁতা স্থানে বাস অথবা সেঁতা আব হাওয়ায় উদরাময়।

খালি পায়ে শীতল জল মধ্যে ভ্রমণপ্রযুক্ত বয়স্কশিশুদিগের প্রাতিশ্যায়িক মূত্ররোধ, এবং দুগ্ধবৎ মূত্র।

ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে শরীরের পিত্তানি (Rash) (কনা—অধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব কালে, বেল, গ্র্যাফা)।

শরীরে আমবাত জন্মে, তাহা চুলকায় ও চুলকানের পর জ্বালা করে, জ্বর হয় না; তাপে উহার বৃদ্ধি ও শৈত্যে হ্রাস হয়।

মুখে, হস্তপৃষ্ঠে এবং অঙ্গুলীতে বৃহৎ, মাংসল এবং মসৃণ আঁচিল জন্মে।

কোন বিষয় প্রকাশ করিবার উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পায় না। মানসিক বিশৃঙ্খলা।

রোগকারণ।—বর্ষণ জল সিক্ততা, শৈত্যসংস্পর্শ, গাত্র ধাবন ও জল মধ্যে অধিককাল থাকিয়া কার্য্য করা, অবৈধরূপে স্নান ও সন্তরণাদি এবং সেঁতাস্থানে বাস ও আর্দ্রবায়ুসংস্রব প্রভৃতি ইহার রোগের সাক্ষাৎ কারণ মধ্যে গণ্য। শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন অভ্যাসপ্রাপ্ত স্রাবের রোধ এবং ত্বগুদ্ভেদের অন্তঃপ্রবেশে ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

গৌণভাবে অতিরিক্ত মদ্যপান বশতঃ মাদকতা ও হস্তমৈথুনও ইহার রোগের কারণীভূত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া।—ডাল্কামারা বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও পেশী-বিধান আক্রমণ করিয়া যে প্রাতিশ্যায়িক এবং রসবাতিক প্রদাহ লক্ষণ উৎপন্ন করে, তাহা আর্দ্রতা এবং বর্ষণশীল আবহাওয়া ঘটিত রোগের লক্ষণ সহ সমপ্রকার। লসীকাগ্রন্থি ও ত্বকে ক্রিয়া দ্বারা ইহা উল্লিখিত গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, কৌষিকোপাদান মধ্যে রস ক্ষরণ এবং ত্বকে উদ্ভেদ উৎপন্ন করে। আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—ডাল্‌কামারা এবং রাসটাক্‌স উভয়েই সরাদোষপ্রশমনকারী ঔষধ। উভয়েরই রোগ আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ, সেঁতা গৃহাদিতে বাস এবং উষ্ণ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে তাহার আর্দ্র শীতল ভাব প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন হয়। উভয় ঔষধই তরুণ ও পুরাতন ব্যাধি নির্ব্বিশেষে উপযোগী বলিয়া গণ্য। ফলতঃ স্থূলভাবে দৃষ্টি করিলে ইহাদিগের প্রভেদ নিরূপণ অতি কষ্টসাধ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কেননা আর্দ্র বায়ুসংস্পর্শ ও সিক্ত গৃহাদিতে বাস এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তননিবন্ধন সিক্ত শীতলতা হইতে শৈত্যসংস্রবের তারতম্য দ্বারা প্রভেদ নিরূপণ তাদৃশ নিশ্চয়াত্মক নহে, তথাপি ডাল্‌কামারার রোগ অধিকতর সিক্ত, একরূপ স্নাত হইলে এবং রাস্‌টাক্‌সের রোগ আর্দ্র শীতলতার স্বল্পতর সংস্পর্শে হয়, ইহাই সাধারণভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে রোগীর ধাতুগত প্রকৃত্যনুসারেই রোগের প্রকৃতি ভেদ হয়। ইহাদিগের অন্যান্য প্রভেদক লক্ষণাদি পরস্পরের বর্ণনায় পরিস্ফুট হইবে।

ডাল্কামারার ক্রিয়া ততদূর বহুব্যাপক নহে। ইহার ঔষধগুণ পরীক্ষোৎপন্ন এবং বিষক্রিয়া প্রযুক্ত লক্ষণের সংখ্যাও তাদৃশ অধিকতর নহে। অন্যান্য খ্যাতাপন্ন সরিক ঔষধের ন্যায় ইহার ক্রিয়ার তাদৃশ গভীরতাও নাই। তথাপি শৈত্যসংস্পর্শরূপ কারণের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব থাকায় এবং রোগী

সরারূপ গভীর ও গুরুতর পুরাতন রোগবিষদূষিত থাকায় আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ বশতঃ তাপিত শরীরের ঘর্ম্ম, এবং ঋতুশোণিত প্রভৃতির রোধ ঘটিয়া ও স্বগুদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া গৌণভাবে যে শোণিতস্রাব, কাসরোগ, ক্ষুদ্রাক্ষেপ ও তড়কা প্রভৃতি নানাপ্রকার কঠিন ও কষ্টসাধ্য রোগ জন্মে তৎসহ সংস্রব বশতঃই ইহার গুরুত্ব প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা শ্লৈষ্মিকঝিল্লি এবং পেশীর তন্তুবিধান আক্রমণ করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রতিশ্যায় এবং পেশীর রসবাতিক প্রদাহ উৎপন্ন করে। বিশেষ বিশেষ যন্ত্রলক্ষণের বিবরণ দ্বারা তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

রোগী মনোগত ভাব প্রকাশের উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পায় না। মানসিক বিশৃঙ্খলা জন্য রোগী মনঃসংযোগ করিতে পারে না। রজনীতে বেদনা নিবন্ধন প্রলাপ। এ বস্তু সে বস্তু চাহে, কিন্তু দিলে রোগী প্রত্যাখ্যান করে। অবসাদিত। ক্রোধব্যতীতই তিরস্কার করার প্রবৃত্তি। অস্থিরতা ও কলহপ্রিয়তা।

প্রাতঃকালে জাগ্রত হওয়ার পরে কম্প, দুর্ব্বলতা, শিরোঘূর্ণন এবং চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার। ইন্দ্রিয়নিচয়ের অবসন্নভাব।

রোগী সন্ধ্যাকালে নিদ্রাগত হইয়া ভীত হওয়ার ন্যায় চমকিয়া উঠে। রোগী নিদ্রাকালে মুখব্যাদান করিয়া থাকে ও নাক ডাকে। ১২টা রজনীর পর অশান্তিপ্রদ নিদ্রা। অস্বস্তিপ্রদ নিদ্রা, গোলমেলে স্বপ্ন, এবং পৌনঃপুনিক ঘর্ম্ম। রোগী এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। ৩টা রজনীর পর সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প নিদ্রা হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকারবশতঃ দৃষ্টিমালিন্য জন্মিয়া রোগী যেন সূক্ষ্ম জালের মধ্য দিয়া দেখে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে ভন ভন্ শব্দ হয়। জিহ্বার তিক্তাস্বাদ।

মস্তিষ্কে গর্ত্তকরার ও ললাট দেশে স্ক্রুপ বসানের অনুভূতি ও জ্বালা, চালনায়, এমন কি কথা বলায় যে মস্তক চালনা হয় তাহাতেও বৃদ্ধি, মস্তক বক্ষ এবং আমাশয়ে বেদনা হইয়া অত্যন্ত অস্বস্তি, মানসিক অবসাদ, শ্বাস-

কৃচ্ছ্র, এবং মানসিক বিশৃঙ্খলভাব উপস্থিত হয়, রোগী মনঃসংযোগ করিতে পারে না। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মিয়া কর্ণ মধ্যে ভন্‌ভন্ করে ও স্মরণশক্তি নিস্তেজ হয়; পদ সিক্ত হইলে রোগের বৃদ্ধি হয়। ললাটদেশে তক্তার ন্যায় বস্তুর চাপের অনুভূতি জন্মে। সেরিবেলামের ও পৃষ্ঠের শৈত্যানুভূতি প্রত্যেক সন্ধ্যাকালে পুনরাবর্ত্তন করে এবং সেরিবেলাম ও সমস্ত মস্তক বিবৃদ্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ হয়; শৈত্যসংস্পর্শে, সেঁতা আবহাওয়ায় ও অপরাহ্ণ ২টা পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধি; শয়ন করিলে উপশম।

অনুভূতিদ স্নায়ু বিপর্য্যস্ত হওয়ায় সাধারণ অশান্তি জন্মে। শরীরের নানাস্থানে শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত বেদনার ন্যায় বেদনা। ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

গতিদস্নায়ুবিকারবশতঃ তড়কা মুখে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়। শরীরের এক পার্শ্বের আক্ষেপ; বাক্‌রোধ। শয্যাগত অবস্থা, অবসন্নভাব। উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত; ঊর্দ্ধ এবং নিম্নাঙ্গের ও জিহ্বার অবশতা; অবশ বাহুতে বরফবৎ শীতলতার অনুভূতি।

মুখাবয়ব পাণ্ডুর, জল্‌জলে ও সাদাটে। পাণ্ডুর মুখের গণ্ডদেশে সীমাবদ্ধ রক্তিমা। মুখের চর্ম্মরোগের অন্তর্দ্ধানে বেদনা ও হাঁপানি। গণ্ডে আর্দ্র উদ্ভেদ। মুখের স্ফীতি। মুখে, ললাটে এবং চিবুকে স্থূল, কটাসেপীত বর্ণ মামড়ি; দুগ্ধপীড়কা (crusta lactea)। শীতল বায়ু মধ্যে ওষ্ঠের আনর্ত্তন। মুখ বিকৃত ও এক পার্শ্বে আকৃষ্ট।

পাঠকালে চক্ষুর কন্‌কনানি; ঘোর দৃষ্টি; অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টি; বিশ্রামে সকলেরই বৃদ্ধি। গণ্ডমালাধাতুর শিশুর দৃষ্টিনাশের উপক্রম। ঘোর দৃষ্টি হইয়া সূক্ষ্ম জালের মধ্য দিয়া দেখার ন্যায়। ঠাণ্ডা লাগাইলেই গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ জন্মে। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের পক্ষাঘাত।

কর্ণে মৃদু বেদনা, গুন্ গুন্ শব্দ ও শ্রবণশক্তির স্বল্পতা। কর্ণশূল; বিবমিষা; কর্ণের গুন্ গুন্ শব্দ রজনীতে ও স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি পায়। কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি।

নাসিকা হইতে তপ্ত ও পরিষ্কার রক্তস্রাব; এবং নাসিকার ঊর্দ্ধে চাপ, জলসিক্ত হইলে তাহার বৃদ্ধি। শরীর চালনায় শুষ্ক সর্দ্দির উপশম, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি এবং সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই পুনরাগত। প্রবল সর্দ্দিতে ত্বক্ তপ্ত ও শুষ্ক থাকে, অঙ্গনিচয় শীতল, অনমনীয়, অসাড় এবং বেদনাযুক্ত। শুষ্ক আবহাওয়ায় নাসিকার প্রতিশ্যায় শুষ্ক।

স্বরযন্ত্রের কর্কশ এবং গলাভাঙ্গা শব্দ; সর্দ্দি; হামের পরে স্বর বসিয়া যায়। শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়া শ্লেষ্মাপূর্ণ থাকে।

কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। মুখের ত্বক্‌রোগ বসিয়া যাওয়ার পর মুখশূল এবং হাঁপের টান। প্রাতিশ্যায়িক হাঁপ, শ্বাসকষ্ট, ঘড়ঘড়িযুক্ত শিথিল কাসি এবং প্রচুর গয়ার, আর্দ্র আবহাওয়াকালে তাহার বৃদ্ধি। শ্লেষ্মাজন্য বক্ষের কষ্ট।

শুষ্ক, গলাভাঙ্গা এবং কর্কশ কাসি; অথবা সরল কাসি হইয়া প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে; শ্লৈষ্মিক জ্বরে শ্রবণশক্তির হ্রাস। হামের পর পুরাতন শ্লৈষ্মিক কাসি। হুপিং কাসির ন্যায় হাঁপযুক্ত কাসি প্রত্যেকবার শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি পায়। অবিমিশ্র শোণিতের নিষ্ঠীবন। শায়িত থাকিলে, গৃহের তাপে অথবা গভীর *শ্বাস গ্রহণে কাসির বৃদ্ধি এবং মুক্তবায়ুতে হ্রাস।*

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ এবং দুর্গন্ধ রজনীঘর্ম্ম। বক্ষের শ্লেষ্মা অনেক বার কাসিলে নিষ্ঠ্যূত হয়; শ্বাসরোধক প্রতিশ্যায়। সর্দ্দি হইয়া অথবা স্বরযন্ত্র শুড় শুড় করিয়া অনেক সময়ব্যাপী সরল কাসি হইতে হইতে উজ্জ্বল বিশ্রাম কালে লোহিত বর্ণের রক্তকাসির বৃদ্ধি। বাম বক্ষের বেদনায় বোধ যেন ফুস্‌ফুসে ঢেউ খেলিতেছে।

রজনীতে হৃৎকম্প হয়। বিশেষতঃ রজনীতে নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিস্পর্শ এবং টান টানভাবের, নাড়ী অবসাদগ্রস্ত হয়।

মুখলালা আটাল ও সাবানের ন্যায়; দন্তমাড়ি স্পঞ্জের ন্যায়। মুখ হইতে অধিক পরিমাণে লালার ক্ষরণ। মুখ শুষ্ক থাকে, তৃষ্ণা হয় না।

ঠাণ্ডা লাগিয়া, বিশেষতঃ উদরাময় সহ দন্তশূল, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খল

স্রাব এবং প্রচুর লালাস্রাব; ঝিন্‌ঝিনি ধরার স্থায় দন্তশূলের অনুভূতি। স্পঞ্জের ন্যায় দন্তমাড়ি হইতে দন্তের অপসরণ ও লালার স্রাব।

জিহ্বাগ্রে চুলকানি ও বিড়বিড়ি। মুখ এবং জিহ্বার শুষ্কতা। জিহ্বা শুষ্ক ও স্ফীত, জিহ্বায় কথা স্পষ্ট হয় না, কিন্তু অবিরত কথা কহিতে থাকে। শীতল বায়ু অথবা জল সংস্পর্শে রোগীর শরীর শীতল হইলে চুয়াল ও জিহ্বার আড়ষ্টতা জন্মে। শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন জিহ্বার পক্ষাঘাত।

গলমধ্যে অনেক শ্লেষ্মা থাকে। আবহাওয়া শীতল হইলেই টন্‌সিল গ্রন্থির প্রদাহ জন্মে। গলদেশে চাপবশতঃ বোধ হয় যেন উপজিহ্বা অত্যধিক দীর্ঘ হইয়াছে।

অস্বাভাবিক ক্ষুধা, প্রকৃত ক্ষুধার অভাব। জরান্তে অতি ক্ষুধা। শীতল জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা।

বমনকালে অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি। বিবমিষা, এবং ক্ষুধার অভাব। প্রত্যুষকালে আটা শ্লেষ্মার বমন; শীতল পানীয় পানান্তর পীত তরল পদার্থ সহ সবুজাভ, পীতবর্ণ এবং ক্লেদময় পদার্থের বমন। আমাশয়-প্রদেশে সঙ্কোচন ও জালা।

নাভির উর্দ্ধে কর্ত্তনবৎ বেদনা। অন্ত্রের সর্দ্দিনিবন্ধন কামড়ানি ও বেদনায় বিবমিষা এবং পরে উদরাময় জন্মে।

সন্ধ্যাকালে নিম্নোদরের কামড়ানি সহ মলত্যাগের বেগ ও প্রচুর পরিমাণ, পাতলা এবং অম্লগন্ধ মলত্যাগে কষ্টের উপশম, কিন্তু দুর্ব্বলতা জন্মে। পর্য্যায়ক্রমে হরিদ্রা এবং সবুজাভ উদরাময়; প্রত্যেকবার মল-ত্যাগের পূর্ব্বে সর্দ্দি হওয়ার ন্যায় উদরে ছিন্ন ও কর্ত্তনবৎ বেদনা সহ পীতবর্ণ জলবৎ মলত্যাগ। শীতল আবহাওয়াতে আমরক্ত রোগ অথবা উদরাময় জন্মে।

উদরের গভীর দেশে অবিশ্রান্ত মূত্রবেগের অনুভূতি। মূত্রস্থলী ও মূত্রনলী দেশে বেদনাযুক্ত চাপ হইয়া কতিপয় বিন্দু মূত্র ও শ্লেষ্মার

তলানির নির্গমন। অত্যল্প, পচা গন্ধযুক্ত ও ঘোলা মূত্র; স্থিরভাবে রাখিলে তৈলবৎ হয় এবং তাহাতে চিমসে, জিউলির আটার ন্যায়, শুভ্র, অথবা রক্তমিশ্রণে লোহিতবর্ণ শ্লেষ্মা থাকে; মূত্র কখন দুগ্ধের ন্যায় কখন বা দুর্গন্ধ অথবা পূয়াকার শ্লেষ্মাময়। মূত্রযন্ত্রের সর্দ্দি অথবা শীতল জল পানে মূত্রকৃচ্ছ্র; মূত্রাবরোধ। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ; মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ ধ্বজভঙ্গ; জননেন্দ্রিয়প্রদেশে দদ্রুর ন্যায় উদ্ভেদ।

শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঋতুস্রাব বন্ধ। ঋতুর পূর্ব্বে পিত্তানি (Rash) জন্মে। অতি বিলম্বে, অত্যল্প কাল স্থায়ী ঋতুস্রাব, ঋতুশোণিত জলবৎ পাতলা। রক্তাধিক্যবশতঃ স্তনের কাঠিন্য ও আর্ত্তবাভাব।

সর্দ্দির আক্রমণ বশতঃ গ্রীবার কাঠিন্য, পৃষ্ঠের বেদনা ও কটির খঞ্জতা। ঋতুকালে শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত মেরুমজ্জার প্রদাহ। মেরু মজ্জার মৃদু প্রদাহিত ভাব। বিশ্রাম কালে কটিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা উরু বাহিয়া নিম্নাভিমুখে যায়; চালনা করিলে সূচিবেধের অনুভূতি, চাপে উপশম। কটির শীতলতা। সেক্রামে শৈত্যানুভূতি।

বাহু এবং হস্তে দদ্রু জন্মে। হস্তে চর্ম্মকীল। করতলে ঘর্ম্ম।

জানুর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। জঙ্ঘাপশ্চাতের স্ফীতি। পদে চন্‌চনি। পদের বিসর্প; ত্বক্ উঠিয়া যায়, চুলকায়।

অঙ্গনিচয়ের শীতলতা। তরুণ উদ্ভেদ বহির্গত হইবার পর, অথবা পুরাতন উদ্ভেদ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইলে রসবাত রোগ জন্মে। শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন সন্ধিতে বেদনা! জলে সিক্ত হওয়ায় রসবাত জন্মিলে ও রোগী এক অবস্থায় স্থির হইয়া থাকিলে আক্রান্ত শরীর স্থানে আঘাতবৎ প্রবল বেদনা, শরীরচালনায় অন্তর্হিত।

ত্বক্ উষ্ণ এবং শুষ্ক। চর্ম্মরোগ হইতে জলীয় স্রাবের ক্ষরণ এবং তাহা চুলকাইলে রক্তের স্রাব। স্থূল ও কটা রসবিম্বিকার (Herpes) কিনারা

লাল বর্ণ; গ্রন্থিস্ফীতি। মশকদংশনবৎ লোহিত বর্ণ দাগ। চুলকনাযুক্ত পূয়গুটিকায় মামড়ি জন্মিলে চুলকনা থাকে না; স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা: ধৌত করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। কচ্ছু বসিয়া যায়। বেদনাযুক্ত ক্ষত হইতে অত্যল্প স্রাব। আমবাত অত্যন্ত চুলকায়; চুলকাইলে জ্বালা—তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে হ্রাস। পূর্ব্ব বিকম্পন বশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে স্ফোটক। হস্তের পৃষ্ঠে এবং মুখে মাংসল অথবা বৃহৎ ও মসৃণ চর্ম্মকীল জন্মে। সিক্ত ও শীতল বায়ু সংস্পর্শে উদ্ভেদ বসিয়া যায়। ত্বক্‌ নিষ্ক্রীয় হইয়া যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

বর্ষণজলসিক্ততা; অবৈধ স্নান ও সন্তরণাদি; অধিককাল জল মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করা; আর্দ্র শীতল বায়ু সংস্পর্শ; সিক্ত গৃহাদিতে বাস; এবং উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তনে তাহা আর্দ্র শীতল হইলে তদ্দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।—উপরি উক্ত কারণে আর্দ্র শৈত্য দ্বারা সিক্ততা নিবন্ধন যে সকল ব্যাধি জন্মে অবস্থাবিশেষে ডাল্কামারা তাহাদিগের অদ্বিতীয় ঔষধ। এ কারণ উহাদিগকে ডাল্কামারা রোগের প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু শুষ্কতা অথবা আর্দ্রতা, বিশেষতঃ শৈত্যসংস্পর্শ একনাইট, ব্যারাইটা এবং রাসটাক্স্‌ প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধেরও রোগের কারণ। এজন্য ঐ সকল রোগীর ধাতু ও রোগ লক্ষণের প্রকৃতির বিভিন্নতার প্রতি সম্যক লক্ষ্য না করিলে "আর্দ্র শৈত্য সংস্পর্শ"কে ডাল্কামারার প্রদর্শক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

এস্থলে শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। নানাপ্রকার ব্যাধির কারণ উপস্থিত থাকিলেও ব্যক্তি-

বিশেষ তাহার ধাতুপ্রকৃতি ও শারীরিক অবস্থানুসারে বিশেষ বিশেষ রোগকারণ এবং রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহা একটি অপরিহার্য্য সংঘটন। অতএব আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিলেও ব্যক্তিবিশেষ তাহার ধাতু ও শারীরিক অবস্থানুসারে আর্দ্রতায় বিচলিত না হইয়া কেবল শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন রোগাক্রান্ত হইতে পারে। এরূপাবস্থায় অতি সহজেই চিকিৎসকের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। কেবল রোগীর ধাতুপ্রকৃতি ও রোগলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য ব্যতীত এরূপ স্থলে ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই।

অল্প দিন হইল কতিপয় দিবস প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে মেঘ ও বর্ষণ হইয়া আবহাওয়া প্রগাঢ় আর্দ্রতাবিশিষ্ট ছিল। এইরূপ সময়ে কোন এলপ্যাথি মতের চিকিৎসক প্লুরিসিরোগাক্রান্ত হইলে তীক্ষ্ণ পার্শ্ব-বেদনা ও সুস্পষ্ট ঘর্ষণ শব্দ উপস্থিত হয়। হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় শুষ্ক শীতল বায়ু সংস্পর্শনিবন্ধন রোগে একনাইট যে প্রকৃষ্ট ঔষধ তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি বেশ রক্তসম্পন্ন ব্যক্তি। একনাইটের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় আমি তাঁহাকে একনাইটের ব্যবস্থা করিলাম। তিনি বলিলেন "এইরূপ বাদলার দিন এবং রোগী দেখিয়া বেড়াইতে গাত্রে বিলক্ষণ ভিজে বাতাসও লাগিয়াছে এবং জলেও ভিজিয়া থাকিব, আপনি আমাকে একনাইট দিলেন কেন?" আমি কেবল বলিলাম "রোগের অবস্থানুসারে দিলাম, আপনি তাহা বুঝিবেন না।" যাহা হউক তাঁহার রোগ অচিরাৎ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

চিকিৎসা।

স্নায়বিক রোগ—মায়িলাইটিস্ বা মেরুমজ্জা প্রদাহ; পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্; প্যারালিসিস্ অব্ দি টঙ্গ্ বা

জিহ্বার পক্ষাঘাত।—সিক্ত ভূমিতে শয়ন, জলসিক্ততা ইত্যাদি কারণে শরীরের স্থানবিশেষসহ সাক্ষাৎ আর্দ্র শৈত্য-সংস্পর্শ হইলে সাধারণতঃ ডাল্কামারার মায়িলাইটিস্ ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ জন্মে। মেরুমজ্জার যে নির্দ্দিষ্ট অংশে মায়িলাইটিস্ বা প্রদাহ জন্মে অথবা শরীরের যে বিশেষ স্থানে পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হয়, তদনুসারে লক্ষণাদির সাধারণ বিশেষত্ব ব্যতীত ডাল্কামারা রোগের নিজস্ব বিশেষ কোন বিশেষতা দৃষ্টিগোচর হয় না। শীতল জলে বিশেষরূপে সিক্ত হইলে ও প্রত্যেকবার উষ্ণ আবহাওয়া হঠাৎ আর্দ্র শীতল হইলেই রোগের পুনরাবর্ত্তন অথবা বৃদ্ধি এবং রোগ সকলের তরুণাবস্থায় ইহার প্রয়োজ্যতা প্রভৃতি ব্যতীত ইহার অন্য কোন প্রকৃষ্টতর প্রদর্শক লক্ষণাদির উপলব্ধি হয় না।

মেরুমজ্জার মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ নাতিপ্রবল তরুণ প্রদাহ প্রযুক্ত আনুষঙ্গিক পক্ষাঘাত জন্মে। মেরুমজ্জার আক্রান্ত অংশের বিশেষতা-নুসারে বিশেষ বিশেষ অঙ্গের পক্ষাঘাত ও অকর্ম্মণ্যতা জন্মিয়া থাকে। আর্দ্র শৈত্য সংস্পর্শনিবন্ধন ইহার স্থানিক (Local) রোগ বশতঃ জিহ্বার পক্ষাঘাতিক অবস্থায় কথার অস্পষ্টতা ঘটে। শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে আর্দ্র শীতল বায়ু অথবা সিক্ত স্থানের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তত্তৎ স্থানের বা অঙ্গাদির সহজ ও গভীরতাহীন পক্ষাঘাত জন্মিয়া থাকে।

রাস্‌টাক্‌স্—ইহারও রসবাতজ পক্ষাঘাত জলসিক্ত হইলে অথবা কোন প্রকার আদ্র শীতলতার সংস্পর্শ ঘটিলে জন্মে। সাধারণতঃ ইহার রোগ নিম্নাঙ্গ আক্রমণ করে। অঙ্গের অনমনীয়তা জন্মে এবং রোগী পদ টানিয়া চলে। তরুণ রোগের অবস্থাবিশেষে কখন কখন ইহা প্রযুক্ত হইলেও পুরাতন রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাল্কা তরুণ রোগের ঔষধ।

কর্ণশূল বা অট্যাল্‌জিয়া।—প্রত্যেক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনেই

কর্ণশূল পুনরাবর্ত্তন করিলে ডাল্কামারা দ্বারা উপকার হয়। শুষ্ক তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম এবং রজনীতে বৃদ্ধি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—ইহা ঋতুসন্ধিকালের কর্ণশূলের ঔষধ।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা।—শ্লৈষ্মিকপ্রকৃতিবিশিষ্ট জড়প্রায় ব্যক্তি, যাহারা আবহাওয়া ঠাণ্ডা হইলেই শুষ্ক সর্দ্দি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, অথবা যাহাদিগের ঐরূপ সর্দ্দি পুনরাবৃত্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ডাল্কামারা উপযোগী। আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস এইরূপ রোগের সাধারণ প্রাদুর্ভাব কাল। অনেক সময়েই নিম্নাভিমুখে সর্দ্দির বিস্তার হইয়া গলক্ষত, সর্দ্দিজ স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ক্যাটারেল ল্যারিঞ্জাইটিস্, কাসি এবং ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার সর্দ্দি শুষ্ক থাকায় নাসিকা হইতে রক্তময় মামড়ি নির্গত হয় এবং যখনই নাক ঝাড়া যায় তখনই ঘন ও হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মার নিঃসরণ হয়।

নাক্স্ ভ—গৃহ মধ্যে সর্দ্দির বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস, ইহাকে ডাল্কা হইতে যথেষ্ট রূপে প্রভেদিত করে।

ক্যাল্কেরিয়া—সর্দ্দিতে মধ্যে মধ্যে নাসিকা হইতে হঠাৎ টস্ টস্ করিয়া কাঁচা জল পড়িলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক সর্দ্দিরোগ।—ডাল্কামারা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের, বিশেষতঃ আবহাওয়ার আর্দ্র শীতলতা রোগের কারণ হইলে, অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু হইতে অনবরত জল পড়ে এবং গলার কাঁচাভাব ও টাটানি হয়; পেশীর বেদনা থাকায় রোগী কাসিতে বেদনা পায়।

ব্রায়নিয়া—ইহার রোগে ফুসফুসের বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল-টিউব আক্রান্ত হয় ও রোগ অধোগামী হইয়া ফুসফুসের গভীর দেশে যায়।

ফস্ফরাস্—নাসিকা ও গলদেশ ছাড়িয়া রোগ বক্ষ আক্রমণ করিলে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গুটিকোৎপত্তি রোগ বা টুবার্কুলসিস্—যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—প্রাতিশ্যায়িক (Catarrhal) যক্ষ্মাকাস রোগের ডাল্কামারা অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। জলসিক্ত ঠাণ্ডা বাতাস বহিলেই রোগীর সর্দ্দির আক্রমণ ও পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হয়। ফলতঃ যে কোন প্রকার আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শেই যে সকল ব্যক্তি সর্দ্দি আক্রান্ত হয় তাহারাই ডাল্কামারার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। কাসি সরল থাকে এবং প্রচুর, চিমসা, সবুজাভ ও আটাল শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যুত হয়। বক্ষের অতিশয় কষ্টানুভূতি বর্ত্তমান থাকে। ইহার কাসির গৃহতাপে এবং শায়িত থাকিলে বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস থাকে। হামের (Measles) পরের পুরাতন কাসিতেও অবস্থা বিশেষে ডাল্কামারা উপকারী।

সেনেগা—সরল কাসি ও বক্ষে শ্লেষ্মার আর্দ্র অথবা শুষ্ক শব্দ হইলে প্রযোজ্য।

লাইক—উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব বশতঃ নিউমোনিয়ারোগ থাইসিস বা যক্ষ্মারোগে পরিণত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। দিবা, রজনী অবিশ্রান্ত কাসি হইয়া প্রভূত পরিমাণ দুর্গন্ধ, লবণাস্বাদ এবং হরিদ্রাভ পূয় নিষ্ঠ্যুত হয়। প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর, বক্ষের ঘড়্ঘড়ি এবং রজনীঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। রোগীর শরীরোর্দ্ধভাগ শীর্ণ হইয়া যায়। ডাং হিউজের মতে যুবা ব্যক্তিদিগের থাইসিসের উপক্রম হওয়ার সন্দেহ হইলেই লাইকপোডিয়াম্ প্রয়োগ করা উচিত।

ষ্টিকৃটা—ডাং হেরিঙ্গের মতে থাইসিসের ক্রুপ শব্দবিশিষ্ট অথবা শুষ্ক ও যন্ত্রণাকর কাসিতে ষ্টিকৃটা উপকারী। ডাং ডিউইও এই মতের সমর্থন করেন।

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ অব্ দি লাংস্।—বৃদ্ধদিগের ফুস্‌ফুসের প্রারম্ভিক পক্ষাঘাতাবস্থায় জলসিক্ত

হইলেই অথবা সিক্ত ও শীতল বাতাস বহিলেই যদি সর্দ্দি ও কাসি হইয়া তরল শ্লেষ্মা জন্মে অথচ কাসিয়া গয়ার উঠাইবার অক্ষমতাবশতঃ রোগীর আসন্নমৃত্যুবৎ অবস্থা উপস্থিত হয়, ডাল্‌কামারা তাহার উপশম করিতে সমর্থ।

উদররোগ—উদরশূল বা কলিক, উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—উষ্ণ বায়ুর হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আর্দ্র-শীতল হইলে ডাল্‌কামারার উদরাময় জন্মে। পর্ব্বতবাসী এবং বরফ গুদামের শ্রমজীবিদিগের মধ্যে এইরূপ উদরাময় প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয়। পর্ব্বতে দিবসের মধ্যভাগে আবহাওয়ার উষ্ণতার এবং রজনীতে শিশিরসিক্ত বাতাসের আর্দ্র শীতলতার বৃদ্ধি হওয়ায় এবং বরফ গুদামের কার্য্যকারক-দিগকে কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদাই বরফ ঘরের ঠাণ্ডাবায়ু হইতে বাহিরের উষ্ণ বায়ু মধ্যে যাতায়াতের আবশ্যক হওয়ায় হঠাৎ উষ্ণ শরীরে আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ-বশতঃ **ডাল্‌কামারার** উদরাময় জন্মে। উদরে কামড়ানি বেদনা হইয়া মলত্যাগ হয়। বেদনাহীন উদরাময়ে ইহার উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরিউক্ত ঘটনাসম্ভূত আমরক্ত রোগেও ইহা উপকারী।

সিষ্টাইটিস্ বা মূত্রস্থলীপ্রদাহ।—ডাল্‌কামারার সর্দ্দিজ বা ক্যাটারাল মূত্রস্থলীপ্রদাহে মূত্রসহ প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মা অথবা পূয়াকার শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং মূত্র কিছুকাল স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে তন্নিম্নে ঘন, পূয়াকার ও হরিদ্রাভ শুভ্র তলানি পড়ে। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগী পুনঃ পুনঃ রক্তময়, তীব্র ও প্রভূত শ্লেষ্মাযুক্ত মূত্রত্যাগ করে। আর্দ্র-শীতল আবহাওয়ায় এবং শরীরের অতিশয় ঠাণ্ডা অবস্থায় রোগের সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি, ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং শরীরের স্বাভাবিক তাপে উপশম।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া।—আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ ও সিক্ত স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা এবং ঋতুকালে শীতল জলে পদের সিক্ততা রোগের কারণ হইলে ডাল্‌কামারা

দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। রোগিণী অস্থির ও উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। ঠাণ্ডা লাগিলেই ইহাদিগের আমবাত অথবা অন্য কোন প্রকার ত্বগুদ্ভেদ জন্মে। এই সকল রোগীর হস্তে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট দৃষ্ট হয়। স্তনের রক্তাধিক্য ও কাঠিন্য জন্মে। মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ জন্মিবার পর ঋতুস্রাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ।

পাল্‌সেটিলা—রজোলোপ রোগে পাল্‌স্‌ এবং ডাল্কামারা পরস্পার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত। উভয়ের রোগেরই সাক্ষাৎ কারণ আর্দ্রশৈত্য সংস্পর্শ, বিশেষতঃ ঋতুকালে অথবা ঋতুসম্ভবিতকালে শীতল জলে পদসিক্ত করিলে উভয়েরই ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা অতি স্বল্প, ছিটেফোটাভাবে বিলম্বে ও অনিয়মিতরূপে স্রূত শোণিত বস্ত্র কলঙ্কিত করে। প্রভেদ এই যে, **পাল্‌স্** রোগী ক্রন্দনশীল, নমনীয়, কোমল, এবং ভদ্র ও পরিবর্ত্তনপ্রবণতাবিশিষ্ট থাকে, **ডাল্‌কা** রোগীর স্বভাবে অস্থিরতা এবং উত্তেজনাপ্রবণতা প্রকাশ পায়। আমরা নিম্নে ঋতুরোধ ও স্বল্পঋতু ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ঔষধ নিচয়ের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

বিলম্বাগত এবং অত্যল্প ঋতুস্রাবে—পাল্‌সেটিলা, কনায়াম, ডাল্কামারা, ফস্‌ফরাস্‌ এবং সাল্‌ফার।

বিলম্বাগত এবং অতি প্রচুর ঋতুস্রাবে—কষ্টিকাম এবং আয়ডিন।

শীঘ্রাগত এবং অত্যল্প ঋতুস্রাবে—কনায়াম, নেট্রাম মিউরি-এটিকাম্‌, ফস্‌ফরাস, এবং সিলিসিয়া।

শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর ঋতুস্রাবে—এমনিয়াম্‌ কার্ব্বনিকাম, বেলাডনা, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা এবং প্ল্যাটিনাম্‌।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্‌।—আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ, সিক্ত গৃহাদি বা তৎসদৃশ স্থানে শয়নাদি প্রযুক্ত তরুণ রসবাত রোগের **ডাল্‌কামারা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এইরূপ শৈত্যসংস্রব ঘটিয়া মুখমণ্ডলপেশী